জ্যোতিষ নাথ

সম্পাদিত

বাণেশ্বর-শুক্রেশ্বর-প্রণীতম্

# শ্রীরাজরত্নাকরম্

(পূর্ববিভাগঃ)

ত্রিপুরার প্রাচীন নরপতিগণের সংস্কৃতকাব্যময় ধারাবাহিক ইতিহাস

(মূল-ও বঙ্গানুবাদসহ)

সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ

জ্যোতিষ নাথ

প্রকাশনা

ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ

আগরতলা।

**ŚRĪRĀJARATNĀKARA (PŪRVAVIBHĀGA)**
of BĀṆEŚVARA AND ŚUKREŚVARA, edited and translated in Bengali by Jyotish Nath.


প্রথম প্রকাশ : ২০০৩, আগরতলা

প্রকাশক : ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ
আগরতলা ।

অক্ষরবিন্যাস : ইউনিক কম্পিউটার, ধলেশ্বর-৫, আগরতলা ।

মুদ্রক : শোভন প্রিন্টিং হাউস
মোটর স্ট্যাণ্ড পূর্ব্ব, আগরতলা ।

মূল্য : ১৫০ টাকা

# ভূমিকা

।। ১ ।।

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত যেসব গ্রন্থের মাঝে পাওয়া যায়, তাদের মাঝে সংস্কৃতে লেখা *'রাজরত্নাকর'* বইখানি অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাজগণের রত্নাকর রাজরত্নাকর। রত্নাকর অর্থাৎ বিপুল জলরাশি (লাক্ষণিক অর্থ, বৃত্তান্তরাশি)। অতএব, রাজরত্নাকরকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ অভেদোপচারবশে *'রাজরত্নাকর'* নামে পরিচিত, এরূপ নির্ণয় করা যায়। এ গ্রন্থের মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপিধৃত অবয়ব - যা, দুই-ই, আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তার বিবরণ এপ্রকার। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য উনবিংশশতকের শেষের দিকে (১৮৮৬ খ্রীঃ) সংস্কৃত *'রাজরত্নাকর'* গ্রন্থখানিকে আধুনিকরীতিতে প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন[১]। মহারাজের এ উদ্যোগ হয়তো মুদ্রিত সেই *রাজরত্নাকর* গ্রন্থের 'ফলানুমেয় প্রারম্ভ', যে গ্রন্থখানির নকল আগরতলাস্থিত বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর ত্রিপুরাব্দ ১৩০৬ (১৮৯৬ খ্রীঃ)-এর সীলমোহরসহ আমাদের হস্তগত হয়েছে। বারোটি সর্গে রচিত এই *রাজরত্নাকর* গ্রন্থের পূর্ববিভাগ সর্বমোট ১২৭টি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য — এ দু'ধরণের প্রমাণবলেই সেখানে যত্নসাধ্য সম্পাদনার সমুজ্জ্বল অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রথম সর্গের অন্তর্গত মঙ্গলাচরণশ্লোকদ্বয় ও দশমসর্গের ১৪২, ১৪৩ এবং ১৫৩ সংখ্যাক শ্লোকত্রয়ের সুপ্রণীত টীকা, মনে হয়, সম্পাদকের রচনা। এছাড়া, বহুস্থানে পাদটীকা দিয়ে নানান অপ্রচলিত শব্দের তাৎপর্যসন্ধান দেখানো হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, অনবধানজনিত কারণে কিছু সম্পাদনা-শৈথিল্য সেখানে রয়ে গেছে, যার দূরীকরণ বর্তমান গ্রন্থে যথাসম্ভব সম্পন্ন হয়েছে।

যাহোক, সম্পাদিত ও মুদ্রিত এই *রাজরত্নাকর* গ্রন্থের বলয়বহির্ভূত আরেকটি বাংলা অক্ষরে হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, যার বাহ্যপ্রমাণিকতার নিরীখে একদিকে যেমন উপর্যুক্ত মুদ্রিত *রাজরত্নাকরের* সম্পাদনাজনিত শোধনকর্ম ভাস্বরতররূপে প্রতিপন্ন হয়, তেমনই অপরদিকে আদি *রাজরত্নাকর* গ্রন্থের মৌলিকতা ও প্রাচীনত্ব নিয়ে যা-কিছু সন্দেহ কতিপয় সমালোচকদের মনে লব্ধমূল, তারও নিরসন হয়ে যায়। আগরতলার রাজকীয় সংগ্রহশালায় (গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম) সংরক্ষিত *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগের এই পাণ্ডুলিপিটির সর্বমোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৯ এবং প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৫ টি করে শ্লোক রয়েছে। এতে রচনার কোনো তারিখ নেই, তবে আনুমানিক ১০০ বছরের পুরানো। আকার হবে ১৪''x ১০'' এবং MSS/

---

১। দ্রষ্টব্য, কালীপ্রসন্ন সেন, 'পূর্বাভাষ', *শ্রীরাজমালা* (প্রথম লহর), (সম্পাদিত) আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ (১৯২৬ খ্রীঃ), পৃ.১।

110-এর সংগ্রহশালাকৃত ক্রমসংখ্যা। পুরানো মোটা কাগজের উপর বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় হাতে-লেখা এই পাণ্ডুলিপির উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থের সর্বত্র 'পাণ্ডুলিপি' এই নামে করা হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিধৃত *রাজরত্নাকরের* কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমসর্গের প্রারম্ভিক তথা মঙ্গলাচরণশ্লোকদ্বয় মুদ্রিত গ্রন্থের ঐ দু'টো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া, বহু পাঠান্তর ও শ্লোকসংখ্যার স্বাভাবিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মুদ্রিত গ্রন্থের দশমসর্গে উল্লিখিত চেদিরাজকন্যার স্বয়ম্বরবিবাহের বিবরণটি পাণ্ডুলিপিতে একেবারে অনুপস্থিত।

।।২।।

*রাজরত্নাকরের* আভ্যন্তরীণ প্রমাণদৃষ্টে (১ম সর্গ, ৮ম শ্লোক) জানা যায় যে, ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (ত্রিপুরাব্দ ৮৬৮) রাজা শ্রীধর্মদেব ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়ে রাজ-চন্তায়ি দুর্লভেন্দ্র ও বাণেশ্বর-শুক্রেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে নিজপূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী আনুপূর্বিক শোনার জন্য বাসনা প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিকভাবে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে তাঁদের অধিগৃহীত কার্য তথা নানা-অনুসন্ধানান্তিক বৃত্তান্তসংগ্রহের ঝাড়াই-বাছাই-এর[২] পরই রাজসমীপে সেই গ্রথিত রচনা কথোপকথনের ভঙ্গীতে শোনানো হয়েছিল, তবুও পূর্ব-দক্ষিণ-বিভাগদ্বয় সমন্বিত আদি *রাজরত্নাকরের* রচনাকাল ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর টানা যায় না; কারণ, শ্রী ধর্মদেবের রাজত্বকাল ঐ বছরেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল[৩]। অতএব, এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে *রাজরত্নাকরের* রচয়িতাদের দ্বারা খুবই অল্পসময়ের মাঝে রচনাকর্ম সমাধা করতে হয়েছিল। আর, এই দ্রুততার তটস্থ নজীরও *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে এখানে-সেখানে ছড়ানো রয়েছে। তাই, একদিকে যেমন গ্রন্থরচয়িতাদের জবানিতেই বিভিন্ন পুরাণ ও *মহাভারত* থেকে ঋণগ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে গ্রন্থের নানা স্থানে প্রসিদ্ধসব গ্রন্থ থেকে প্রাপ্তিস্বীকারহীন রচনাসন্নিবেশের পরিমাণও একেবারে কম নয়। প্রথমপক্ষের উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় সর্গের *মহাভারত*-ও *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণোক্ত* উর্বশী-পুরূবার উপাখ্যান, চতুর্থসর্গের *মহাভারত*-বর্ণিত সর্প-ভীম-যুধিষ্ঠিরের উপাখ্যান, পঞ্চম সর্গের অন্তর্গত *ভাগবত*-ও *মৎস্য পুরাণ* এবং *মহাভারতের* যযাতি-শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর উপাখ্যান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তেমনি অপরদিকে, পুরাণাশ্রয়ী এমন আরো স্থান রয়েছে, যেখানে উত্তমর্ণগ্রন্থ থেকে অবিকল উদ্ধৃত ও বহুধাপ্রকীর্ণ রচনাখণ্ডাদির জন্য ঋণস্বীকার করা হয় নি। যেমন, ষষ্ঠসর্গে দ্রুহ্যু ও কপিলমুনির কথোপকথনচ্ছলে বিষ্ণুর অনুধ্যানহেতু *ভাগবত পুরাণ*-কথিত সুবিস্তৃত ধ্যানোপদেশ; সপ্তমসর্গে রাজা সেতুর প্রতি শ্রীগুরুদেবের সদাচারসম্পর্কিত

---

২। দ্রষ্টব্য, *রাজরত্নাকর* ১.১৫—২০।

৩। দ্রষ্টব্য, কালীপ্রসন্ন সেন, *শ্রীরাজমালা* (প্রথম লহর) (সম্পাদিত) পৃ.৮১—৮২; কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, 'মহারাজ ধর্মমাণিক্য', *পঞ্চমাণিক্য*, আগরতলা, ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ (১৯৪১ খ্রীঃ), পৃ. ৮।

উপদেশ, যা *বিষ্ণুপুরাণের* ঔর্ব-সগর-সংবাদ থেকে গৃহীত; অষ্টম সর্গে রাজা গান্ধারের উদ্দেশ্যে অগ্নিদেবকথিত ধনুর্বিদ্যা, যা *অগ্নিপুরাণোক্ত* অগ্নি ও বশিষ্ঠের তৎসম্পর্কিত সংলাপ থেকে অবিকল সমুদ্ধৃত; নবম সর্গে রাজা দুর্মদের নিকট চ্যবনমুনির গঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণন, যেখানে *বিষ্ণুপুরাণের* গঙ্গাপ্রশস্তি থেকে দু'টো শ্লোক হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে; পুনরায়, এ সর্গেরই অন্যত্র রয়েছে রাজা অরিজিৎ-কৃত কপিলস্তুতি, যা *ভাগবতপুরাণ* থেকে হুবহু নেওয়া এবং দ্বাদশ সর্গে ব্রহ্মপুত্রনদের উৎপত্তি বিবরণটিও *কালিকাপুরাণের* তৎসম্পর্কিত রচনার অনুরূপ। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে ভারতীয় জনমানসপটে ভাসমান সুপ্রাচীন উপাখ্যানগুলোকে ধীরে ধীরে হৃদয়সম্বেদ্যভাবে অনুপ্রবিষ্ট করে নিয়ে পুরাণ ও *মহাভারতাদি* গ্রন্থসমূহ যেমন পরিপুষ্ট হচ্ছিল, তেমনই এরা বিভিন্ন অনতিখ্যাত গ্রন্থকে প্রয়োজনবশে তার বর্ণনাবিষয়, এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বীয় রচনাখণ্ডও বিতরণ করে যথার্থতঃ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিল। লেনদেনের এই ব্যবহারে *রাজরত্নাকরের* খাতায় যেমন দেনার পরিমাণ ধরা পড়েছে, তেমনই পুরাণ ও *মহাভারতাদি* গ্রন্থের মাঝেও পরস্পরের রচনাবিনিময় আক্‌ছার ঘটেছে, যার একটি দৃষ্টান্ত পরে দেখানো হবে।

।।৩।।

এবার *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগের বারোটি সর্গের আনুক্রমিক বিবরণের উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করা যাক। প্রথমসর্গের চারটি প্রারম্ভিক শ্লোকে মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করার পর বিরচ্যমান গ্রন্থের প্রস্তাবনাংশ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সত্যবটে, প্রথম মঙ্গলাচরণশ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কারের মাধ্যমে দু'জন ইষ্টদেবতা, যথা শিব ও কৃষ্ণ স্তুত হয়েছেন; তবে মনে হয়, এ শ্লোকে উল্লিখিত আরাধ্য দেবদ্বয়ের বন্দনাটি ত্রিপুরার রাজপরিবারে সময়বিশেষে আবির্ভূত কোনো এক ধর্মোন্মেষচেতনার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কারণ, মুদ্রিতগ্রন্থের প্রথম দুটি শ্লোকের ক্ষেত্রে পাদটীকা সন্নিবেশের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতাদের মহিমাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হলেও হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপিটির প্রথম মঙ্গলাচরণশ্লোকে কিন্তু একক দেবতা শিবের স্তুতিটি নিতান্ত সরলভাবে টীকাটিপ্পনী ছাড়াই উপস্থাপিত হয়েছে। আর, এই দ্বিবিধ ধর্মবোধকে অবলম্বন করেই সম্ভবতঃ *রাজরত্নাকরের* প্রচলিত পাঠশাখাভেদ দুটি পরস্পরভিন্ন প্রস্থানে আত্মলাভ করেছিল বলে আমাদের ধারণা। এ বিষয়ে আরো কিছু প্রমাণ বারান্তরে দেখানো হবে।

যাহোক, প্রস্তাবনাংশে গ্রন্থকারগণ *রাজরত্নাকর* রচনার উপাদান হিসেবে যেসব প্রমাণরাজির উল্লেখ করেছেন, যেমন, পুরাণ, *রাজমালা* (সম্ভবতঃ সংস্কৃতভাষায় রচিত) *যোগিনীমালিকা, লক্ষ্মণমালা, ভস্মাচলাদিতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত,* গৌতম-ও গালবপ্রণীত গ্রন্থসমূহ, রাজাদের খোদাই করা কীর্তিস্তম্ভ, দেবালয় ও ফলকাদিতে রাজাদের

উৎকীর্ণ বিবরণ, রাজাদের দেওয়া ভূম্যাদিদানপত্র, উপাধিদানপত্র, সনদপত্র ও সর্বোপরি, লোকপ্রচলিত গান ও সমাজে ভাসমান রাজেতিহাস — এদের অধিকাংশ, এমনকি, এগুলোর সংগ্রহজনিত ফলকার্যের একাংশ, যথা *রাজরত্নাকারের* দক্ষিণ-বিভাগ আজ অবলুপ্ত। এ সর্গেই কথিত হয়েছে যে, চন্তায়ি দুর্লভেন্দ্র ত্রিপুরভাষায় আদিতম *রাজরত্নাকরটি* রচনা করেছিলেন। কালের ব্যবধানে এর অবলুপ্তি যেকোনো বিশেষ কারণেই ঘটুক না কেন, একথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রতিপাদনযোগ্য যে ত্রৈপুরভাষীদের প্রাচীনভাষাসংস্কৃতি একদিন নিজ অধিকারেই উত্তম সাহিত্যকৃতি রচনার শক্তি অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয় সর্গে বিধৃত রয়েছে ত্রিপুরার রাজাদের অন্বয়বাহী চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রদেবের উৎপত্তি কথা, চন্দ্রপুত্র বুধ ও বুধপুত্র পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত। পৌরাণিক বর্ণনার স্বাভাবিক রীতি মেনেই বুধ ও পুরূরবার জন্মের কারণ হিসেবে যথাক্রমে চন্দ্র ও তারার প্রণয় এবং বুধ ও ইলার অদ্ভুত সংযোগকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গ্রন্থাকারগণের নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন এখানে যেমন নেই, তেমনি হয়তো তাঁদের সাধ্য ছিল না, পুরাণপ্রথিত উপাখ্যানগুলোর বহুস্থায়ী গতানুগতিকতাকে বর্জন করে নিজের মত করে লেখা।

তৃতীয় সর্গে উর্বশী-পুরূরবার *মহাভারত*-ও *ভাগবতপুরাণ* কথিত প্রণয়কাহিনী যথাযোগ্যভাবে কাটছাঁট করে যথাবৎ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থকারদের সামনে উর্বশী - পুরূরবার প্রণয়বৃত্তান্ত উপস্থাপনের জন্য *ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, পদ্মপুরাণ,* এমন কি, কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* নাটক বিদ্যমান থাকলেও ভাষামাধুর্য, রচনাশৈলীর চমৎকারিত্ব ইত্যাদির কারণে *মহাভারত* ও *ভাগবতপুরাণের* শ্লোকগুলোই তাঁদের দৃষ্টিতে অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

চতুর্থ সর্গে পুরূরবার পুত্র আয়ু ও আয়ুপুত্র নহুষের রাজ্যলাভের কথা বিবৃত হয়েছে। নহুষের *মহাভারত*-প্রসিদ্ধ উপাখ্যান — বিশেষতঃ যেখানে শাপগ্রস্ত রাজা নহুষ সর্পরূপপ্রাপ্ত হয়ে কোনো এক সময়ে ভীমকে নিজকুণ্ডলীর দ্বারা বেষ্টিত করার পর যুধিষ্ঠিরের সাথে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই অংশটুকু, এসর্গের মুখ্য বিষয়। নহুষবৃত্তান্তের জনমনোরঞ্জনী বর্ণনার জন্য গ্রন্থকারগণের পক্ষে *মহাভারতের* শ্লোক উদ্ধৃত করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না বলেই মনে হয়।

পঞ্চম সর্গে নহুষপুত্র যযাতির কীর্তি বিবৃত করার জন্য অনুরূপভাবে উদ্ধৃত হয়েছে *ভাগবত*-ও *মৎস্যপুরাণ* আর *মহাভারতে* বর্ণিত যযাতি-শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর বিখ্যাত সেই উপাখ্যান। এখানে, আধারগ্রন্থগুলোর মাঝে *মৎস্যপুরাণ* ও *মহাভারতের* শ্লোকগুলো পরস্পরসদৃশ। এতে মনে হয়, *রাজরত্নাকর* প্রণয়নের বহুপূর্ব থেকেই

জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের অন্তর্গত এই গ্রন্থগুলোর নিজেদের মাঝেও শ্লোকবিনিময়রূপ সাহিত্যিকপ্রথাটি অনবদ্যভাবে চালু ছিল ।

ষষ্ঠ সর্গে যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুর পিতৃনির্দেশপালনার্থ প্রতিষ্ঠানপুর (বর্তমান এলাহাবাদ) থেকে অগ্নিকোণে গঙ্গাসাগরসঙ্গমের কাছে উপস্থিত হয়ে ত্রিবেগনগরী-স্থাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে । বস্তুতঃ, এখান থেকেই পুরাণোক্ত চরিত্রোপাখ্যানবলয়বর্ণনার অবসানের সাথে সাথে দ্রুহ্যুপ্রবর্তিত চন্দ্রবংশপ্রশাখার আরম্ভ হতে দেখা যায়। তাই, পৌরাণিক-চরিত্র-বর্ণনারীতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব থেকে মুক্তচিত্ত গ্রন্থকারগণের স্বাধীনরচনার তাগিদ ধরা পড়েছে দ্রুহ্যুর গঙ্গা-সাগরাভিমুখে যাত্রাপথের বর্ণনায়, যার ফলে সম্ভবতঃ কখনো-সখনো দেখা দিয়েছে মুদ্রিত *রাজরত্নাকর*-ও পাণ্ডুলিপিধৃত উভয় বর্ণনাধারার মাঝে অসেতুসম্ভব পাঠভেদ, যা বর্তমানগ্রন্থে যথাস্থানে পাদটীকার সাহায্যে দেখানো হয়েছে ।

দ্রুহ্যু পনের দিন ধরে হাঁটার পর গিয়ে উপস্থিত হলেন জহ্নুমুনির আশ্রমে । সেখানে গঙ্গার জলে স্নানটান সেরে মুনির আশীর্বাদ লাভ করলেন । তারপর রওয়ানা হলেন কপিল মুনির আশ্রমে, যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে কপিলা নদী । মুনির নিকট থেকে দ্রুহ্যু সেখানে ত্রিবেগনগরীস্থাপনের জন্য শুধু যে নৈতিক সমর্থনই পেলেন তা নয়, সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন মুনির সদাবহ আশীর্বাদ, সম্ভবতঃ যার আকর্ষণে ত্রিবেগপতি নিজের বার্ধক্যদশায় মুনির কাছে শুনতে গিয়েছিলেন ভগবানের সম্বন্ধে সেই বিশেষ তত্ত্বকথা, যা মুনি নিজেই তাঁর মাকে পূর্বে একবার শুনিয়েছিলেন বলে *ভাগবতপুরাণে* কথিত রয়েছে । ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানাবগাহী এই *ভাগবতপুরাণোক্ত* শ্লোকগুলো উল্লেখের সময়ে *রাজরত্নাকরের* লেখকগণ আকরগ্রন্থের নাম সরাসরি না নিলেও তার আভাষমাত্র দিয়েছেন একথা বলে যে, এ শ্লোকগুলোর মাধ্যমে কপিলমুনি ও তাঁর মায়ের মাঝে ভগবানের তত্ত্বসম্পর্কে কথাবার্তা একদা নির্বাহিত হয়েছিল ।

সপ্তম সর্গে দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু এবং তারপরে বভ্রুপুত্র সেতুর সিংহাসনারোহণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে । সেতু একবার তাঁর নিজের গুরুদেবের নিকট সদাচারসম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রীগুরুদেব, *বিষ্ণুপুরাণে* বর্ণিত রাজা সগর ও ঔর্বমুনির মাঝে সদাচারসংক্রান্ত কথোপকথনকে কাটছাঁট করে নিজে এক দীর্ঘভাষণ প্রদান করেন । এখানেও, সদাচারবর্ণনার প্রারম্ভে আকরগ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয় নি; শুধু বলা হয়েছে, মহর্ষি ঔর্ব একবার রাজা সগরের উদ্দেশে এ ভাষণখানি দিয়েছিলেন । *রাজরত্নাকরে* এখানে আরো কথিত রয়েছে যে, রাজা সেতু নিজ-গুরুমুখনিঃসৃত সদাচারবিবরণ শোনার

পরে প্রজাদের মাঝেও তার প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন । সেতুর পরে তাঁর পুত্র আরদ্বান এবং আরদ্বানের পরে তদাত্মজ গান্ধার রাজপাটে অধিরূঢ় হন ।

অষ্টম সর্গে রাজা গান্ধার তাঁর উপাস্যদেবতা অগ্নির নিকট থেকে ধনুর্বিদ্যা লাভ করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে । এ সর্গের মুখ্যবর্ণনীয় বিষয় হচ্ছে অগ্নিকথিত ধনুর্বিদ্যা । গান্ধারের জবানিতে এবিদ্যার পূর্ববেত্তা হিসেবে বশিষ্ঠের নাম পাওয়া গেলেও *রাজরত্নাকরের* লেখকগণ কিন্তু আকরগ্রন্থ *অগ্নিপুরাণের* নামোল্লেখ কোথাও করেন নি ।

নবম সর্গে গান্ধারপুত্র ধর্মের রাজসিংহাসনপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে । তারপর ধর্মের পুত্র ধৃত রাজ্যসুখ অনুভব করেন । ধৃতের পরে তাঁর পুত্র দুর্মদ রাজা হন । দুর্মদ একবার গঙ্গাতীরে গিয়ে চ্যবনমুনির সকাশে গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন । গঙ্গাপ্রশস্তি নানা আকারে বিভিন্ন পুরাণাদিগ্রন্থে পাওয়া গেলেও এ সর্গের গঙ্গামাহাত্ম্যটি বর্ণনাভঙ্গীর সাদৃশ্যবশতঃ *বিষ্ণুপুরাণ*ও *মহাভারতের* (অনুশাসনপর্বোক্ত) গঙ্গাস্তুতির প্রায় প্রতিরূপ বলে মনে হয় । শুধু তাই নয়, *বিষ্ণুপুরাণের* গঙ্গাকীর্তনবিষয়ক দুটো শ্লোকও *রাজরত্নাকরের* এই অংশে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে । দুর্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রচেতা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । এরাজার শাসনপ্রণালী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের সমগ্রকরসংগ্রহের অর্ধভাগ তিনি প্রজাকল্যাণের জন্য ব্যয় করতেন, এক-চতুর্থাংশ খরচ করতেন স্বজন ও ভৃত্যদের প্রতিপালনার্থ ও অবশিষ্ট ধন কোষাগারে জমা হত । তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁরই শতপুত্রের মাঝে জ্যেষ্ঠ পরাচি । কথিত আছে যে, তিনি দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করার পূর্বে, রাজধানীতে নিজের বিজয়ান্তিক প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে, নিজপুত্র পরাবসুর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে যান । পরে অবশ্য তিনি ফিরে আসেন, কিন্তু রাজ্যশাসন আর করেন নি । পরাবসু প্রচুর দানকর্ম করে রাজকোষ শূন্য করতেন বটে, কিন্তু সমৃদ্ধ প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ আহরণ করে পুনরায় তা পূর্ণ করে নিতেন । তিনি বানপ্রস্থে যাবার পূর্বে পুত্র পারিষদকে রাজ্যে স্থাপিত করে যান । পারিষদের পরে তাঁর পুত্র অরিজিৎ রাজা হয়ে বহুদিন অপুত্রক থাকার কারণে একবার পুত্রলাভের বরকামনায় কপিলাশ্রমে যান এবং মুনিকে তুষ্ট করার জন্য *ভাগবতপুরাণোক্ত* তিনটি শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করেন । পূর্ববৎ এখানেও, আকরগ্রন্থের নামোল্লেখ নেই । কপিলমুনির বরপ্রভাবে রাজার পুত্র সুজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । অতঃপর, রাজা অরিজিৎ যথাসময়ে পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে বনগমন করেন । সুজিৎ এর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র পুরূরবা রাজা হন ও ন্যায়ধর্মতঃ রাজ্যশাসন করার পর পুত্র বিবর্ণকে সিংহাসনে বসিয়ে তপস্যার্থ নৈমিষারণ্যের উদ্দেশে প্রস্থান করেন । বিবর্ণের পরে তাঁর পুত্র পুরুসেন সিংহাসনলাভ করেন । কথিত আছে,

রাজা পুরুসেন অযোধ্যায় দশরথের যজ্ঞে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হয়ে উৎসবে যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ।

দশম সর্গে পুরুসেনপুত্র মেঘবর্ণের রাজ্যপালনসংক্রান্ত বিবরণের শুরুতেই কপিলানদীর তীরস্থিত ত্রিবেগরাজধানীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । মনে হয়, যথাসম্ভব বাস্তবানুগ ও সাবলীল এই নগরবর্ণনাটি হয়তো পরবর্তিকালের কোনো রাজধানীর সুপরিকল্পিত আদলকে মনশ্চক্ষে রেখে কাব্যাকারে রচিত হয়েছিল । অনন্তর, রাজা মেঘবর্ণের বিবাহ-বর্ণনা করতে গিয়ে *রাজরত্নাকরের* মুদ্রিতগ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি — উভয়ত্র চেদিরাজ বীরবাহুর সুলক্ষণানাম্নী কন্যার স্বয়ম্বরের বিবরণ ঘিরে নানা উপবৃত্তান্তের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে । নামে স্বয়ম্বরসভা হলেও বিবাহের পাত্র-পাত্রী উভয়ের মনে পূর্বানুরাগ জাগানোর জন্য চেদিরাজ্য থেকে যাবালিমুনি মেঘবর্ণের রাজধানীতে এসে তাঁর নিকট চেদিরাজদুহিতা সুলক্ষণার রূপগুণবর্ণনা করেন এবং তাঁকে অনতিব্যবহিত স্বয়ম্বরানুষ্ঠানে সমাগত হবার জন্য আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে যান । লোক-দেখানো স্বয়ম্বরের এই মুনিকৃত দৌত্যে নিশ্চয়ই ফাঁকি ছিল, যার জন্য মেঘবর্ণ-সুলক্ষণার স্বয়ম্বরবিবাহ পরিণামে সুখকর হয় নি । তদুপরি, স্বয়ম্বরায়োজনের নানা স্তরে ছিল কলহপ্রিয় দেবমুনি নারদের অযাচিত অথচ মতলবী মুরব্বিয়ানা; আর, তাতে পরিস্থিতিও হয়েছিল বিপত্তিকরভাবে অতিজটিল । তাই, যখন নারদের স্বয়ংকৃত নির্বন্ধাতিশয্যে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী ইন্দ্রনেতৃক দেবগণ প্রথাসিদ্ধ রাজনিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই রাজবাটীতে এসে উপস্থিত হয়ে সাজানো স্বয়ম্বরসভার অন্তঃসারশূন্যতাকে অবধারণকরতঃ মনেমনে ঠকে গেলেন, তখন বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছিল । স্বোপার্জিত এই অপমানের তুষানলজ্বালায় এমনিতেই দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষুব্ধ ছিলেন, তার উপর আবার কূটস্বয়ম্বরবিজয়ী মেঘবর্ণের উদ্দেশে নারদকথিত প্রশস্তিবাক্যের 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা'-গম্য তথা নিজাত্মাবনমনকর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ মেঘবর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসলেন। যাহোক, অন্যান্য দেবতাদের সময়োচিত হস্তক্ষেপে যুদ্ধ নিবারিত হলেও ইন্দ্রদেব শেষে মেঘবর্ণের প্রাণহরণের হুমকি দিয়ে যান এবং পরবর্তিকালে সুযোগ পেয়ে বজ্রপ্রহারের দ্বারা তাঁর প্রাণসংহার করেন । মুদ্রিত *রাজরত্নাকরের* এ সর্গের নারদোপাখ্যানে কৃষ্ণকালী নামক এক দ্বৈতসত্তাক দেবতার স্তুতি যথাযোগ্যভাবে কাব্যসুষমার সাথে বিরচিত হলেও সমগ্র এই উপাখ্যানটিই কিন্তু হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপিতে একেবারে অনুপস্থিত । শেষোক্ত ক্ষেত্রে, অর্ধসমাপ্ত যাবালি-মেঘবর্ণ-সংলাপের পরে থেকে একাদশসর্গারম্ভপর্যন্ত বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা একেবারে ফাঁকা । পাণ্ডুলিপিকার নারদোপখ্যানটি এড়িয়ে গিয়েছেন, সম্ভবতঃ এ কারণে যে, ত্রিপুরার রাজপরিবারে কালব্যবচ্ছেদে আবির্ভূত

ধর্মোন্মেষচেতনার পরিচয়বাহী কৃষ্ণকালী-স্তুতিকে *রাজরত্নাকরের* পাণ্ডুলিপিপ্রস্থান সহজে মেনে নিতে পারেন নি" ।

একাদশ সর্গের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামীর চিতায় আরোহণ করার জন্য বিকর্ণ-জননী অর্থাৎ মেঘবর্ণের পত্নী সুলক্ষণার পীড়াপীড়িকে ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁর বালকপুত্রের দেখভালের দোহাই দিয়ে নিবারিত করেছিলেন । অতঃপর, যথাকালে বিকর্ণ পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যবাসীর আনন্দবর্ধন করেছিলেন । বিকর্ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বসুমান রাজা হন । কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হলে পরে তাঁর পুত্র কীর্তি সিংহাসন লাভ করেন । কীর্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও কামলোলুপ রাজা ছিলেন । তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তদাত্মজ কনীয়ান রাজা হন । তিনি দৃঢ়চেতা ও সর্বদোষবর্জিত রাজা ছিলেন । তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন তাঁরই পুত্র প্রতিশ্রবা । প্রতিশ্রবা বৃদ্ধবয়সে রাজ্যসুখভোগে বীতস্পৃহ হয়ে তাঁর পুত্র প্রাতিষ্ঠকে সিংহাসনে বসিয়ে যান । রাজা হয়ে প্রাতিষ্ঠ অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন । প্রবলপরাক্রান্ত এই রাজা মণ্ডলাধীশ[৫] অর্থাৎ বারোজন নৃপতির সমূহের মাঝে মুখ্যমহীপতি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন । তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন তাঁরই আত্মজ শত্রুজিৎ । তিনিও

---

৪ । এগ্রন্থের প্রুফ দেখার সময়ে আগরতলার *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকার (১৭ নভেম্বর ২০০২ খ্রীঃ, পৃ ৪) 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে পান্নালাল রায়ের লেখা 'গুপ্ত হত্যা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আলোকে অতীত ত্রিপুরা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন, গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের পরস্পরভিন্ন বংশধরদের মাঝে রক্ষিত হয়ে বাংলা *রাজমালা* গ্রন্থখানি কালক্রমে দু'ভাবে আত্মলাভ করেছিল । যদিও, এ তথ্যটি ভিন্ন প্রসঙ্গের, তবুও এর তাৎপর্য *রাজরত্নাকরের* উপর্যুক্ত প্রস্থানদ্বৈবিধ্যের আলোচনায় যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী ।

৫ । প্রাচীন ভারতে রাজ্যগুলোর মাঝে শক্তিসাম্যের ধারণা অবলম্বন করে মণ্ডলতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল । কামন্দকের মতে, সাধারণতঃ বারোটি রাজ্য নিয়ে এই মণ্ডল কল্পনা করা হত । মাঝখানে এক নৃপতিকে 'বিজিগীষু' রাজা হিসেবে স্থির করে, তাঁর রাজ্যের সামনে পাঁচজন (যথা, অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র ও অরিমিত্রের মিত্র) পেছনে চারজন (যথা, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও আক্রন্দাসার); শত্রু ও বিজিগীষুর মধ্যস্থানবর্তী 'মধ্যম' এবং *এঁদের* বহিঃস্থিত 'উদাসীন' — এতসব রাজার রাজ্য নিয়ে মণ্ডল গঠিত হত । এ বিষয়ে, *রঘুবংশের* (৯.১৫) মল্লিনাথটীকায় উদ্ধৃত, কামন্দকের নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী প্রণিধানযোগ্য —

অরির্মিত্রমরের্মিত্রং মিত্রমিত্রমতঃ পরম্ ।<br>
তথারিমিত্রমিত্রং চ বিজিগীষোঃ পুরঃসরাঃ ।।<br>
পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরম্ ।<br>
আসারাবনয়োশ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ ।।<br>
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমো ভূম্যনন্তরঃ ।<br>
অনুগ্রহে সংহতয়োঃ সমস্তব্যস্তয়োর্বধে ।।<br>
মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনো বলাধিকঃ ।<br>
অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাং চ বধে প্রভুঃ ।।

বিক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম প্রতর্দন। রাজা পুত্রকে শৈশবেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের তপোবনে পাঠিয়েছিলেন। গুরুগৃহে যাবার পথে প্রতর্দন লৌহিত্য, করতোয় প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং যথাবিধি গুরুকুলে বাস করে শিক্ষাসমাপন করার পর ত্রিবেগনগরীতে ফিরে আসেন। অতঃপর, রাজা শত্রুজিৎ পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থধর্ম পালন করার জন্য হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে চলে যান।

দ্বাদশ সর্গের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে পূর্বে প্রতর্দন যখন গুরুগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি ত্রিপুররাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত যে ব্রহ্মপুত্র নদ, তার তীরে উপস্থিত হয়ে কোনো এক তীর্থতত্ত্ববিশারদ ব্রাহ্মণের নিকট থেকে ত্রিপুররাজ্য ও ব্রহ্মপুত্রনদ দুয়েরই মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, ত্রিপুররাজ্যটি আর্যধর্মবর্জিত কিরাতদের দ্বারা অধিকৃত হলেও পূর্বে তা শৈলেন্দ্রনন্দিনী দেবী ও শম্ভুদেবের বিহারভূমি ছিল। ভারতবর্ষের মাঝে সুখস্থান এই ত্রিপুরভূমি নদনদ্যাদিশোভিতা ও প্রচুরশস্যশালিনী। হিমালয়পর্বতের পার্শ্বদেশ থেকে শুরু হয়ে সাগরসীমাপর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্যের বনদেশে সোনারূপার খনি, ওষধি ও অন্যান্য বৃক্ষ, প্রচুর হাতি ও নানা পশু রয়েছে। সর্বোপরি, এ রাজ্যে মহাশক্তি ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও লিঙ্গরূপী ত্রিপুরেশ শিব অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এভাবে ত্রিপুররাজ্যের বর্ণনাশেষে প্রসঙ্গক্রমে শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্রনদের উৎপত্তি-বিবরণ, যা *কালিকাপুরাণ* থেকে পাঠান্তরসহিষ্ণু আদলে হুবহু উদ্ধৃত।

তারপর বলা হয়েছে, গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাগত তরুণ যুবক প্রতর্দন একবার নিজপিতার কাছে ত্রিপুররাজ্যজয়ের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু পিতার সমর্থন না পেয়ে মনের কথা তিনি মনেই রেখে দিয়েছিলেন। অনন্তর, কালক্রমে পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হবার পরে তিনি মনের বাসনা চরিতার্থ করার সঙ্কল্প নিয়ে ত্রিপুরার উদ্দেশে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। অতঃপর, তিনি ব্রহ্মপুত্রনদ পার হয়ে ত্রিপুরসীমান্তের ভেতরে শিবির স্থাপনপূর্বক কিরাতাধিপতির কাছে বার্তাবহদূত প্রেরণ করেন। দূতের ভাষণ থেকে জানা যায় যে ত্রিবেগাধিপতি প্রতর্দন বর্ণাশ্রমধর্মহীন, অনাচারবহুল, জুগুপ্সিত কিরাতদেশে ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিরাতাধীশ ত্রিবেগদূতকে ফিরিয়ে দিয়েই সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করলেন। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল, পরাজিত কিরাতেশ্বর প্রাণমাত্র সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করলেন; অতঃপর ত্রিপুররাজ্যে ত্রিবেগরাজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কথিত আছে যে, রাজা প্রতর্দন সাম অর্থাৎ হিতবাক্য, দান অর্থাৎ করপ্রভৃতি থেকে রেহাই এবং সর্বশেষে ভেদ অর্থাৎ কিরাতপতির প্রসাদজীবী ব্যক্তিদিগকে নিজের পক্ষভূত করা — এতসব উপায়ের মাধ্যমে বিজিত জনগণের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ত্রিবেগরাজ্য থেকে রাজকীয় শ্বেতচ্ছত্র, চন্দ্রপ্রভ বিশাল চামর, প্রধানমন্ত্রী, মহাকুলজাত ও পরাক্রান্ত

রাজপুরুষ এবং সর্বতত্ত্ববিৎ বিচারকপ্রভৃতি আনয়নের ব্যবস্থা করেন । তিনি রাজসৈন্যদের গিরিদুর্গসমূহে স্থাপিত করেন ও প্রজাগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে নতুন দেশে ইন্দ্রপুরীতুল্য এক নগরী নির্মাণ করেন । অতঃপর, তাঁর পুত্র প্রমথের জন্ম হয় । কিন্তু রাজপুত্র সুশিক্ষা লাভ করলেও উদ্ধতস্বভাব, দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । তবে, অশ্ব-ও গজবাহিত যুদ্ধ, রথ-ও ধনুর্যুদ্ধ এবং বাহুযুদ্ধে তিনি ছিলেন খুবই নিপুণ ।

এভাবে ত্রিপুরার রাজগণের বিবরণ সংগৃহীত করার পর চন্তায়ি দুর্লভেন্দ্র ও রাজা ধর্মদেবের মাঝে ত্রিপুরারাজ্যের উৎপত্তিকথা ও তার সীমাবিচার নিয়ে কথাবার্তার সাথেসাথেই সমাপ্ত হয়েছে *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগ ।

।। ৪ ।।

*রাজরত্নাকরের* লেখকগণ চরিত্রচিত্রণেও কুশলতা দেখিয়েছেন । তবে এ ব্যাপারে তাঁদের সাবলীল দক্ষতা বেশিমাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে পুরাণ-ও *মহাভারতোক্ত* চরিত্রোপাখ্যানবলয়ের বহির্ভূত পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-নির্মাণে । আর, এমনসব চরিত্রের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন দশমসর্গের নারদোপাখ্যানে সঞ্চরমাণ দেবমুনি নারদ ।

কলহপ্রিয় নারদমুনি চেদিপতি বীরবাহুর নিকট থেকে রাজকন্যার স্বয়ম্বরার্থ সভাহ্বানের সংবাদটি শোনার পর রাজাকে নীচের অর্থান্তরন্যাসযুক্ত শ্লোকটির মাধ্যমে বাঞ্ছিত ফললাভের আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু সাথে সাথে নিজের জন্য রাজবাড়ীতে অনাহূতভাবে কর্তাগিরি করার অন্যায্য অধিকারটিকেও পাকা করে নিয়েছিলেন । এমনই মোহনিয়া ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্য —

রাজংস্তবাভিলষিতং পূর্ণতাং যাস্যতি ধ্রুবম্ ।
সৎকর্ম্মণাং হি কার্য্যেষু সর্ব্বে যান্তি সহায়তাম্ ।।

(*রাজরত্নাকর* ১০.৯০)

এভাবেই নারদচরিত্র সেখানে অত্যন্ত সজীব হয়ে বারেবারে দেখা দিয়েছে । অন্যত্র যেমন, মুনি রাজকন্যার স্বয়ম্বরে অনাসৃষ্টি বাধানোর জন্য নিজে সম্পূর্ণতঃ অনধিকারী হয়েও দেবগণকে স্বয়ংকৃত নিমন্ত্রণ দেবার জন্য স্বর্গপুরীতে রওয়ানা হলেন । পথিমধ্যে ব্রাহ্মণদের দেখতে পেয়ে তাদেরও স্বয়ম্বরসভায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন । কিন্তু স্বাভিমানগর্বী ব্রাহ্মণরা অনধিকারী নারদের এই উটকো নিমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর দিলেন এই জানতে চেয়ে যে রাজবাটী থেকে যথাবিহিত নিমন্ত্রণ এসেছে কিনা। তখন প্রত্যুৎপন্নমতি নারদ এঁদের দীনহীন সামাজিক অবস্থানের প্রতি খোঁচা দিয়ে বললেন যে, মানী ও মনস্বী লোকেরাই কেবল নিমন্ত্রণাপেক্ষী হন । ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের জন্য নিমন্ত্রণের দরকার হয় না —

নিমন্ত্রণমপেক্ষন্তে মানবন্তো মনস্বিনঃ ।
ভিক্ষোপজীবিনো বিপ্রা নাপেক্ষন্তে নিমন্ত্রণম্ ।।

(*ঐ*, ১০.৯৯)

স্বয়ম্বরের পূর্বেই বিচক্ষণ নারদ রাজকন্যা সুলক্ষণার মনের গোপনকথাটি ও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে মনে হয় । তাই, সুন্দরীতমা সুলক্ষণা যখন পতিনির্বাচনের জন্য স্বয়ম্বরসভার মাঝ দিয়ে অগ্রসরমাণা, তখন দেবমুনি তাঁর সরস বচনভঙ্গীর মাধ্যমে বিদুষী পতিম্বরার উদ্দেশে যেসব নির্দেশগর্ভিত বাক্য বলেছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই রাজকন্যার চিরলালিত অভিলাষকে প্রতিধ্বনিত করেছিল —

আয়াতো লঘুবাহনং পরিজহদ্ যো লব্ধবর্ণো মহান্
যো জিষ্ণুঃ শতকোটিনায়কতয়া লোকৈরলং গীয়তে ।
বিখ্যাতো বিবুধেশ্বরস্তব কৃতে যশ্চৈকতানোঽভবৎ
ভক্ত্যা ভাবিনি মেঘবাহনমমুং মাল্যেন তং মানয় ।।

( *ঐ*, ১০.১৫৩)

কৃষ্ণভক্ত নারদ সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গাজলে স্নান সেরে তিলকমৃত্তিকা দ্বারা নিজের সুন্দরদেহে কৃষ্ণনাম অঙ্কিত করে নিয়েছিলেন বলে একস্থানে (*ঐ*, ১০.১৩৮) কথিত হয়েছে । মনে হয়, এটা ছিল তাঁর প্রাত্যাহিক অভ্যাস । নারদের চরিত্রে অন্যকে গোপন সংবাদ জানিয়ে দেবার একটা দুর্বার চেষ্টা যেন ছিল । তাই, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র যখন পূর্ববৈরবশতঃ মেঘবর্ণকে হত্যা করার জন্য সচেষ্ট হলেন, তখন সেই গোপনখবরটিও নারদ আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন (*ঐ*, ১০.২০০) । কী রাজা, কী দরিদ্র ব্রাহ্মণবর্গ, কী মানুষ অথবা দেবতা, সবাইকে তুড়ি মেরে নাচিয়েছেন এই ভবঘুরে মুনি । তাই, *রাজরত্নাকরের* নারদচরিত্র এত বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে !

*রাজরত্নাকরের* মেঘবর্ণচরিত্রটি ট্র্যাজিক ধরনের । জলদুর্গে ঘেরা, উত্তুঙ্গ সৌধরাজিশোভিত, কবি-সিদ্ধ-বিদ্যাধর প্রভৃতির দ্বারা সতত পরিবৃত, শস্ত্রপাণি সৈনিকগণের দ্বারা সুরক্ষিত ও নৃত্যগীতমুখরিত তাঁর রাজবাটী ছিল ইন্দ্রপুরীতুল্য । এহেন সুরম্য ও সর্বসুখপ্রদ রাজগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় থেকে তাঁর রাজ্যশাসনরূপ কর্মটি এ অনুমানের জন্ম দেয় যে, তাঁর উদাসী চিত্তে সুখ বেশি ছিল না । তাঁর রাজ্যে শান্তচিত্ত সন্ন্যাসী ও সত্যব্রতপরায়ণ দ্বিজাতি বসবাস করলেও, মনে হয়,তাঁরা রাজাকে বিশেষ কোনো গভীরজীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন নি । রাজ্যবাসী পুরুষেরা নিজ নিজ ধর্মপালন ও অতিথিসেবায় যেমন ছিলেন সদারত, তেমনই পতিপ্রাণা রমণীগণ ছিলেন পতিভক্তিপরায়ণা । তাঁরাও হয়তো রাজার মনে সংসারজীবনগ্রহণের জন্য দোলা জাগাতে সমর্থ হন নি । রাজ্যের দেবালয়সমূহে নানা দেবমূর্তি নিত্যপূজিত হলেও

তখনো হয়তো দেশে সর্বপ্লাবী ভক্তিরস জাগ্রত হয় নি। ধনশালী ও চতুর বৈশ্যগণের কেউ ছিলেন কুসীদজীবী, কেউ বা কৃষিজীবী। আরোগ্যশালায় বৈদ্যগণ যেমন ছিলেন চিকিৎসারত, হট্টস্থানে তেমনই পশু-পাখি-নাচিয়ের দল, অস্ত্রশস্ত্রের ঘষামাজাকারী শ্রমিক, ধাতুশিল্পী, ছুতোর, চর্মকার ও অন্যান্য কারুশিল্পী নিজনিজ ধান্দায় ব্যস্ত থাকতেন। নিত্য-অভ্যাসময় জীবিকাপালনের গতানুগতিকতা সবাইকে করেছিল অবসন্ন ও আচ্ছন্ন।

এমনই এক দিনে রাজা মেঘবর্ণের কাছে এসেছিলেন যাবালিমুনি, চেদিরাজকন্যা সুলক্ষণার সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। মুনির মুখ থেকে তাঁদের কৃতকস্বয়ম্বরসভার কৃতপরিণামসম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অবগত হয়েই ত্রিবেগরাজ্যের শান্ত, দান্ত, পরন্তপ, রূপবান, সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, মহাবল ও মহারথ রাজা তথা চেদিরাজের হবু জামাতা মেঘবর্ণ মুচকি হেসে, অপরাপর উত্তম রাজেন্দ্রবৃন্দ, এমন কি, ইন্দ্রাদিদেবগণেরও পরমেপ্সিত স্বয়ম্বরের আগাম নিমন্ত্রণ অবলীলায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হয়তো বা নিয়তির চাহনিয়া হাসিই তাঁর মুখে তখন ফুটে উঠেছিল!

যাবালিমুনি হরিভক্ত (*রাজরত্নাকর* ১০.৭৯)। তিনি পূর্বাহ্নেই জানতেন যে, ইন্দ্রাদিদেবগণ চেদিপতির স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হবেন (*ঐ,* ১০.৭৭)। কৃষ্ণভক্ত নারদ তো নিজেই উপযাচক হয়ে ইন্দ্রনেতৃক দেববৃন্দকে কৃষ্ণকালী-দেবতার উপাসক চেদিরাজের স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হবার জন্য সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। অতএব, একদিকে কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায় এবং অন্য দিকে ইন্দ্রনেতৃক দেবগণ — এ দুই সম্প্রদায়ের মাঝে টানটান মানসিক দূরত্ব অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাঁদের এই পারস্পরিক বিসম্বাদ নতুন করে তখন উচ্চমাত্রা লাভ করেছিল, যখন কৃষ্ণকালীর ভক্ত চেদিরাজদুহিতা সুলক্ষণা স্বয়ম্বরসভায় কৃষ্ণনামে অঙ্কিতগাত্র নারদের ইশারাপূর্ণ অথচ শ্লেষমণ্ডিত বাক্যের তাৎপর্য অবধারণ করে মেঘবাহন ইন্দ্রদেবকে পরিহারপূর্বক ইন্দ্রভক্ত (*ঐ,*১০.১৭৪) মেঘবর্ণকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। সঙ্ঘের এই স্বয়ম্বরসভায় মেঘবর্ণের মানসিক অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল, যখন কলহপ্রিয় নারদমুনি সর্বসমক্ষে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা'-ময় একটি শ্লোকের (*ঐ,* ১০.১৫৯) মাধ্যমে স্বয়ম্বরবিজয়ীর প্রশস্তি গেয়ে কার্যতঃ ইন্দ্রদেবের জন্য দেবশ্রেণীমধ্যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থান ব্যবস্থিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তখন, মেঘবর্ণের আর কিছুই করার ছিল না। কেননা, তিনি ইতোমধ্যেই কতকটা নবীনযৌবনোচ্ছ্বাসের কারণে আর কতকটা অপরিণামদর্শিতার দরুন যাবালি ও নারদমুনির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। অতএব ইন্দ্রের সাথে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। যাহোক, ইন্দ্রকর্তৃক যুদ্ধে আহূত হয়ে তিনি রাজধর্ম অনুসারে প্রকাশ্যে প্রতিযোদ্ধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ও দর্পিত প্রতিস্পর্ধা দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তিকালে, তিনি পূর্বের স্বয়ম্বরসভামধ্যে তাঁর আত্মকৃত ভুলের মাশুল নিজজীবনের আরেকটি ভুলের দ্বারাই শোধ করতে যেন চেয়েছিলেন। তাই, দেবমুনি নারদ মেঘবর্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিহিংসাপরায়ণতা সম্পর্কে আগেভাগে সাবধান করে দিলেও তিনি ভুলবশতঃ একদিন আকুল বনপ্রদেশে মৃগয়া করার জন্য নির্গত

হন। দিন সহসা ঘনঘোর দুর্দিনে পরিণত হল; সঙ্গীরাও রাজার নিকট থেকে দূরে চলে গেলেন; ইন্দ্রদেবও তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে বজ্রপ্রহারে নিহত করেন। তবুও, এখানে বলতে হবে যে একাকী নিবিড় বনভূমিতে আসন্ন মৃত্যুর গর্জন শুনতে পেয়েও এই চিরউদাসী জীবনযোদ্ধা তাঁর অন্তিম সকরুণ জীবনসঙ্গীত একখানি নিজের ইষ্টদেবতা নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদন করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কে জানে, কৃষ্ণকালীর প্রতি ভক্তিমতী মনস্বিনী পত্নী সুলক্ষণার প্রেমস্পর্শে রাজার মনের অতলেও আমৃত্যু নিবাতনিষ্কম্পপ্রদীপশিখাবৎ কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল কি না!

*রাজরত্নাকরের* একাদশসর্গের শেষদিকে ও সমগ্র দ্বাদশসর্গে শত্রুজিৎ-পুত্র প্রতর্দনের বীরকর্মসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। পিতা তাঁকে শৈশবেই অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য বিশ্বামিত্রমুনির গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি গুরুগৃহ থেকে কৃতবিদ্য হয়ে নিজগৃহে একদিন ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সুদূরের আহ্বানজনিত ব্যাকুলতা তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল এই প্রবাসকালেই। কেননা, গুরুগৃহে যাবার পথে তিনি যখন লৌহিত্যনদের তীর্থস্থল ভ্রমণ করেন, তখনই তাঁকে কোনো এক তীর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ত্রিপুররাজ্যের মাহাত্ম্যবর্ণনের মাধ্যমে সুদূরের বাঁশি শুনিয়েছিলেন। প্রতর্দন আর ইহজীবনে সেই ডাক অবহেলা করতে সমর্থ হন নি।

গুরুগৃহ থেকে ঘরে ফিরে এসে তরুণ প্রতর্দন একবার পিতাকে ত্রিপুররাজ্য জয় করার জন্য নিজের মনোরথ ব্যক্ত করেন। কিন্তু, পুত্রের পররাজ্যবিজিগীষা যে নিছক বিজয়াভিযান সম্পর্কিত নয়, বস্তুতঃ দুর্গমবিজয়ের নেশা যে পুত্রকে পেয়ে বসেছে, সে কথা সম্ভবতঃ পিতা শত্রুজিৎ জানতেন। নতুবা শস্ত্রাস্ত্রবিৎ পুত্রকে ত্রিপুররাজ্যবিজয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত তিনি করবেন কেন? বিশেষতঃ যেখানে তাঁদের পূর্বপুরুষ, যথা, রাজা পরাচি ও তাঁর ভাইদের উদীচ্যপথে যশস্কর বিজয়যাত্রার উত্তরাধিকারজনিত অনুপ্রেরণা তাঁদের রক্তে বহমান রয়েছে! তাছাড়া, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রাজ্যসুখ ভোগ করার জন্য নিশ্চয়ই তিনি পুত্রকে বিশ্বামিত্রের তপোবনে পাঠিয়ে কঠোর বিদ্যাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করেন নি। মনে মনে কষ্ট পেলেও বিশ্বামিত্রশিষ্য প্রতর্দন পিতার আজ্ঞা মেনে নিয়ে আপাততঃ নিবৃত্তসম্পরায় হলেন।

কালান্তরে, পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হবার পরে প্রতর্দনের মনে পুনরায় দুর্গমবিজয়স্পৃহা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। তিনি চতুরঙ্গ সেনা অর্থাৎ হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতি সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরবিজয়ের জন্য পূর্বাভিমুখে যাত্রা করলেন। অতঃপর, সসৈন্যে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রনদ পার হয়ে তিনি ত্রিপুরসীমায় স্কন্ধাবার স্থাপন করার পর ত্রিপুররাজ্যের সদাচারপরাঙ্মুখ কিরাতপতির কাছে দূতের মাধ্যমে 'হয় দেশ ছাড়, নয় যুদ্ধ কর' এই বার্তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু স্বাভিমানী ও শক্তিসম্পন্ন কিরাতরাজের পক্ষে দূতবাক্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে, চৌদ্দদিন ধরে তুমুল যুদ্ধের পর প্রতর্দনের জয় ও অন্যদিকে

হতসৈন্য কিরাতপতির যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন সম্ভাবিত হল। বিজয়ী রাজা একদিকে ত্রিবেগনগরীতে জয়বার্তা ও অন্যদিকে ত্রিপুররাজ্যে আশ্বাসবার্তা — দুই-ই পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ত্রিপুরদেশের ভয়ভীত লোকেরা যারা ধন-পুত্র-কলত্র ছেড়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করেছিল, তাদের প্রতি তিনি চরমাধ্যমে হিতবাক্য প্রেরণ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। শত্রুসেনাদের মাঝে যারা তাঁর শরণাগত হয়েছিল, তাদের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হয়ে আশ্রিতজনের প্রার্থিতবস্তুসমূহ দান করেছিলেন। প্রজাদের দেয় রাজকরও একবছরের জন্য মকুব করে দিয়েছিলেন। বিজয়ী রাজার সদয় আচরণের কারণে, সেই সব লোক, যারা তখনো গোপনে পরাজিত কিরাতাধিপতির প্রসাদজীবী ছিল, তারাও রাজ্যচ্যুত পুরানো প্রভুকে পরিত্যাগ করে নতুন রাজার বশ্যতা স্বীকার করল। এভাবে, রাজা প্রতর্দন যুদ্ধের অর্থাৎ দণ্ড প্রয়োগের পরে সাম, দান ও ভেদ - এর দ্বারা সমগ্র রাজ্যবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, প্রতর্দন নতুন রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তিত করার জন্য ত্রিবেগনগরী থেকে রাজমহিমার প্রতীক শ্বেতচ্ছত্র ও চন্দ্রাভ বিশাল চামর এবং এ দুটোর সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী, প্রবলবিক্রান্ত ও মহাকুলজাত রাজকর্মচারিসমূহ ও সর্ববিষয়াভিজ্ঞ বিচারকদের আনয়ন করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, বিজয়গর্বী নিজসৈন্যদের তিনি শস্ত্রাভ্যাস অনুশীলনের জন্য গিরিদুর্গসমূহে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর, তিনি প্রজাদের অনুরোধে সম্মত হয়ে ইন্দ্রপুরীসদৃশ এক নগর সেখানে স্থাপন করেন।

বস্তুতঃ, প্রতর্দনই হলেন ত্রিপুররাজ্যে রাজশাসনব্যবস্থার প্রথম স্থপতি। ত্রিবেগরাজগণের মাঝে তাঁকেই সর্বপ্রথম দূরবিজয়ের উন্মাদনা ঘরছাড়া করেছিল; কিন্তু, লক্ষ্মীছাড়া তিনি কখনোই হন নি। তাঁর সম্পর্কে *রাজরত্নাকরের* লেখকগণ যথার্থই বলেছেন যে, পৌরবদের মাঝে যেমন কুন্তীপুত্রগণ কল্যাণলাভ করেছিলেন, আবার তেমনই দ্রুহ্যুবংশীয়দের মাঝে তাঁদের তুল্যধর্মা হলেন পুণ্যকীর্তি প্রতর্দন —

পৌরবাণাং যথা পার্থাঃ শুভানামাস্পদং কিল।
দ্রৌহ্যবাণাং তথা রাজন্ পুণ্যশ্লোকঃ প্রতর্দ্দনঃ ।।

(*ঐ*, ১২.১০৩)

।। ৫ ।।

*রাজরত্নাকরের* ভাষা সরল ও এর রচনা প্রসাদগুণমণ্ডিত। তবে মাঝে মাঝে ব্যাকরণের কিছু অনতিপ্রচলিত ও অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কিছু অনবদাত প্রয়োগের উদাহরণ যেমন, প্রাবর্ত্তয়েৎ (*রাজরত্নাকর* ৯.১৭), লভেৎ (*ঐ*. ৯.৩৪) ইত্যাদি। এসব ক্রিয়াপদে পরস্মৈপদবিভক্তির ব্যবহার খুবই বিরল। অপরদিকে, তারয়তে (*ঐ*. ৯.২৩) এই ক্রিয়াপদেও আত্মনেপদ-ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। বর্তমান গ্রন্থে মূলগ্রন্থের এ সব সন্দিগ্ধ ক্রিয়ারূপের ব্যাকরণকে

'বিরল শিষ্টপ্রয়োগের' মর্যাদা দিয়ে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। শুধু *রাজরত্নাকরের* মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপিধৃত — উভয়বিধ পাঠেই নয়, এমন কি, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব আপনা হতেই যেন প্রাচীনপন্থী গ্রন্থকারদের লেখনীতে এসে প্রাদুর্ভূত হত। এ বিষয়ে, বর্তমান গ্রন্থের মূলরচনা-খণ্ডে আমরা গ্রন্থকার-প্রত্যয়-নেয়বুদ্ধি, অন্যত্র আধুনিকপন্থী।

একথা ঠিক যে, *রাজরত্নাকরের* পদ্যের তরঙ্গভঙ্গকে পাঠকের সামনে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করে দেয় তাদের ছন্দঃসন্নিবেশ। বিষমবৃত্তের পদ্যে অনুষ্টুভ্ ছন্দ ও সমবৃত্তধরনের পদ্যগুলোতে পরিচিত সব ছন্দই কম-বেশি ব্যবহৃত হয়েছে; সেইসঙ্গে অন্য কোথাও জাতিছন্দ আর্যা। মুদ্রিত *রাজরত্নাকরের* প্রথম মঙ্গলশ্লোকটি শার্দূলবিক্রীড়িতছন্দে রচিত হলেও পাণ্ডুলিপির প্রথম মঙ্গলশ্লোকের ছন্দ স্রগ্ধরা। আবার, উভয় প্রস্থানেই প্রথমসর্গের অন্তর্গত নীচের এই শ্লোকটিতে ব্যবহৃত হয়েছে জাতিছন্দ আর্যা —

কলয়া হরশিরসি বিধো প্রতিবিম্বেন বসসি গঙ্গাহ্রদয়ে।
তবু কুলজানাং রাশৌ কৃপয়া তিষ্ঠ শুভং নমস্তে ।। (*রাজরত্নাকর,* ১.৪)

অন্যত্র, দশমসর্গের অন্তর্গত এ শ্লোকটিতে প্রযুক্ত হয়েছে অনুষ্টুভ্ ছন্দ —

গৃহাগতং মুনিং বীক্ষ্য হর্ষযুক্তো মহামতিঃ।
পাদ্যার্ঘ্যৈঃ পূজয়িত্বা স বীরবাহুস্তদা মুনিম্ ।।

(*ঐ,* ১০.৮৭)

সমবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র সমাবেশ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দশমসর্গের নারদোপাখ্যানে।

বিভিন্ন রসের উপস্থাপনেও *রাজরত্নাকরের* প্রণেতৃগণ উত্তম কাব্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থের মাঝে সার্থক রসনিষ্পত্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান, যেমন —

যুবাপি যো ভোগসুখানি হিত্বা কন্দাদিভুক্ তাপতুষারসোঢ়া।
সন্ত্যজ্য গেহং বিনিবৃত্তকামো বভ্রাম তীর্থেষু চ কাননেষু ।।

(*রাজরত্নাকর* ১.৭)

এখানে আলম্বন বিভাব হচ্ছে জাগতিক ভোগসুখের অসারত্ব। উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে তীর্থ ও কানন; অনুভাব হল তাপ ও শৈত্য সহন করা এবং ব্যভিচারী ভাব হয়েছে বৈরাগ্যভাবনা। অতএব, যথোক্ত প্রকারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগ হওয়ায় শান্তরস এখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আবার, বীভৎস ও করুণ রসদ্বয়ের সমাবেশ ঘটেছে দশমসর্গের অন্তিম তিনটি শ্লোকে, যেখানে মজ্জা-মাংস-বসাময় শবদেহের পরিষ্কারক প্রাণিসমূহ, যথা, কাক, কুকুর, শিয়াল, গৃধ্র, পিশাচ

ইত্যাদির দ্বারা পরিবৃত মেঘবর্ণের শব দেহকে নিয়ে পুরবাসীদের ভয়ঙ্কর শ্মশানযাত্রা-বর্ণনার সাথে সাথে মৃত রাজার পত্নী সুলক্ষণার করুণ ক্রন্দন, নিজভাগ্যনিন্দা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি সহৃদয়সম্বেদ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

*রাজরত্নাকরের* নানা স্থানে অলঙ্কারচমৎকারিত্বও অনুভব করা যায় । যেমন, মুদ্রিতগ্রন্থের আনন্দৈকনিধিম্—এই প্রথম মঙ্গলশ্লোকে সভঙ্গ শ্লেষ; এর পরের অর্থাৎ ইন্দোঽনন্তগুণাকরোপি-এই দ্বিতীয় মঙ্গলশ্লোকে বিরোধাভাস; আবার, এরও পরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক দু'টোতে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার দেখা যায় । দশমসর্গে সুলক্ষণা যে দু'টো শ্লোকের (১৪২,১৪৩) মাধ্যমে কৃষ্ণকালীদেবতার স্তুতি করেছেন, সেখানে যেমন সভঙ্গাভঙ্গাত্মক শ্লেষ রয়েছে, তেমনই এ সর্গের অন্যত্র, যথা, আয়াতো লঘুবাহনং পরিজহৎ— এই শ্লোকেও (১৫৩) ঐ ধরণের শ্লেষ অলঙ্কার চিত্ততোষকর হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে.। দ্বাদশসর্গে রাজা প্রতর্দন ও কিরাতাধিপতির মাঝে তুমুল যুদ্ধের বর্ণনাকালে এক জায়গায় অনুমান অলঙ্কার কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আত্মলাভ করেছে —

মেঘবৎ সৈন্যঘোষেণ বাণানাং বর্ষণেন চ ।
রক্তপিচ্ছিলমার্গেণ জাতং দুর্দ্দিনবদ্দিনম্ ।।

(*রাজরত্নাকর*, ১২.৮০)

।। ৬ ।।

সংস্কৃত *রাজরত্নাকরের* কবিভ্রাতৃদ্বয় বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর-এর ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না । গবেষকদের বক্তব্য মূলতঃ এই যে, তাঁরা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ ছিলেন[৬]। *রাজমালা* ও ধর্মমাণিক্যের একটি তাম্রশাসন থেকে প্রমাণোল্লেখ করে কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এবিষয়ে আরো বলেন যে, ১৩৮০ শকাব্দে (১৪৫৮ খ্রীস্টাব্দে) মহারাজ ধর্মমাণিক্য কুমিল্লানগরীর মধ্যস্থলে ধর্মসাগর নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়ে এর চার পাড়ে যেসব ব্রাহ্মণকে বসবাসার্থ ভূমিদান করেছিলেন তাঁদের মাঝে অন্যতম ছিলেন বাণেশ্বর । এ বিষয়ে *রাজমালার* নীচের শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য —

তেরশত আশী শকে শ্রীধর্ম্মমাণিক্য ।
নৃপতির নীতিধর্ম্ম বলিতে অশক্য ।।

*রাজমালা*. ২য় লহর, ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড, ৪.

শ্রীধর্মমাণিক্যের উপর্যুক্ত ধর্মকর্মের বিবরণ আরো স্পষ্ট করার জন্য কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত *রাজমালা* থেকে নীচের অংশটি উল্লেখ করেছেন —

৬। দ্রষ্টব্য, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, 'মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য', *পঞ্চমাণিক্য*, আগরতলা, ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ (১৯৪১ খ্রীঃ), পৃ ৪-৬ । দ্রষ্টব্য, মোহিত পুরকায়স্থ, *ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৫৮ খ্রীঃ, পৃ. ১৮ ।

পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শান্তাইল ।
ভূমিদান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল ।।
ধর্ম্মসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া ।
তার চারিপারে সব দ্বিজ বসাইয়া ।।
মহাবিষুবেতে দিল ভূমি উৎসর্গিয়া ।
কৌতুকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া ।।
কৌতুকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমিদান ।
তাম্রপত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ ।।

*রাজমালা*. ২য় লহর ধর্ম্মমাণিক্যখণ্ড.

যে তাম্রশাসনপত্রে ভূমিদানের বিবরণ উৎকীর্ণ হয়েছিল, তাতে ভূমিদাতা অর্থাৎ রাজার নাম-পরিচয়সব পাওয়া গেলেও ভূমিগ্রহীতা সব ব্রাহ্মণদের নাম উল্লিখিত হয়নি । তবুও পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সাথে বাণেশ্বর-শুক্রেশ্বরও এই তাম্রশাসনঘোষিত রাজানুগ্রহের ফলভাক্ হয়েছিলেন । উক্ত তাম্রফলকে যেসকল রাজশাসন লিখিত হয়েছিল, তা এপ্রকার —

চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুধীঃ ।
শ্রীশ্রীধর্ম্মমাণিক্যভূপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভবঃ ।।
শাকে শূণ্যাষ্টবিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতপক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে ।।
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্যেষু পূজিতেষু চ চষ্টসূ ।
ভূমিং দদৌ শস্যপূর্ণাং দ্রোণবিংশনবাধিকাং ।।
জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্ম্মসাগরমাখ্যায়া ।
সভূমিফলবৃক্ষাদি ভূমিতং দত্তবানহং ।।
মম বংশপরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতির্ভবেৎ ।
তস্য দাসস্য দাসোঽহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লোপয়েৎ ।।

'মর্ম — চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামাণিক্যের সুধীপুত্র, শশধরসদৃশ শ্রীশ্রীধর্ম্মমাণিক্য ১৩৮০ শকের মেষসংক্রমণে (চৈত্রমাসের শেষ তারিখে) সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্রকে শস্যসমন্বিত এবং ফলবৃক্ষাদিপূর্ণ ঊনত্রিংশ দ্রোণ ভূমি দান করিলেন । আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য অন্য কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব ।'

(অনুবাদ — কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত)[৭]

৭। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, *ঐ*।

রাজসমীপে যাঁর মুখনিঃসৃত তথা ত্রৈপুরভাষায় কথিত বিবরণ অবলম্বন করে *রাজরত্নাকর* রচিত হয়েছিল, সেই চন্তায়ি দুর্লভেন্দ্র-এর পরিচয়ও জানা যায় নি। এ সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন এর অভিমত এই যে, প্রাচীনকালে ত্রিপুরার রাজপরিবারের বংশবিবরণ রক্ষার ভার চতুর্দ্দশদেবতার পূজক দণ্ডিসমাজের হাতে ন্যস্ত ছিল, যা পরবর্তিকালে রাজসভাসদ পণ্ডিতদের হাতে চলে যায়[৮]। যাহোক, অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন যে, কুকিজাতির শাখাবিশেষ হালাম জনগোষ্ঠীর ভাষায় ব্রাহ্মণকে 'চুয়ান্তাই' বলা হয়, যা থেকে 'চন্তাই' বা 'চন্তায়ি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে[৯]।

॥ ৭ ॥

এবার বর্তমান সম্পাদক তথা অনুবাদকের কাজের সাফাই দেবার পালা। নানা কাজের ফাঁকে আমাকে বিগত দীর্ঘ ছয়বৎসরের অধিককাল ধরে বিলুপ্তপ্রায় *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগের মুদ্রিতগ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এনে এর অনুবাদ ও সম্পাদনা সমাধা করতে হয়েছে। প্রথমে ইচ্ছে ছিল, ইংরাজীভাষায় এসব কার্য সম্পন্ন করি। কিন্তু, বিশ্ববাসীর সামনে তা সরাসরি উপস্থাপন করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে *রাজরত্নাকর* যেহেতু ত্রিপুরায় উদ্ভুত হয়েছিল, সেজন্য প্রথমে স্থানীয়ভাবেই এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। *রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগের মুদ্রিতপুস্তক ও পাণ্ডুলিপি দুই-ই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির সময়ে বারবার মনে হয়েছে যে, এর দক্ষিণবিভাগের অধ্যয়ন ছাড়া এ গ্রন্থ সম্পর্কে যে-কোনো অনুশীলনই সম্পূর্ণতঃ ত্রুটিহীন হবে — এমন দাবী কখনোই করা যায় না। যদি দৈবাৎ কখনো দক্ষিণবিভাগটির উদ্ধার সম্ভব হয়, তবে নাহয় পুনরায়, এই পূর্ববিভাগের উপর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যাবে — এ ভেবেই যথালব্ধ পুস্তকের অনুবাদ ও সম্পাদনায় হাত দিয়েছি।

*রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগের মুদ্রিত গ্রন্থের পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ছাড়া এগ্রন্থের অনুবাদকার্যে, অনুসরণার্থ কোনো পূর্বসূরিকৃত শ্রুতকীর্তি অনুবাদ, টীকা বা কোনো বিশ্লেষণধর্মী রচনা ইত্যাদি আমার সামনে ছিল না। তদুপরি, এ গ্রন্থের মাঝে নানা পুরাণ ও *মহাভারত* থেকে নানা খেপে শ্লোকনিচয় অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সব রচনার মেজাজও সমান নয়। বহুবিধ তত্ত্বের উপস্থাপনে সমৃদ্ধ এবং প্রচুর পারিভাষিক শব্দ ও বাক্যে পরিপূর্ণ এশ্রেণীর গ্রন্থের অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ। তবুও বিবিধ অভিধান-

---

৮। কালীপ্রসন্ন সেন, 'বংশবিবরণ', *শ্রীরাজমালা,* (দ্বিতীয় লহর), (সম্পাদনা), আগরতলা, ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ (১৯২৭ খ্রীঃ), পৃ.১৫।

৯। কালীপ্রসন্ন সেন, 'ত্রিপুরার কুলদেবতা', *রবি* (পত্রিকা) আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ (১৯২৬ খ্রীঃ), পৃ.১২৪.

গ্রন্থাদির আলোকে নিজের নিঃসার বুদ্ধিকে যথাসাধ্য পরিমার্জিত করে অনুবাদ যাতে মূলানুগ, পূর্বাপরসঙ্গতিপূর্ণ ও সহজবোধ্য হয়, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নি। গ্রন্থসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে যেসব কাজ করতে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি এপ্রকার। মুদ্রিত *রাজরত্নাকরের* পাঠকেই প্রধানতঃ অবলম্বনপূর্বক এর মাঝে যেসব ব্যাকরণগত বা অন্যবিধ ত্রুটি ছিল তা দূর করে পুনরায় শুদ্ধরূপটি সন্নিবিষ্ট করেছি। পাণ্ডুলিপির শ্লোকসংখ্যা কম; মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা তদপেক্ষা বেশি। তাই, প্রথমোক্তের নিরীখে শেষোক্তের বাড়তি শ্লোকগুলোর প্রতিতুলনাত্মক যাচাই যে আদপেই সম্ভব নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বাড়তি শ্লোকগুলোর বাইরে অন্যত্র যেখানেই পাণ্ডুলিপিতে পাঠান্তর বা মুদ্রিতগ্রন্থাপেক্ষা ভিন্নধরনের শ্লোক পাওয়া গেছে, তা সবই পাদটীকায় যথাস্থানে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, মুদ্রিতগ্রন্থের যেসব স্থানে *মহাভারত* ও পুরাণাদি গ্রন্থ থেকে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তত্তৎ আকরগ্রন্থের নিরীখে পাঠান্তর ইত্যাদিও পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

এবার ঋণ স্বীকার। কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটুট, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয় (আগরতলা) ও ত্রিপুরা সরকারী মিউজিয়াম-এর গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষগণ আমাকে তাঁদের বই ও পাণ্ডুলিপি অকৃপণ ভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নানা গ্রন্থ ও উপদেশাদি দিয়ে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী, শ্রী নির্মাল্য দত্ত ও ডঃ কান্তিভূষণ ভৌমিক। তাঁদের প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। আগরতলার ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ-এর নির্বাহকমণ্ডলী আমার এ বর্তমান গ্রন্থখানির প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরও আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে বলি যে, বর্তমান গ্রন্থখানির যদি কোনো গুণপনা কখনো উপলব্ধ হয়, তার জন্য আমি পূর্বজ সকল সাহিত্যসেবীর কাছে ঋণী; আর যা কিছু এর দোষ - ত্রুটি সবই আমার।

আমার বিনীত আশা এই যে, বহুযত্ন ও পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থখানি ত্রিপুরাতত্ত্বজ্ঞদের সুপুঞ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও, একটি অঞ্জলি প্রদান করতে সমর্থ হবে।

আগরতলা

৩০. ৮. ২০০২ খ্রীঃ

**জ্যোতিষ নাথ**

# শ্রীরাজরত্নাকরম্ ।

## পূর্ব্ববিভাগঃ

## প্রথমঃ সর্গঃ

আনন্দৈকনিধিং কুমারজনকং নিত্যং গবীশধ্বজং
গোভৃত্যৈ শশিখণ্ডশেখরমমুং কোদণ্ডপাণিং বিভুম্ ।
কাকোলাঙ্গধরং ধরাস্থিতিকৃতে কামস্য দর্পাপহং
সানন্দং তমুমাধবং মম মনোঽহ্নাদ্যক্ষরং সেবতাম্ ।। ১ ।।

ইন্দোঽনন্তগুণাকরোঽপি নিয়তং দোষাকরোসি ধ্রুবং
ত্বং নক্ষত্রকুলোজ্জ্বলোপি নিতরাং ক্ষত্রান্বয়শ্রীরসি ।
আশ্চর্য্যং মহদেতদত্রিনয়নপ্রেয়াংস্ত্রিনেত্রপ্রিয়ো
ভূয়াস্তৎ ত্রিপুরারিমস্তকমণিস্ত্বং ত্রৈপুরশ্রেয়সে ।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ— হে আমার মন, অহরহঃ সানন্দে সেই অনাদি, অক্ষর, বিভু উমাধব শিবকে সেবা কর । যে শিব আনন্দঘন, যিনি কুমার কার্তিকেয়ের পিতা ও বৃষভবাহন । যিনি শশিখণ্ডাবতংস, যিনি পৃথিবীপালনের জন্য পিণাকপাণি, ধরাস্থিতির জন্য হলাহলপায়ী এবং কামদেবের দর্পাপহারী ।
(অন্য অর্থ) হে আমার মন, অহরহঃ সানন্দে অনাদ্যক্ষর অর্থাৎ উমাধব প্রভৃতি নামে আদি অক্ষর (বর্ণ) নাই এমন অর্থাৎ মাধবকে সেবা কর, যিনি নন্দৈকনিধি অর্থাৎ নন্দের একমাত্র ধন । যিনি মারজনক, যিনি বীশধ্বজ অর্থাৎ পক্ষিশ্রেষ্ঠগরুঢ়ধ্বজ, যিনি শিখণ্ডশেখর ও গোপালনের জন্য দণ্ডধারী । যিনি কোলাঙ্গধর অর্থাৎ বরাহরূপধারী ও যিনি ম অর্থাৎ ব্রহ্মার দর্পহারী । ১ ।
হে ইন্দু, তুমি সত্যিই অনন্ত গুণের আকর হয়েও নিত্য দোষাকর (অর্থাৎ নিশাকর) । তুমি ক্ষত্রবংশের শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপ হয়েও ক্ষত্রকুলের অনুদ্ভাসক (অর্থাৎ নক্ষত্র-

---

১-২ । হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (দ্রঃ ভূমিকা) উপরের প্রারম্ভিকশ্লোকদু'টির জায়গায় এ দু'টো শ্লোক যথাক্রমে পাওয়া যায় ঃ
সাকাবাভেদ ভক্তিপ্রযমিতমনসাং রূপবন্তং হিতায
খেলদ্গাঙ্গাববাঙ্গং মদবিকলবৃষোল্লাঞ্ছনং ভূতিমন্তম্ ।
মারঘ্নং চন্দ্রচূড়ং কৃতযুগবিশদপ্রেমধর্ম্মং স্বয়ম্ভুং
শম্ভুং বন্দে সিতাভং মুরমথনমহের্বারকং ধারকঞ্চ ।। ক ।।
শীতাংশো ত্বৎকিরণনিকরৈরব্ধিসম্ভূতরত্নং
সৌদর্য্যাত্তদ্গরলসহজং ভাসিতং যদ্বিশুদ্ধম্ ।
সদ্রত্নঞ্চ স্বকুলজনিতং রাজরত্নাকরীয়ং
তদ্ভাসেঽতো নিয়তশরণং প্রাঞ্জলিস্ত্বাং প্রপদ্যে ।। খ ।।

যথা রত্নাকরং শ্রীমন্ বর্দ্ধয়স্যংশুমালয়া ।
রাজরত্নাকরং তদ্বৎ কৃপয়া পরিবর্দ্ধয় ।। ৩ ।।

কলয়া হরশিরসি বিধো প্রতিবিম্বেন বসসি গঙ্গাহৃদয়ে
তব কুলজানাং রাশৌ কৃপয়া তিষ্ঠ শুভং নমস্তে ।। ৪ ।।

শশধরকুলকান্তিঃ প্রাজ্যবিক্রান্তিধাম
প্রথিতবিমলকীর্ত্তী রাজরাজিপ্রজেতা ।
নরপতিগণসেব্যো যো মহাসেননামা
নৃপতিরিহ জনানামেক আসীচ্ছরণ্যঃ ।। ৫ ।।

তস্যাত্মজন্মা নিতরাং পবিত্রো ধর্ম্মৈককামঃ করুণার্দ্রচেতাঃ ।
শ্রীধর্ম্মদেবো নৃপতির্মহীয়ান্ উদারধীঃ পুণ্যবতাং বরিষ্ঠঃ ।। ৬ ।।

যুবাপি যো ভোগসুখানি হিত্বা কন্দাদিভুক্ তাপতুষারসোঢ়া ।
সন্ত্যজ্য গেহং বিনিবৃত্তকামো বভ্রাম তীর্থেষু চ কাননেষু ।। ৭ ।।

মণ্ডলশোভী)। এও বড় আশ্চর্য যে তুমি ত্রিনেত্রপ্রিয় হয়েও অত্রিনয়নপ্রিয় (অর্থাৎ অত্রিনামক মুনির নয়নজাত) । তুমি ত্রিপুরারির মস্তকমণি হলেও ত্রিপুরকল্যাণের (অর্থাৎ ত্রিপুরানামক দেশের কল্যাণের) জন্য সম্ভূত হও । (বন্ধনীমধ্যে অর্থান্তর-কল্পনার দ্বারা সর্বত্র বিরোধপরিহার দেখানো হয়েছে) । ২ ।

হে শ্রীমন্, যেপ্রকারে তুমি প্রভারশ্মি দ্বারা রত্নাকরকে সুশোভিত কর, সেরূপ এই *রাজরত্নাকর* গ্রন্থখানিকেও কৃপাপূর্বক পরিবর্ধিত কর ।৩ ।

হে বিধু, তুমি কলামাত্র হয়ে মহাদেবের মাথায় রয়েছ । আবার, প্রতিবিম্বিত হয়ে গঙ্গাহৃদয়েও বাস কর ।তুমি তোমার বংশজদের মাঝে কৃপাপূর্বক অবস্থান কর — এ প্রার্থনা । তোমাকে শোভন নমস্কার । ৪ ।

এই বংশে প্রজাদের একমাত্র সহায় মহাসেননামক এক নৃপতি সম্ভূত হয়েছিলেন । তিনি চন্দ্রবংশের দ্যুতিস্বরূপ । তিনি মহান বিক্রমের আশ্রয়স্থল । তাঁর বিমল কীর্তি ছিল সুবিদিত । তিনি অনেক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন । বহু রাজাও তাঁর সেবায় রত ছিলেন । ৫ ।

তাঁর পুত্র শ্রী ধর্মদেব ছিলেন খুবই পবিত্রমনা, ধর্মপরায়ণ ও করুণহৃদয় । এই মহান নৃপতি ছিলেন উদারচেতা ও পুণ্যাত্মাদের বরেণ্য । ৬ ।

তিনি যুবাপুরুষ হয়েও ভোগসুখ ত্যাগ করে কন্দমূল প্রভৃতি খেয়ে শীতোষ্ণ সহ্য

---

৭ । সন্ত্যজ্য — পাণ্ডুলিপিতে, উৎসৃজ্য ।

জীবারি-বসু-সংখ্যাতত্রৈপুরাব্দে গৃহাগতঃ ।
পিতর্য্যুপরতে খিন্নো রাজতাময়মগ্রহীৎ ।। ৮ ।।

স্বপূর্ব্বপুরুষাণাং স ভূপতীনাং বিসারিণীম ।
কীর্ত্তিমন্যচ্চ বৃত্তান্তং শ্রোতুমিচ্ছন্ মহীপতিঃ ।। ৯ ।।

চতুর্দ্দশানাং দেবানাং পূজনাদিষু তৎপরম্ ।
তন্ত্রাদিসন্বিদং ধীরং পুরাবৃত্তার্থকোবিদম্ ।। ১০ ।।

বৃদ্ধং নীতিবিদাং শ্রেষ্ঠং শান্তং সজ্জনসম্মতম্ ।
স্বকুলাচারতত্ত্বজ্ঞং চন্তায়িং দুর্লভেন্দ্রকম্ ।। ১১ ।।

শুক্রেশ্বরং মদনুজং তথা বাণেশ্বরঞ্চ মাম্ ।
ইদমাহ সমাহূয় সাদরং ধরণীশ্বরঃ ।। ১২ ।।

বিহায় রাজ্যং ভ্রমণোৎসুকেন ময়াপনীতা বহবো হি কালাঃ ।
ন শিক্ষিতো রাজনয়োপি কশ্চিৎ কুলোচিতা নাবগতা চ বিদ্যা ।। ১৩ ।।

ততো হি মৎপূর্ব্বমহীপতীনাং বৃত্তং যদন্যচ্চ হিতানুবন্ধি ।
তদ্ ব্রূত যূয়ং পুরতোঽখিলং মে জ্ঞাতা ভবিষ্যামি যতোঽচিরেণ ।। ১৪ ।।

করতেন । গৃহপরিত্যাগপূর্বক বীতরাগ হয়ে তিনি নানা তীর্থ ও বনে ভ্রমণরত ছিলেন। ৭।

৮৬৮ ত্রৈপুরাব্দে তিনি গৃহে ফিরে আসেন । তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিন্নহৃদয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন । ৮ ।

তিনি রাজপদে আসীন হয়ে নিজবংশের পূর্বনৃপতিদের বিস্তৃত কীর্তি ও অন্যান্য কাহিনী শোনার বাসনা প্রকাশ করেন । চতুর্দশদেবতার পূজনকর্মে সদা তৎপর, তন্ত্রজ্ঞ, পুরাবৃত্তবেত্তা, ধীরমতি, বিপশ্চিৎ, নীতিজ্ঞশ্রেষ্ঠ, শান্তচরিত্র, সজ্জনপ্রিয় ও নিজ অর্থাৎ রাজকুলের আচার-ও প্রতিষ্ঠাসম্পর্কে জ্ঞানবান চন্তায়ি* দুর্লভেন্দ্র ও আমার অনুজ শুক্রেশ্বর এবং স্বয়ং বাণেশ্বর আমাকে সাদরে আহ্বান করে একথা বললেন । ৯ - ১২ ।

'রাজ্যত্যাগ করে আমি ভ্রমণব্যপদেশে বহুকাল ব্যয় করে ফেলেছি । আমি কোনোদিন কোনো রাজধর্ম শিখিনি, কুলোচিত বিদ্যাও কিছুই জানি না । ১৩ ।

অতএব, আপনারা আমার পূর্বজ মহীপতিদের যা কিছু বৃত্তান্ত ও যা কিছু মঙ্গলজনক

---

৮। পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকের প্রথমপঙক্তি এরূপ ঃ- জীব্যবিবসুমানেঽব্দে ত্রৈপুরে গৃহমাগতঃ ।

* ত্রৈপুর ভাষায়, চতুর্দশদেবতার পূজনাধ্যক্ষবিশেষ ।

১৪। ততঃ — পাণ্ডুলিপিতে, অতঃ ।

এবং নৃপাজ্ঞয়া সর্ব্বে চন্তায়িপ্রমুখা বয়ম্ ।
পুরাণং রাজমালাঞ্চ যোগিনীমালিকাং তথা ।। ১৫ ।।

গ্রন্থং লক্ষ্মণমালাঞ্চ তন্ত্রং ভস্মাচলাদিকম্ ।
রামায়ণং ভারতাদি তথা গৌতম-গালবম্ ।। ১৬ ।।

কীর্ত্তিস্তম্ভেষু ভূপানাং বার্ত্তা প্রকটিতা চ যা ।
দেবালয়ে যা লিখিতা যা প্রাপ্তা ফলকেষু চ ।। ১৭ ।।

গীতঞ্চ রাজচরিতং সর্ব্বমেতদথাপরান্ ।
পরম্পরাগতান্ লোকে ইতিহাসান্ মহীভুজাম্ ।। ১৮ ।।

নৃপদত্তঞ্চ ভূম্যাদেরুপাধিঞ্চ তথাগমম্ ।
সর্ব্বং সংগৃহ্য যত্নেন তস্যান্তিকমুপাগতাঃ ।। ১৯ ।।

ততঃ প্রোবাচ চন্তায়ির্দুর্লভেন্দ্রো মহামতিঃ ।
ভবদাদিষ্টবিষয়ঃ সর্ব্ব এব সমাহৃতঃ ।। ২০ ।।

কিন্তু গুহ্যতমা তেষাং কথা কাচিন্মহীভুজাম্ ।
চতুর্দ্দশানাং দেবানাং গুহ্যঃ পূজাবিধিস্তথা ।। ২১ ।।

ছিল, তা সব আমাকে বলুন । আমি আপনাদের নিকট থেকে অতীতে সব জানতে আগ্রহী' । ১৪ ।

এভাবে রাজাদিষ্ট হয়ে চন্তায়িপ্রমুখ আমরা পুরাণ, *রাজমালা*, *যোগিনীমালিকা*, *লক্ষ্মণমালা*, *ভস্মাচল* প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, গৌতম- ও গালবপ্রণীত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করলাম । অতঃপর, রাজাদের যেসব বার্তা কীর্তিস্তম্ভপ্রভৃতিতে, দেবালয় ও ফলকাদিতে লেখা ছিল, সেগুলোও সংগ্রহ করি । রাজাদের চরিতকথা নিয়ে যেসব গান ও অন্যসব যা কিছু রাজেতিহাস লোকপরম্পরায় প্রচলিত ছিল এবং রাজাদের দেওয়া ভূমিব্যবস্থাপত্র, উপাধিদানপত্র, আগম অর্থাৎ সাক্ষিপত্র (সনদ) ইত্যাদি সযত্নে সংগ্রহ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম । ১৫ - ১৯ ।

অতঃপর, মহামতি চন্তায়ি দুর্লভেন্দ্র নিবেদন করলেন - রাজন্, আপনার অভীষ্ট বিষয়ের সবকিছুই আমরা নিয়ে এসেছি । তবে কতিপয় নৃপতিদের কিছু কিছু কথা খুবই

---

১৬ । লক্ষ্মণমালাঞ্চ — পাণ্ডুলিপিতে, লক্ষ্মণমালাখ্যম্ ।
১৭ । বার্ত্তা প্রকটিতা চ যা — পাণ্ডুলিপিতে, যা বার্ত্তা খচিতা পুরা ।
১৯ । উপাধিঞ্চ তথাগমম্ — পাণ্ডুলিপিতে, উপায়েশ্চ সনন্দকম্ ।

এবমুক্তবতা রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ সহানুজঃ ।
রাজরত্নাকরং গ্রন্থং বিতনোমি প্রযত্নতঃ ।। ২৭ ।।

ইয়ং পবিত্রা জনপাবনী কথা পুরাণ-শাস্ত্রাদিষু কীর্ত্তিতা পুরা ।
মমাদ্য গেয়া নৃপতেরনুজ্ঞয়া তনোতু তচ্চিত্তসরোরুহে মুদম্ ।। ২৮ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে গ্রন্থারম্ভপ্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ ।

এভাবে রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমি ছোট ভাইয়ের সাথে যত্নপূর্বক *রাজরত্নাকর* রচনা করতে প্রবৃত্ত হলাম । ২৭ ।

এই জনরঞ্জিনী পবিত্র কথা পুরাণাদিগ্রন্থে পুরাকালে কীর্তিত হয়েছে । আজ আমি রাজাদেশে তাই-ই গেয়ে শোনাচ্ছি । রাজার চিত্তকমলে তা আনন্দবিধান করুক । ২৮ ।

*শ্রীরাজরত্নাকর* গ্রন্থের পূর্ববিভাগে গ্রন্থারম্ভপ্রস্তাবনা নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

---

২৭। (ক) প্রথমপঙ্ক্তি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — সানুজোঽহমুপাকর্ণ্য বাচং রাজর্ষিণোদিতাম্ ।
(খ) দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে সেখানে 'গ্রন্থম্' এর স্থানে 'নাম' রয়েছে ।

## দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

শ্রীদুর্লভেন্দ্র উবাচ ।

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং প্রশ্নেনানেন ভূপতে ।
চরিতানি বিচিত্রাণি যানি জানামি সম্প্রতি ।। ১ ।।

শৃণু তানি মহাবাহো বিস্তরাদ্বিবৃণোমি তে ।
পুণ্যানি পুণ্যশ্লোকানাং মনোজ্ঞানি মহৌজসাম্ ।। ২ ।।

রাজংস্তে পূর্ব্বজাতানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্ ।
বংশবিস্তারবৃত্তান্তঃ শ্রোতৃণাং বিস্ময়প্রদঃ ।। ৩ ।।

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ **সর্ব্বগুণান্বিতঃ** ।। ৪ ।।

অত্রেস্ততঃ সমভবৎ সোমোঽমৃতময়ঃ **কিল** ।
ঋক্ষৌষধিদ্বিজানাং যো বেধসা কল্পিতঃ **পতিঃ** ।। ৫ ।।

যোঽযজদ্রাজসূয়েন কৃতে তং জগতাং পতিম্ ।
স চন্দ্রঃ পুরুষো মূলং ভবদন্বয়শাখিনঃ ।। ৬ ।।

দুর্লভেন্দ্র বললেন — হে রাজন্, আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য; কেননা, আপনি আমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন । হে মহাবাহো, আমি যেসব কীর্তিকর চরিতকথা সম্প্রতি জেনেছি, আপনি তা শ্রবণ করুন । আমি বিস্তৃতভাবে পুণ্যশ্লোক মহাতেজা রাজগণের পবিত্র ও মনোজ্ঞ চরিতকথা প্রকাশ করছি । ১-২ ।

রাজন্, আপনার পূর্বপুরুষ মহাত্মগণের বংশবিস্তার-কাহিনী শ্রোতাদের বিস্ময় উৎপাদন করে । ৩ ।

সহস্রশিরস্ক সেই পুরুষের নাভিসরোবরের পদ্মে জাত হয়েছেন যে বিধাতা তাঁর সর্বগুণান্বিত পুত্র হলেন অত্রি । ৪ ।

অত্রি থেকে উৎপন্ন হয়েছেন অমৃতময় সোম । তিনি বিধাতাকর্তৃক বনৌষধি ও দ্বিজদের পতিরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ৫ ।

তিনি কৃতযুগে জগৎপতির উদ্দেশে রাজসূয় যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেছিলেন;

---

১ । যানি জানামি সম্প্রতি — পাণ্ডুলিপিতে, যান্যবেদমনুজ্ঞয়া ।

৪ । নাভিহ্রদসবোকহাৎ — পাণ্ডুলিপিতে, নাভিনালসরোরুহাৎ ।

৫ । অত্রেস্ততঃ সমভবৎ — পাণ্ডুলিপিতে, ততোঽভবৎ সুখাধারঃ ।

৬ । (ক) যঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সঃ । তাছাড়া, (খ) এ শ্লোকের তৃতীয়পঙ্‌ক্তি এভাবে রয়েছে — দক্ষস্তস্মৈ দদৌ কন্যা লক্ষণ্যাঃ সপ্তবিংশতিম্ । সেখানে এব পববর্তী শ্লোক, যা মুদ্রিত গ্রন্থের ৭,৮ এবং ৯ সংখ্যাক শ্লোকগুলিব বদলে দেখা যায, সেটি এরূপ — দক্ষপ্রজাপতেঃ কন্যাঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ ।
স সমুদ্বাহ্য বোহিণ্যৈ প্রাদাৎ তাবাসুতং বুধম্ ।।

দক্ষঃ প্রজাপতিস্তস্মৈ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ ।
অশ্বিনীপ্রমুখাঃ কন্যাঃ সালঙ্কারা দদৌ নৃপ ।। ৭ ।।

প্রতিগৃহ্য স তাশ্চন্দ্রো বিধিনা পরিণীতবান্ ।
কিন্তু প্রিয়তমা তাসু বভূব রোহিণী বিধোঃ ।। ৮ ।।

কদাচিদ্রোহিণীকান্তস্তারায়াং গর্ভজং বুধম্ ।
রোহিণ্যৈ দত্তবান্ প্রীত্যা পুত্রং পরমসুন্দরম্ ।। ৯ ।।

রোহিণী তং বুধং প্রাপ্য পালয়ামাস যত্নতঃ ।
কালে স বিবুধো রাজন্ লেভে স্বপদমুত্তমম্ ।। ১০ ।।

একদা প্রমথাধীশঃ প্রমথাদিগণৈঃ সহ ।
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানং প্রিয়ায়াঃ প্রীতিমাবহন্ ।। ১১ ।।

যত্র জাতঃ কার্ত্তিকেয়ো বনে তস্মিন্ মনোরমে ।
গত্বা প্রহৃষ্টো ভূতেশো রেমে গিরিজয়া সহ ।। ১২ ।।

সেই চন্দ্র হচ্ছেন আপনার বংশবৃক্ষের মূল অর্থাৎ আদিপুরুষ ।৬ ।

হে রাজন্, দক্ষ প্রজাপতি তাঁকে অশ্বিনীপ্রমুখ সাতাশটি সালঙ্কারা কন্যা দান করেছিলেন ।৭।

চন্দ্র তাঁদের গ্রহণপূর্বক বিধি অনুসারে বিয়ে করেন ।কিন্তু এঁদের মাঝে রোহিণী ছিলেন চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ।৮ ।

একদা রোহিণীপতি তারার গর্ভসম্ভূত পুত্র পরমসুন্দর বুধকে প্রীতিভরে রোহিণীর নিকট সমর্পণ করেন ।৯ ।

মহারাজ, রোহিণী সেই বুধকে পেয়ে পরমযত্নে লালনপালন করতে শুরু করলেন ।যথাকালে মহাজ্ঞানী বুধ নিজের উত্তমপরিচয় লাভ করেছিলেন ।১০ ।

একদিন ভূতনাথ শিব স্বভার্যার প্রীতিবিধান করার মানসে নিজে স্ত্রীরূপ ধারণ করে প্রমথগণের সাথে, কার্তিকেয় যে স্থানে জন্মেছিলেন সেই মনোরম বনে, প্রহৃষ্টচিত্তে গিরিকন্যা উমার সঙ্গে আনন্দক্রীড়ারত ছিলেন ।১১ - ১২ ।

---

১১। প্রীতিমাবহন্ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রীতিকাম্যয়া ।

তত্রস্থা জন্তবো যে চ পুংবাচ্যাঃ সমহীরুহাঃ ।
বভূবুঃ স্ত্রীজনাঃ সর্ব্বে মহেশস্য প্রভাবতঃ ।। ১৩ ।।

এতস্মিন্নেব কালে স ইলো নাম মহীপতিঃ ।
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য সুতো ধন্বী মহাযশাঃ ।। ১৪ ।।

মৃগয়ার্থং মনশ্চক্রে সভৃত্যবলবাহনঃ ।
গত্বাপি রুচিরেঽরণ্যে জঘান বিবিধান্ পশূন্ ।। ১৫ ।।

অতৃপ্তঃ পশুঘাতেন দৈবগত্যা স ভূপতিঃ ।
পুনঃ পশুজিঘাংসুঃ সন্ তং দেশং সমুপাযযৌ ।। ১৬ ।।

পরিভ্রমন্ বনে তত্র মৃগয়ার্থমিতস্ততঃ ।
সহসা পুরুষত্বেন হীনঃ স্ত্রীত্বং সমাপ্তবান্ ।। ১৭ ।।

দৃষ্ট্বা স্ত্রীভূতমাত্মানং সামাত্যবলবাহনম্ ।
গিরিশস্যৈব কর্ম্মৈতজ্ জ্ঞাত্বা ভীতিমুপাগমৎ ।। ১৮ ।।

সেই বনে যত সব পুংলিঙ্গক বৃক্ষ ও অন্যান্য প্রাণীরা ছিল তারা মহাদেবের প্রভাবে স্ত্রীভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল । ১৩ ।

ঐ সময়ে প্রজাপতি কর্দমের পুত্র রাজা ইল, যিনি মহাযশস্বী ধনুর্ধর (তিনি), মৃগয়ার জন্য সেই মনোরম বনে ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনাদি নিয়ে উপস্থিত হয়ে অনেক পশুবধ শুরু করেছিলেন । ১৪ - ১৫ ।

ইল অনেক পশুপধ করে তখনও তৃপ্ত হন নাই । দৈববশে, তিনি পুনরায় পশুহত্যা করার মানসে (যেখানে মহাদেব রয়েছেন ) সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন । মৃগয়াব্যপদেশে তিনি যখন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন সহসা পুরুষচিহ্নাদি হারিয়ে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হলেন । ১৬ - ১৭ ।

অমাত্যবলবাহনসহ নিজেকে স্ত্রীরূপে পরিণত হতে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন

---

১৩। পুংবাচ্যাঃ — পাণ্ডুলিপিতে,পুংবাদাঃ ।
১৪। গত্বাপি — পাণ্ডুলিপিতে, গত্বা সঃ ।
১৫। (ক) দৈবগত্যা স ভূপতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, দৈবোপহতমানসঃ ।
(খ) পুনঃ পশুজিঘাংসুঃ সন্ — পাণ্ডুলিপিতে, নিঘ্নন্ পশুসহস্রাণি ।
১৮। কর্ম্মৈতৎ — পাণ্ডুলিপিতে, তৎ কর্ম্ম ।

তততো দেবং মহেশানমাশুতোষং পিণাকিনম্ ।
স্তুবন্ সানুচরো রাজা পপাত ধরণীতলে ।। ১৯ ।।

প্রজাপতেঃ সুতং দীনং শোকসম্বিগ্নমানসম্ ।
প্রহস্য বরদঃ প্রাহ কৃপয়া গিরিজাপতিঃ ।। ২০ ।।

ত্বমুত্তিষ্ঠ মহাবাহো কার্দ্দমেয় নরর্ষভ ।
পুরুষত্বমৃতে বৎস যথেচ্ছসি তথা বৃণু ।। ২১ ।।

তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তো রাজা ভগ্নমনোরথঃ ।
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং ত্রিলোচনাৎ ।। ২২ ।।

প্রত্যাখ্যাতঃ শিবেনাথ ক্ষুব্ধঃ পর্ব্বতনন্দিনীম্ ।
তুষ্টাব জগতাং ধাত্রীং তদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।। ২৩ ।।

শ্রীইল উবাচ ।
শিবে শরণ্যে বরদে ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনি ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে মাতঃ পাহি মাং দুঃখসাগরাৎ ।। ২৪ ।।

যে, এসব মহাদেবের কর্ম । তখন তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়লেন । অতঃপর, রাজা ইল আশুতোষ পিণাকপাণি মহেশ্বরকে স্তুতি করার মানসে অনুচরগণের সাথে ধরণীতলে পতিত হলেন । ১৮ - ১৯ ।

বরদানকারী গিরিজাপতি শিব কৃপাপূর্বক প্রজাপতির দুর্দশাপন্ন, শোকাকুল ও উদ্বিগ্নমনা পুত্রকে হেসে একথা বললেন । ২০ ।

'হে মহাবাহো কর্দমপুত্র, হে রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি উঠ । পুরুষত্ব ছাড়া আর যা চাও, তা বল' । ২১ ।

একথা শুনে শোকসন্তপ্ত ভগ্নহৃদয় স্ত্রীভাবাপন্ন রাজা ইল ত্রিলোচন শিবের নিকটে অন্য কোনো বরপ্রার্থনা করলেন না । ২২ ।

শিবকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষুব্ধচিত্ত রাজা জগৎ-পালয়িত্রী পার্বতীকে পরম ভক্তির দ্বারা তুষ্ট করলেন । ২৩ ।

শ্রীযুত ইল বললেন — হে শিবে, হে শরণ্যে, হে ভক্তজনের অভীষ্টদাত্রি, হে সর্বলোকের কষ্টহারিণি, হে মাতঃ, আমাকে দুঃখপারাবার থেকে রক্ষা কর । ২৪ ।

---

১৯ । আশুতোষং পিণাকিনম্ — পাণ্ডুলিপিতে, ব্যোমকেশং কপালিনম্ ।
২০ । কৃপয়া গিরিজাপতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে,ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
২১ । তথা — পাণ্ডুলিপিতে, বরম্ ।
২২ । তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তঃ — পাণ্ডুলিপিতে, তেন শোকপরীতাত্মা ।

জ্ঞাত্বা মনোগতং তস্য ভবানী ভবসঙ্গতা ।
প্রত্যুবাচ নৃশার্দ্দূলং কাতরং ভক্তবৎসলা ।। ২৫ ।।

রাজন্ শিববচোঽমোঘং ন লঙ্ঘ্যং হি সুরৈরপি ।
তথাপি কৃপয়া বৎস যদ্ ব্রবীমি নিশাময় ।। ২৬ ।।

নাহং সম্যক্ সমর্থাস্মি শিববাক্যান্যথাকৃতৌ ।
অতঃ কদা পুমান্ ভাবী কদা চ স্ত্রী ভবিষ্যসি ।। ২৭ ।।

তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্টো দেবীমুখসমীরিতম ।
ক্ষণং মৌনমুপাস্থায় রাজা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ।। ২৮ ।।

প্রসন্না ময়ি চেন্মাতঃ শুভদে সর্ব্বমঙ্গলে ।
ততো মাসবিভাগেন স্ত্রীত্বং দেহি কৃপাময়ি ।। ২৯ ।।

বাঞ্ছিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী কাত্যায়নী পরা ।
প্রত্যুবাচ ততো ভূপমেবমেব ভবিষ্যতি ।। ৩০ ।।

ভবসঙ্গিনী ভবানী তাঁর মনের কথা জানতে পারলেন । ভক্তবৎসলা দেবী তখন কাতর নরব্যাঘ্রকে বললেন — রাজন্, শিববাক্য আমোঘ, দেবতারাও তা লঙ্ঘন করার সামর্থ্য রাখেন না । তবুও, হে বৎস, কৃপাবিষ্ট হয়ে আমি তোমাকে যা বলছি, শোন । আমি সর্বথা শিববাক্যের অন্যথাকরণে সমর্থ নই । অতএব, (তুমি) কখনো পুরুষ হবে, আবার অন্যকোনো সময়ে স্ত্রী হয়ে থাকবে । ২৫ - ২৭ ।

দেবীর মুখনিঃসৃত একথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট রাজা কিছুক্ষণ মৌন থেকে করজোড়ে বললেন — হে মাতঃ, শুভদে, হে সর্বকল্যাণি, হে কৃপামায়ি, তাহলে, আমাকে মাসবিভাগের দ্বারা (পরিবর্তিনিয়মে) স্ত্রীত্ব দান করুন । ২৯ ।

পরমশক্তিসম্পন্না দেবী রাজার অভিলাষ জেনে তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন — এমনটিই তাহলে, হবে । হে মহারাজ, তুমি স্ত্রীদশাকালে পুরুষভাবের কথা মনে করতে

---

২৫ । মনোগতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, মনোঽনুগম্ ।
২৬ । (ক) শিববচো. .মোঘং ন লঙ্ঘ্যম্ এবং (খ) যদ্ ব্রবীমি নিশাময় — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে (ক) মহেশ্বরবচোঽলঙ্ঘনীয়ম্ এবং (খ) যদ্ ব্রুবে তন্নিশাময় ।
২৭ । (ক) শিববাক্যান্যথাকৃতৌ এবং (খ) দ্বিতীয়পঙ্ক্তির পুরোটি — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) শিববাক্যনির্বহণে এবং (খ) পুংস্ত্বমর্দ্ধং প্রদাস্যামি গৃহাণ মনুজেশ্বর ।
২৯ । (ক) ময়ি চেৎ এবং (খ) দেহি কৃপাময়ি — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) যদি মে এবং (খ) অর্পয় দুর্গতে ।
৩০ । ততো ভূপম্ — পাণ্ডুলিপিতে, শুভং বাক্যম্ ।

স্ত্রীভূতস্ত্বং মহারাজ ন তু পুংস্ত্বং স্মরিষ্যসি ।
পুংভাবে পুনঃ সাধো স্ত্রীভাবং বিস্মরিষ্যসি ।। ৩১ ।।

এবমেষ মহারাজ স্ত্রী ভূত্বা শিবকাননে ।
স্ত্রীভূতৈরনুগৈঃ সার্দ্ধং বভ্রাম স ইতস্ততঃ ।। ৩২ ।।

স একদা সরস্তীরে রম্যে পক্ষিগণাকুলে ।
তীব্রং তপস্তপ্যমানং দদর্শ বিধুজং বুধম্ ।। ৩৩ ।।

সরসস্তস্য সলিলং ক্ষোভয়ামাস কামিনী ।
সর্ব্বৈরনুগতৈঃ সার্দ্ধং স্ত্রীভূতৈঃ কামপীড়িতা ।। ৩৪ ।।

বুধস্তদ্রূপমালোক্য কামবাণবশং গতঃ ।
পরিপপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যেয়ং বরবর্ণিনী ।। ৩৫ ।।

শ্রুত্বৈতদনুগামিন্য ঊচুর্মধুরয়া গিরা ।
অস্মাকমেষা কল্যাণী কর্ত্রী পতিবিবর্জ্জিতা ।। ৩৬ ।।

পারবে না । আর, হে সত্তম, পুরুষভাবে থাকার সময়ে স্ত্রীত্বভাব তোমার স্মরণে আসবে না । ৩০ - ৩১ ।

হে মহারাজ (ধর্মদেব), এভাবে তিনি শিবকাননে স্ত্রী হয়ে এবং স্ত্রীভূত অনুচরদের সাথে এখানে-সেখানে ভ্রমণ করতে লাগলেন । এমনই এক সময়ে, তিনি একদা পক্ষিসমাকুল এক রমণীয় সরোবরের তীরে উগ্র তপস্যায় রত চন্দ্রপুত্র বুধকে দেখতে পেলেন । ৩২ - ৩৩ ।

কামপীড়িতা নারী তখন তাঁর স্ত্রীভূত অনুচরদের সাথে মিলিত হয়ে সেই সরোবরের জল আলোড়িত করতে শুরু করলেন । ৩৪ ।

ধর্মাত্মা বুধ তাঁর রূপ দেখে কামবাণের বশীভূত হয়ে পড়লেন এবং জানতে চাইলেন — এ বরবর্ণিনী কার (ধন) ? ৩৫ ।

একথা শুনে তাঁর অনুগামিনীরা মধুরস্বরে বললেন — আমাদের ইনি কল্যাণী কর্ত্রী, পতিকর্তৃক বিবর্জিতা হয়েছেন । ৩৬ ।

---

৩২ । (ক) স্ত্রী ভূত্বা শিবকাননে এবং (খ) বভ্রাম স ইতস্ততঃ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) স্ত্রীভূতো বিপিনান্তিকে এবং (খ) মদোন্মাদিতমানসঃ ।
৩৩ । (ক) প্রথমপঙ্‌ক্তির পুরোটি এবং (খ) বিধুজং বুধম্ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) সরোবরে মহারম্যে নানাপক্ষিসমাকুলে এবং (খ) বিধুনন্দনম্ ।
৩৪ । (ক) প্রথমপঙ্‌ক্তির পুরোটি এবং (খ) কামপীড়িতা — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) সলিলং ক্ষোভয়ামাস কামিনী কামপীড়িতা এবং (খ) মৃগলোচনা ।

ততো যোগবলাৎ সৌম্যো জ্ঞাত্বা সর্ব্বং যথাযথম্ ।
কিন্নারাণাং স্ত্রিয়শ্চক্রে সর্ব্বাস্তা অনুগাঃ স্ত্রিয়ঃ ।। ৩৭ ।।

অথ তামব্রবীৎ সৌম্য ইলানাম্নীং বরাঙ্গনাম্ ।
মাং ভজস্ব বরারোহে ভক্তিযুক্তেন চেতসা ।। ৩৮ ।।

ইলাপি তন্বী সুমুখী হর্ষগদ্গদয়া গিরা ।
প্রাহ প্রসন্নহৃদয়া যথেচ্ছসি তথা কুরু ।। ৩৯ ।।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রীতঃ শশধরাত্মজঃ ।
মাসমেকং তয়া সার্দ্ধং বিজহার যথেপ্সিতম্ ।। ৪০ ।।

পুনর্মাসাগমে পুংস্ত্বমুপাগত্য মহীপতিঃ ।
চকার ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাত্মা সোমপুত্রেণ সঙ্গতঃ ।। ৪১ ।।

যস্মিংস্তু মাসে স নৃপঃ পুনঃ পুংস্ত্বমুপাগতঃ ।
তদা পুত্রকলত্রাদীন্ স্মৃত্বা শোকমবাপ্তবান্ ।। ৪২ ।।

খিদ্যমানং তমালোক্য বিধুজঃ সদয়োঽব্রবীৎ ।
সম্বৎসরোষিতস্যাত্র করিষ্যামি শুভং তব ।। ৪৩ ।।

সোমপুত্র বুধ যোগবলে সব কিছুই যথাযথ অবগত হয়ে তাঁর অনুচরীদের সবাইকে কিন্নরদের স্ত্রী করে দিলেন ।৩৭ ।

তারপর, তিনি ইলানাম্নী সেই স্ত্রীতমাকে বললেন — হে বরবর্ণিনি, (এখন তাহলে) আমাকে ভক্তিভাবে ভজনা কর ।৩৮ ।

তন্বী সুমুখী ইলাও প্রসন্নমনে আনন্দগদ্গদ স্বরে তাঁকে বললেন — আপনার মনে যা সাধ, তা করুন ।৩৯ ।

তাঁর একথা শুনে আনন্দিত চন্দ্রপুত্র বুধ একমাস ধরে তাঁর সাথে যথারুচি বিহার করলেন ।৪০ ।

পুনরায় যখন নতুন মাস সমাগত হল, তখন রাজা পুরুষদশা ফিরে পেলেন এবং বুধের সাথেই অবস্থান করে ধর্মাত্মা রাজা ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ।৪১ ।

যে মাসে রাজা পুরুষভাব ফিরে পেতেন, তখন পুত্রকলত্রগণের কথা স্মরণ করে দুঃখ অনুভব করতেন ।৪২ ।

খেদান্বিত রাজাকে দেখে চন্দ্রপুত্র তখন সদয় হয়ে বললেন — এক বৎসর এখানে বাস কর ।আমি তোমার মঙ্গলবিধান করব ।৪৩ ।

---

৩৭। পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয়পঙ্ক্তি এরূপ — অপ্রধানাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাশ্চক্রে কিম্পুরুষাঙ্গনাঃ ।

৩৮। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমপঙ্ক্তি এরূপ — অথেলামব্রবীদ্বাক্যং রূপলাবণ্যশালিনীম্ ।

৪২। (ক) মাসে স নৃপঃ পুনঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পুরুষব্যাঘ্রো মাসে ।আর, (খ) দ্বিতীয়পঙ্ক্তি পুরোটি এরূপ - ধনপুত্রকলত্রাদীন্ স্মৃত্বা শোকমবাপ সঃ ।

পুনঃ স্ত্রীত্বং সমাসাদ্য নবমে মাসি সুন্দরম্ ।
সুষুবে তনয়ং সা চ পুরূরবসমূর্জ্জিতম্ ।। ৪৪ ।।

পূর্ণে সম্বৎসরে যোগী বুধঃ সত্যপরায়ণঃ ।
কর্দ্দমাদিমুনিগণানাহূয়েদং বচোঽব্রবীৎ ।। ৪৫ ।।

যূয়ং সর্ব্বে মহাত্মানো দ্বিজাস্তাপসকুঞ্জরাঃ ।
দুর্গতস্যাস্য রাজর্ষের্যচ্ছ্রেয়স্তদ্বিধীয়তাম্ ।। ৪৬ ।।

অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বুধবচস্তদা ।
ক্রতুনা বাজিমেধেন ত্রিপুরারিমতোষয়ন্ ।। ৪৭ ।।

তেন প্রসন্নো ভগবান্ তানুবাচ মহেশ্বরঃ ।
প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন কিং করিষ্যামি বঃ প্রিয়ম্ ।। ৪৮ ।।

এবং ব্রুবতি দেবেশ উচুস্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ।
পুংস্ত্বং বাহ্লীশ্বরায়াস্মৈ দেহি ত্বং কৃপয়া বিভো ।। ৪৯ ।।

ততস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা চিরপুংস্ত্বং পিণাকধৃক্ ।
প্রহৃষ্টো মুনিভিঃ সার্দ্ধং তত্রৈবান্তরধীয়ত ।। ৫০ ।।

আবার ইলা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হলেন । এভাবে, নবম মাসে তিনি সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট পুত্র পুরূরবাকে প্রসব করলেন । ৪৪ ।

যখন সম্বৎসর পূর্ণ হল, সত্যসন্ধ যোগী বুধ তখন কর্দমপ্রভৃতি মুনিগণকে ডেকে এনে একথা বললেন —আপনারা সবাই মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ তপোধন । দুর্দশাগ্রস্ত এ রাজর্ষির যাতে ভাল হয়, তাই-ই বিধান করুন । ৪৫ - ৪৬ ।

অনন্তর, মুনিরা সবাই বুধের বাক্য শুনে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা ত্রিপুরারি মহাদেবকে তুষ্ট করলেন । ৪৭ ।

ভগবান মহেশ্বর এতে প্রসন্ন হয়ে মুনিদের বললেন — আপনাদের অশ্বমেধযজ্ঞে আমি তৃপ্ত হয়েছি, (এখন বলুন,) আপনাদের কোন্ প্রিয়কর্ম সাধন করব । ৪৮ ।

দেবেশকর্তৃক এরূপ বলার পর মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিবেদন করলেন — হে বিভো, কৃপাপূর্বক বাহ্লিরাজ ইলকে পুরুষত্ব প্রদান করুন । ৪৯ ।

অতঃপর, পিণাকপাণি ইলকে নিত্যপুরুষত্বলাভের বর প্রদান করলেন এবং খুশি হয়ে মুনিগণের সাথে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন । ৫০ ।

---

৪৪ । (ক) পাণ্ডুলিপিতে প্রথমপঙ্ক্তি পুরোটি এ প্রকার — নবমে মাসি সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননম্ । আর, (খ) দ্বিতীয়পঙ্ক্তিতে, 'চ' এর স্থানে 'হি' ।

৪৭ । পাণ্ডুলিপিতে প্রথমপঙ্ক্তি পুরোটি এরূপ — তপঃপ্রভাবসম্পন্না ঋষয়ঃ কর্দ্দমাদয়ঃ ।

৪৮ । (ক) তেন এবং (খ) তানুবাচ মহেশ্বরঃ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) অথ এবং (খ) উবাচ ভূতভাবনঃ ।

ইলোপি নৃপতিঃ পুংস্ত্বমধিগত্য মহেশ্বরাৎ ।
শশবিন্দাখ্যপুত্রায় বাহ্লিদেশং সমর্প্য চ ।। ৫১ ।।

মধ্যদেশে সমাগত্য প্রতিষ্ঠানাহ্বয়ং পুরম্ ।
নির্ম্মায় রাজ্যং বিস্তার্য্য ব্রহ্মালোকমুপাগমৎ ।। ৫২ ।।

প্রতিষ্ঠানপুরস্যাস্য রাজাভূৎ স পুরূরবাঃ ।
ততো হি চন্দ্রবংশস্য বিস্তারঃ ক্রমশোঽভবৎ ।। ৫৩ ।।

কো বেত্তি রাজন্ ভবতাং মহীক্ষিতাং সম্যগ্ জগদ্ব্যাপ্তমনুত্তমং যশঃ ।
সমুদ্রতীরস্থিতবালুকাততীর্ন কোপি সংখ্যাতুমলং প্রযত্নতঃ ।। ৫৪ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে সোমসৌম্যযোর্বৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

মহেশ্বরের কৃপায় ইলনৃপতি পুরুষত্ব ফিরে পেয়ে তাঁর পুত্র শশবিন্দকে বাহ্লিদেশ সমর্পণ করার পর মধ্যদেশে এসে প্রতিষ্ঠান নামক দেশ স্থাপন করলেন । তারপর, সেখানে রাজ্যনির্মাণ ও তার বিস্তারসাধন করে অবশেষে ব্রহ্মালোকে গমন করেন । ৫১ - ৫২ ।

যথাসময়ে এই প্রতিষ্ঠানদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হন পুরূরবা । তারপর, চন্দ্রবংশের ক্রমশঃ বিস্তার শুরু হয় । ৫৩ ।

হে রাজন্, আপনারা যাঁরা রাজা, তাঁদের জগদ্ব্যাপ্ত অনুত্তম যশ সর্বতোভাবে কে জানে ! কে এমন আছে, যে সমুদ্রতীরের বালুকারাশি প্রযত্নসত্ত্বেও গণনা করতে সমর্থ !

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে সোম ও সৌম্যের বৃত্তান্তবর্ণন নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

---

৫১ । (ক) পাণ্ডুলিপিতে প্রথমপঙ্‌ক্তি পুবোটি একপ — ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র ইলো নাম পবন্তপঃ । আব, (খ) দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'সমর্প্য চ' এব স্থানে, 'দদৌ মুদা' ।

৫২ । সমাগত্য — পাণ্ডুলিপিতে, স্বয়ং বাজা ।

৫৪ । পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তিটি (অর্থাৎ তৃতীয-ও চতুর্থচবণ) এপ্রকাব — সমুদ্রতীবস্থিতবালুকা যথা ন কোঽপি তাবৎ পরিমাতুমীশ্ববঃ ।

# তৃতীয়ঃ সর্গঃ

কালে পুরূরবা রাজাঽভবদ্ভীমপরাক্রমঃ ।
মনুজোপি সদৈবাসীদ্দেবমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।। ১ ।।

প্রচণ্ডদোর্দণ্ডবলৈর্বশীকৃতদিগন্তরঃ ।
ঐকাধিপত্যং ব্যতনোৎ নির্ব্বৈরং বসুধাতলে ।। ২ ।।

সদা বীর্য্যমদোদ্ধূতঃ সোঽবজ্ঞায় দ্বিজান্ বহূন্ ।
জহার তেষাং সকলং দ্রবিণং চিরসঞ্চিতম্ ।। ৩ ।।

নাজীগণদসৌ ভূপ মহত্ত্বং তন্মহার্চ্চিষাম্ ।
চুকুপুস্তেন তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণা নিহতাদরাঃ ।। ৪ ।।

অপি প্রতিচিকীর্ষূণাং ক্রুদ্ধানামগ্রজন্মনাম্ ।
উপায়া বহবস্তেন ভূপেন বিফলীকৃতাঃ ।। ৫ ।।

যথাকালে ভীমপরাক্রম পুরূরবা রাজপদে বৃত হলেন । মানুষ হলেও তিনি সর্বদা দেবগণের মাননীয় ছিলেন । ১ ।

তিনি প্রচণ্ড ও অপ্রতিহত বলবীর্যের দ্বারা সমস্ত দিক বশীভূত করে রেখেছিলেন । পৃথিবীতে তিনি অজাতশত্রু হয়ে একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন । ২ ।

প্রায়ই তিনি বীর্য-ও মদগর্বিত হয়ে অনেক ব্রাহ্মণকে অপমানিত করতেন এবং তাঁদের অনেকদিনের সঞ্চিত ধনসম্পদ কেড়ে নিয়েছিলেন । ৩ ।

হে রাজন্, তিনি সেইসব মহাতপাদের মহিমাকে মোটেও গণনা করতেন না । তাই, ব্রাহ্মণেরা সবাই নিজেদের নিজেদের অপমানিত বোধ করে তাঁর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন । ৪ ।

যখন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অপমানের প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের সমস্ত উপায় ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । ৫ ।

---

২। প্রচণ্ডদোর্দণ্ডবলৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডবলঃ ।

৩। সোঽবজ্ঞায় দ্বিজান্ বহূন্ — পাণ্ডুলিপিতে, সোঽবামংস্তাগ্রজন্মনঃ ।

৪। (ক) পাণ্ডুলিপিতে প্রথমপঙ্‌ক্তি পুরোটি এরূপ — মহত্ত্বমেষাং ব্রহ্মণ্যান্নাজীগণদসৌ নৃপঃ । আর, (খ) দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'ব্রাহ্মণা নিহতাদরাঃ' এর স্থানে 'ব্রাহ্মণা বিহতাদরাঃ' ।

সনৎকুমারস্তত্রৈত্য বহুনীতিমুপাদিশৎ ।
তথাপি মদমত্তোঽসৌ স্বীচকার ন তদ্বচঃ ।। ৬ ।।

ততস্তেষাং মহর্ষীণাং প্রকোপাবিষ্টচেতসাম্ ।
শাপেন হৃতবীর্য্যোঽভূন্মদমত্তঃ পুরূরবাঃ ।। ৭ ।।

গন্ধর্ব্বলোকাৎ প্রাগেব যজ্ঞসম্পাদনায় সঃ ।
ত্রিধাগ্নীনানয়দ্রাজন্ সহোর্ব্বশ্যা পুরূরবাঃ ।। ৮ ।।

উর্ব্বশীগর্ভতস্তস্য যে সুতা উরুবিক্রমাঃ ।
জজ্ঞিরে নৃপশার্দ্দূল ক্রমাদেতান্নিশাময় ।। ৯ ।।

আয়ুর্জ্যেষ্ঠস্ততো ধীমানমাবসুস্তৃতীয়কঃ ।
দৃঢ়ায়ুশ্চ বলায়ুশ্চ শতায়ুরিতি ষট্ সুতাঃ ।। ১০ ।।

এতদ্বিবরণং রাজন্ ভারতোক্তং নিবেদিতম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যত্তু বর্ণিতং শ্রূয়তাং হি তৎ ।। ১১ ।।

( একেবার ) সনৎকুমার তাঁর কাছে এসে বহুনীতিকথা উপদেশ করেন । কিন্তু মদমত্ত রাজা তাঁর কোনো বাক্য শুনলেন না ।৬ ।

অতঃপর, মহাকোপাবিষ্ট মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে মদান্ধ পুরূরবা বলবীর্যহীন হয়ে পড়েন ।৭ ।

হে রাজন্, গন্ধর্বলোকে যাবার আগেই পুরূরবা যজ্ঞসম্পাদন করার জন্য উর্বশীর সমভিব্যাহারে ত্রিবিধ অগ্নি আনয়ন করেছিলেন ।৮ ।

হে নৃপব্যাঘ্র, উর্বশীর গর্ভ থেকে যেসব মহাবল পুত্র জন্মেছিলেন, তাঁদের কথা যথাক্রমে বলছি ।আপনি শ্রবণ করুন ।৯ ।

এঁদের সবার বড় ছিলেন আয়ু, তারপর ধীমান ও তৃতীয় হলেন অমাবসু ।তারপর, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু — এ ছয়জন রাজার পুত্র ছিলেন ।১০ ।

হে রাজন্ *মহাভারতের* এই বিবরণ আপনাকে বললাম । কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে* যা বর্ণিত রয়েছে তা শুনুন* । ১১ ।

---

৬। (ক) বহুনীতিমুপাদিশৎ — পাণ্ডুলিপিতে, কৃতবান্ মুনিসত্তমঃ ।আব, (খ) দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তিটি পুরো এরূপ - অনুদর্শং পরং যজ্ঞং স্বীচকার ন তং নৃপঃ ।

৮।(ক) যজ্ঞসম্পাদনায় সঃ এবং (খ) রাজন্ - পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) যজ্ঞনির্ব্বাহহেতবে এবং (খ)বাজা।

১১। ভারতোক্তং নিবেদিতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, ভারতে গদিতং কিল ।

* *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণোক্ত* ৯. ১৪.১৫ খ — ৪৯ সংখ্যাক শ্লোকসমূহ হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে এ সর্গের বক্ষ্যমাণ ১২—৪৫ সংখ্যাক শ্লোকসমষ্টির মাধ্যমে ।কিন্তু *মহাভারতে*উদ্ধৃত(আদি ৬৩ ২২-২৭) পুরূরবার বিবরণাবগাহী শ্লোকগুলো এ সর্গের শ্লোকাপেক্ষা (১-১০) অন্যরূপ বিধায় প্রথমোক্ত গ্রন্থের শ্লোকসমূহ প্রতিতুলনার জন্য নীচে দেওয়া হল —

(পরপৃষ্ঠায় সন্তত ..)

তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ।
শ্রুত্বোর্ব্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা ।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরাদ্দির্তা ।। ১২ ।।

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্ ।
নিশম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ।। ১৩ ।।

ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে ।
স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ ।। ১৪ ।।

শ্রীপুরূরবা উবাচ ।

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্ ।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।। ১৫ ।।

সুরলোকে দেবর্ষি নারদের গানে পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, চরিত্র, ধনসম্পদ ও বিক্রমের কথা শোনার পর উর্বশী কামবাণপ্রপীড়িত হয়ে তাঁর প্রতি অনুগামিনী হন। ১২ ।

মিত্রাবরুণের শাপপ্রভাবে উর্বশী মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হলেন ।কন্দর্পসমান রূপবান রাজাকে দেখে তিনি ধৈর্যহীন হয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন ।রাজা তাঁকে দেখে প্রফুল্লনয়নে আনন্দোৎসব বোধ করেন ।তিনি হৃষ্টরোমা হয়ে উর্বশীকে মধুরস্বরে সম্বোধন করলেন ।১৩ - ১৪ ।

শ্রীপুরূরবা বললেন — হে বরনিতম্বিনি, তোমাকে স্বাগত ।তুমি উপবেশন কর ।

---

ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ ।
অমানুষৈর্বৃতঃ সত্ত্বৈর্মানুষঃ সন্ মহাযশাঃ ।। ২২ ।।

বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ ।
জহার চ স বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি ।। ২৩ ।।

সনৎকুমারস্তং রাজন্ ! ব্রহ্মলোকাদুপেত্য হ ।
অনুদর্শং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহ্ণান্ন চাপ্যসৌ ।। ২৪ ।।

ততো মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ সদ্যঃ শপ্তো ব্যনশ্যত ।
লোভান্বিতো বলমদান্নষ্টসংজ্ঞো নরাধিপঃ ।। ২৫ ।।

স হি গন্ধর্বলোকস্থানুর্বশ্যা সহিতো বিরাট্ ।
আনিনায় ক্রিয়ার্থেঽগ্নীন্ যথাবদ্বিহিতাংস্ত্রিধা ।। ২৬ ।।

ষট্ সুতা জজ্ঞিরে চৈলাদায়ুর্ধীমানমাবসুঃ ।
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শতায়ুশ্চোর্বশীসুতাঃ ।। ২৭ ।।

উর্ব্বশ্যুবাচ ।

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর ।
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হি রিরংসয়া ।। ১৬।।

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ ।
সংরস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ।। ১৭।।

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ ।
বিবাসসং তত্তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ ।। ১৮ ।।

অহো রূপমহো ভাবো নরলোক-বিমোহনম্ ।
কো ন সেবেত মনুষ্যো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্ ।। ১৯ ।।

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ ।
রেমে সুরবিহারেষু কামশ্চৈত্ররথাদিষু ।। ২০ ।।

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া ।
তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেহর্গণান্ বহূন্ ।। ২১ ।।

বল, তোমার (মনের) কোন্ প্রিয়কর্মটি করে দেব ? (বরং,) তুমি আমার সাথে আনন্দক্রীড়া কর । ভাল হয়, আমাদের কেলি যদি অনন্তকালেও না ফুরায় ! । ১৫ ।

উর্বশী বললেন — হে সুন্দরকান্তি, এমন কে নারী আছে, যার মন ও দৃষ্টি তোমাকে পেয়ে মুগ্ধাভিভূত হবে না ? (আর,) তোমার অঙ্গসান্নিধ্য পেয়ে নিশ্চয়ই রমণেচ্ছায় আকুলিবিকুলি করবে না ? ১৬ ।

হে রাজন্, হে মানদ, এ দু'টো মেষশাবককে আপনার নিকটে ন্যাস (গচ্ছিত দ্রব্য) হিসেবে রাখুন । আপনি মানার্হ, (বিশেষতঃ) স্ত্রীগণের বরণীয় পুরুষ । আমি রাজি, আপনার সঙ্গে সুরতক্রীড়া করব । ১৭ ।

হে বীরশ্রেষ্ঠ, ঘি আমার ভোজনদ্রব্য হোক আর, মৈথুন ব্যতীত অন্যত্র যেন আপনাকে বিবস্ত্র না দেখি । তাতে, মহামতি রাজা 'তথাস্তু' বলে সম্মতি জানালেন । ১৮ ।

(রাজা বললেন,) অহো কী রূপ, অহো কী ভাবভঙ্গী, মর্ত্যলোকের মনোমুগ্ধকর ! কে এমন মনুষ্য আছে, যে তোমার মত সুখোপনত দেবীকে ভজনা করবে না ? । ১৯।

অতঃপর, রমণনিপুণা এই নারীর সাথে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যথাযোগ্যভাবে চৈত্ররথ প্রভৃতি দেবভোগ্য বিহারভূমিগুলোতে ইচ্ছামত রতিক্রীড়া করেছিলেন । ২০ ।

(এভাবে) পদ্মরেণুগন্ধা উর্বশীর সাথে রমণরত রাজা প্রিয়ার মুখপরিমলে হতবিহ্বল অবস্থায় বহুদিন ধরে সুখ অনুভব করেছিলেন । ২১ ।

---

১৬। হি — *ভাগবতপুরাণে,* হ ।

১৯। অহো রূপমহো ভাবো — পাণ্ডুলিপিতে, অহো রূপ মহাভাবঃ ।
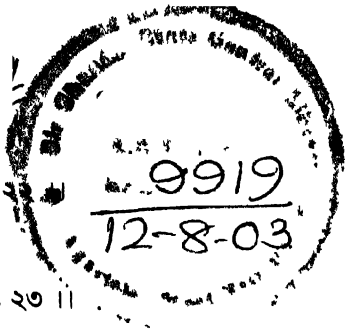
অপশ্যন্নুর্ব্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্ব্বান্ সমচোদয়ৎ ।
উর্ব্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ।। ২২ ।।

ত উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে ।
উর্ব্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ।। ২৩ ।।

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ ।
হতাস্ম্যহং কুনাথেন ন পুংসা বীরমানিনা ।। ২৪ ।।

যদ্বিশ্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ ।
যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ।। ২৫ ।।

ইতি বাক্‌শায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্রুষা ।। ২৬ ।।

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ ।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ।। ২৭ ।।

ঐলোপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব ।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ।। ২৮ ।।

(এদিকে) উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে ইন্দ্র গন্ধর্বদের ডেকে বললেন — অহে দেখ, উর্বশীহীন দেবসভা আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না । ২২ ।

(অনন্তর,) সেই গন্ধর্বগণ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা মধ্যরাত্রিতে উপস্থিত হয়ে উর্বশীর মেষশাবক দুটোকে, যেগুলোকে তিনি রাজার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন (সেগুলো), চুরি করে নিয়ে পলায়ন করল । ২৩ ।

উর্বশী নীয়মান পুত্রদ্বয়ের চীৎকার শুনে বিলাপ করতে লাগলেন — আমি এক নপুংসক ও বীরমানী (প্রকৃতপক্ষে বীর নয়, অথচ নিজেকে বীর হিসেবে নিজেই মানে এমন) কুপতির কারণে শেষ হয়ে গেলাম, যাঁকে বিশ্বাস করে আমি সর্বস্বান্ত ও পুত্রহারা হলাম । ইনি রাতে নারীর মত ভীতসন্ত্রস্ত ঘুমান, আর দিনে পুরুষ বনে যান । ২৪ - ২৫ ।

অঙ্কুশতাড়িত হাতির মত এবম্বিধ বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা রোষভরে বিবস্ত্র অবস্থায় খড়্গধারণ করে রাতেই নির্গত হলেন । ২৬ ।

তখন গন্ধর্বগণ মেষশাবকদ্বয়কে পরিত্যাগ করে সেখানে স্পষ্ট বিদ্যুৎপ্রভাসমূহ স্ফুরিত করল । মেষদু'টি গ্রহণ করে প্রত্যাগত অবস্থায় পতিকে উর্বশী নগ্ন দেখতে পেলেন । ২৭ ।

ইলাপুত্র পুরূরবাও শয্যায় পত্নীকে না দেখতে পেয়ে উৎকণ্ঠিতের মত হয়ে

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎসখীঃ ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ।। ২৯ ।।

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ধীরে ন ত্যক্তুমর্হসি ।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ।। ৩০ ।।

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া ।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ।। ৩১ ।।

উর্ব্বশ্যুবাচ ।
মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে ।
ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং তথা ।। ৩২ ।।

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণা ক্রূরা দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ।। ৩৩ ।।

বিধায়ালীকবিস্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ।। ৩৪ ।।

পড়লেন । তাঁর চিন্তায় তিনি শোকাকুল ও বিবশ হলেন । তিনি উন্মত্তের মত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে শুরু করলেন । ২৮ ।

কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীনদীতীরে উর্বশীকে নিয়ে রচিত পাঁচসখীর দল দেখতে পেয়ে পুরূরবা প্রসন্নমুখে এ সুন্দর অনুনয়টি করলেন — অয়ি ঘরণি আমার, অয়ি মনস্বিনি, দাঁড়াও, ফিরে তাকাও, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না, (অন্ততঃ) আজ আমাকে ফেলে রেখে যেও না । চল, দুজনে কয়েকটি কথা বলি ! হে দেবি, আমার এ সুখশরীরটিকে তুমি বড়ো দূরে টেনে এনেছো । এটি এখনিই পতিত হবে । তুমি যদি এ বেচারিকে কৃপা না কর, তবে একে নেকড়ে ও শকুনেরা ছিঁড়ে খাবে । ২৯ - ৩১ ।

উর্বশী বল্লেন — না না মারা যেওনা । ইস্ তুমি যে পুরুষ ! ষাট্ ষাট্, ওসব নেকড়েরা তোমাকে খাবে না ! যেমন স্ত্রীলোকের হৃদয়, তেমনি নেকড়ে । এদুটোর সাথে প্রেম কোথাও হয় না । স্ত্রীলোকেরা সত্যিই করুণাহীন, ক্রূরচিত্ত ও দুর্দমনীয়; ভয়ঙ্কর কর্ম এদের প্রিয় । অল্পের জন্যেই এরা অবলীলায় পতি এমন কি, ভাইকেও খুন করে ফেলে । এরা বোকাদের হৃদয়ে মিথ্যাপ্রণয় সঞ্চারিত করে ও পরে বিশ্বাসভঙ্গ করে । এরা নতুন নতুন পুরুষ কামনা করে । এরা পুংশ্চলী এবং স্বৈরিণী । ৩২ - ৩৪ ।

সম্বৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর ।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ।। ৩৫ ।।

অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্ ।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্ব্বশীং বীরমাতরম্ ।। ৩৬ ।।

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্ ।
অথৈনমুর্ব্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম ।। ৩৭ ।।

গন্ধর্ব্বানুপধাবেমাংস্তভ্যং দাস্যন্তি মামিতি ।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ ।।৩৮ ।।

উর্ব্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ।
স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি ।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত ।। ৩৯ ।।

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ব্ভং বিলক্ষ্য সঃ ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া ।। ৪০ ।।

হে রাজন্, একবৎসর পরে আপনি এক রাতে আমার সাথে রমণকর্ম করবেন এবং হতেও পারে, (তখন) আপনার নিজের সন্তান জন্মগ্রহণ করে নেবে ।৩৫ ।

রাজা বুঝলেন, উর্বশী অন্তঃসত্ত্বা । তিনি পুরীতে ফিরে গেলেন । পুনরায়, বৎসরান্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে বীরমাতা উর্বশীর নিকটে গমন করলেন । ৩৬ ।

উর্বশীকে পেয়ে আনন্দিতমনে তাঁর সাথে রাত্রিযাপন করলেন । তারপর, উর্বশী দীনমনা বিরহাতুর রাজাকে একথা বললেন — ( হে প্রিয়, ) তুমি গন্ধর্বগণের কাছে গিয়ে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা কর । তাহলে, তাঁরা আমাকে তোমার নিকট সমর্পণ করবেন ।

হে রাজন্ (ধর্মদেব), পুরূরবার স্তবে তুষ্ট হয়ে গন্ধর্বগণ তাঁকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করেন । ৩৭ - ৩৮ ।

পুরূরবা এই স্থালীকেই উর্বশী বলে মনে করলেন এবং বনে বিচরণ করতে করতে তিনি ( এ সম্পর্কে ) বুঝতে পারলেন । স্থালীকে বনে রেখে গৃহে ফিরে গিয়ে রাত্রিতে সবকিছু যখন চিন্তা করছিলেন, এমন সময় ত্রেতাযুগ শুরু হলে তাঁর মনে ত্রয়ী বেদ স্থানলাভ করে । ৩৯ ।

তারপর, তিনি স্থালীটি যেস্থানে ছিল, সেখানে যান এবং শমীগর্ভ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখে তিনি উর্বশীলোক প্রাপ্তির আশায় তার ডাল দিয়ে দুটি অরণি তৈরি করেন । রাজা উর্বশীকে মন্ত্রানুসারে স্মরণপূর্বক নীচের অরণি ও উপরের অরণির মাঝখানে নিজের আত্মাকে স্থাপিত করে অগ্নিপ্রজ্বলনের চিন্তা করেন । তাঁর মন্থনকর্মের ফলে

উর্ব্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্ ।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ প্রজননং প্রভুঃ ।। ৪১ ।।

তস্য নির্ম্মথনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ।। ৪২ ।।

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ।। ৪৩ ।।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ।। ৪৪ ।।

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্ ।। ৪৫ ।।

এবং পুরূরবা রাজন্ কাম্যকর্ম্মবিশারদঃ ।
বৈরাগ্যরহিতঃ প্রাজ্ঞৈর্নিন্দিতঃ সনকাদিভিঃ ।। ৪৬ ।।

রাজোবাচ ।
সর্ব্বজ্ঞমুনিবাক্যানাং বিরোধো ঘটতে কথম ।
সন্দেহো বর্ত্ততেঽস্মাকং হৃদয়ে বদতাং বর ।। ৪৭ ।।

জাতবেদা বিভাবসু অগ্নি জন্মলাভ করেন । রাজাকর্তৃক অনুধ্যাত ত্রয়ী বিদ্যার সাহায্যে তিনবার এই অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পনা করা হল । ৪০ - ৪২ ।

উর্বশীলোকের কামনায় তিনি এই অগ্নির সাহায্যে যজ্ঞপতি ভগবান অধোক্ষজ (অর্থাৎ মহাদেবের পা থেকে জাত) সর্বদেবস্বরূপ হরির যজ্ঞসম্পাদন করলেন । পুরাকালে একমাত্র দেব নারায়ণই বেদস্বরূপ ও সর্ববাগ্‌জাতের আধার প্রণবস্বরূপ ছিলেন, অন্য কেউ নয় । তিনিই ছিলেন একাধারে অগ্নি ও অক্ষর । ৪৩ - ৪৪ ।

হে রাজন্, ত্রেতার প্রারম্ভকালে ত্রয়ী বেদ একমাত্র পুরূরবার আয়ত্তে ছিল । রাজা অগ্নিস্থাপন ও প্রজা-উৎপাদন করে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হন । ৪৫ ।

হে রাজন্, এভাবে, কাম্যকর্মে বিশারদ হলেও, পুরূরবার বৈরাগ্য ছিল না বলে প্রাজ্ঞজন সনকাদির দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন । ৪৬ ।

রাজা (ধর্মদেব) বললেন — হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, মুনিরা সর্বজ্ঞ, অথচ, তাঁদের বাক্যসমূহে বিরোধ কেন দেখা যাচ্ছে ? আমার মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে । (আশয় এই যে, পুরূরবা তাঁর মদমত্ততার দরুন আগে একবার সনককর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন । এমন কি,

---

৪২। স বিদ্যয়া — পাণ্ডুলিপিতে, সবিদ্যয়া ।

দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।

সর্ব্বজ্ঞমুনিবাক্যানাং বিরোধো নৈব বর্ত্ততে ।
তেষাং যদ্ভাষিতং বিদ্ধি সর্ব্বং বেদোদিতং নৃপ ।। ৪৮ ।।

কল্পভেদাত্তুবেত্তেদশ্চরিত্রবর্ণনাদিষু ।
তৎ সর্ব্বন্তু সমাধেয়ং পণ্ডিতৈর্বেদকোবিদৈঃ ।। ৪৯ ।।

বুধাত্মজোহ্য়ং ভবতাং কুলাগ্রণীঃ পুরূরবা এব বিশিষ্টবিক্রমঃ ।
স্বতেজসা যজ্ঞবিতানকর্ম্মণা স তোষয়ামাস দিবৌকসোঽনিশম্ ।। ৫০ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে পুরূরবসো বৃত্তান্তবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

যজ্ঞনির্বাহ করার পরেও তিনি সনকাদির দৃষ্টিতে ভালমানুষ বলে পরিগণিত হন নি । অথচ, যজ্ঞবলে গন্ধর্বলোকপ্রাপ্ত হলেন — এমন বিরোধ কেন দেখা যাচ্ছে ?) । ৪৭ ।

দুর্লভেন্দ্র বললেন — রাজন্, সর্বজ্ঞমুনিদের বাক্যে কখনো বিরোধ সম্ভাবিত হয় না । তাঁদের উক্তিকে সর্বথা বেদসম্মত বলে জানবেন । ৪৮ ।

কিন্তু, লোকেদের চরিত্রবর্ণনা দিতে গিয়ে কখনো কখনো যে ভিন্নতা দেখা যায় তা কল্পভেদের কারণে হয়ে থাকে । বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা এসব বিরোধের সমাধান সম্ভব । ৪৯ ।

বুধপুত্র পুরূরবা আপনার স্ববংশের অগ্রণী পুরুষ । তিনি অতিশয় বিক্রান্ত ছিলেন। তিনি নিজতেজঃপ্রভাবে এবং যজ্ঞসম্পাদনরূপ কর্মদ্বারা দিবানিশি দেবতাদের তুষ্ট রাখতেন । ৫০ ।

*শ্রীরাজরত্নাকর* গ্রন্থের পূর্ববিভাগে পুরূরবার বৃত্তান্তবর্ণন নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

---

৪৯ । সমাধেয়ম্ — পাণ্ডুলিপিতে, সমাহার্য্যম ।
৫০ । (ক) বিশিষ্টবিক্রমঃ এবং (খ) অনিশম্ —পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, (ক) বিশালবিক্রমঃ এবং (খ) তদা ।

## চতুর্থঃ সর্গঃ

ঐলে লোকান্তরং প্রাপ্তে তস্য জ্যেষ্ঠসুতঃ সুধীঃ ।
আয়ুঃ সিংহাসনং লেভে প্রতিষ্ঠানপুরে নৃপ ।। ১ ।।

ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শান্তিন্যায়পরায়ণঃ ।
শশাস পৃথিবীং সর্ব্বাং ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ।। ২ ।।

বাপী-কূল-তড়াগাদ্যৈ রাজবর্ত্মাদিভিঃ স রাট্ ।
প্রতিষ্ঠানপুরং দিব্যং শোভয়ামাস সর্ব্বথা ।। ৩ ।।

রাহোর্দুহিতরং রম্যাং প্রভাং রূপগুণান্বিতাম্ ।
উপযেমে স ভূপেন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং সুখবর্দ্ধনঃ ।। ৪ ।।

আয়োঃ স্বর্ভানবী সা চ সুষুবে পঞ্চ পুত্রকান্ ।
নহুষং বৃদ্ধশর্ম্মাণং রজিং গয়মনেনসম্ ।। ৫ ।।

জ্যেষ্ঠঃ স নহুষো রাজ্যং ভেজে শস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ ।
স্বধর্ম্মনিরতো ধীমান্ প্রজাপালনতৎপরঃ ।। ৬ ।।

হে রাজন্, ইলাপুত্র পুরূরবা লোকান্তর প্রাপ্ত হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিচক্ষণ আয়ু প্রতিষ্ঠানপুরে সিংহাসনারোহণ করেন । ১ ।

তিনি ব্রাহ্মণদের প্রিয় এবং শান্তি-ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন । ২ ।

রাজা আয়ু বাপী, বাঁধ, পুকুর ও রাজপথপ্রভৃতি তৈরী করে মনোরম প্রতিষ্ঠানপুরকে সর্বতোভাবে সাজিয়েছিলেন । ৩ ।

সর্বলোকেব সুখয়িতা রাজা আয়ু, রাহুর সুন্দরী কন্যা রূপগুণযুক্তা প্রভাকে বিয়ে করেন । রাহুকন্যা আয়ুর পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন । তাঁরা হলেন নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, রজি, গয় ও অনেনস । ৪-৫ ।

শস্ত্রাস্ত্রবিশারদ জ্যেষ্ঠপুত্র নহুষ রাজ্যলাভ করেছিলেন; বিচক্ষণ রাজা নিজধর্মপালনে রত ও প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন । ৬ ।

---

১ । তস্য জ্যেষ্ঠসূতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, তজ্জেষ্ঠনন্দনঃ ।

৩ । স রাট্ — পাণ্ডুলিপিতে, স্বরাট্ ।

৪ । রম্যাম্ — পাণ্ডুলিপিতে, সোপি ।

৫ । স্বর্ভানবী সা চ সুষুবে পঞ্চ পুত্রকান্ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রাসোষ্ট কল্যাণী রাজ্ঞঃ স্বর্ভানবী প্রিয়া ।

৬ । (ক) জ্যেষ্ঠঃ স নহুষো রাজ্যং ভেজে — পাণ্ডুলিপিতে, স ভেজে নহুষো রাজ্যং বীরঃ । আর,
(খ) প্রজাপালনতৎপরঃ — প্রজাশাসনতৎপরঃ ।

দেবান্ পিতৄংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ শুদ্ধাত্মা সমতোষয়ৎ ।
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরাযাতিরযতির্ধ্রুবঃ ।
এতে ষট্ তনয়া রাজন্নাসংস্তস্য মহীপতেঃ ।। ৭ ।।

বৃত্রাসুরবধাদিন্দ্রো ব্রহ্মহত্যাপ্রদূষিতঃ ।
প্রাগুদীচ্যাং দিশি ক্ষিপ্রমগমন্নৃপ মানসম্ ।। ৮ ।।

ত্যক্ত্বা স্বর্গং হরির্যাবদুবাস মানসে হ্রদে ।
তাবৎ স নহুষো রাজন্নভূদিন্দ্রস্ত্রিবিষ্টপে ।। ৯ ।।

মাং ভজেতি শচীমাহ সা প্রাহ নহুষং প্রতি ।
বিপ্রবাহ্যবিমানেন ত্বমাগচ্ছ মমান্তিকম্ ।।১০।।

তচ্ছ্রুত্বা নহুষো বিপ্রানগস্ত্যাদীন্ মহামতীন্ ।
বিমানং বাহয়ামাস সর্প সর্পেতি সংব্রুবন্ ।।১১।।

অগস্ত্যস্তদুপাকর্ণ্য সর্পো ভবেতি ভাষয়া ।
শশাপ নহুষং সোঽপি সর্পোঽভূদ্ ব্রহ্মশাপতঃ ।। ১২।।

হে রাজন্, শুদ্ধচিত্ত নহুষ দেব-, পিতৃ-ও গন্ধর্বগণকে উত্তমভাবে তুষ্ট করেছিলেন মহীপতির যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অযতি ও ধ্রুব — এই ছয়জন পুত্র ছিলেন। ৭।

হে রাজন্, বৃত্রাসুরকে বধ করার ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যারূপ পাপে অভিভূত হয়ে একদা পূর্বোত্তর দিকে মানসসরোবরে দ্রুত গমন করেন । ৮।

(অনন্তর,) হে রাজন্, স্বর্গ ছেড়ে ইন্দ্র যখন মানস সরোবরে অবস্থানরত, তখন নহুষ স্বর্গের ইন্দ্রপদে আরোহণ করেন । ৯।

নহুষ কোন সময়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে বললেন — (হে সুন্দরি,) আমাকে বরণ কর । তখন শচীও প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন — তুমি ব্রাহ্মণবাহিত বিমানে চড়ে আমার কাছে এসো । ১০।

শচীর একথা শুনে নহুষ অগস্ত্যপ্রভৃতি মহামতিমুনিগণকে বিমানে তাঁকে বয়ে নেবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি 'সর্প, সর্প' (চল, চল) বলেছিলেন । ১১।

অগস্ত্য রাজার কথা শুনে 'তুমি সাপ হয়ে যাও'— এরূপ বাক্যের দ্বারা নহুষকে শাপ দান করেন । ব্রহ্মশাপের প্রভাবে রাজাও সাপ হয়ে যান । ১২।

---

৮। বৃত্রাসুরবধাদিন্দ্রঃ — পাণ্ডুলিপিতে, বৃত্রবধাৎ সহস্রাক্ষঃ ।
৯। ত্যক্ত্বা স্বর্গং হরিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, অদিতিনন্দনঃ ।

ততঃ পরং যদভবন্নহুষস্য মহাত্মনঃ ।
তদিদং গদিতং রাজন্ ভারতে বনপর্ব্বণি ।। ১৩।।

যুধিষ্ঠিরস্তমাসাদ্য সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ।
দয়িতং ভ্রাতরং ধীমানিদং বচনমব্রবীৎ ।। ১৪।।

কুন্তীমাতঃ কথমিমামাপদং ত্বমবাপ্তবান্ ।
কশ্চায়ং পর্ব্বতাভোগপ্রতিমঃ পন্নগোত্তমঃ ।। ১৫।।

স ধর্ম্মরাজমালক্ষ্য ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজম্ ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং গ্রহণাদিবিচেষ্টিতম্ ।। ১৬।।

ভীম উবাচ ।
অয়মার্য্য মহাসত্ত্বো ভক্ষার্থং গৃহীতবান্ ।
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ প্রাণবানিব সংস্থিতঃ ।। ১৭।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
মুচ্যতাময়মায়ুষ্মন্ ভ্রাতা মেঽমিতবিক্রমঃ ।
বয়মাহারমন্যত্তে দাস্যামঃ ক্ষুন্নিবারণম্ ।। ১৮ ।।

সর্প উবাচ ।
আহারো রাজপুত্রোঽয়ং ময়া প্রাপ্তো মুখাগতঃ ।
গম্যতাং নেহ স্থাতব্যং শ্বো ভবানপি মে ভবেৎ ।। ১৯ ।।

হে রাজন্, অতঃপর মহাত্মা নহুষের কী দশা হয়েছিল, তা *মহাভারতের* বনপর্বে এভাবে কথিত রয়েছে* । বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে এসে সাপের কুণ্ডলীতে বেষ্টিত প্রিয় ভাইকে দেখে একথা বলেছিলেন । ১৩-১৪।

'হে কুন্তীমাতঃ, তুমি কী করে এ বিপদে পতিত হলে ? আর, পর্বতসানুসদৃশ এই মহাসর্পই বা কে' ? ১৫।

ছোটভাই (ভীম তখন ) অগ্রজ ভাই ধর্মরাজকে সম্বোধন করে তাঁর বিপদে পড়ার সব ঘটনা খুলে বললেন । ১৬ ।

ভীম বললেন — আর্য, এই মহাবল আমাকে খাবার জন্য ধরেছেন । ইনি রাজর্ষি নহুষ । তাঁকে মহাশক্তিসম্পন্নের মত দেখাচ্ছে । ১৭।

যুধিষ্ঠির বললেন — আয়ুষ্মন্, আমার এই অমিতবল ভাইকে আপনি ছেড়ে দিন । আমরা আপনার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য অন্য আহার দেব । ১৮ ।

সর্প বললেন — আমি মুখে-চলে-আসা গ্রাস হিশেবে এই রাজপুত্রকে পেয়েছি ।

---

* এ সর্গের বক্ষ্যমাণ ১৪-৯৪ সংখ্যাক অর্থাৎ সর্বমোট ৮১ টি শ্লোক ও *মহাভারতের* বনপর্বের (১৫১.১-৩৮ এবং ১৫২.১-৪৩) সমসংখ্যক শ্লোক হুবহু এক ।

ব্রতমেতন্মহাবাহো বিষয়ং মম যো ব্রজেৎ ।
স মে ভক্ষ্যো ভবেত্তাত ত্বঞ্চাপি বিষয়ে মম ।। ২০ ।।

চিরেণাদ্য ময়াহারঃ প্রাপ্তোয়মনুজস্তব ।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যমভিকাঙ্ক্ষয়ে ।। ২১ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
দেবো বা যদি বা দৈত্য উরগো বা ভবান্ যদি ।
সত্যং সর্প বচো ব্রূহি পৃচ্ছতি ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।। ২২ ।।

কিমর্থঞ্চ ত্বয়া গ্রস্তো ভীমসেনো ভুজঙ্গম ।
কিমাহৃত্য বিদিত্বা বা প্রীতিস্তে স্যাদ্ভুজঙ্গম ।
কিমাহারং প্রযচ্ছামি কথং মুঞ্চেদ্ ভবানিমম্ ।। ২৩ ।।

সর্প উবাচ ।
নহুষো নাম রাজাহমাসং পূর্ব্বস্তবানঘ ।
প্রথিতঃ পঞ্চমঃ সোমাদায়োঃ পুত্রো নরাধিপ ।। ২৪ ।।

ক্রতুভিস্তপসা চৈব স্বাধ্যায়েন দমেন চ ।
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমব্যগ্রং প্রাপ্তোহং বিক্রমেণ চ ।। ২৫ ।।

অতএব, আপনি চলে যান, এখানে থাকবেন না । নোচেৎ, আগামিকাল আপনিও আমার (খাদ্য) হবেন । ১৯ ।

হে মহাবাহো, আমার জীবনধর্ম এই যে, আমার জায়গাতে যে আসবে, সে আমার ভক্ষ্য হয়ে যাবে । বাছাধন, (যুধিষ্ঠির), তুমিও কিন্তু আমার দেশে অবস্থান করছ । ২০ ।

বহুদিন পরে তোমার অনুজকে আমি আহার হিসেবে পেয়েছি । তাই, আমি একে ছাড়ব না । অন্য আহারও আমার চাই না । ২১ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে সর্প, আপনি যদি দেবতা বা দৈত্য অথবা সাপই হোন, তবে আমাকে সত্য কী তা বলুন । যুধিষ্ঠির আপনাকে একথা জিজ্ঞেস করছে ।২২।

হে ভুজঙ্গবর, আপনি ঠিক কীসের জন্য ভীমসেনকে ধরেছেন ? আপনার কী জিনিষ পেলে বা কী জানলে সুখ হবে ? অথবা বলুন, আপনাকে কী আহার দেব ? আর কীভাবে আপনি এঁকে ছেড়ে দেবেন ? ২৩ ।

সর্প বললেন — হে নিষ্পাপ রাজন্, আমি নহুষ; তোমার পূর্বজাত এক রাজা ছিলাম ।আমি আয়ুর পুত্র; অর্থাৎ সোম থেকে গণনায় অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । ক্রতু

তদৈশ্বর্য্যং সমাসাদ্য দর্পো মামগমত্তদা ।
সহস্রং হি দ্বিজাতীনামুবাহ শিবিকাং মম ।। ২৬ ।।

ঐশ্বর্য্যমদমত্তোঽহমবমন্য ততো দ্বিজান্ ।
ইমামগস্ত্যেন দশামানীতঃ পৃথিবীপতে ।। ২৭ ।।

ন তু মামজহাৎ প্রজ্ঞা যাবদদ্যাপি পাণ্ডব ।
তস্যৈবানুগ্রহাদ্রাজন্নগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ।। ২৮ ।।

ষষ্ঠে কালে ময়াহারঃ প্রাপ্তোয়মনুজস্তব ।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যদপি কাময়ে ।। ২৯ ।।

প্রশ্নানুচ্চরিতানদ্য ব্যাহরিষ্যসি চেন্মম ।
অথ পশ্চাদ্বিমোক্ষ্যামি ভ্রাতরং তে বৃকোদরম্ ।। ৩০ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
ব্রূহি সর্প যথাকামং প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ ।
অপি চেচ্ছক্নুয়াং প্রীতিমাহর্ত্তুং তে ভুজঙ্গম ।। ৩১ ।।

বেদ্যঞ্চ ব্রাহ্মণেনেহ তত্ত্ববান্ বেত্তি কেবলম্ ।
সর্পরাজ ততঃ শ্রুত্বা প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ ।। ৩২ ।।

(যজ্ঞ), তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রমের দ্বারা ত্রিলোকের অঢেল ঐশ্বর্য আমি পেয়েছিলাম। আর, সেই ঐশ্বর্য পেয়ে আমি দর্পিত হয়ে পড়েছিলাম এবং হাজার ব্রাহ্মণকে আমি শিবিকা-বাহকরূপে নিযুক্ত করেছিলাম । এভাবে, ঐশ্বর্যমদমত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অপমান করার ফলে অগস্ত্য-কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে (বর্তমানে) এই দশা প্রাপ্ত হয়েছি । ২৪- ২৭ ।

হে পাণ্ডুপুত্র, অদ্যাবধি কিন্তু আমাব প্রজ্ঞা লুপ্ত হয়নি । হে রাজন্, (মনে হয়) মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগ্রহেই এটা সম্ভব হয়েছে । (যা হোক,) দিবসের ষষ্ঠপ্রহরে তোমার অনুজকে আহাররূপে পেয়েছি । আমি একে ছাড়ব না । আমার অন্য কিছুও চাই না । ২৮ - ২৯ ।

তবে, আজ আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব ও তুমি যদি এগুলোর উত্তর দাও, তাহলে পরে না হয়, তোমার ভাই বৃকোদরকে ছেড়ে দেব ।৩০ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে সর্প, আপনি যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব । হে ভুজঙ্গম, যদি এভাবে আপনার প্রীতিলাভ করতে সমর্থ হই (- এই যা ভরসা) ।৩১ ।

হে সর্পরাজ, ইহলোকে ব্রাহ্মণের যা জ্ঞেয় বিষয়, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন । তবুও আমি তাঁদের জ্ঞানরাশি থেকে আহরণ করে আপনার উত্তর দেব ।৩২ ।

সর্প উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে ।। ৩৩ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা ।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ।। ৩৪ ।।

বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্ ।। ৩৫ ।।

সর্প উবাচ ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্ম চৈব হি ।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির ।। ৩৬ ।।

বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ ।
তাভ্যাং হীনং পদঞ্চান্যন্ন তদস্তীহ লক্ষয়ে ।। ৩৭ ।।

সর্প বললেন — হে রাজন্, ব্রাহ্মণ কে হতে পারেন ? আর, বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্যই বা কী ? হে যুধিষ্ঠির, উত্তর দাও; তুমি অতিমনস্বী, তোমাকে বাক্যের দ্বারা অনুনয় করছি ।৩৩ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে নাগরাজ, যাঁর মাঝে সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্রবল, অক্রোধ, তপস্য ও দয়া দেখা যায়, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে (লোকেরা) [illegible] ।৩৪ ।

হে সর্প, জ্ঞাতব্য হচ্ছেন পর ব্রহ্ম, যিনি সুখদুঃখাতী[illegible] [illegible]কে জেনে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) শোকগ্রস্ত হন না । (যা হোক,) আপনার আর কী কী জিজ্ঞাস্য [illegible] ? ।৩৫।

সর্প বললেন — হে যুধিষ্ঠির, চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থার প্রমাণ, না হয়, হল সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মজ্ঞান । কিন্তু, শূদ্রদের মাঝেও সত্য, দান, অক্রোধ, জিঘাংসাহীনতা ও অহিংসা দেখা যায় । (অর্থাৎ সত্য প্রভৃতি গুণ কেবল ব্রাহ্মণদের মাঝেই থাকে - একথা ঠিক নয় । অতএব তথ্যবিচ্যুতি দেখা দিল, এই ভাব ) ।৩৬ ।

হে রাজন্, সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মাকে তুমি এখানে জ্ঞাতব্য-বিষয়রূপে বলেছ ,(তাও

---

৩৭। তদস্তীহ — পাণ্ডুলিপিতে, তদস্তীতি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ।। ৩৮ ।।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ।। ৩৯ ।।

যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ ।
তাভ্যাং হীনমতোঽন্যত্র পদং নাস্তীতি চেদপি ।। ৪০ ।।

এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে ।
যথা শীতোষ্ণয়োর্ম্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা ।। ৪১ ।।

এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনং নাস্তি পদং ক্বচিৎ ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্ ।। ৪২ ।।

সর্প উবাচ ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে ।। ৪৩ ।।

ঠিক নয়) । (কারণ,) সুখ ও দুঃখ - এ দু'য়ের অতীত কোন বস্তু রয়েছে, এমন আমি দেখি না । ৩৭ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — শূদ্রের মাঝে যদি সেই লক্ষণ বিদ্যমান এবং ব্রাহ্মণে যদি তা অবিদ্যমান; এমন হলে, শূদ্রজন্ম হলেই শূদ্র এবং ব্রাহ্মণজন্ম হলেই ব্রাহ্মণ হয় না । হে সর্প, যাঁর মাঝে পূর্বোক্ত গুণ দেখা যায়, তাঁকেই ব্রাহ্মণরূপে (লোকে) মানে এবং যার মাঝে তা দেখা যায় না তাকে শূদ্র বলে নির্দেশ করা হয় । ৩৮ - ৩৯ ।

হে সর্প, আপনি বলেছেন, বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু নেই । কারণ, এখানে আপনার যুক্তি এই যে, সুখদুঃখবর্জিত কিছুই হতে পারে না । (অতএব ব্রহ্মবস্তুও জ্ঞাতব্য হতে পারে না ।) এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, ব্রহ্মবস্তুতে সুখদুঃখ অবিদ্যমান একথা বলা যায় না । যেমন নাতিশীতোষ্ণ বললে উষ্ণতা ও শৈত্য — এ দুয়ের কোনটিকেই বুঝায় না, অনেকটা সেইরূপ । অতএব, সুখদুঃখহীন কোনো বস্তুই কোথাও নেই । আমার অভিমত এইরূপ । যাক, এ বিষয়ে আপনারই বা কী অভিপ্রায় ? ৪০ -৪২ ।

সর্প বললেন - হে রাজন্, হে আয়ুষ্মন্, যদি আপনার বিবরণমত ব্রাহ্মণত্ব নির্ণেয়

---

৩৮ । তচ্চ — *মহাভারতে,* চেচ্চ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে ।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ।। ৪৪ ।।

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ।। ৪৫ ।।

ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজাম ইহত্যপি ।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ।। ৪৬ ।।

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে ।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ।। ৪৭ ।।

তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে ।
তস্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ।। ৪৮ ।।

হয়, তাহলে ত বলতে হয়, কর্মের বিভাগব্যবস্থার আলোচনাব্যতীত জাতিবিচার করা বৃথা । ৪৩ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে মহাসর্প, হে মহামতি, এখানে জাতি একমাত্র মনুষ্যত্বই । তাছাড়া, সমস্ত বর্ণ মিশ্রিত হয়ে গেছে । তাই, জাতিনির্ণয় পরীক্ষার অতীত । এই আমার অভিমত । ৪৪ ।

(মনুষ্যদের মাঝে) সব জাতির লোকেরাই জাতিনির্বিশেষে স্ত্রীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে চলেছে । আর, কথাবার্তা, মৈথুনকর্ম, জন্ম ও মরণ — এগুলো সব মানুষেরই মাঝে সমান । ৪৫ ।

'আমরা ইহলোকে যজ্ঞ করে দেব' এরূপ বাগ্‌জীবিগণ হলেন (ব্রাহ্মণ) — এরূপ একটি আর্ষ প্রমাণ রয়েছে বটে, কিন্তু, যাঁরা তত্ত্বদর্শী তাঁরা এব্যাপারে চরিত্রবলকেই প্রধানতঃ অভিলষণীয় বলে মনে করেন । ৪৬ ।

নাভিচ্ছেদনের আগে থেকেই শিশুর জাতকর্ম শুরু হয়ে যায় । তখন তাঁর মাকে সাবিত্রী ও পিতাকে আচার্য বলা হয় । ৪৭ ।

যতদিন বেদে অধিকার না জন্মায় ততদিন পযন্ত জাতক শূদ্রের সমান । এভাবে মতদ্বৈধ (অর্থাৎ দুপ্রকারের মত ) স্বায়ম্ভুব মনু নিজেই পোষণ করেছেন । ৪৮ ।

---

৪৬। যজাম — *মহাভারতে*, যজামহে ।
৪৭। বিদ্যতে — *মহাভারতে*, ভিদ্যতে ।

কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে ।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ ।। ৪৯ ।।

যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে ।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভুজগোত্তম ।। ৫০ ।।

সর্প উবাচ ।

শ্রুতং বিদিতবেদ্যস্য তব বাক্যং যুধিষ্ঠির ।
ভক্ষয়েয়মহং কস্মাদ্ ভ্রাতরং তে বৃকোদরম্ ।। ৫১ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবানেতাদৃশো লোকে বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
ব্রূহি কিং কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ভবেদ্ গতিরনুত্তমা ।। ৫২ ।।

সর্প উবাচ ।

পাত্রে দত্ত্বা প্রিয়াণ্যুক্ত্বা সত্যমুক্ত্বা চ ভারত ।
অহিংসানিরতঃ স্বর্গং গচ্ছেদিতি মতির্ম্মম ।। ৫৩ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দানাদ্বা সর্প সত্যাদ্বা কিমতো গুরু দৃশ্যতে ।
অহিংসা-প্রিয়য়োশ্চৈব গুরুলাঘবমুচ্যতাম্ ।। ৫৪ ।।

হে নাগেন্দ্র, যদি জন্মের ইতিহাস না থাকে তবে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারাই বর্ণসমূহের বিচার করতে হয় । এখানে জাতিসমূহের মিশ্রণকেই নির্ণায়ক গতি বলে ধরে নিতে হবে । ৪৯ ।

হে মহাসর্প, সম্প্রতি যেখানে পবিত্রচরিত্র দেখা যাবে, তাঁকে আমি পূর্বোক্তভাবে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছি । ৫০ ।

সর্প বললেন — হে যুধিষ্ঠির, জ্ঞাতব্য বিষয়, দেখছি, তোমার জানা । তোমার বাক্যও শুনলাম । অতএব, তোমার ভাই বৃকোদরকে আর আমি কেনই বা ভক্ষণ করব ! ৫১ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — আপনার মত বেদবেদাঙ্গপারঙ্গম ব্যক্তি জগতে (এখনো) বর্তমান ! তাই, আমাকে বলুন, কোন্ ধরনের কর্মানুষ্ঠাতা উত্তম গতি লাভ করেন ? ৫২ ।

সর্প বললেন অর্থাৎ উত্তর দিলেন — হে ভারত, (যথাযথভাবে) সুপাত্রে দান এবং প্রিয়-ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করে অহিংসানিষ্ঠ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করতে সমর্থ হন — এই আমার অভিমত । ৫৩ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে সর্প, দান থেকে সত্য বড়, না সত্য থেকে দান উত্তম — কোন্‌টি ঠিক ? আর, অহিংসা ও প্রিয়বাক্য - এই দু'য়ের মাঝে কোন্‌টি অধিকতর ভাল বা মন্দ — এ বিষয়েও বলুন । ৫৪ ।

সর্প উবাচ ।

দানঞ্চ সত্যং তত্ত্বং বা অহিংসা প্রিয়মেব চ ।
এষাং কার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্দৃশ্যতে গুরুলাঘবম্ ।। ৫৫ ।।

কস্মাচ্চিদ্দানযোগাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ।
সত্যবাক্যাচ্চ রাজেন্দ্র কিঞ্চিদ্দানং প্রশস্যতে ।। ৫৬ ।।

এবমেব মহেষ্বাস প্রিয়বাক্যান্মহীপতে ।
অহিংসা দৃশ্যতে গুর্ব্বী ততশ্চ প্রিয়মিষ্যতে ।। ৫৭ ।।

এবমেতদ্ভবেদ্রাজন্ কার্য্যাপেক্ষমনন্তরম্ ।
যদভিপ্রেতমন্যত্তে ব্রূহি যাবদ্ ব্রবীম্যহম্ ।। ৫৮ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং স্বর্গে গতিঃ সর্প কর্ম্মণাঞ্চ ফলং ধ্রুবম্ ।
অশরীরস্য দৃশ্যতে প্রব্রূহি বিষয়াংশ্চ মে ।। ৫৯ ।।

সর্প উবাচ ।

তিস্রো বৈ গতয়ো রাজন্ পরিদৃষ্টাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
মানুষ্যং স্বর্গবাসশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ তৎত্রিধা ।। ৬০ ।।

সর্প বললেন — হে রাজেন্দ্র, হে মহাপ্রাণ, দান, সত্য, ভূতার্থকথন, অহিংসা ও প্রিয়বাক্য — এদের ভালমন্দ ঠিক করা হয় কাজের গৌরব-অনুযায়ী । যেমন, কোনো দানব্যাপার থেকে সত্য অবশ্যই উচ্চ বলে বিবেচিত হতে পারে । আবার, কখনো সত্যবাক্য থেকেও অপর কোনো দানকর্ম প্রশস্ততর বলে পরিগণিত হয় । এরূপ, কখনো প্রিয়বাক্য থেকেও অহিংসা শ্রেয়; কখনো বা অহিংসা থেকে প্রিয়বাক্য বাঞ্ছিততর । এভাবেই এগুলোর ভালমন্দ কার্যবিশেষের উপর নির্ভর করে । যা হোক, এর পরেও যদি তোমার অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহলে বল । আমি উত্তর দিতে রাজি আছি । ৫৫ - ৫৮ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে সর্প, অশরীরী কীভাবে স্বর্গে গমন করেন ? তাঁর কৃতকর্মের ফলই বা কী প্রকারে অব্যর্থ থাকে ? (তখন) তিনি কী কী বিষয় অনুভব করেন ? এসব আমায় বলুন । ৫৯ ।

সর্প বললেন — হে রাজন্, নিজ নিজ কর্মের কারণে প্রাণীদের তিন প্রকার গতি হয় । যথা, মনুষ্যভাব, স্বর্গবাস এবং তির্যগ্‌যোনিত্ব । ৬০ ।

---

৫৬। প্রশস্যতে — *মহাভারত* ও পাণ্ডুলিপিতে, বিশিষ্যতে ।
৫৯। দৃশ্যতে — পাণ্ডুলিপিতে, দৃশ্যেত ।

তত্র বৈ মানুষাল্লোকাদ্দানাদিভিরতন্দ্রিতঃ ।
অহিংসার্থসমাযুক্তৈঃ কারণৈঃ স্বর্গমশ্নুতে ।। ৬১ ।।

বিপরীতৈশ্চ রাজেন্দ্র কারণৈর্মানুযো ভবেৎ ।
তির্য্যগ্‌যোনিস্তথা তাত বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ।। ৬২ ।।

কামক্রোধসমাযুক্তো হিংসালোভসমন্বিতঃ ।
মনুষ্যত্বাৎ পরিভ্রষ্টস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রসূয়তে ।। ৬৩ ।।

তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ পৃথগ্‌ভাবো মনুষ্যার্থে বিধীয়তে ।
গবাদিভ্যস্তথাশ্বেভ্যো দেবত্বমপি দৃশ্যতে ।। ৬৪ ।।

সোয়মেতা গতীস্তাত জন্তুশ্চরতি কার্য্যবান্‌ ।
নিত্যে মহতি চাত্মানমবস্থাপয়তে দ্বিজঃ ।। ৬৫ ।।

জাতো জাতশ্চ বলবান্‌ ভুঙ্‌ক্তে চাত্মা স দেহবান্‌ ।
ফলার্থস্তাত নিষ্পৃক্তঃ প্রজালক্ষণভাবনঃ ।। ৬৬ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ তথৈব রসগন্ধয়োঃ ।
তস্যাধিষ্ঠানমব্যগ্রো ব্রূহি সর্প যথাতথম্‌ ।। ৬৭ ।।

এদের মাঝে, দানপ্রভৃতিতে সর্বদা নিরত ব্যক্তি অহিংসারূপ পুণ্যকারণসমূহের প্রভাবে মনুষ্যলোক থেকে স্বর্গে গমন করেন । এর বিপরীত কারণসমূহের প্রভাবে ব্যক্তি মনুষ্যলোক ও তির্যগ্‌যোনিত্ব লাভ করে । এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলছি । ৬১ - ৬২ ।

কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভ —এদের বশীভূত হয়ে প্রাণী মনুষ্যলোক থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে তির্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । তেমনিই অন্যদিকে আবার, তির্যগ্‌যোনি থেকে পৃথগ্‌ভূত হয়ে মনুষ্যরূপে জাত হতে পারে । গোপ্রভৃতি এমন কি, অশ্বপ্রভৃতির অবস্থা থেকেও দেবত্বলাভ পরিলক্ষিত হয় । ৬৩ - ৬৪ ।

হে বৎস, ক্রিয়ারত প্রাণী এসব দশার মাঝ দিয়ে ভ্রমণ করে । কিন্তু, দ্বিজ অক্ষয় ও মহান্‌ অবস্থায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন । ৬৫ ।

হে বৎস, প্রতি জন্মেই দেহধারী সেই আত্মা লক্ষণীয়ভাবে ভোগে লিপ্ত হয় । আর, নানাবিধ কর্ম করার যা অখণ্ডনীয় ফল, তার প্রভাব-ই হচ্ছে প্রজাত হবার অর্থাৎ জন্ম নেবার কারণ । ৬৬ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — হে সর্প, আপনি অবিচলিত হয়ে আমাকে যথাযথভাবে বলুন, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ - এসব অনুভবের অধিষ্ঠান কে ? হে মহামতি, আপনি কী একই

কিং ন গৃহ্নাসি বিষয়ান্ যুগপত্ত্বং মহামতে ।
এতাবদুচ্যতাং চোক্তং সর্ব্বং পন্নগসত্তম ।। ৬৮ ।।

সর্প উবাচ ।
যদাত্মদ্রব্যমায়ুষ্মন্ দেহসংশ্রয়ণান্বিতম্ ।
করণাধিষ্ঠিতং ভোগানুপভুঙ্ক্তে যথাবিধি ।। ৬৯ ।।

জ্ঞানঞ্চৈবাত্র বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ ভরতর্ষভ ।
তস্য ভোগাধিকরণে করণানি নিবোধ মে ।। ৭০ ।।

মনসা তাত পর্য্যেতি ক্রমশো বিষয়ানিমান্ ।
বিষয়ায়তনস্থেন ভূতাত্মা ক্ষেত্রনিঃসৃতঃ ।। ৭১ ।।

তত্র চাপি নরব্যাঘ্র মনো জন্তোর্বিধীয়তে ।
তস্মাদ্ যুগপদত্রাস্য গ্রহণং নোপপদ্যতে ।। ৭২ ।।

স আত্মা পুরুষব্যাঘ্র ভ্রুবোরন্তরমাশ্রিতঃ ।
বুদ্ধিং দ্রব্যেষু সৃজতি বিবিধেষু পরাবরাম্ ।। ৭৩ ।।

সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন না ? হে সর্পশ্রেষ্ঠ, আমার এসব প্রশ্ন সম্পর্কে সবিস্তারে বলুন ।৬৭ -৬৮ ।

সর্প বললেন — হে আয়ুষ্মন্, দেহে অবস্থিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা (তিনি), যথানিয়মে সকল প্রকার ভোগ অনুভব করেন ।৬৯ ।

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আরো শোন, আত্মার ভোগের বিষয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন — এরা হচ্ছে করণসমূহ ।৭০ ।

হে বৎস, জীবাত্মা মাতৃগর্ভ থেকে নিঃসৃত হয়ে, বিষয়সমূহ পর্যন্ত ব্যাপনশীল মনের দ্বারা, ক্রমশঃ এই সব ভোগ্যদ্রব্য অনুভব করেন ।৭১ ।

হে নরব্যাঘ্র, ভোগ্যদ্রব্যের (আকৃতি বা গুণ) অনুসারে প্রাণীদের মনও নির্মিত হয় ।তাই ,যুগপৎ ভোগ্যদ্রব্য ও মন — এ দু'য়ের জ্ঞান সম্ভব হয় না ।৭২ ।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সেই আত্মা প্রাণীদের দুটো ভ্রূ-এর মাঝে অবস্থিত ।তিনিই বিভিন্ন দ্রব্যের বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বুদ্ধি নির্মাণ করেন ।৭৩ ।

---

৭৩। ভ্রুবোঃ — *মহাভারতে,* ভ্রূবোঃ ।

বুদ্ধেরুত্তরকালাচ্চ বেদনা দৃশ্যতে বুধৈঃ ।
এষ বৈ রাজশার্দ্দূল বিধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞভাবনঃ ।। ৭৪ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
মনসশ্চাপি বুদ্ধেশ্চ ব্রূহি মে লক্ষণং পরম্ ।
এতদধ্যাত্মবিদুষাং পরং কার্য্যং বিধীয়তে ।। ৭৫ ।।

সর্প উবাচ ।
বুদ্ধিরাত্মানুগাতীব উৎপাতেন বিধীয়তে ।
তদাশ্রিতা হি সা জ্ঞেয়া বুদ্ধিস্তস্যৈষিণী ভবেৎ ।। ৭৬ ।।

বুদ্ধিরুৎপদ্যতে কার্য্যান্মনস্তূৎপন্নমেব হি ।
বুদ্ধের্গুণবিধানেন মনস্তদ্গুণবদ্ভবেৎ ।। ৭৭ ।।

এতদ্বিশেষণং তাত মনোবুদ্ধ্যোর্যদন্তরম্ ।
ত্বমপ্যত্রাভিসম্বুদ্ধঃ কথং বা মন্যতে ভবান্ ।। ৭৮ ।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
অহো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠ শুভা বুদ্ধিরিয়ং তব ।
বিদিতং বেদিতব্যং তে কস্মাৎ সমনুপৃচ্ছসি ।। ৭৯ ।।

হে রাজশার্দূল, বুদ্ধি নির্মিত হবার পরেই বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান হয়ে যায় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন । আর, এরূপ অবস্থানই হল ক্ষেত্রজ্ঞদশাপ্রাপ্ত হবার কারণ । ৭৪ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — মন ও বুদ্ধির কী সংজ্ঞা, তা আমাকে বলুন । কেননা, আত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির এদুটো জানা পরমকর্তব্য । ৭৫ ।

সর্প বললেন — বুদ্ধি আত্মার প্রকাশিকার মত ক্ষণিক চকিতে উৎপন্ন হয় অতএব বুদ্ধি আত্মার আশ্রিত; বুদ্ধি আত্মার প্রকাশৈষিণী । ৭৬ ।

বুদ্ধি কার্য থেকে গঠিত হয় । আর, মন ত আগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে । বুদ্ধিতে কোনো গুণাধান ঘটলে মনও তৎপ্রকারকগুণবিশিষ্ট হয়ে যায় । ৭৭ ।

হে বৎস, মন ও বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য এবং এদুটোর মাঝে যাকিছু পার্থক্য, তা বললাম । এ বিষয়ে তুমিও সম্যক্ জাগ্রত । তোমারই বা অভিমত কী ? ৭৮ ।

যুধিষ্ঠির বললেন — অহো মনস্বিশ্রেষ্ঠ, আপনার মনীষা অতিশয় উৎকৃষ্ট । যাকিছু (অদ্যাবধি) জ্ঞানপরিধির অন্তর্গত এবং যা জ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা অনুশীলনীয়,তা

৭৪। উত্তরকালাচ্চ — পাণ্ডুলিপিতে, উত্তরকালা চ ।

সর্ব্বজ্ঞং ত্বাং কথং মোহ আবিশৎ স্বর্গবাসিনম্ ।
এবমদ্ভুতকর্ম্মাণমিতি মে সংশয়ো মহান্ ।। ৮০ ।।

সর্প উবাচ ।
সুপ্রজ্ঞমপি চেচ্ছূরমৃদ্ধির্ম্মোহয়তে নরম্ ।
বর্ত্তমানঃ সুখে সর্ব্বো মুহ্যতীতি মতির্মম ।। ৮১ ।।

সোঽহমৈশ্বর্য্যমোহেন মদাবিষ্টো যুধিষ্ঠির ।
পতিতঃ প্রতিসংবুদ্ধস্ত্বান্ত সংবোধয়াম্যহম্ ।। ৮২ ।।

কৃতং কার্য্যং মহারাজ ত্বয়া মম পরন্তপ ।
ক্ষীণঃ শাপঃ সুকৃচ্ছ্রো মে ত্বয়া সংভাষ্য সাধুনা ।। ৮৩ ।।

অহং হি দিবি দিব্যেন বিমানেন চরন্ পুরা ।
অভিমানেন মত্তঃ সন্ কঞ্চিন্নান্যমচিন্তয়ম্ ।। ৮৪ ।।

ব্রহ্মর্ষি-দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।
করান্মম প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বে ত্রৈলোক্যবাসিনঃ ।। ৮৫ ।।

সবই আপনার অধিগত । অতএব, কেন আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন ! উপরন্তু, আমার সংশয় এই যে, সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসী ও এবম্বিধ অদ্ভুতকর্মা আপনার মাঝেও কীভাবে মোহ প্রবেশ করেছিল । ৭৯ - ৮০ ।

সর্প বললেন — (উৎকট) সমৃদ্ধি জ্ঞানবান ও শূরব্যক্তির বুদ্ধিকেও বিচলিত করে দেয় । আমার ধারণা, সবাই যারা সুখভোগী, তাদের বুদ্ধি ( প্রায়শই) মোহগ্রস্ত হয় । ৮১ ।

হে যুধিষ্ঠির, আমিও ঐশ্বর্যমদে প্রমত্ত হয়ে ভ্রষ্ট হয়েছিলাম । কিন্তু, এখন পুনরায় জাগ্রতবুদ্ধি হয়ে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি । ৮২ ।

হে মহারাজ, হে পরন্তপ, তুমি আমার কাজ করে দিয়েছো । কেননা, তোমার মত সাধুব্যক্তির সাথে কথা বলার ফলে আমার অতিকষ্টকর শাপের অবসান হয়েছে । ৮৩ ।

আমি পূর্বে স্বর্গে ছিলাম, স্বর্গলোকের বিমানে বিচরণ করতাম । অতিদর্পে মত্ত হয়ে কাউকেই গণ্য করতাম না । তিন লোকের সব অধিবাসীরা যেমন, ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা আমাকে করপ্রদান করতেন । ৮৪ - ৮৫ ।

চক্ষুষা যং প্রপশ্যামি প্রাণিনং পৃথিবীপতে ।
তস্য তেজো হরাম্যাশু তদ্ধি দৃষ্টের্বলং মম ।। ৮৬ ।।

ব্রহ্মর্ষীণাং সহস্রং হি উবাহ শিবিকাং মম ।
স মামপনয়ো রাজন্ ভ্রংশয়ামাস বৈ শ্রিয়ঃ ।। ৮৭ ।।

তত্র হ্যগস্ত্যঃ পাদেন বহংস্পৃষ্টো মহামুনিঃ ।
অগস্ত্যেন ততোস্ম্যুক্তো ধ্বংস সর্পেতি বৈ রুষা ।। ৮৮ ।।

ততস্তস্মাদ্বিমানাগ্র্যাৎ প্রচ্যুতশ্চ্যুতলক্ষণঃ ।
প্রপতন্ বুবুধেত্মানং ব্যালীভূতমধোমুখম্ ।
অযাচং তমহং বিপ্রং শাপস্যান্তো ভবেদিতি ।। ৮৯ ।।

সর্প উবাচ ।
প্রমাদাৎ সংপ্রমূঢ়স্য ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি ।
ততঃ স মামুবাচেদং প্রপতন্তং কৃপান্বিতঃ ।। ৯০ ।।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরাজঃ শাপাত্ত্বাং মোক্ষয়িষ্যতি ।
অভিমানস্য ঘোরস্য পাপস্য চ নরাধিপ ।। ৯১ ।।

হে পৃথিবীপতে, যে প্রাণীর উপর আমি চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করতাম, তার তেজ আমি শীঘ্রই হরণ করে ফেলতাম । আমার নজরের এইরূপ শক্তি ছিল । ৮৬ ।

হে রাজন্, আমার শিবিকার বাহক ছিলেন সহস্র ব্রহ্মর্ষি । আমার এই দুরাচার আমাকে সমৃদ্ধি থেকে বিচ্যুত করেছিল । সে সময় আমি শিবিকাবহনকারী অগস্ত্য মহামুনিকে পা দিয়ে স্পর্শ করেছিলাম । তখন অগস্ত্য ক্রোধভরে আমাকে বলেছিলেন — রে সর্প, তুমি ধ্বংস হও । অতঃপর, পতনশীল অবস্থায় সর্পদশাপ্রাপ্ত হয়ে নীচের দিকে যাচ্ছি — এরূপ নিজেকে বোধ করলাম । তখন, আমি সেই বিপ্রের (অগস্ত্যের) নিকট প্রার্থনা করলাম, আমার শাপাবসান হবে কিনা । ৮৭ - ৮৮ ।

সর্প বললেন — হে ভগবন্, আমি নিরতিশয় মূঢ় । প্রমত্ত হয়ে যা করেছি, ক্ষমা করুন । তখন, তিনি দয়ার্দ্র হয়ে পতনশীল আমাকে একথা বললেন । ৯০ ।

'হে নরাধিপ, শাপ থেকে, তোমার মত অতিগর্বিত ও ঘোর পাপাচারীকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুক্তি দেবেন । হে মহারাজ, তোমার পাপফল ক্ষীণ হলে পরে তুমি পুণ্যফল লাভ

৮৬। প্রাণিনম — পাণ্ডুলিপিতে, প্রাণিনাম্ ।
৯১। চ — পাণ্ডুলিপিতে, সঃ ।

ফলে ক্ষীণে মহারাজ ফলং পুণ্যমবাপ্স্যসি ।
ততো মে বিস্ময়ো জাতস্তদ্দৃষ্ট্বা তপসো বলম্ ।। ৯২ ।।

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণত্বঞ্চ যেন ত্বাহমচূচুদম্ ।
সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা ।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ ।। ৯৩ ।।

অরিষ্ট এষ তে ভ্রাতা ভীমসেনো মহাবলঃ ।
স্বস্তি তেঽস্তু মহারাজ গমিষ্যামি দিবং পুনঃ ।। ৯৪ ।।

শাপাদ্বিমুক্তো নহুষো মহাত্মা
নাকং যযৌ সর্পতনুং বিহায় ।
আশীর্ভিরভ্যর্চ্য পৃথাত্মজৌ তৌ
রাকাপতেঃ পুণ্যকুলপ্রদীপঃ ।। ৯৫ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে আয়ু-নহুষয়োর্বৃত্তান্তবর্ণনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।

করবে' । তখন, এই তপোবল দেখে আমার বিস্ময় উৎপন্ন হল । ৯১-৯২ ।

হে রাজন্, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি, (সে বিষয়ে আমার নিষ্কর্ষ এই যে) সত্য, দম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), তপস্যা, দান, অহিংসা ও ধর্মশীলতা এগুলোই ব্রাহ্মণত্ব রচনা করে, জাতি বা কুল নয় ।(যাহোক,)এই তোমার ভ্রাতা ভীমসেন অক্ষতই রয়েছে ।হে মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক । আমি এবার স্বর্গলোকে গমন করি । ৯৩-৯৪ ।

শাপ থেকে মুক্ত হবার পরে পবিত্র চন্দ্রবংশের কুলপ্রদীপ মহাত্মা নহুষ সর্পদেহ ত্যাগ করে এবং পৃথানন্দন দুই ভাইকে আশীর্বাদের দ্বারা সম্মানিত করে স্বর্গগমন করলেন । ৯৫ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে আয়ু ও নহুষের বৃত্তান্তবর্ণন নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

---

৯৫। অভ্যর্চ্য — পাণ্ডুলিপিতে, আশ্লিষ্য ।

## পঞ্চমঃ সর্গঃ

যতৌ তু যোগমাস্থায় ব্রহ্মভূতে মহাত্মনি ।
যযাতিরভবদ্রাজা তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ ।। ১।।

রাজধর্ম্মেণ রাজর্ষিঃ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।
ররক্ষ পিতৃন্ দেবাংশ্চ শ্রদ্ধয়া সমতর্পয়ৎ ।। ২।।

কথা ভাগবতী পুণ্যা শ্রূয়তাং নৃপসত্তম ।
যযাতিঃ শুক্রশাপেন যথা বার্দ্ধক্যমীয়িবান্ ।। ৩।।

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা ।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ।। ৪।।

দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসংকুলে ।
ব্যচরৎ কলগীতানি নলিনী পুলিনেঽবলা ।। ৫।।

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ।। ৬।।

(নহুষপুত্র) মহাত্মা যতি যোগ অবলম্বন করে ব্রহ্মলীন হলেন; তবে, তাঁর ভাই মহামতি যযাতি রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ।১।

রাজর্ষি যযাতি রাজধর্ম অনুসারে প্রজাদিগকে ঔরসপুত্রের মত পালন করতেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে পরলোকগত পিতৃদের এবং দেবগণের উদ্দেশে তর্পণ করতেন ।২।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, যযাতি যেভাবে শুক্রমুনির শাপপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন, *ভাগবতপুরাণোক্ত* পবিত্র সেই কাহিনী শ্রবণ করুন* ।৩ ।

একদা দানবরাজের মানিনী কন্যা শর্মিষ্ঠা সহস্র সখী ও গুরুপুত্রী দেবযানী সাথে পুষ্পিতবৃক্ষে পরিপূর্ণ নগরোদ্যানে পদ্মসরোবরের তীরদেশে কলকাকলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণরত ছিলেন ।৪-৫।

কমললোচনা সেই কন্যাগণ সরোবরে উপস্থিত হয়ে তীরদেশে বস্ত্রসমূহ ছেড়ে এসে একে অপরকে জল ছিটিয়ে বিহার করতে লাগলেন ।৬ ।

---

১। তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রজানামতিবৎসলঃ ।

* এ সর্গের বক্ষ্যমাণ ৪—৩৪ সংখ্যাক অর্থাৎ সর্বমোট ৩১ টি শ্লোকপরিধিতে একনাগাড়ে *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ* (৯.১৮.৬ — ৩৬) সমসংখ্যক শ্লোক প্রায় হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে ।

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্ ।
সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।। ৭ ।।

শর্ম্মিষ্ঠাঽজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ।। ৮ ।।

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ।। ৯ ।।

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে ।
ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ।। ১০ ।।

যান্ বন্দন্ত্যুপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ।। ১১ ।।

বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ।। ১২ ।।

এবং ক্ষিপন্তীং শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাযত ।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ।।১৩।।

সেই সময়ে দেবীসহ বৃষভারূঢ় মহাদেবকে ভ্রমণরত দেখে তাঁরা লজ্জা পেয়ে জলাশয় থেকে তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়গুলো পরতে শুরু করলেন । ৭ ।

শর্মিষ্ঠা অজানিতভাবে গুরুকন্যা দেবযানীর কাপড় নিজের মনে করে গ্রহণ করে ফেলেছিলেন । তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী একথা বললেন — হায় দেখ, এই দাসীর সৃষ্টিছাড় কাণ্ড ! যেমন করে কুক্কুরী যজ্ঞের হবি লেহন করে, তেমনি আমার পরিধেয় সে পরে ফেলেছে । ৮ - ৯ ।

যাঁরা তপস্যা দ্বারা এ (জগৎ) সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা পরমপুরুষের মুখ-স্বরূপ, যাঁরা (গার্হপত্য) অগ্নিকে রক্ষা করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পথ প্রদর্শন করেন; লোকপালগণ, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং জগৎপাবন বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু যাঁদের বন্দনা ও উপাসনা করেন, তাঁদের মাঝে আমরা হচ্ছি ভৃগুবংশীয় এবং আমাদের শিষ্য হচ্ছেন এর পিতা অসুররাজ । শূদ্র যেমন (গর্হিতভাবে) বেদধারণ করে, তেমনি এ আমার পরিধেয় ধারণ করেছে । ১০-১২ ।

এভাবে তর্জনকারিণী গুরুপুত্রীকে তখন, অপমানিতা শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধভরে সর্পিণীর মত নিঃশ্বাস ফেলে ও ঠোঁট কামড়ে একথা বললেন — ওহে ভিখারিনী, নিজের বৃত্তান্ত না

১০। পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ — *ভাগবতপুরাণে.* পন্থাশ্চ দর্শিতঃ ।
১৩। ক্ষিপন্তীম্ — *ভাগবতপুরাণে.* শপন্তীম্ ।

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি ।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ।।১৪।।

এবম্বিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্য্য-সুতাং সতীম্ ।
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ।। ১৫।।

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াঞ্চরন্ ।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ।। ১৬ ।।

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ।। ১৭।।

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা ।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয় ।
হস্তগ্রাহোঽপরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে ।। ১৮ ।।

এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ।
যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম ।। ১৯।।

জেনেই তুমি প্রলাপ বক্‌ছো । বলিভুক্ পাখীদের মত তোমরা কী আমাদের গৃহের প্রত্যাশায় থাক না ? ১৩-১৪

এবম্প্রকার নানা সুকঠোরবাক্যে সুচরিত্রা আচার্যপুত্রীকে গাল দিয়ে শর্মিষ্ঠা ক্রোধভরে তাঁর কাপড়টি কেড়ে নিয়ে তাঁকে একটি কুয়োয় ফেলে দিলেন । ১৫ ।

তারপর, শর্মিষ্ঠা নিজভবনে চলে গেলেন; এদিকে মৃগয়ারত রাজা যযাতি যদৃচ্ছ ভ্রমণ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে যখন কূপের কাছে এলেন, তখন তাঁকে (অ দেবযানীকে ) দেখতে পেলেন । ১৬।

দয়ালু রাজা যযাতি তখন বিবস্ত্র দেবযানীকে আপন উত্তরীয় দান করলেন এবং পরে, নিজের হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরে উপরে ওঠালেন । ১৭।

অনন্তর, ঔশনসী দেবযানী সেই বীর রাজাকে প্রেমবিহ্বলস্বরে নিবেদন করলেন — হে রাজন্, হে শত্রুনগরজয়িন্, আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, অতএব গৃহীতপাণি আমাকে অনাদর করে আপনার দ্বারা যেন অন্যকোনো পাণিগ্রহণ না হয় । ১৮।

হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমাদের এই সম্বন্ধ ভগবানের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছে, এতে মানুষের হাত নেই । আমি কূপমগ্ন ছিলাম, সেই অবস্থায় আপনার দর্শনলাভ হয়েছে । ১৯।

---

১৪। আত্মবৃত্তম্ — পাণ্ডুলিপিতে, আত্মবৃত্তিম্ ।
১৯। কূপমগ্নায়াঃ — *ভাগবতপুরাণে*, কূপলগ্নায়াঃ ।

ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ।। ২০।।

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপভৃতমাত্মনঃ ।
মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ।। ২১।।

গতে রাজনি সা বীরে তত্র সা রুদতী পিতুঃ ।
ন্যবেদয়ত্ততঃ সর্ব্বমুক্তং শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ।। ২২।।

দুর্ম্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্ ।
স্তুবন্ বৃত্তিঞ্চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ।। ২৩।।

বৃষপর্ব্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্ ।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ।। ২৪।।

ক্ষণার্দ্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।। ২৫ ।।

হে মহাবাহো, কোনো ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহীতা হবেন না । কেননা, বৃহস্পতিপুত্র কচের অভিশাপ রয়েছে । (অবশ্য) এর আগেই (আমিও) তাঁকে শাপ দিয়েছিলাম । ২০।

যদিও যযাতির এ ধরণের অভিপ্রায় ছিল না, তবুও নিজের মনের দৈবতাড়িত ও দেবযানীমুখী গতি অনুধাবন করে তাঁর বাক্যে সম্মতি দিলেন । ২১।

অতঃপর, রাজা চলে গেলে দেবযানী পিতার কাছে কেঁদে কেঁদে, শর্মিষ্ঠা যা যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন, তা সবই নিবেদন করলেন । ২২।

ভগবান কাব্য (শুক্রমুনি) মনে দুঃখ পেয়ে (রাজাধীন) পৌরোহিত্যকর্মকে ধিক্কার জানালেন এবং কাপোতী বৃত্তিকে* এর চেয়ে প্রশস্ততর মনে করে কন্যার সাথে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে গেলেন । ২৩।

বৃষপর্বা ওই প্রতিকূল আচরণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে অবনতমস্তকে গুরুকে প্রসন্ন করার পর রাস্তার মাঝেই তাঁর পাদদ্বয়ে পতিত হলেন । ২৪।

অর্ধক্ষণের মাঝেই ভগবান শুক্র বিগতক্রোধ হয়ে শিষ্যকে বললেন — রাজন্, মেয়ের প্রিয়বিধান করুন । আমি তাঁর এব্যাপারটি ত্যাগ করতে চাই না । ২৫।

---

২২। সা — পাণ্ডুলিপিতে, স্ম ।

* কবুতর যেমন করে ধান কাটার পরে ক্ষেত্রে পতিত ধান্য খুঁটে খুঁটে খেয়ে জীবন রক্ষা করে, এ ধরনের জীবিকাকে বলা হয়, কাপোতী বৃত্তি ।

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী-মনোগতম্ ।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ।। ২৬।।

পিত্রা দত্তা দেবযান্যৈ শর্ম্মিষ্ঠা সানুগা তদা ।
স্বানাং তৎসঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্ ।
দেবযানীং পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ।। ২৭।।

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্ম্মিষ্ঠয়োশনা ।
তমাহ রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠামধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ।। ২৮।।

বিলোক্যৌশনসীং রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ।। ২৯।।

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্ম্মঞ্চাবেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ ।
স্মরন্ শুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ।। ৩০।।

রাজা বললেন — তাই হবে । তখন, তিনি অর্থাৎ শুক্রমুনি দেবযানীর মনোগত ধ্বনির অনুকার করে বললেন — পিতা আমাকে যেখানেই প্রদান করবেন, শর্মিষ্ঠা অনুচরী হয়ে আমার সাথে যাবে । ২৬।

(শর্মিষ্ঠার) পিতা নিজকন্যাকে দেবযানীর জন্য দান করে দিলে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর অনুচরী হলেন । নিজের আত্মীয়দের উপস্থিত সঙ্কট ও সঙ্কটমোচনের গুরুত্ব বিচার করে তিনি হাজার স্ত্রীলোকের সঙ্গে দাসভাবে দেবযানীর পরিচর্যা করতে লাগলেন । ২৭ ।

উশনা শর্মিষ্ঠাসহ নিজকন্যাকে নহুষপুত্র যযাতির হাতে প্রদান করে তাঁকে বললেন — রাজন্, শর্মিষ্ঠাকে কদাচ বিছানায় ধারণ অর্থাৎ আহ্বান করবেন না । ২৮ ।

হে রাজন্ (অর্থাৎ ধর্মদেব), বেচারী শর্মিষ্ঠা এক সময়ে দেবযানীকে সুসন্তানবতী দেখে ঋতুকালে নিজসখীর পতিকে সুনিভৃতে (বাহুপাশে) আবদ্ধ করেছিলেন । ২৯ ।

রাজপুত্রী শর্মিষ্ঠাকর্তৃক অপত্য-উৎপাদনের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ধর্মবিৎ রাজা ধর্মগতি পর্যালোচনা করলেন এবং শুক্রের বাক্য স্মরণে আসলেও কালোচিতধর্মকেই অবলম্বন করলেন ।৩০ ।

---

২৭। এ শ্লোকের প্রথম পঙক্তিটি *ভাগবতপুরাণে* দেখা যায় না ।

২৮। অধাঃ — *ভাগবতপুরাণে,* আধাঃ ।

২৯। সুপ্রজাম্ — *ভাগবতপুরাণে,* সপ্রজাম্ ।

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ।। ৩১ ।।

গর্ভসম্ভবমাসূর্য্যা ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী ।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা ।। ৩২।।

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্ ।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসম্বাহনাদিভিঃ ।। ৩৩।।

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষঃ ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ।। ৩৪ ।।

অধুনা শৃণু রাজেন্দ্র মহাভারতবর্ণনম্ ।
ক্রুদ্ধেনোশনসা শপ্তো যযাতির্নাহুষস্তদা ।
পূর্ব্বং বয়ঃ পরিত্যজ্য জরাং সদ্যোঽন্বপদ্যত ।। ৩৫ ।।

(যাক্) দেবযানী যদু ও তুর্বসুকে; আর, বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরুকে প্রসব করলেন ।৩১ ।

মানিনী দেবযানী নিজপতি থেকে অসুরকন্যার গর্ভোৎপত্তির কথা (একদা) জানতে পেয়ে ক্রোধমূর্ছিতা হয়ে বাপের বাড়ী চলে গেলেন ।৩২।

কামার্ত রাজা প্রিয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে নানা স্তোকবাক্য বলে তাঁর হৃদয় জয় করতে চাইলেন; কিন্তু পত্নীর পা টিপেও তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলেন না ।৩৩।

ঋতব্রত শুক্রমুনি কুপিত হয়ে (রাজার) অনেক স্ত্রীকামনার কথা উল্লেখ করে বললেন — ওহে মন্দবুদ্ধি, তোমার ভিতরে মনুষ্যরূপের বিকৃতিকারী জরা প্রবেশ করুক ।৩৪।

হে রাজেন্দ্র (ধর্মদেব), এখন, মহাভারতে যা বর্ণিত রয়েছে, তা শুনুন ।ক্রুদ্ধ শুক্রমুনিকর্তৃক অভিশপ্ত নহুষাত্মজ যযাতি পূর্বের জীবনোপভোগ ত্যাগ করে সহসা জরার বশীভূত হয়ে গেলেন ।৩৫।

---

৩৫। (ক) এ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তি থেকে ৭৯ সংখ্যাক শ্লোক ও তৎপরবর্তী ৮১ -- ৯২ সংখ্যাক শ্লোক অর্থাৎ সর্বমোট ৫৭টি শ্লোক পরিধিতে *মহাভারতের* আদিপর্বের ৭১ ৩৮—৪৩; ৭২.১—২৬, ২৮--৩৫; ৭৩ ১,৩--৬,১১—১৬,১৮,৩৩ এবং ৭৪.২—৫ এই সমসংখ্যক শ্লোক, যথাক্রমে, হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে ।পুনরায়, এ শ্লোকগুলোর অধিকাংশ, যেমন, ৫১টি শ্লোকের সাথে *মৎস্যপুরাণের* ৩২.৩৬--৪১; ৩৩.১--৩০; ৩৪.১,২,৪--৭,১০—১২,১৪,২৯ এবং ৩৫.২—৫ এই সমসংখ্যক শ্লোকের সাদৃশ্য দেখা যায় ।এছাড়া, পূর্বোক্ত সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকসমষ্টির অন্তর্গত চার-পাঁচটি শ্লোকের সাথে *বিষ্ণুপুরাণোক্ত* সমসংখ্যক শ্লোকেরও মিল রয়েছে । তাই, এই ৫৭টি শ্লোকপরিসরের মাঝে যেগুলো *মৎস্যপুরাণে* দেখা যায় না, সেগুলো এবং অন্যদিকে *বিষ্ণুপুরাণের* তথাকথিত সাদৃশ্যবাহী শ্লোকগুলো কেবল যথাস্থানে পাদটীকায় সংকেতিত হয়েছে ।

(খ) ক্রুদ্ধেন — *মৎস্যপুরাণে.* ক্রোধেন ।

যযাতিরুবাচ ।

অতৃপ্তো যৌবনস্যাহং দেবযান্যাং ভৃগূদ্বহ ।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ জরেয়ং ন বিশেচ্চ মাম্ ।। ৩৬।।

শুক্র উবাচ ।

নাহং মৃষা ব্রবীম্যেতজ্জরাং প্রাপ্তোঽসি ভূমিপ ।
জরাং ত্বেতাং ত্বমন্যস্মিন্ সংক্রাময় যদীচ্ছসি ।। ৩৭।।

যযাতিরুবাচ ।

রাজ্যভাক্ স ভবেদ্ ব্রহ্মন্ পুণ্যভাক্ কীর্ত্তিভাক্ তথা ।
যো মে দদ্যাদ্বয়ঃ পুত্রস্তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ।। ৩৮।।

শুক্র উবাচ্ ।

সংক্রাময়িষ্যসি জরাং যথেষ্টং নহুষাত্মজ ।
মামনুধ্যায় ভাবেন ন চ পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৯।।

বয়ো দাস্যতি তে পুত্রো যঃ স রাজা ভবিষ্যতি ।
আয়ুষ্মন্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব বহ্বপত্যস্তথৈব চ ।। ৪০।।

জরাং প্রাপ্য যযাতিস্তু স্বপুরং প্রাপ্য চৈব হি ।
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যদুমিত্যব্রবীদ্বচঃ ।। ৪১।।

যযাতি বললেন — হে ভৃগুনন্দন, দেবযানীকে নিয়ে যৌবনোপভোগ আমার তৃপ্ত হয় নি । হে ব্রহ্মন্, প্রসন্ন হোন, যাতে আমার মাঝে এই জরা প্রবেশ না করে । ৩৬।

শুক্র বললেন — হে রাজন্, আমার কথা মিথ্যা হয় না, তুমি জরা লাভ করেছ । যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই জরাকে অন্য কারোর মাঝে সংক্রামিত করতে পারবে । ৩৭।

যযাতি বললেন — হে ব্রহ্মন্, যে পুত্র (নিজের) বয়স আমাকে দান করবে সে রাজ্যের অধিকার পাবে এবং পুণ্যভাক্ ও কীর্তিমান বলে প্রথিত হবে । আপনি এ বিষয়টি অনুমোদন করুন । ৩৮।

শুক্র বললেন — হে নহুষনন্দন, তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে জরাকে (অন্য কারো মাঝে) সংক্রামিত করতে পারবে । আমার এ কথাকে সত্য কর্মের দ্বারা অনুসরণ করলে তোমার কোন পাপ হবে না । হে আয়ুষ্মন, যে পুত্র তোমাকে বয়স প্রদান করবে, সে রাজা, কীর্ত্তিভাক্ এবং বহু অপত্যের জনক হবে । ৩৯-৪০।

অতঃপর, জরাগ্রস্ত হয়ে যযাতি নিজপুরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ পুত্র যদুকে ডেকে একথা বললেন । ৪১।

যযাতিরুবাচ ।

জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি পর্য্যগুঃ ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে ।। ৪২।।

ত্বং যদো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
যৌবনেন ত্বদীয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্ ।। ৪৩।।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনস্তে যৌবনং ত্বহম্ ।
দত্ত্বা স্বং প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ।। ৪৪।।

যদুরুবাচ ।

জরায়াং বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীষ্য ইতি মে মতিঃ ।। ৪৫।।

সিতশ্মশ্রুর্নিরানন্দো জরয়া শিথিলীকৃতঃ ।
বলীসঙ্গতগাত্রস্ত দুর্দর্শো দুর্বলঃ কৃশঃ ।। ৪৬।।

অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিভূতঃ সযৌবনৈঃ ।
সহোপজীবিভিশ্চৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে ।। ৪৭ ।।

যযাতি বললেন — হে বৎস, জরা, বলীরেখা ও পাকা চুল আমাকে সবদিকে গ্রাস করেছে। কাব্য উশনাব শাপের কারণে যৌবনোপভোগেও আমার তৃপ্তি আসে নি। অতএব, হে যদু, তুমি জরাসহ এপাপ গ্রহণ কর। তোমাব যৌবন নিয়ে আমি বিষয়সুখ অনুভব করতে চাই। ৪২ - ৪৩।

বর্ষসহস্র পূর্ণ হলে আমি পুনরায় তোমাকে যৌবন ফিরিয়ে দেব এবং জরাসহ নিজের পাপ গ্রহণ করব। ৪৪।

যদু বললেন — রাজন্, জরা সমাগত হলে পান ও ভোজনের ব্যাপারে নানা কষ্ট হয়। অতএব, আমি স্থির করেছি, আপনার জরা আমি গ্রহণ করব না। ৪৫।

জরাব প্রভাবে মানুষের দাড়ি শাদা হয়ে যায়, মনে কোনো আনন্দ থাকে না, শিথিল শরীর হয়ে যায় বলীরেখাময়, বিশ্রী, দুর্বল এবং শীর্ণ। ৪৬।

(জরাগ্রস্ত ব্যক্তির) কার্যক্ষমতা থাকে না। যারা যুবক রাজভৃত্য, তারা নিজ সহকর্মীদের সাথে মিলে তাঁকে অনাদর দেখায়। অতএব, এ জরা আমি কামনা করি না। হে রাজন্, জরা গ্রহণ করার জন্য আমার চেয়ে প্রিয়তর অনেক পুত্র আপনার রয়েছে।

---

৪৪। স্বং প্রতিপৎস্যামি — *মহাভারত*ও *মৎস্যপুবাণে,* সংপ্রতিপৎস্যামি।

৪৫। এ শ্লোকটি *মৎস্যপুবাণে* দেখা যায় না।

৪৭। সযৌবনৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, স যৌবতৈঃ।

সন্তি তে বহবঃ পুত্রাঃ মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ।
জরাং গ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ তস্মাদন্যং বৃণীষ্ব বৈ ।। ৪৮ ।।

যযাতিরুবাচ ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাদরাজ্যভাক্ তাত প্রজা তব ভবিষ্যতি ।। ৪৯ ।।

তুর্ব্বসো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
যৌবনেন চরেয়ং বিষয়াংস্তব পুত্রক ।। ৫০ ।।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্যামি যৌবনম্ ।
স্বঞ্চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ।। ৫১ ।।

তুর্ব্বসুরুবাচ ।
ন কাময়ে জরাং তাত কাম-ভোগপ্রণাশিনীম্ ।
বল-রূপান্তকরণীং বুদ্ধি-প্রাণপ্রণাশিনীম্ ।। ৫২ ।।

যযাতিরুবাচ ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি ।। ৫৩ ।।

অতএব, হে ধর্মজ্ঞ, আপনি অন্যকে (এব্যাপারে) বরণ করুন । ৪৭ - ৪৮ ।

যযাতি বললেন — হে বাছা, তুমি আমার ঔরস পুত্র । অথচ, তুমি নিজের বয়স আমাকে দিলে না; সেজন্য তোমার সন্তানদের কোনো রাজ্য হবে না । ৪৯ ।

হে তুর্বসু, তুমি জরাসহ এ পাপ গ্রহণ কর । হে বৎস, আমি তোমার যৌবন নিয়ে বিষয়সুখ ভোগ করতে চাই । সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে আমি তোমাকে যৌবন ফিরিয়ে দেব এবং নিজের এ পাপ জরাসহ গ্রহণ করব । ৫০ - ৫১ ।

তুর্বসু বললেন — হে পিতঃ, কাম ও ভোগের ধ্বংসকারী, বল ও রূপের সংহারক এবং বুদ্ধি ও শক্তির বিনাশক জরাকে আমি কামনা করি না । ৫২ ।

যযাতি বললেন — হে তুর্বসু, তুমি আমার ঔরসপুত্র । অথচ, নিজের বয়স আমাকে প্রদান করলে না । সেজন্য, তোমার সন্তানেরা বিনষ্ট হবে । ৫৩ ।

---

৪৯ । এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্ক্তিটি *মৎস্যপুরাণে* এরূপ — পাপাস্মাতুলসম্বন্ধাদ্দুষ্প্রজা তে ভবিষ্যতি ।
৫২ । বুদ্ধি-প্রাণপ্রণাশিনীম্ — *মৎস্যপুরাণে,* বুদ্ধি-মানবিনাশিনীম্ ।

সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি ।। ৫৪ ।।

গুরুদারপ্রসঙ্গেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ ।
পশুধর্ম্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি ।। ৫৫ ।।

এবং স তুর্ব্বসুং শপ্ত্বা যযাতিঃ সুতমাত্মনঃ ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতং দ্রুহ্যুমিদং বচনমব্রবীৎ ।। ৫৬ ।।

যযাতিরুবাচ ।
দ্রুহ্যো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্ ।
জরাং বর্ষসহস্রং মে যৌবনং স্বং দদস্ব চ ।। ৫৭ ।।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্যামি যৌবনম্ ।
স্বঞ্চাদাস্যামি ভূয়োহং পাপ্মানং জরয়া সহ ।। ৫৮ ।।

দ্রুহ্যুরুবাচ ।
ন গজং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্‌ক্তে ন চ স্ত্রিয়ম্ ।
বাগ্‌ভঙ্গশ্চাস্য ভবতি তাং জরাং নাভিকাময়ে ।। ৫৯ ।।

রে মূঢ়, যাদের আচার সঙ্কীর্ণ ও ধর্ম অনুদার, যারা প্রতিলোম আচরণ বা বিবাহ নির্বাহিত করে, যারা কাঁচা মাংস খায় — এমন সব জঘন্য লোকেদেব মাঝে তুমি রাজা হবে । যারা গুরুপত্নীগামী, যারা তির্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত, যারা পশুধর্ম পালন করে, যারা পাপী ও ম্লেচ্ছ, তাদের মাঝে তুমি অবস্থান করবে । এভাবে নিজপুত্র তুর্বসুকে অভিশাপ দিয়ে যযাতি শর্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যুকে একথা বললেন । ৫৪ - ৫৬ ।

যযাতি বললেন — হে দ্রুহ্যু, তুমি (আমার) বর্ণ ও রূপের বিনাশক জরা গ্রহণ কর এবং আমাকে সহস্রবর্ষের জন্য তোমার নিজযৌবন প্রদান কর । হাজার বৎসর পূর্ণ হলেই আমি পুনরায় যৌবন ফিরিয়ে দেব এবং জরাসহ নিজের পাপকে আবার আমি গ্রহণ করব । ৫৭ - ৫৮ ।

দ্রুহ্যু বললেন — জরাজীর্ণ ব্যক্তি হাতি, রথ ও অশ্বে আরোহণ, এমন কি, স্ত্রীকেও উপভোগ করতে পারে না । তার গলার স্বরও বিকৃত হয়ে যায় । (এজন্য) আমি জরার কামনা করি না । ৫৯ ।

---

৫৪ । সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু — *মৎস্যপুরাণে,* সঙ্কীর্ণশ্চোবধর্ম্মেষু ।
৫৫ । গুরুদারপ্রসঙ্গেষু — *মহাভারত, মৎস্যপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, গুরুদারপ্রসক্তেষু ।
৫৭ । দদস্ব চ — *মৎস্যপুরাণে,* প্রযচ্ছতাম্ ।
৫৮ । পূর্ণে বর্ষসহস্রে — *মৎস্যপুরাণে,* পূর্ণবর্ষসহস্রে ।
৫৯ । (ক) গজম্ — *মৎস্যপুরাণে,* রাজ্যম্ ।
(খ) বাগ্‌ভঙ্গশ্চাস্য — *মৎস্যপুরাণে,* ন বাগশ্চাস্য ও পাণ্ডুলিপিতে, বাক্‌সঙ্গশ্চাস্য ।

যযাতিরুবাচ ।

যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাদ্ দ্রুহ্যো প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে ক্বচিৎ ।। ৬০ ।।

যত্রাশ্বরথমুখ্যানামশ্বানাং স্যাদ্গতং ন চ ।
হস্তিনাং পীঠকানাঞ্চ গর্দ্দভানাস্তথৈব চ ।। ৬১ ।।

বস্তানাঞ্চ গবাঞ্চৈব শিবিকায়াস্তথৈব চ ।
উডুপপ্লবসন্তারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি ।
অরাজভাজশব্দং ত্বং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়ঃ ।। ৬২ ।।

যযাতিরুবাচ ।

অনো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
একং বর্ষসহস্রন্তু চরেয়ং যৌবনেন তে ।। ৬৩ ।।

অনুরুবাচ ।

জীর্ণঃ শিশুবদাদত্তে কালেঽন্নমশুচির্যথা ।
ন জুহোতি চ কালেঽগ্নিং তাং জরাং নাভিকাময়ে ।। ৬৪ ।।

যযাতি বললেন — হে দ্রুহ্যু, তুমি আমার ঔরস পুত্র । কিন্তু, তুমি নিজের বয়স আমাকে দিতে চাও না । অতএব, তুমি কখনই নিজের কামনা চরিতার্থ করতে পারবে না । ৬০ ।

যে দেশে অশ্ববাহিত শ্রেষ্ঠ রথসমূহ, অশ্বগণ, হাওদাবাহী হস্তিসমূহ, গর্দভসমূহ এমন কি ছাগল, গোসমূহ ও শিবিকা — এদের গমনাগমন নাই, যেখানে ভেলা ভাসিয়ে নিত্য যাতায়াত করতে হয়, তেমন জায়গায় বংশধরদের সাথে তুমি অরাজবাচক শব্দের দ্বারা পরিচিত হতে থাকবে । ৬১ - ৬২ ।

যযাতি বললেন — হে অনু, তুমি জরা-সহ এ পাপ গ্রহণ কর । আমি এক হাজার বৎসর তোমার যৌবন নিয়ে কাটাতে চাই । ৬৩ ।

অনু বললেন — জরাজীর্ণ ব্যক্তি আহারকালে শিশুর মত কিছুটা অশুচি হয়ে অন্নগ্রহণ করে । যথাকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না । তাই, আমি এরূপ জরা কামনা করি না । ৬৪ ।

---

৬০ । তস্মাদ্ দ্রুহ্যো প্রিয়ঃ — *মৎস্যপুরাণে*, তদ্ দ্রুহ্যো বৈ প্রিয় ।

৬১ । এ শ্লোকটি *মৎস্যপুরাণে* নেই ।

৬২ । (ক) উডুপপ্লবসন্তারঃ — *মৎস্যপুরাণে*, নৌরূপপ্লবসঞ্চারঃ ।

(খ) অরাজভাজশব্দম্ — *মহাভারতে*, অরাজা ভোজশব্দম্; *মৎস্যপুরাণে*, অরাজ্যভোজশব্দম্ এবং পাণ্ডুলিপিতে, অরাজভোজশব্দম্ ।

যযাতিরুবাচ ।

যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
জরাদোষস্তয়া প্রোক্তস্তস্মাত্ত্বং প্রতিলপ্স্যসে ।। ৬৫ ।।

প্রজাশ্চ যৌবনপ্রাপ্তা বিনশিষ্যন্ত্যনো তব ।
অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যসি ।। ৬৬ ।।

পুরো ত্বং মে প্রিয়ঃ পুত্রস্ত্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যসি ।
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ ।। ৬৭ ।।

কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে ।
পুরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।। ৬৮ ।।

কঞ্চিৎ কালং চরেয়ং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দ্দাস্যামি যৌবনম্ ।। ৬৯ ।।

স্বঞ্চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পুরুঃ পিতরমঞ্জসা ।
যথাত্থ মাং মহারাজ তৎ করিষ্যামি তে বচঃ ।। ৭০ ।।

যযাতি বললেন — তুমি আমার ঔরস পুত্র হয়েও নিজের বয়স আমাকে দান কর নি । তাই, যেসব জরাদোষ জরা-কর্তৃক ঘোষিত হয়, তা তুমি পাবে । হে অনু, তোমার সন্তানেরা যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিনষ্ট হবে । আর তুমিও, হোমের জন্য যতই অগ্নিপ্রজ্বলন কর না কেন, এ দশাপ্রাপ্ত হবে । ৬৫ - ৬৬ ।

হে পুরু, তুমি আমার প্রিয় পুত্র এবং তুমি প্রশস্যতর হবে । হে বৎস, জরা, বলীরেখা ও পাকা চুল আমাকে সবদিকে গ্রাস করেছে । আমি কাব্য উশনার শাপহেতু যৌবনোপভোগেও তৃপ্ত হতে পারি নি । অতএব, হে পুরু, তুমি জরাসহ এ পাপ গ্রহণ কর । ৬৭ - ৬৮ ।

আমি কিছু সময় তোমার বয়সের সাহায্যে বিষয়সুখ উপভোগ করতে চাই । হাজার বছর পূর্ণ হলে তোমাকে আবার যৌবন ফিরিয়ে দেব এবং জরাসহ নিজের এই পাপ গ্রহণ করব । এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে পুরু তৎক্ষণাৎ পিতাকে উত্তর দিলেন — মহারাজ, আপনি যা বলেছেন, ঠিক সে ভাবেই আপনার নির্দেশ পালন করব । ৬৯ - ৭০ ।

---

৬৫ । এ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি *মৎস্যপুরাণে* এপ্রকার - জরাদোষস্ত্বয়োক্তো যত্তস্মাৎ ত্বং প্রতিপদ্যসে ।

৬৬ । এ শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি *মৎস্যপুরাণে* এরূপ — প্রজাশ্চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশ্যন্তি হ্যনো তব ।

৬৭ । এ শ্লোকটির *মৎস্যপুরাণ*ধৃত পাঠ এপ্রকার —
পুরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
ত্বং মে প্রিয়তরঃ পুত্রস্ত্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যসি ।।

৬৯ । পুনর্দ্দাস্যামি — *মৎস্যপুরাণে*, প্রতিদাস্যামি ।

৭০ । (ক) প্রতিপৎস্যামি — *মৎস্যপুরাণে*, প্রতিপৎস্যেঽহম্ ।
(খ) এবমুক্তঃ — পাণ্ডুলিপিতে, এবং মুক্তঃ ।

প্রতিপৎস্যামি তে রাজন্ পাপ্মানং জরয়া সহ ।
গৃহাণ যৌবনং মত্তশ্চর কামান্ যথেপ্সিতান্ ।। ৭১ ।।

জরয়াহং প্রতিচ্ছন্নো বয়োরূপধরস্তব ।
যৌবনং ভবতে দত্ত্বা চরিষ্যামি যথাত্থ মাম্ ।। ৭২ ।।

পূরো প্রীতোঽস্মি তে বৎস প্রীতশ্চেদং দদামি তে ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধা তে প্রজা রাজ্যে ভবিষ্যতি ।। ৭৩ ।।

এবমুক্ত্বা যযাতিস্তু স্মৃত্বা কাব্যং মহাতপাঃ ।
সংক্রাময়ামাস জরাং তদা পূরৌ মহাত্মনি ।। ৭৪ ।।

পৌরবেণাথ বয়সা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
প্রীতিযুক্তো নৃপশ্রেষ্ঠশ্চচার বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ।। ৭৫ ।।

দেবানতর্পয়দ্ যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তদ্বৎ পিতৄনপি ।
দীনাননুগ্রহৈরিষ্টৈঃ কামৈশ্চ দ্বিজসত্তমান্ ।। ৭৬ ।।

হে রাজন্, আমি আপনার জরাসহ এ পাপ গ্রহণ করব । আপনি আমার নিকট থেকে যৌবন গ্রহণ করুন এবং যথাভিলষিত কামনাসমূহ চরিতার্থ করুন । আমি জরাগ্রস্ত হয়ে আপনার বয়স ও রূপ ধারণ করব এবং যৌবন আপনাকে দিয়ে, যেভাবে আপনি আমাকে বলেছেন সেইমত যাপন করব । ৭১- ৭২ ।

হে পূরু, আমি তোমার কথায় প্রীতিলাভ করেছি এবং প্রীত হয়ে তোমাকে এই (বর) দিচ্ছি । তোমার সন্তান সব কাম্যবস্তু পেয়ে সমৃদ্ধভাবে রাজ্যে অবস্থান করবে । ৭৩ ।

একথা বলে মহাতপা যযাতি শুক্রমুনিকে স্মরণ করলেন এবং মহাত্মা পূরুর মাঝে তখন জরাকে সংক্রামিত করে দিলেন । ৭৪ ।

নৃপশ্রেষ্ঠ নহুষপুত্র যযাতি পূরুর বয়স লাভ করে প্রীতিযুক্ত হয়ে নানান প্রিয় বিষয়সুখ অনুভব করতে লাগলেন । তিনি যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করে যেমন দেবগণকে, সেইমত শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেছিলেন । দীনদরিদ্রকে তাদের অভিলষিত দ্রব্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠদের কাম্যবস্তু, অতিথিদ্গিকে অন্নপানীয় প্রদান করে এবং বৈশ্যগণকে পরিপালন, শূদ্রদ্গিকে সদয় ব্যবহার এবং দস্যুদের দণ্ডবিধানকরতঃ সমস্ত প্রজাদ্গিকে ধর্মানুসারে যথাযথভাবে

---

৭২ । যথাত্থ মাম্ — *মৎস্যপুরাণে,* যথেচ্ছয়া ।
৭৩ । এ শ্লোকটি *মৎস্যপুরাণে নেই* ।
৭৪ । যযাতিস্তু — *মৎস্যপুরাণে,* স রাজর্ষিঃ ।
৭৬ । শ্রাদ্ধৈস্তদ্বৎ পিতৄনপি — *মৎস্যপুরাণে,* শ্রাদ্ধৈরপি পিতামহান্ ।

অতিথীনন্নপানৈশ্চ বিশশ্চ পরিপালনৈঃ ।
আনৃশংস্যেন শূদ্রাংশ্চ দস্যূন্ সংনিগ্রহেণ চ ।। ৭৭ ।।

ধর্ম্মেণ চ প্রজাঃ যথাবদনুরঞ্জয়ন্ ।
যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ।। ৭৮ ।।

স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ ।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য চচার সুখমুত্তমম্ ।। ৭৯ ।।

যদা স পশ্যতে কালং ধর্ম্মাত্মা তং মহীপতিঃ ।
পূর্ণং মত্বা ততঃ কালং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ।। ৮০ ।।

যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম ।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ।। ৮১ ।।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ।। ৮২ ।।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ।। ৮৩ ।।

তুষ্ট রেখে তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মত রাজ্যশাসন করেছিলেন । ৭৫ - ৭৮ ।

সিংহপরাক্রমী সেই যুবক রাজার সর্ববিষয়ে দৃষ্টি ছিল । তিনি ধর্মলঙ্ঘন না করে বহু উত্তম সুখ অনুভব করেছিলেন্ । ৭৯ ।

(এভাবে) যখন দেখতে দেখতে কাল যেতে লাগল তখন সময় পূর্ণ হয়েছে মনে করে ধর্মাত্মা মহীপতি যযাতি, পুত্র পুরুকে একথা বললেন । ৮০ ।

'হে অরিন্দম, আমি কামনা-অনুসারে ও উৎসাহ সহকারে যথাযথকালে তোমার যৌবন নিয়ে নানা বিষয়সুখ উপভোগ করেছি । ৮১ ।

কামকে কখনোই কামোপভোগ দিয়ে তৃপ্ত করা যায় না । ঘি ঢাললে আগুনের যেমন হয়, তেমনি তা শুধু বাড়তেই থাকে । পৃথিবীতে যত ব্রীহিযব, যত সোনাদানা, যত পশু ও যত স্ত্রী, তা একজনেরও ভোগের জন্য পর্যাপ্ত নয় । অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করা উচিত । ৮২-৮৩ ।

---

৭৭ । দস্যূন্ সংনিগ্রহেণ চ — *মৎস্যপুরাণে*, দস্যূন্নিগ্রহণেন চ ।
৮০ । (ক) এ শ্লোকটি *মহাভারত* ও *মৎস্যপুরাণে* নেই ।
(খ) পূরুম্ — পাণ্ডুলিপিতে, পুরুম্ ।
৮২ । এ শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* ৪.১০.৯ -এর অনুরূপ ।
৮৩ । এ শ্লোকটিও *বিষ্ণুপুরাণ* ৪.১০.১০ -এর অনুরূপ । কিন্তু, *মৎস্যপুরাণে* এর দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি এপ্রকার — নালমেকস্য তৎসর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ।। ৮৪ ।।

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেম্বভিজায়তে ।। ৮৫ ।।

তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্ ।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ।। ৮৬ ।।

প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নাহুষস্তদা ।
যৌবনং প্রতিপেদে চ পূরুঃ স্বং পুনরাত্মনঃ ।। ৮৭ ।।

দত্ত্বা চ পূরবে রাজ্যং বনবাসায় দীক্ষিতঃ ।
পুরাৎ স নির্যযৌ রাজা ব্রাহ্মণৈস্তাপসৈঃ সহ ।। ৮৮ ।।

উষিত্বা চ বনে বাসং ব্রাহ্মণৈঃ সংশিত ব্রতঃ ।
ফলমূলাশনো দান্তস্ততঃ স্বর্গমিতো গতঃ ।। ৮৯ ।।

দুর্মতিগণের পক্ষে যা ত্যাগ-করা সুকঠিন, ভোগকর্তা বৃদ্ধ হয়ে গেলেও যা জরাগ্রস্ত হয় না, এই সেই প্রাণহারী রোগ, যার অপর নাম তৃষ্ণা; একে যিনি পরিত্যাগ করেন তিনি সুখী ।৮৪ ।

আমি বিষয়াসক্ত চিত্ত নিয়ে হাজার বছর পূর্ণ করেছি ।তবুও বিষয়সমূহের প্রতি আমার তৃষ্ণা প্রতিদিন সর্বতোভাবে জাত হচ্ছে ।৮৫ ।

তাই, আমি তৃষ্ণাত্যাগ করার পর ব্রহ্মচিন্তায় মনোনিবেশ করে দ্বন্দ্বভাবনাশূন্য ও মায়ামমতারহিত হয়ে (বনে) হরিণদের সঙ্গে দিন কাটাব'।৮৬ ।

অতঃপর, নহুষপুত্র রাজা যযাতি (পুত্রের নিকট থেকে ) পুনরায় জরা গ্রহণ করলেন ।আর, পূরুও তাঁর নিজের যৌবন পুনরায় ফিরে পেলেন ।৮৭।

অনন্তর, রাজা যযাতি পূরুকে রাজ্যদান করে বানপ্রস্থের জন্য দীক্ষিত হলেন । তারপর ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণের সাথে রাজপুরী থেকে নির্গত হলেন ।৮৮ ।

তিনি বনে ব্রতগ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মণদের সাথে বসবাস করতে শুরু করলেন । তারপর, ফল-মূলভক্ষণ ও অন্তরিন্দ্রিয়দমন করে তিনি ইহলোক থেকে স্বর্গে গমন করেন ।৮৯ ।

---

৮৪।এ শ্লোকের প্রথম পঙ্ক্তিটি *বিষ্ণুপুরাণ* ৪.১০.১২ক -এর অনুরূপ ।কিন্তু পুরো শ্লোকটিই *মৎস্যপুরাণে* নেই ।

৮৫।এ শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* ৪.১০.১৪ -এর অনুরূপ ।কিন্তু *মৎস্যপুরাণে* দেখা যায় না ।

৮৬।এ শ্লোকটিও *বিষ্ণুপুরাণ* ৪.১০.১৫ -এর অনুরূপ ।কিন্তু, *মৎস্যপুরাণে* নেই ।

৮৭।পূরুঃ স্বং পুনরাত্মনঃ — *মহাভারতে*. পুনঃ স্বং পূরুরাত্মবান্ ।

স গতঃ স্বর্নিবাসং তং নিবসন্ মুদিতঃ সুখী ।
কালেন নাতিমহতা পুনঃ শক্রেণ পাতিতঃ ।। ৯০ ।।

নিপতন্ প্রচ্যুতঃ স্বর্গাদপ্রাপ্তো মেদিনীতলম্ ।
স্থিত আসীদন্তরিক্ষে স তদেতি শ্রুতং ময়া ।। ৯১ ।।

তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি শ্রুতম্ ।
রাজ্ঞা বসুমতা সার্দ্ধমষ্টকেন চ বীর্য্যবান্ ।। ৯২ ।।

ইত্যেবং তব ভূপ পূর্ব্বপুরুষঃ শ্রীমান্ যযাতির্নৃপো
নাতৃপ্যদ্বিষয়েষু কিঞ্চন যদা ত্যক্ত্বা সমস্তং তদা ।
নির্ব্বেদোদয়ধূতমানসতমঃস্তোমো বনং সংশ্রয়ন্
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদঞ্চ বয়সঃ শেষে সুখং প্রাপ্তবান্ ।। ৯৩ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে যযাতিচরিতে পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

স্বর্গে গিয়ে তিনি সেখানে আনন্দিতমনে সুখে বাস করতে শুরু করলেন । কিন্তু, অনধিককালের ব্যবধানেই তিনি ইন্দ্রকর্তৃক পুনরায় বিতাড়িত হলেন । ৯০ ।

(কিন্তু) স্বর্গ থেকে প্রচ্যুত হয়ে নিম্নে পতিত হবাব পর আর পৃথিবীতে ফিরে আসেন নি । তখন তিনি অন্তরিক্ষে অবস্থানরত ছিলেন বলে আমি শুনেছি । ৯১ ।

এও শোনা যায় যে, মধ্যবর্তিলোক থেকে বীর্যবান রাজা যযাতি পুনবায় রাজা বসুমান ও অষ্টকের সাথে স্বর্গে গমন করেছিলেন । ৯২ ।

হে রাজন্, এইভাবে আপনার পূর্বপুরুষ শ্রীমান্ বাজা যযাতি বিষযসুখে কিছুমাত্র তৃপ্ত না হয়ে এবং তারপর সমস্তকিছু ত্যাগ করে তিতিক্ষার দ্বারা মনের অন্ধকাররাশি দূরকরতঃ বনে গমন করলেন । আয়ুশেষে তিনি বিষ্ণুর পরমপদ ও সুখ লাভ করেছিলেন । ৯৩ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে যযাতিচরিতবিষয়ে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ।

---

৯০। কালেন নাতিমহতা — *মৎস্যপুবাণে,* কালস্য নাতিমহতঃ ।
৯১। নিপতন্ — *মৎস্যপুবাণে,* বিবশঃ ।
৯২। (ক) *এ শ্লোকেব মৎস্যপুবাণোক্ত পাঠে তৃতীয একটি পঙ্ক্তি অধিক দেখা যায । যথা —*
প্রতর্দনেন শিবিনা সমেত্য কিল সংসদি ।
(খ) এ শ্লোকেব পবে পাণ্ডুলিপিতে, পঞ্চম সর্গের অন্তিমশ্লোক এপ্রকাব
নির্ব্বাহিতাশেষসদর্থসিদ্ধি-
র্ব্রতোপবাসক্ষয়িতাপবাধঃ ।
ত্যক্ত্বা যযাতিস্তপসা শবীবং
সুখং সুরাগারমবাপ কামঃ ।।

## ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

পিত্রাদিষ্টো যদুর্জ্যেষ্ঠো দক্ষিণাং দিশমাযযৌ ।
শর্ম্মিষ্ঠানন্দনশ্চানুর্গতবানুত্তরাং দিশম্ ।। ১ ।।

জগাম তুর্ব্বসুর্ভূপ প্রতীচীং ককুভং ততঃ ।
ভূমণ্ডলাধিপত্যন্তু পুরুর্লেভে সুধার্মিকঃ ।। ২ ।।

আগ্নেয্যাং দিশি যে দেশাঃ সমুদ্রতটবর্ত্তিনঃ ।
তদ্দেশানামাধিপত্যং যযাতির্দ্রুহ্যবে দদৌ ।। ৩ ।।

দ্রুহ্যুর্নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রতিষ্ঠানাদ্বহির্গতঃ ।
স্বর্ধুনীতীরমাসাদ্য সাগরাভিমুখো যযৌ ।। ৪ ।।

হংসসারসদাত্যূহান্ নির্ম্মলানি সরাংসি চ ।
সমুন্নতগিরিব্রাতান্ মৃগান্ নানাবিধানপি ।। ৫ ।।

পিতার আদেশে জ্যেষ্ঠপুত্র যদু দক্ষিণদিকে এসে উপস্থিত হলেন । আর, শর্মিষ্ঠানন্দন অনু উত্তরদিকে প্রস্থান করলেন । ১ ।

হে রাজন্, তুর্বসু সেখানে থেকে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলেন এবং সুধার্মিক পুরু মূল ভূমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করলেন । ২ ।

অগ্নিকোণে যেসব দেশ সমুদ্রপারে বিদ্যমান ছিল, যযাতি তাদের আধিপত্য দ্রুহ্যুকে দিয়েছিলেন । ৩ ।

দ্রুহ্যু নিজ অনুগামীদের নিয়ে পিতৃরাজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্গত হয়ে সুরনদী গঙ্গার তীর ধরে সাগরাভিমুখে যাত্রা করলেন । ৪ ।

দ্রুহ্যু পথে যেতে যেতে কৌতূহলভরে দেখতে পেলেন যে, নির্মল সরোবরগুলোতে হাঁস , সারস ও ডাহুকেরা ক্রীড়া করছে, সমুন্নত পর্বতগুলোতে নানাপ্রকারের পশু বিচরণ করছে এবং নিবিড় বনভূমি ছিল সিংহ ও ব্যাঘ্রে সমাকীর্ণ । শান্তচিত্ত সাধু ও মুনিদের

---

৩। এ শ্লোকের স্থানে পাণ্ডুলিপিতে, নীচের শ্লোকটি দেখা যায় ।
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং ভবতাং পূর্ব্বপুরুষম্ ।
যযাতিরীশ্বরশ্চক্রে বনং জিগমিষুর্নৃপঃ ।।

৫। হংসসারসদাত্যূহান্ -- পাণ্ডুলিপিতে, হংসসারসডাহুকান্ ।

সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণবনানি নিবিড়ানি চ ।
সাধূনাং শান্তচিত্তানাং মুনীনামাশ্রমাংস্তথা ।। ৬ ।।

নদীর্বেগবতীস্তত্র নদানূর্ম্মিসমাকুলান্ ।
শমীতালবটাশ্বত্থান্ লতাঃ পুষ্পসুশোভিতাঃ ।। ৭ ।।

ক্বচিৎ কীচকসন্দোহান্ ধ্বনতো বায়ুবেগতঃ ।
দ্রুহ্যুঃ কৌতূহলাবিষ্টঃ পথি গচ্ছন্ দদর্শ বৈ ।। ৮ ।।

কোকিলানাং কলরবং তথান্যপক্ষিণামপি ।
নানাবিধানি গীতানি শুশ্রাব বনবর্ত্মনি ।। ৯ ।।

ক্বচিৎ শার্দ্দূলসিংহানাং গর্জ্জনং হৃদ্বিদারকম্ ।
তথা বন্যবরাহাণামৃক্ষাণাং ভীষণং রবম্ ।। ১০ ।।

কুত্র শিষ্যসমেতানামৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
ব্রহ্মঘোষং সুললিতং শুশ্রাব বিপিনান্তরে ।। ১১ ।।

আশ্রম সেখানে ছিল । নদীরা সেখানে বেগবতী ও নদসমূহে ছিল প্রচণ্ড ঢেউ । শমী, তাল, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষসমূহ ওপুষ্পশোভিত লতা সেখানে প্রচুর ছিল । কোথাও বা, বাঁশঝাড়গুলো বায়ুবেগে আন্দোলিত হয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল । ৫ - ৮ ।

কোকিল ও অন্য পক্ষীদের কলরব ও নানা কাকলি তিনি বনপথে যেতে যেতে শুনতে পেলেন । ৯ ।

কোথাও বাঘ ও সিংহের হৃদয়বিদারক গর্জন, বন্যশূকর ও ভালুকের ভীষণ রব তাঁর কানে আসছিল । কোথাও বনান্তরে, শিষ্যপরিবৃত ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সুললিত বেদপাঠধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন । ১০ - ১১ ।

---

৬। শান্তচিত্তানাম্ — পাণ্ডুলিপিতে, সমচিত্তানাম্ ।
৭ (ক) শমীতালবটাশ্বত্থান্ — পাণ্ডুলিপিতে, শমীবটদ্রুমাশ্বত্থান্ ।
(খ) এ শ্লোকের পরে থেকে একাদশশ্লোকাবধিক স্থানে পাণ্ডুলিপিব নীচের শ্লোকগুলো দেখা যায় —

দদর্শ পথি দ্রুহ্যুঃ কৌতুকাবিষ্টমানসঃ ।
কোকিলানাং সুমিষ্টানি শুকচাতকপক্ষিণাম্ ।। ক ।।
নানাবিধানি গীতানি পশূনাং বনচারিণাম্ ।
দ্বিপিশার্দ্দূলসিংহানাং গর্জ্জনং হৃদ্বিদারকম্ ।। খ ।।
তথা বন্যবরাহাণামৃক্ষাণাং ভীষণং রবম ।
মৃগাণামার্ত্তনাদঞ্চ জলপ্রপতনধ্বনিম্ ।। গ ।।
চতুর্ব্বেদবিদাং গীতানৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
দাত্তেদাত্তনুদাত্তৈশ্চ শুশ্রাব বিপিনান্তরে ।। ঘ ।।

এবং গচ্ছন্ স বৈ রাজন্ পঞ্চদশদিনান্তরে ।
পান্থঃ সানুচরো দ্রুহ্যুঃ প্রাপ জহ্নোস্তপোবনম্ ।। ১২ ।।

সমালোক্যাশ্রমং তস্য স্নাত্বা চ জাহ্নবীজলে ।
হিত্বা পথশ্রমং তত্রাবাপ শান্তিমনুত্তমাম্ ।। ১৩ ।।

প্রাপ্যাশিষং মুনেস্তস্মাৎ প্রীতিপ্রোৎফুল্লদর্শনঃ ।
কপিলস্যাশ্রমং সোঽথ প্রপেদে পুণ্যবর্দ্ধনম্ ।। ১৪ ।।

যত্র দক্ষিণগা গঙ্গা লেভে সাগরসঙ্গমম্ ।
গঙ্গাসাগরয়োর্মধ্যে দ্বীপ একো মনোরমঃ ।। ১৫ ।।

যস্মিন্ দ্বীপে স ভগবানুবাস কপিলো মুনিঃ ।
যত্র ভাগীরথী পুণ্যা তদাশ্রমতলং গতা ।। ১৬ ।।

কপিলেতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ।
গজাশ্বরথমুখ্যানাং গতির্যত্র ন বিদ্যতে ।। ১৭ ।।

হে রাজন্, এভাবে যেতে যেতে দিন পনের কেটে গেল; পথিক দ্রুহ্যু অনুচরদের সাথে নিয়ে জহ্নুমুনির তপোবনে উপস্থিত হলেন । ১২ ।

জহ্নুমুনির আশ্রমশোভা তিনি অবলোকন করলেন । জাহ্নবী নদীতে স্নান করার পর তাঁর পথশ্রম দূর হল এবং সেখানে তিনি উত্তম শান্তিলাভ করলেন । ১৩ ।

মুনির নিকট থেকে আশীর্বাদ লাভ করে তিনি আনন্দে চন্‌মনে হয়ে উঠলেন । অতঃপর, তিনি কপিলমুনিব পুণ্যদায়ী আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন । ১৪ ।

সেখানে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা সাগরে গিয়ে মিশেছে; গঙ্গা ও সাগরের মাঝে মনোরম এক দ্বীপ রয়েছে । সেই দ্বীপে ভগবান কপিলমুনি বাস করেন । তাঁর আশ্রমের তলদেশ দিয়ে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত । ১৫ - ১৬ ।

এই স্থানে সর্বপাপনাশিনী নদীর নাম কপিলা । সেখানে হাতি, ঘোড়া ও শ্রেষ্ঠ রথসমূহের গমনাগমন নাই । ১৭ ।

---

১২। পান্থঃ সানুচরো দ্রুহ্যুঃ — পাণ্ডুলিপিতে, দ্রুহ্যুরনুচরৈঃ সাকম্ ।

১৩। পথশ্রমম্ — পাণ্ডুলিপিতে. পথক্লমম্ ।

১৪। (ক) প্রাপ্যাশিষং মুনেস্তস্মাৎ — পাণ্ডুলিপিতে, লব্ধাশিষং মুনেঃ দ্রুহ্যুঃ ।

(খ) দ্বিতীয় পঙ্ক্তি পুরোটি সেখানে এরূপ — কপিলস্য মুনেঃ পূর্ব্বমাশ্রমং প্রত্যপদ্যত ।

১৫। একো মনোরমঃ — পাণ্ডুলিপিতে, আসীদনুত্তমঃ ।

বসন্নপি পবিত্রেঽত্র ভক্তিতঃ কপিলাশ্রমে ।
পিতৃশাপং চিন্তয়িত্বা দ্রুহ্যুরুৎকণ্ঠিতোঽভবৎ ।। ১৮ ।।

অথোবাচ প্রসন্নাস্যঃ কপিলস্তং নৃপাত্মজম্ ।
মদ্বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়মেনো গমিষ্যতি ।। ১৯ ।।

যযাতেঃ শাপতো মুক্তিং লপ্স্যন্তে তব বংশজাঃ ।
এতদ্বচো নিশম্যাসৌ হৃষ্টচিত্তস্ততোঽভবৎ ।। ২০ ।।

স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগনগরীং শুভাম্ ।
প্রভাববানভূত্তত্র রাজশব্দতিরোহিতঃ ।। ২১ ।।

স দোর্দণ্ডপ্রতাপেন বহুদেশান্ বশে নয়ন্ ।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ প্রজা আত্মপ্রজা ইব ।। ২২ ।।

যদ্‌যদধিকৃতং রাজ্যং ত্রিবেগপতিনা নৃপ ।
তত্তৎ সর্ব্বং তদারভ্য ত্রিবেগখ্যাতিমাগতম্ ।। ২৩ ।।

দ্রুহ্যু ভক্তিভরে কপিলমুনির পবিত্র আশ্রমে বসবাস করছিলেন ঠিকই , কিন্তু পিতার শাপের কথা চিন্তা করে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন । ১৮ ।

অনন্তর একদিন প্রসন্নবদন কপিলমুনি রাজপুত্র দ্রুহ্যুকে বললেন — আমার বরের প্রভাবে এবং কর্মফলভোগের দ্বারা তোমার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে । তোমার বংশধরেরাও যযাতির শাপপাশ থেকে মুক্তিলাভ করবে । একথা শোনার পর দ্রুহ্যু মনে বড় আনন্দ অনুভব করলেন । ১৯ - ২০ ।

তিনি সেখানেই সুন্দর ত্রিবেগনগরী স্থাপন করেছিলেন । তিনি প্রভাবশালী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে রাজা বলা হত না । তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে অনেক দেশ জয় করেছিলেন এবং ধর্মানুসারে প্রজাদের নিজপুত্রবৎ পালন করতেন । ২১ - ২২ ।

হে রাজন্, ত্রিবেগপতির দ্বারা যেসব রাজ্য অধিকৃত হয়েছিল, সেগুলো সেদিন থেকেই ত্রিবেগনামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল । ২৩ ।

---

১৮ । এ শ্লোকটির পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে —

চিরং নিবসতা তত্র শ্রদ্ধয়া কপিলাশ্রমে ।
পিতৃশাপাভিভূতেন দ্রুহ্যুণা সেবিতোঽনিশম্ ।।

১৯ । অথোবাচ প্রসন্নাস্যঃ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রাহ প্রসাদসুমুখঃ ।

২০ । এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — ততো হৃষ্টমনা দ্রুহ্যুস্তেনাজ্ঞাপ্তো নৃপাত্মজঃ ।

২২ । প্রজা আত্মপ্রজা ইব — পাণ্ডুলিপিতে, প্রকৃতীরাত্মজানিব ।

ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং সর্ব্বং বার্দ্ধক্যে কপিলান্মুনেঃ ।
জ্ঞাতুমৈচ্ছৎ স ধর্ম্মিষ্ঠঃ কথামাত্মবিবোধিনীম্ ।। ২৪ ।।

অথ প্রোবাচ কপিলং ভক্ত্যা তং প্রণিপত্য চ ।
মাত্রে যৎ কথিতং তত্ত্বং তদ্ ব্রূহি কৃপয়া বিভো ।। ২৫ ।।

শ্রী কপিলদেব উবাচ ।
মাত্রে যৎ কথিতং পূর্ব্বং সমস্তং কীর্ত্তয়ামি তৎ ।
যদনুষ্ঠানতঃ পুংসাং ভবেদ্ভাগবতী গতিঃ ।। ২৬ ।।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজ ।
মনো যেনৈব বিধিনা শুদ্ধং ভবতি ধীমতাম্ ।। ২৭ ।।

স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্ ।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্ ।। ২৮ ।।

এভাবে বিবিধ রাজ্যসুখ ভোগ করার পর বার্দ্ধক্যদশায় ধর্মাত্মা দ্রুহ্যু কপিলমুনির নিকট থেকে আত্মোন্নতিজনক ধর্মকথা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । অতঃপর, তিনি ভক্তিসহকারে কপিলকে প্রণাম করে বললেন — প্রভো, মায়ের* নিকট যেতত্ত্ব ব্যাখান করেছিলেন, তা আমাকে দয়া করে বলুন । ২৪ - ২৫ ।

শ্রী কপিলদেব বললেন — মায়ের নিকট পূর্বে যা বলেছি, তা সবই এখন বলছি; যা অনুষ্ঠিত করলে পুরুষের ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে । ২৬ ।

হে নৃপনন্দন, সবীজ যোগের লক্ষণ এখন বলব । এই বিধিপালনের ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মন পবিত্র হয় । ২৭ ।

যথাশক্তি নিজধর্মপালন ও বিধর্ম থেকে নিবৃত্তি , দৈবপ্রভাবে সন্তোষলাভ ও আত্মজ্ঞব্যক্তির চরণসেবা, গ্রাম্যধর্মাচরণ থেকে দূরে থাকা, মোক্ষধর্মের প্রতি অনুরাগ, অল্প অথচ পবিত্র আহার, নিরন্তর নিভৃতস্থানে শান্তিপরিগ্রহণ, অহিংসা, সত্যপালন, চুরি

---

২৪ । স ধর্ম্মিষ্ঠঃ — পাণ্ডুলিপিতে, স তত্ত্বেন ।

* কপিলমুনির মা দেবহূতি । কপিলের পিতা কর্দম ঋষি অরণ্যে প্রস্থান করলে দেবহূতি এসে পুত্রের কাছে ভক্তিযোগে শিখতে চান । বিষ্ণুরূপী কপিল মাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে *শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের* তৃতীয়স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে কথিত রয়েছে, তার সবটা বক্ষ্যমাণ ২৭-৭০ সংখ্যাক শ্লোকসমূহে একটি পাঠান্তরসহিক্কু আদলে উদ্ধৃত হয়েছে ।

২৬ । সমস্তং কীর্ত্তয়ামি তৎ — পাণ্ডুলিপিতে, ত্বাং তং বদামি পার্থিব ।

২৭ । (ক) নৃপাত্মজ — *ভাগবতপুরাণে*. নৃপাত্মজে ।

(খ) শুদ্ধং ভবতি ধীমতাম্ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ।

গ্রাম্যধর্ম্মান্নিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা ।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ।। ২৯ ।।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চনম্ ।। ৩০ ।।

মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ।। ৩১ ।।

স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণা ।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ।। ৩২ ।।

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনোদুষ্টমসৎপথম্ ।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ।। ৩৩ ।।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ ।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ।। ৩৪ ।।

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ ।
প্রতিকুলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ।। ৩৫ ।।

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।
বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ।। ৩৬ ।।

না-করা, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্থগ্রহণ, ব্রহ্মচর্যপালন, তপশ্চর্যা, শুচিতা, স্বাধ্যায়, পরমপুরুষের চিন্তন, মৌন, আসনে নিত্য উপবেশনক্ষমতা, স্থিরতা, প্রাণবায়ুর ডপর তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রণ, হৃদয়বৃত্তিতে মনোবলের দ্বারা বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিবৃত্ত করা, নিজগৃহের একদেশে মনোবৃত্তির সাহায্যে প্রাণবায়ুধারণ, বৈকুণ্ঠলীলা নিয়ে চিন্তন এবং আত্মচিন্তায় সমাধি অবলম্বন — এসব ও অন্যান্য আরো উপায়ের দ্বারা জিতশ্বাস ও অতন্দ্রিত ব্যক্তি দুষ্টমনোগতিজাত অসৎ পথকে বুদ্ধি দিয়ে চকিতে নিজের অধীন করে নেবেন । ২৮ - ৩৩ ।

পবিত্রস্থানে আসন পেতে অভ্যস্তাসন ব্যক্তি সেখানে স্বস্তিকমুদ্রায় উপবেশনকরতঃ দেহ সোজা রেখে যোগাভ্যাস করবেন । প্রথমে পূর, তারপর কুম্ভক ও তদনন্তর রেচক-এর দ্বারা অথবা এর বিপরীতক্রমে যদি মন স্থির ও অচঞ্চল হয়, তবে সেভাবে প্রাণবায়ুর পথকে শোধন করে নেবেন । যেভাবে হাঁপরচালিত বায়ু ও অগ্নির দ্বারা তপ্ত লোহা মলিনতা ত্যাগ করে, সেইরূপ জিতশ্বাস যোগীরও মন শীঘ্রই রাগহীন হয়ে যায় । ৩৪ - ৩৬ ।

প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্ ।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ।। ৩৭ ।।

যদা মনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্ ।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ।। ৩৮ ।।

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।। ৩৯ ।।

লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌযেয়বাসসম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ।। ৪০ ।।

মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া ।
পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ।। ৪১ ।।

কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্ ।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ।। ৪২ ।।

অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ।। ৪৩ ।।

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ ।
ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ।। ৪৪ ।।

প্রাণায়ামসমূহের দ্বারা তিনি দোষপুঞ্জকে, ধারণাসমূহের দ্বারা পাপরাশিকে, প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয়সংসর্গকে এবং ধ্যানের দ্বারা অনৈশ্বরিক গুণগুলোকে দগ্ধ করবেন ।৩৭ ।

যোগপ্রভাবে মন যখন সম্পূর্ণভাবে রাগবর্জিত ও সুসমাহিত হয়ে যাবে, তখন তিনি নিজনাসাগ্রদৃষ্টি হয়ে ভগবানের রূপপ্রতিষ্ঠা ধ্যান করবেন ।৩৮ ।

যাঁর প্রসন্নবদন কমলের মত, যাঁর নয়ন পদ্মকোরকের মত অরুণ, নীলপদ্মের পাপড়ির মত যিনি শ্যামল, যিনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যাঁর রেশমী বসন প্রফুল্লকমলকেশরের মত হলুদ, যাঁর বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন আঁকা, যাঁর গলদেশে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি লগ্ন, যিনি মত্তভ্রমরগুঞ্জিতবনমালাবেষ্টিত, যিনি মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরে

---

৩৮। সুবিরজম্ — *ভাগবতপুরাণে* স্বং বিরজম্ ।
৪০। লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌষেয়বাসসম্ — *ভাগবতপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্।
৪৩। অপীব্যদর্শনম্ — *ভাগবতপুরাণে* অপীচ্যদর্শনম্ ।

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ ।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েৎ শুদ্ধভাবেন চেতসা ।। ৪৫ ।।

তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্ ।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ।। ৪৬ ।।

সংচিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্ ।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবালজ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ।। ৪৭ ।।

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ।। ৪৮ ।।

জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
উর্ব্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্য্যাৎ।। ৪৯।।

শোভিত, যাঁর কটিদেশ কাঞ্চীদামের দ্বারা ভাস্বর, যাঁর আসন হৃৎকমলে, যিনি দর্শনীয়তম, শান্ত ও মনশ্চক্ষুর আনন্দস্বরূপ, যিনি নাতিস্থূল ও নিয়ত সর্বলোকের নমস্কারবিষয়, যিনি কৈশোরবয়সে স্থিত ও ভক্তদের প্রতি দয়ার্দ্র, যিনি বন্দনীয়তীর্থের যশস্তুল্য এবং যিনি পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির যশোলাভের কারণ — এভাবে যোগী, যতক্ষণে মন ক্লান্ত না হয় ততক্ষণ, ভগবানের সর্বাঙ্গের ধ্যান করবেন ।৩৯ - ৪৪ ।

যে পরমেশ্বর দণ্ডায়মান, ভ্রমণরত, উপবিষ্ট, শয়ান অথবা হৃদয়গুহায় মূর্ত, তাঁকে শুদ্ধ মনোভাব নিয়ে প্রেক্ষণীয়- এবং অভিলষিতবিষয়রূপে ধ্যান করবেন ।৪৫ ।

ভগবানের বিভিন্ন অবয়বসংস্থানের প্রতি যে চিত্ত নিবিষ্ট রয়েছে, তার সম্পর্কে অবগত হয়ে মুনি (একত্রীকরণের ভাবনাদ্বারা) একদেহে সেগুলো সংস্থাপিত করবেন ।৪৬ ।

তিনি ভগবানের চরণকমল সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করবেন, যে চরণকমলে বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও পদ্মচিহ্ন উত্তমরূপে অঙ্কিত, যে চরণকমলের সমুন্নত রক্তাভ উজ্জ্বল নখসীমান্তের জ্যোৎস্নাদ্বারা বহুলীভূত হৃদয়ান্ধকার দূর হয়ে যায় ।৪৭ ।

তিনি ভগবানের চরণকমল অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করবেন, যে চরণকমল ধোয়ার জল থেকে নিঃসৃত নদীতমার তীর্থবারি মাথায় ধারণ করে শিব (সত্যিকারের ) শিব হয়েছিলেন; যে চরণকমল ধ্যানীর মনোদেশে পুঞ্জিতমলরূপী পর্বতে নিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ ।৪৮ ।

তিনি, অখিলের বিধাতা, জন্মরহিত ও বিভু অর্থাৎ ভগবানের জানুদ্বয় হৃদয়ে স্থাপন করবেন, যে জানুদ্বয় সুরবন্দিতা কমললোচনা জননী লক্ষ্মী ( নিজের) উরুদ্বয়ে ধারণ করে করপল্লবের আভায় লালিত করছেন ।৪৯ ।

উরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানাবোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভিনিতম্ববিম্বম্ ।। ৫০ ।।

নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ ।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য ধ্যায়েদ্দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ।। ৫১ ।।

বক্ষোধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ।
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং কুর্য্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য ।। ৫২ ।।

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্ ।
সংচিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্ ।। ৫৩ ।।

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন ।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং চৈত্ত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ।। ৫৪ ।।

তিনি ভগবানের উরুদ্বয় ধ্যান করবেন, যে বলদৃপ্ত ও অতসিকাপুষ্পাভ উরুদ্বয় গরুড়ের ভুজদ্বয়ে সর্বতোভাবে শোভমান হয় । তিনি ভগবানের নিতম্বের ধ্যান করবেন, যে সুগোল নিতম্ব, ঝুলে-থাকা উত্তম পীতপরিধানবস্ত্রের উপর দোদুল কাঞ্চীদামের দ্বারা পরিবেষ্টিত । ৫০ ।

তিনি ভগবানের নাভিহ্রদের ধ্যান করবেন, যে নাভিহ্রদ তাঁর ভুবনগোলকরূপ গুহার ধারণকারী উদরে অবস্থিত এবং যে নাভিহ্রদে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিবাসস্থান তথা নিখিল সংসারের প্রতীকপদ্ম বিরাজিত । তিনি ভগবানের সুগঠিত, মরকতমণিসদৃশ উত্তম স্তনদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যে স্তনদ্বয় উজ্জ্বলপ্রভ হারের আলোকে গৌরবর্ণ । ৫১ ।

তিনি সর্বজন-নমস্কৃত মহামহিম পুরুষর্ষভের সুগন্ধ বক্ষঃস্থলের ধ্যান করবেন, যে বক্ষোদেশ যোগিপুরুষদের মনশ্চক্ষুর শান্তিস্থল । তিনি ভগবানের কণ্ঠস্থলকে হৃদয়ে ধারণ করবেন, যে কণ্ঠ কৌস্তুভমণির উত্তমভূষণরূপে পরিগণিত হয়েছে । ৫২ ।

তিনি ভগবানের বাহুসমূহের ধ্যান করবেন, যে বাহুসমূহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকারী ও যে বাহুসমূহের বলয়গুলি মন্দরপর্বতের ঘূর্ণনের সময়ে ঘষামাজায় চক্‌চকে হয়েছে । তিনি ভগবানের চক্রের সম্যক্ চিন্তন করবেন, যে চক্রের তেজ অসহনীয় । তিনি ভগবানের করকমলস্থিত শ্রেষ্ঠ শঙ্খেরও সম্যক্ চিন্তন করবেন । তিনি ভগবানের অতিপ্রিয় কৌমোদকী গদাকে স্মরণ করবেন, যে গদা শত্রুসেনাপতিদের শোণিতপঙ্কের দ্বারা লিপ্ত । তিনি চিত্তস্থিত ভগবানের মধুকরকুলগীতিগুঞ্জরিত মালাকে এবং তাঁর কণ্ঠে সুস্থিত নির্মল মণিকেও স্মরণ করবেন । ৫৩-৫৪ ।

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্ ।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ।। ৫৫ ।।

যৎ শ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিযেব্যমাণং ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্ ।
সীমদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্‌ভ্রূ ।। ৫৬ ।।

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ।। ৫৭ ।।

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ।। ৫৮ ।।

তিনি, যে ভগবান ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাবুদ্ধিতে ইহলোকে রূপধারণ করেছেন সেই ভগবানের বদনকমল সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করবেন, যে উন্নতনাসাযুক্ত বদনকমলের উজ্জ্বল কপোলদেশ চক্‌চকে মকরকুণ্ডলের বিচলনহেতু প্রভাপরিপূর্ণ ।৫৫ ।

তিনি তন্দ্রাহীন হয়ে ভগবানের অলিকুলসেবিত পদ্ম এবং নিজসমৃদ্ধিদ্বারা সেবিত ও দুভাগে পাটকরা কুঞ্চিত কেশদামের ধ্যান করবেন ।ভগবানের ভ্রূবিলাসযুক্ত নেত্রেরও ধ্যান করবেন, যে নেত্র পদ্মসৌন্দর্যকে তিরস্কার করে এবং যে নেত্র মানসচিন্তার দ্বারা অধিগম্য ।৫৬ ।

তিনি গুহাস্থিত হয়ে দূরপ্রসারিত ভাবনার দ্বারা অনেক সময় ধরে ভগবানের সেই গভীর দৃষ্টিপাতকে ধ্যানযোগে চিন্তা করবেন, যে দৃষ্টি অতিকষ্টকর ত্রিবিধ তাপের দূরীকরণার্থ ভগবানের অক্ষিদ্বয় থেকে কৃপানিবন্ধন নির্গত হয় এবং যে দৃষ্টি স্নিগ্ধহাস্য- ও বিপুলপ্রসন্নতাময় ।৫৭ ।

হরির উদার হাস্য অধোলোকের সর্বত্র দুর্নিবারশোকাশ্রুসঞ্জাত সাগরকে শোষণ করে নেয় ।(একবার) শ্রীহরি নারদমুনির জন্যে* নিজমায়ার দ্বারা কামদেবের অধিকারভূত সম্মোহন সৃষ্টির উদ্দেশে ভ্রূমণ্ডল রচনা করেছিলেন ।৫৮ ।

---

৫৬।(ক) শ্রীনিকেতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, শ্রীনিকেতনম্ ।
(খ) পরিযেব্যমাণম্ — *ভাগবতপুরাণে*, পরিসেব্যমানম্ ।

* পুরাণে বর্ণিত আছে, সংসারবিমুখ নারদমুনি নারায়ণের অনুরোধে সৃঞ্জয়কন্যাকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন । (*ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২৮, ৪-৯) ।

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি ।
ধ্যায়েৎ স্বদহ্রকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণোর্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ ।। ৫৯ ।।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাস্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ।। ৬০ ।।

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ ।
আত্মানমত্র পুরুষো ব্যবধানমেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ।। ৬১ ।।

সোপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে ।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ।। ৬২ ।।

তিনি স্নিগ্ধভক্তিসহকারে সমর্পিতচিত্ত হয়ে নিজদহরগহ্বরে ভগবান বিষ্ণুর বিশ্রামরত ধ্যানমগ্নমূর্তির মৃদুহাস্য ধ্যানযোগে চিন্তা করবেন, যে হাসিতে তাঁর কুন্দসদৃশ সূক্ষ্মদন্তপঙ্ক্তি অধর ও ওষ্ঠের আভায় প্রচুরভাবে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে । এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু দেখার অভিলাষ তিনি করবেন না । ৫৯ ।

এভাবে ভগবান হরিতে মনোভাব স্থাপন করার পর ভক্তিবিগলিতচিত্ত ও আনন্দে উল্লসিত (মুনি) উৎকণ্ঠাজনিত ক্ষীণবাষ্পবেগের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড়িত হলেও ধীরে ধীরে চিত্তবড়শিকে আল্‌গা করে দেন । ৬০ ।

যখন নিরালম্ব ও নির্বিশেষরাগশূন্য মন নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তিকে অগ্নিপ্রভার দৃষ্টান্তের মত সহসা ব্যাপ্ত করে, তখন, যিনি সর্বপ্রকার গুণপ্রবাহের অনায়ত্ত যোগিপুরুষ, তিনি (বুদ্ধিসাক্ষিক) আত্মাকে (নিরুপাধিকপরমপুরুষসাক্ষাৎকারের) ব্যবধান হিসেবে দেখতে পান । ৬১ ।

যিনি পরমাত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকর্তা, যিনি সুখদুঃখাতীত চৈতন্যশক্তিতে অবস্থিত, তিনিও মনের এই চরম নিবৃত্তিদশায় অকর্তা স্বাত্মবস্তুকে (আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দুঃখদ্বয়ের কারণ হিসেবে ধরে নেন । ৬২ ।

---

৫৯ । (ক) মুদ্রিতগ্রন্থে 'অরুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তিঃ' এরূপ পাঠ রয়েছে । কিন্তু পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গের সাথে সাযুজ্যের বিচারে *ভাগবতপুরাণ*-ও পাণ্ডুলিপিধৃত 'অরুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তি' এরূপ পাঠান্তরকেই সমীচীনতর মনে হয় ।

(খ) স্বদহ্রকুহরে — *ভাগবতপুরাণে,* স্বদেহকুহরে ।

৬১ । পুরুষো ব্যবধানম্ — *ভাগবতপুরাণে,* পুরুষোঽব্যবধানম্ ।

দেহঞ্চ তন্ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্ ।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিহৃতং মদিরামদান্ধঃ ।। ৬৩ ।।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ।। ৬৪ ।।

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্‌ মর্ত্ত্যঃ প্রতীয়তে ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ।। ৬৫ ।।

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ।। ৬৬ ।।

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসঙ্গিতাৎ ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।। ৬৭ ।।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতান্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ।। ৬৮ ।।

পাঁড় মাতাল যেমন করে দৈবাৎ পরিধেয়বস্ত্র হারিয়ে ফেলে অথবা দৈবক্রমে প্রাপ্ত বস্ত্রকে পরিত্যাগ করে, তেমনি চরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত জীব যেদেহ থেকে স্বরূপে আবির্ভূত হন, সেই দেহ সাংসারিক অবস্থাতেই থাকুক অথবা সেই দশা থেকে উত্থিতই হোক না কেন, এর সম্পর্কে অবহিত থাকেন না । ৬৩ ।

দৈববশানুবর্তী জীবিত দেহও, যতদিন পর্যন্ত প্রারব্ধকর্মফলভোগের অবসান না হয় ততদিন বর্তমান থাকে । আত্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তি সমাধিযোগাশ্রিত হয়ে স্বাপ্ন তথা অনর্থপ্রপঞ্চসহ দেহ পুনরায় ধারণ করেন না । ৬৪ ।

পুত্র ও বিত্ত থেকে যেভাবে মানব আলাদা বলে গণ্য হয়, সেরূপ স্বাত্মাধিষ্ঠান-ভাবনাবিচারে দেহাদি থেকে পুরুষও পৃথক্ । ৬৫ ।

অগ্নি থেকে জাত উল্মুক, বিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম যেমন অগ্নি থেকে আলাদা, স্বাত্মত্ববিচার করলে যেভাবে অগ্নি থেকে ধূম আলাদা বলে প্রতীত হয়, সেরূপ দেহাদিবস্তু, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবাত্মার সাথে যুক্ত প্রধান থেকে আলাদা হচ্ছেন আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি সর্বপৃথক অবস্থায় সর্বদ্রষ্টা ও ভগবান । ৬৬ - ৬৭ ।

সকল বস্তুতে আত্মার ও আত্মার মাঝে সকল বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে যেমন, তেমনিই অন্যপ্রকারে প্রতীয়মানবৎ বস্তুসমূহেরও আত্মত্ববিষয়ে ঈক্ষণ করা উচিত । ৬৮ ।

---

৬৩। *দেহঞ্চ তন্ন — ভাগবতপুরাণে, দেহং চৈতং ন ।*
৬৭। *জীবসঙ্গিতাৎ — ভাগবতপুরাণে, জীবসংজ্ঞিতাৎ ।*

খযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাত্তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ।। ৬৯ ।।

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্ ।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ।। ৭০ ।।

শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যং যযাতিতনয়ঃ সুধীঃ ।
তদনুষ্ঠানতঃ কালে লেভে দ্রুহ্যুঃ পরাং গতিম্ ।। ৭১ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে দ্রুহ্যুবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

নানা ছিদ্রপথে নির্গত একই আলোকরশ্মি* যেমন অনেক বলে প্রতীত হয়, তেমনিই প্রকৃতিসংযুক্ত আত্মাও জীবসমূহের গুণতারতম্যের কারণে অনেক বলে প্রতিভাত হন ।৬৯ ।

অতএব, নিজের এই সদসদাত্মক তথা দৈবী এবং বুদ্ধির অগম্য স্বভূত প্রকৃতিকে পরাভূত করে আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন ।৭০ ।

যযাতিপুত্র মতিমান দ্রুহ্যু ভগবান কপিলের বাক্য শ্রবণ করে তদনুসারে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন এবং যথাকালে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।৭১ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে দ্রুহ্যুর বৃত্তান্তবর্ণন নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ।

---

৬৯। খযোনিষু — *ভাগবতপুরাণ*ও পাণ্ডুলিপিতে, স্বযোনিষু ।

* ফোঁকরযুক্ত মাটির বড় হাঁড়ির মাঝে প্রদীপ রাখলে ছিদ্রপথ দিয়ে নানা আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসে ।ভারতীয় দর্শনে জীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদনবিষয়ে এটি একটি বহুলপ্রচলিত উপমা ।

৭১। যযাতিতনয়ঃ সুধীঃ — পাণ্ডুলিপিতে, শ্রদ্ধয়া নাহুষাত্মজঃ ।

## সপ্তমঃ সর্গঃ

দ্রুহ্যুপুত্রস্ততো বভ্রুঃ কপিলস্য প্রসাদতঃ ।
পিতর্য্যুপরতে ধীরো রাজাখ্যানমুপেয়িবান্ ।। ১ ।।

মহারথানাং প্রবরঃ স মহৌজা মহাদ্যুতিঃ ।
সংগ্রামে নির্ভয়ো জেতা দেবানাং তদ্দ্বিষামপি ।। ২ ।।

ভাগীরথীং সমারভ্য যাবদ্বৈতরণীনদীম্ ।
সর্ব্বান্নৃপগণাংশ্চক্রে করদান্ বিগ্রহাদিভিঃ ।। ৩ ।।

ভয়াদ্ ভূপতয়ঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা তস্য পরাক্রমম্ ।
রত্নাকরোপকূলস্থাঃ স্বীচক্রুস্তস্য শাসনম্ ।। ৪ ।।

ধীবরা বহবো দক্ষা মুক্তারত্নাদিকং বহু ।
প্রণতাঃ সমুপাজহ্রুর্মুদে তস্য মহাত্মনঃ ।। ৫ ।।

পিতার মৃত্যুর পর দ্রুহ্যুপুত্র ধীরস্বভাব বভ্রু কপিলের প্রসাদ লাভ করে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । ১ ।

তিনি মহাবল, উত্তমদ্যুতিসম্পন্ন এবং মহারথদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তিনি সংগ্রামে নির্ভীক ছিলেন এবং দেবতা ও দেবশত্রু — দুয়েরই বিজেতা হয়েছিলেন । ২ ।

ভাগীরথী থেকে বৈতরণী নদী পর্যন্ত যত রাজা ছিলেন, তাঁদের তিনি যুদ্ধবিগ্রহ-প্রভৃতির দ্বারা করদ রাজা হিসেবে অধীনস্থ করেছিলেন । ৩ ।

তাঁর পরাক্রমসম্পর্কে অবগত হয়ে সাগরপারের যত রাজা ছিলেন, তাঁরা ভয় পেয়ে তাঁর শাসন মেনে নিয়েছিলেন । ৪ ।

মহাপ্রাণ সেই রাজার আনন্দের জন্য বহু দক্ষ ধীবর প্রণতিপূর্বক বহু মুক্তা ও রত্ন আহরণ করে দিয়েছিল । ৫ ।

---

১ । (ক) দ্রুহ্যুপুত্রস্ততো — পাণ্ডুলিপিতে, দ্রুহ্যোরাত্মযোনিঃ ।
(খ) পিতর্য্যুপরতে ধীরঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পিতুর্ভোগেন পূতাত্মা ।

২ । সংগ্রামে নির্ভয়ঃ — পাণ্ডুলিপিতে, আজাবসাধ্বসঃ ।

৩ । সমারভ্য — পাণ্ডুলিপিতে, সমাসাদ্য ।

৪ । রত্নাকরোপকূলস্থাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সাগরস্যোপকূলস্থাঃ ।

জিত্বা রক্ষোগণান্ সর্ব্বান্ বহুলৈশ্বর্য্যসংযুতঃ ।
সম্পূজিতো জনৈঃ সর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ বহূন্ ।। ৬ ।।

শান্তঃ সুলক্ষণঃ সূনুঃ সেতুস্তস্মাদজায়ত ।
তস্মৈ দত্ত্বা নিজং রাজ্যং বভ্রুর্লোকান্তরং যযৌ ।। ৭ ।।

রক্ষিতাঃ সেতুনা সর্ব্বাঃ প্রজাঃ পুত্রা ইবানঘ ।
চচাল ন ত্রিবেগোঽস্য শাসনাদসতাং পথি ।। ৮ ।।

নিয়তং ধর্ম্মকার্য্যেষু মঙ্গলেম্বনুসক্তবান্ ।
পিতৃদেবাতিথীনাং স যষ্টা গুরুনিদেশকৃৎ ।। ৯ ।।

একদা স্বগুরুং রাজা প্রণম্য ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
মানবানাং সদাচারং পপ্রচ্ছ স কৃতাঞ্জলিঃ ।। ১০ ।।

শ্রী গুরুদেব উবাচ ।
সগরো মতিমান্ পূর্ব্বং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ।
ঔর্ব্বং বেদরহস্যানাং বেত্তারমেতদেব হি ।। ১১ ।।

তিনি অনেক রাক্ষসসঙ্ঘকে পরাজিত করে প্রচুরভাবে ঐশ্বর্যযুক্ত হয়েছিলেন এবং জনসাধারণকর্তৃক পূজিত হয়ে বহু বিষয়ভোগ করেছিলেন । ৬ ।

তাঁর পুত্র সেতু ছিলেন শান্তস্বভাব ও সুলক্ষণযুক্ত । তাঁকে নিজ রাজ্য সমর্পণ করে বভ্রু লোকান্তরিত হলেন । ৭ ।

হে অনঘ, সেতুকর্তৃক সমস্ত প্রজা পুত্রবৎ পালিত হয়েছিলেন । তাঁর শাসনগুণে ত্রিবেগরাজ্য কখনো দুষ্ট মার্গে পতিত হয় নি । ৮ ।

তিনি নিরন্তর মঙ্গলজনক ধর্মকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন । পিতৃগণ, দেবতা ও অতিথিদের পূজনরত হয়ে তিনি সর্বদা গুরুবাক্য পালন করতেন । ৯ ।

একদা রাজা নিজগুরুকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে মানবগণের সদাচার বিষয়ে জানতে চাইলেন । ১০ ।

শ্রীগুরুদেব বললেন — পূর্বকালে মতিমান সগর* একদা বেদরহস্যসমূহের জ্ঞাতা

---

৬। বহুলৈশ্বর্য্যসংযুতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, বহুলৈশ্বর্য্যসেবিতঃ ।

৭। এর দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকাব — স শূরঃ প্রাপিতঃ পিত্রা বাজ্যমাসন্নমৃত্যুনা ।

৯। ধর্ম্মকার্য্যেষু মঙ্গলেষু — পাণ্ডুলিপিতে, ববৃতে ধর্ম্মে কুশলেষু ।

* *বিষ্ণুপুবাণের* তৃতীয় অংশে ১১শ অধ্যায়ের ২—১৩ সংখ্যাক শ্লোকসমূহে এবং তত্রস্থিত সম্পূর্ণ ১২শ অধ্যায়ে রাজা সগর ও ঔর্বমুনির সংলাপচ্ছলে গৃহস্থের সদাচারসম্বন্ধে যা বিবৃত হয়েছে, তার সবটা এ সর্গের বক্ষ্যমাণ ১৩—৭২ সংখ্যাক শ্লোকগুলোতে একটি পাঠান্তরসহিষ্ণু আদলে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে । কিন্তু, পাণ্ডুলিপিতে কেবল *বিষ্ণুপুরাণের* তৃতীয় অংশের ১১শ অধ্যায়স্থিত ২—৫ সংখ্যাক এবং ১২শ অধ্যায়ের সবগুলো শ্লোক রয়েছে।

বক্ষ্যামি তৎ সমাহৃত্য ভবতাং প্রীতয়েঽধুনা ।
ঔর্ব্বেণ ভাষিতং যত্তু সগরায় মহর্ষিণা ।। ১২ ।।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল সদাচারস্য লক্ষণম্ ।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ।। ১৩ ।।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ।। ১৪ ।।

সপ্তর্ষয়োঽথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা ।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে ।। ১৫ ।।

ব্রাহ্মে মুহূর্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ ।
বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্ ।। ১৬ ।।

অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা ।। ১৭ ।।

পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ ।। ১৮ ।।

ঔর্বনামক মুনিশ্রেষ্ঠকে একথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন । (যা হোক) এখন আমি আপনার প্রীতিনিমিত্ত, মহর্ষি ঔর্ব রাজা সগরকে যা বলেছিলেন, তা সংগ্রহপূর্বক বলছি । ১১-১২।

হে রাজন্, সদাচারের লক্ষণ আপনি শ্রবণ করুন । সদাচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা উভয় লোকই বিজিত হয় । ১৩ ।

যেসব সাধুব্যক্তির দোষক্ষয় হয়েছে, যাঁদের কথাবার্তা শোভন এবং যাঁরা সদ্গুণযুক্ত ভাষণ করেন, তাঁদের আচরণকে সদাচার বলা হয় । হে রাজন্, সপ্তর্ষি, মনুগণ ও প্রজাপতিসমূহ — এঁরা হলেন সদাচারের প্রবক্তা ও প্রয়োগকর্তা - দুই-ই । ১৪ - ১৫ ।

হে রাজন্, ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি সুস্থ মন নিয়ে জাগ্রত হয়ে কামের সাথে যাতে সংঘাত না হয়, সেভাবে ধর্ম ও অর্থের কথা চিন্তা করবেন । ১৬ ।

ধর্ম ও অর্থ — এ দুয়ের ক্ষতিসাধন না করে কাম সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করবেন । দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিপদ বিনাশের জন্য ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এ তিন বিষযে সমান দৃষ্টি অবলম্বন করবেন । ১৭ ।

হে রাজন্, অর্থ ও কাম যদি ধর্মের পীড়নকারী হয় তাহলে এ দুটো পরিত্যাগ করবেন । আবার, যে ধর্ম অসুখবিধান করে তাও লোকেদের কাছে ঘৃণিত হয় । ১৮ ।

---

১২। (ক) বক্ষ্যামি — পাণ্ডুলিপিতে, প্রবক্ষ্যে ।
(খ) সগরায় — পাণ্ডুলিপিতে, সাগরায় ।
১৪। সচ্ছব্দঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সচ্ছন্দঃ ।

ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর ।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ ।। ১৯ ।।

দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ।। ২০ ।।

আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা ।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ।। ২১ ।।

ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি ।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ।। ২২ ।।

নাপ্সু নাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ।। ২৩ ।।

উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ।। ২৪ ।।

তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং যত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ।। ২৫ ।।

হে নরেশ্বর, ঊষাকালে গাত্রোত্থান করে তিনি নৈঋতকোণে তীর-ছোঁড়া দূরত্বের বাইরে গিয়ে উন্নতস্থানে মলত্যাগ করবেন । বাড়ী থেকে দূরস্থানে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করবেন । পা ধোয়ার জল খরচ করার পরে উদ্বৃত্ত জল বাড়ীর উঠোনে ফেলবেন না । ১৯ - ২০ ।

নিজচ্ছায়া ও তরুচ্ছায়াতে, গরু, সূর্য ও অগ্নির অভিমুখে, বায়ুপ্রবাহকালে, গুরুজন এবং দ্বিজাতির সামনে পণ্ডিতব্যক্তি কখনোই মূত্রত্যাগ করবেন না । ২১ ।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, (পণ্ডিত ব্যক্তি কখনো) কৃষ্টভূমিতে, শস্যের মাঝে, গোষ্ঠে বা জনসভাস্থলে, রাস্তার মাঝে বা নদীপ্রভৃতির তীর্থস্থলে মূত্রত্যাগ করবেন না । (এমন কি) জলের মাঝে বা জলাশয়ের পাড়ে অথবা শ্মশানে— কোথাও পুরীষ ও মূত্রত্যাগ করবেন না । ২২ - ২৩ ।

হে রাজন্, উপদ্রবহীন সময়ে দিবাভাগে উত্তরদিকে মুখ রেখে এবং রাত্রিতে বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে মুখ করে প্রাজ্ঞব্যক্তি মূত্র ত্যাগ করবেন । ২৪ ।

যেখানে (এসব) কোনো কিছুই করবেন না, সেখানে মাথায় কাপড় দিয়ে আবৃত করার পর তৃণ দিয়ে ভূমিকে ঢেকে রাখার সময়ে বেশিক্ষণ অবস্থান করবেন না । ২৫ ।

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা ।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ।। ২৬ ।।

অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনম্ ।। ২৭ ।।

দেব-গো-ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধ-বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেৎ তথা ।। ২৮ ।।

সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতো নরঃ ।। ২৯ ।।

প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্ ।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যাঃ বিভৃয়াচ্চ নরঃ সদা ।। ৩০ ।।

কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নাল্পমপ্যাপ্রিয়ম্বদেৎ ।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ ।। ৩১ ।।

বল্মীক থেকে ইঁদুরের খোঁড়া মাটি, ভিতরে জল রয়েছে এমন মাটি এবং ঘরে শৌচক্রিয়ার পরে অবশিষ্ট রয়েছে যে মাটি — এসব হাত-লেপার জন্য ব্যবহার করবেন না। হে রাজন্, যে মাটির ভেতরে প্রাণী লেগে রয়েছে এবং যে মাটি লাঙ্গলের ফলা থেকে উৎখনিত হয়েছে — এসব ধরনের মাটি শৌচকর্মে ব্যবহার করবেন না । ২৬ - ২৭ ।

দেবতা-গো-ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আচার্যদের তিনি পূজা করবেন । দিনে দুবেলায় সন্ধ্যাবন্দন এবং অগ্নিসমূহের উপাসনাও তিনি করবেন । ২৮ ।

উদ্যমশীল মানব সর্বদা অমলিন বস্ত্রদ্বয়, প্রশস্ত ওষধি এবং গারুড় অর্থাৎ বিষহর রত্নসমূহ ধারণ করবেন । ২৯ ।

তৈলচিক্কন অমল কেশ, গন্ধদ্রব্য ও সুন্দর বেশধারী মানব সর্বদা মনোহর শ্বেতপুষ্প ধারণ করবেন ।৩০ ।

তিনি কখনই কিঞ্চিন্মাত্র পরদ্রব্য অপহরণ করবেন না । অল্প হলেও অপ্রিয় বাক্য বলবেন না । তেমনি প্রিয় অথচ মিথ্যাও বলবেন না । অপরের দোষকীর্তনও করবেন না। ৩১ ।

---

২৭। (ক) ভূমিপ— *বিষ্ণুপুরাণে,* পার্থিব ।
(খ) মৃদশ্চৈতাঃ — *বিষ্ণুপুরাণে,* মৃদো হ্যেতাঃ ।
(গ) শৌচসাধনম্ — *বিষ্ণুপুরাণে.* শৌচকর্মণি ।

নান্যশ্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ।। ৩২ ।।

বিদ্বিষ্ট-পতিতোন্মত্ত-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ ।
বন্ধকী-বন্ধকী-ভর্তৃ-ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ।। ৩৩ ।।

তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ ।। ৩৪ ।।

নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগ-মগ্নে নরেশ্বর ।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ।। ৩৫ ।।

ন কুর্য্যাদ্দন্ত-সংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্ ।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌ চ বর্জ্জয়েৎ ।। ৩৬ ।।

নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ ।
নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ।। ৩৭ ।।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, (সদাচারী মানব) কখনো অন্যের সমৃদ্ধির প্রতি তথা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণে রুচি প্রদর্শন করবেন না । দোষযুক্ত যানে আরোহণ ও কূলস্থিত আশ্রয়াবলম্বনও তিনি করবেন না ।৩২ ।

যে ব্যক্তি দ্বেষকারী, যে পতিত বা উন্মত্ত, যে ব্যক্তি প্রভূত-শত্রুতাবশতঃ কীটবৎ অত্যন্ত পীড়াকর, যে বেশ্যা বা বেশ্যাপতি, যে ক্ষুদ্রচেতা ও মিথ্যাবাদী, যে অধিক ব্যয়শীল, যে অপরের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি শঠ — এদের সাথে পণ্ডিতজন কখনোই বন্ধুত্ব করবেন না এবং একটিমাত্র পথকে আশ্রয় করে গমনাগমন করবেন না ।৩৩ - ৩৪ ।

হে রাজন্, যে জলাশয় তরঙ্গসঙ্কুল অথবা যাতে জলবেগ লুপ্ত — এমন জায়গায় স্নান করবেন না । প্রদীপ্ত গৃহে প্রবেশ যেমন করবেন না তেমনি গাছের আগায়ও চড়বেন না ।৩৫ ।

দাঁতে দাঁত তিনি ঘষটাবেন না, নাকে ঘোৎকারও দেবেন না, মুখ না-ঢেকে হাই তুলবেন না এবং প্রবল শ্বাস ও কাশি (যথাসম্ভব) বর্জন করবেন ।৩৬ ।

তিনি উচ্চহাস্য এবং শব্দসহকারে বায়ুত্যাগ করবেন না । নখসমূহ খোঁটা, ঘাস ছেঁড়া এবং মাটিতে কিছু লেখা — এগুলোও তিনি করবেন না ।৩৭ ।

---

৩২। পুরুষেশ্বর — *বিষ্ণুপুরাণে,* পুরুষর্ষভ ।

ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ ।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ।। ৩৮ ।।

নগ্নাং পরস্ত্রিয়ঞ্চৈব সূর্যঞ্চাস্তমনোদয়ে ।
ন হুংকুর্য্যাচ্ছবঞ্চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ।। ৩৯ ।।

চতুষ্পথান্ চৈত্যতরূন্ শ্মশানোপবনানি চ ।
দুষ্ট-স্ত্রী-সন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা ।। ৪০ ।।

পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্ বুধঃ ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যগৃহে বসেৎ ।। ৪১ ।।

কেশাস্থি-কন্টকামেধ্য-বহ্নি-ভস্ম-তুষাংস্তথা ।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।। ৪২ ।।

নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিৎ ন জিহ্মান্ রোচয়েদ্বুধঃ ।
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ ।। ৪৩ ।।

হে প্রভো, তিনি দাড়ি কামড়াবেন না, লোষ্ট্রমর্দনও করবেন না । যিনি অমেধ্য অর্থাৎ ব্রত গ্রহণ করেন নি, তাঁর পক্ষে যজ্ঞাগ্নিসমূহ ও ব্রাহ্মণপ্রভৃতিকে দেখা ঠিক নয় । ৩৮ ।

নগ্ন পরস্ত্রীকে এবং অস্তগমন শুরু হলে সূর্যকে দেখবেন না । শব ও শবগন্ধকে তিনি ঘৃণা করবেন না, কারণ শবগন্ধ সোমজ* । ৩৯ ।

চতুষ্প [illegible]মূহ, চৈত্যস্থিত তরুরাজি, শ্মশানসংলগ্ন উপবনসমূহ ও দুষ্টা স্ত্রী — এদের সঙ্গ রাত্রি[illegible] তিনি সর্বদা বর্জন [illegible] ৪০ ।

পূজার্হ [illegible] পতাকা ও অগ্নির [illegible] বিচক্ষণ ব্যক্তি এদের অতিক্রম করে যাবেন না । একাকী শূন্য বনে যাবেন না বা শূন্যগৃহে বাস করবেন না । কেশ, অস্থি কন্টক, অযজ্ঞীয় অগ্নি, ভস্ম, তুষ এবং স্নানসিক্ত ধরণী — (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) এগুলো দূর থেকেই বর্জন করবেন । ৪২ ।

পণ্ডিতজন অনার্যব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবেন না । কোনো কুটিল ব্যক্তিদেরও প্রশ্রয় দেবেন না । সাপের নিকটে গমন ও উত্থিত হবার পরে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান - এগুলো (তিনি) করবেন না । ৪৩ ।

---

৩৯ । অস্তমনোদয়ে — *বিষ্ণুপুরাণে* অস্তময়োদয়ে । সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, সূর্যগ্রহণ শুরু হলে ।

* *বিষ্ণুপুরাণের* [illegible] 'আত্মপ্রকাশ' [illegible] ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব অগ্নীষোমাত্মক । তাই, অগ্নির অং[illegible] উত্তাপ, তা প্রাণবায়ুকে [illegible] নিয়ে মৃতব্যক্তির শরীর থেকে নির্গত হলে পরে সেখানে অবশিষ্ট দেহ অর্থাৎ শবের যে গন্ধ, তা সোমজ ।

৪১ অতিক্রমেৎ এব

৪৩ । উপসর্পেত — এ দু'স্থলে শুদ্ধরূপ হবে, যথাক্রমে, অতিক্রামেৎ এবং উপসর্পেৎ । *বিষ্ণুপুরাণের* উপর্যুক্ত [illegible] দুটো আর্য প্রয়োগ ।

অতীবজাগরঃ স্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ।। ৪৪ ।।

দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরো বাতাতপৌ তথা ।। ৪৫ ।।

ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।। ৪৬ ।।

হোম-দেবার্চ্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা ।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ।। ৪৭ ।।

নাসমঞ্জসশীলৈস্তু সহাসীত কদাচন ।
সদ্বৃত্ত-সন্নিকর্ষো হি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে ।। ৪৮ ।।

বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ ।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে ।। ৪৯ ।।

হে রাজন্, প্রাজ্ঞব্যক্তি খুবই সাবধান হয়ে ঘুমোবেন এবং স্নান ও আসনগ্রহণ করবেন । তিনি (দীর্ঘক্ষণ) শয্যাগ্রহণ ও অধিক শ্রম করবেন না । ৪৪ ।

হে রাজেন্দ্র, প্রাজ্ঞব্যক্তি দূর থেকেই দংষ্ট্রা-ও শৃঙ্গযুক্ত প্রাণীদের বর্জন করে চলবেন । তিনি হিম, সম্মুখাগত ঝঞ্ঝা এবং সূর্যাতপকেও পরিহার করবেন । ৪৫ ।

তিনি নগ্ন অবস্থায় স্নান, শয়ন অথবা কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না । এমন কি, কাছা-খোলা অবস্থায় আচমন ও দেবার্চন করবেন না । ৪৬ ।

হোম ও দেবার্চনপ্রভৃতি কর্মের সময়ে, আচমনকালে এবং দ্বিজকর্তৃক অনুদিষ্ট হয়ে জপ করার সময়ে তিনি একবস্ত্র হয়ে প্রবৃত্ত হবেন না । ৪৭ ।

যারা অসচ্চরিত্র তাদের সাথে কখনো অবস্থান করবেন না । সচ্চরিত্র ব্যক্তির সঙ্গে ক্ষণার্ধকালের নৈকট্যও প্রশংসিত হয় । ৪৮ ।

হে রাজন্, উত্তম এবং অধম — এদের কারো সঙ্গেই বিজ্ঞব্যক্তি কখনো বিরোধে অবতীর্ণ হবেন না । কারণ, বিবাদ ও বিবাহ — এ দুটো সমানচরিত্রের লোকের সাথেই করা উচিত । ৪৯ ।

---

৪৪ । অতীবজাগরঃ স্বপ্নে — *বিষ্ণুপুরাণে,* অতীবজাগরস্বপ্নে । কিন্তু স্বপ্নশব্দটি ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় না বলে মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠই অবলম্বনীয় ।

৪৬ । স্বপেৎ — শুদ্ধরূপ হবে স্বপ্যাৎ । তাই, *বিষ্ণুপুরাণ*-ভাষ্যে এ প্রয়োগটিকে আর্য বলা হয়েছে ।

৪৭ । দ্বিজবাচনিকে — *বিষ্ণুপুরাণে,* পুণ্যাহবাচনে ।

৪৯ । (ক) অবরৈঃ — *বিষ্ণুপুরাণে,* অধমৈঃ ।

(খ) বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈঃ — *বিষ্ণুপুরাণে,* বিবাহশ্চ বিবাদশ্চ তুল্যশীলৈঃ ।

নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ ।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢ়ব্যা বৈরেণার্থাগমং ত্যজেৎ ।। ৫০ ।।

স্নাতো নাঙ্গানি নির্ম্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা ।
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ ।। ৫১ ।।

পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ ।
বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ ।। ৫২ ।।

অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগার-চতুষ্পথান্ ।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ।। ৫৩ ।।

সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখম্ ।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিণ্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ।। ৫৪ ।।

তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎ তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ ।
শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ।। ৫৫ ।।

প্রাজ্ঞব্যক্তি কলহ্ আরম্ভ করবেন না । এমন কি, শুধু শত্রুতার জন্যেই শত্রুতা ঘটানো থেকেও বিরত থাকবেন । যদি অল্পমাত্র হানি দেখা দেয়, তাও সহ্য করা উচিত এবং শত্রুতার দ্বারা অর্থাগমকে তিনি বর্জন করবেন । ৫০ ।

স্নান করার পর তিনি স্নানের কাপড় অথবা হাত দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জন করবেন না । কেশসমূহও ঝাড়বেন না এবং দণ্ডায়মান হয়ে আচমন করবেন না । ৫১ ।

পা-কে পা দিয়ে ঘষবেন না । পূজ্যব্যক্তির সামনে পাদপ্রসারণ করবেন না । বিনয়যুক্ত ব্যক্তি গুরুর সামনে বীরাসনে বসবেন না । ৫২ ।

যেসব দেবালয় ও চতুষ্পথ মঙ্গলময় ও পূজার্হ — এগুলোকে বামদিকে রেখে প্রদক্ষিণ করবেন না । আর, যেসব স্থান এর বিপরীত অর্থাৎ অমঙ্গলজনক; এগুলোকে ডানদিকে রেখে পরিক্রমা করবেন না । ৫৩ ।

চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, জল ও বায়ু — এঁদের এবং পূজ্যদের সামনে পণ্ডিতব্যক্তি কখনোই থুথু-মল-মূত্রত্যাগ করবেন না । ৫৪ ।

দাঁড়ানো অবস্থায় মূত্রত্যাগ করবেন না; কিম্বা পথে মূত্রত্যাগ করে অবলিপ্ত করবেন না । আর, শ্লেষ্মা, মল, মূত্র ও রক্ত — এগুলো কখনো মাড়াবেন না । ৫৫ ।

---

৫০ । ন কারয়েৎ — *বিষ্ণুপুরাণে,* চ বর্জয়েৎ ।

৫২ । আক্রমেৎ এবং ত্যজেত — এ দু'স্থলে শুদ্ধরূপ হবে যথাক্রমে, আক্রামেৎ এবং ত্যজেৎ । *বিষ্ণুপুরাণের* ভাষ্যে এ দুটো প্রয়োগকে আর্ষ বলা হয়েছে ।

শ্লেষ্মসিংহানকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে ।
বলি-মঙ্গল-জপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ।। ৫৬ ।।

যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ বুধঃ ।
ন চৈবের্ষুর্ভবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ।। ৫৭ ।।

মাঙ্গল্য-পুষ্প-রত্নাজ্য- পূজ্যাননভিবাদ্য চ ।
ন নিষ্ক্রামেদ্ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নৃপ ।। ৫৮ ।।

চতুষ্পথান্ নমস্কুর্য্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ ।
দীনানভ্যুদ্ধরেৎ সাধূন্ উপাসীত বহুশ্রুতান্ ।। ৫৯ ।।

দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিণ্ডোদকপ্রদঃ ।
সৎকর্ত্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ।। ৬০ ।।

হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাত্মা যোঽভিভাষতে ।
স যাতি লোকানাহ্লাদহেতুভূতান্ নৃপাক্ষয়ান্ ।। ৬১ ।।

ভোজনকালে শ্লেষ্মা অথবা নাসামল ত্যাগ করা প্রশস্ত নয় । এমন কি, বলি, মঙ্গলকর্ম ও জপযোগ্য কার্য্যাদির সময়ে, হোমবেলায় এবং মহাজনসমীপে এগুলো করা ঠিক নয় । ৫৬ ।

প্রাজ্ঞব্যক্তি স্ত্রীলোককে অবহেলা করবেন না । কিন্তু তাদের বিশ্বাসও করবেন না । (তিনি) তাদের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হবেন না; এমন কি, তাদের (অন্তঃপুরের) অধিকারও তিনি গ্রহণ করবেন না । ৫৭ ।

হে রাজন্, সদাচাররত প্রাজ্ঞব্যক্তি মাঙ্গলিক পুষ্প, রত্ন, আজ্য ও পূজনীয়দের অভিবাদন না করে ঘর থেকে বেরোবেন না । ৫৮ ।

তিনি চতুষ্পথে নমস্কার করবেন; যথাকালে হোমসম্পাদন করবেন; দীন অথচ সাধু ব্যক্তিদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং বহুদর্শী পণ্ডিতব্যক্তিদের সম্মান জানাবেন । ৫৯ ।

যিনি দেবর্ষিদের পূজক, যিনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-ও জলদান করেন এবং অতিথিদের সৎকার করেন, তিনি (মৃত্যুর পর) উত্তমলোকে গমন করবেন । ৬০ ।

আত্মবল যাঁর বশীভূত, যিনি হিতকর এবং অল্প অথচ প্রিয়বাক্য যথাকালে ভাষণ করেন, তিনি আনন্দময় অক্ষয়লোকে গমন করেন । ৬১ ।

ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাযুক্ত আস্তিকো বিনয়ান্বিতঃ ।
বিদ্যাভিজনবৃদ্ধানাং যাতি লোকাননুত্তমান্ ।। ৬২।।

অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বাশৌচকাদিষু ।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ।। ৬৩।।

শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী ।
ভীতাশ্বাসনকৃৎ সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ।। ৬৪।।

বর্ষাতপাদিকে চ্ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ।। ৬৫ ।।

নোর্দ্ধ্বং ন তির্য্যগ্দূরং বা নিরীক্ষন্ পর্যটেদ্ বুধঃ ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্ ।। ৬৬ ।।

দোষহেতূনশেষাংস্তু বশ্যাত্মা যো নিরস্যতি ।
তস্য ধর্ম্মার্থকামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে ।। ৬৭ ।।

ধীমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাযুক্ত, আস্তিক ও বিনয়ী ব্যক্তি, বিদ্যা-ওআভিজাত্যসম্পন্ন জ্ঞানিব্যক্তিদের উপযুক্ত উত্তমলোকে গমন করেন ।৬২ ।

অকালে মেঘগর্জনপ্রভৃতি হলে,* পর্বকালে (অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়), অশৌচপ্রভৃতির কালে এবং গ্রহণ ইত্যাদির সময়ে বিদ্বান্ ব্যক্তি অধ্যয়ন বন্ধ রাখবেন ।৬৩ ।

যিনি ক্রুদ্ধব্যক্তিদের শান্ত করেন, যিনি সবার বন্ধু, যিনি অসূয়াশূন্য এবং ভীত ব্যক্তিদের আশ্বাসপ্রদান করেন, সেরূপ সাধুচরিত্রব্যক্তির জন্য স্বর্গলাভ (অতিতুচ্ছ) অল্প ফলমাত্র ! ৬৪ ।

শরীরের সুরক্ষাভিলাষী ব্যক্তি অবশ্যই বর্ষা ও আতপপ্রভৃতিতে ছাতা, রাত্রিভ্রমণস্থলসমূহে দণ্ড নিয়ে এবং সবসময় জুতো-পায়ে গমন করবেন ।৬৫ ।

পর্যটনকালে প্রাজ্ঞব্যক্তি ঊর্ধ্বদিকে, বাঁকাভাবে বা অতিদূরে দৃষ্টিপাত করবেন না।(তিনি) চারহাতমাত্র দূরের ভূপৃষ্ঠকে অবলোকন করে পর্যটন করবেন ।৬৬ ।

আত্মবল যাঁর বশীভূত, এমন ব্যক্তি যদি তাঁর অশেষ অর্থাৎ উক্ত ও অনুক্ত দোষস্থল দূরীভূত করেন, তবে তাঁর ধর্ম, অর্থ ও কামের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না ।৬৭ ।

---

* *বিষ্ণুপুরাণের* (কালীপদ তর্কাচার্যকৃত) টীকায় বলা হয়েছে যে, অকালে অর্থাৎ মাঘমাসে মেঘগর্জন হলে মাঘাদি চারমাস অধ্যয়ন বর্জন করার নিয়ম রয়েছে, — 'মাঘাদি চতুরো মাসান্ গর্জমাত্রে বিবর্জয়েৎ ।
৬৬। নিরীক্ষন্ — এর শুদ্ধরূপ হবে, নিরীক্ষমাণঃ । *বিষ্ণুপুরাণের* ভাষ্যে এটি আর্ষ প্রয়োগ হিসেবে গণ্য ।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ।। ৬৮ ।।

যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে ।
সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃতা মহী ।। ৬৯ ।।

তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্ ।
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ।। ৭০ ।।

প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ।। ৭১ ।।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ।। ৭২ ।।

শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ সেতুঃ সদাচারাদিবর্ণনম্ ।
অনুষ্ঠান-প্রচারাভ্যামভবজ্জনরঞ্জনঃ ।। ৭৩ ।।

কালেঽজনি সুতো রাজ্ঞ আরদ্বান্নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
রুচিরঃ সুমনা শান্তঃ পিত্রোরাজ্ঞাবহঃ শুচিঃ ।। ৭৪ ।।

পাপীর প্রতি যিনি নিষ্পাপ, যিনি কঠোরভাষীকেও প্রিয়বাক্য বলেন এবং যাঁর অন্তঃকরণ মৈত্রীভাবনায় দ্রবীভূত, তাঁর জন্য মুক্তি নিজকরতলগতবৎ সুলভ ।৬৮ ।

যেসব বীতরাগপুরুষ কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত নন এবং যাঁরা সদাচারী, তাঁদের মহিমার দ্বারাই সমগ্র পৃথিবী উত্তম্ভিত অর্থাৎ আলম্বনযুক্ত হয় ।৬৯ ।

অতএব প্রাজ্ঞব্যক্তি সত্য বলবেন, এমন সত্য যা পরের প্রীতিকর । সত্যভাষণ যদি কখনো পরদুঃখদায়ক হয়, তখন তিনি মৌনীই থাকবেন ।৭০ ।

যদি (কোথাও) অত্যন্ত অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্য শ্রেয়োবিধান করবে বলে পরিগণিত হয়, তবুও সেখানে তিনি 'এই বাক্য মোটেও নয় প্রিয়, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর' — এরূপ মনে করে তা (আর) বলবেন না ।৭১ ।

যা ইহলোক ও পরলোকে প্রাণীদের পক্ষে উপকারী, মতিমান ব্যক্তি কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা তাই-ই অবলম্বন করবেন ।৭২ ।

সেতু গুরুর মুখনিঃসৃত সদাচারাদির উপদেশ শোনার পর সদাচারপ্রভব অনুষ্ঠানসমূহের সম্পাদন ও তাদের প্রচার করে জনরঞ্জক হয়েছিলেন ।৭৩ ।

যথাকালে, রাজা সেতুর আনন্দের বৃদ্ধিকারী পুত্র আরদ্বান জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সুদর্শন, উন্নতমনা, শান্ত, পবিত্র ও পিতামাতার আজ্ঞাবহ ছিলেন ।৭৪ ।

৭২। যদেবেহ — *বিষ্ণুপুরাণে, যথৈবেহ* ।

৭৪। এ শ্লোকের পরে মূলগ্রন্থের ৭৫-৭৬ শ্লোকদ্বয়ের পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে নীচের তিনটি শ্লোক দেখা যায় —

বৃদ্ধে সেতৌ গতে স্বর্গং ভুক্তেহ সুখসম্পদম্ ।
পিত্র্যং সিংহাসনং লেভে আরদ্বান্ ধার্মিকঃ সুধীঃ ।। ৭৫ ।।

অধিকৃত্য ততো রাজ্যং স প্রজাবল্লভো নৃপঃ ।
পালয়ামাস পৃথিবীং নিঃসপত্নো নিরাময়ঃ ।। ৭৬ ।।

তস্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ সুস্থাশ্চ সংশিতব্রতাঃ ।
অদীনাঃ সৎক্রিয়াঃ শান্তাঃ শুদ্ধা বৃদ্ধানুগাস্তথা ।। ৭৭ ।।

অশ্বমেধেন সোঽযষ্ট তথান্যৈরধ্বরৈরপি ।
দেবান্ পিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তর্পয়ামাস ভূপতে ।। ৭৮ ।।

উদপাদি ততো রাজ্ঞঃ পুত্রো গান্ধারনামকঃ ।
ববৃধে হ্লাদয়ন্ পৌরানোষধীশ ইবাপরঃ ।। ৭৯ ।।

সেতু বৃদ্ধ হয়েছিলেন; ইহলোকের সুখসম্পদ ভোগ করার পর তিনি স্বর্গে গেলেন । তদনন্তর, সুপ্রাজ্ঞ ও ধার্মিক আরদ্বান পিতার সিংহাসন লাভ করলেন । ৭৫ ।

প্রজানুরঞ্জন সেই নৃপতি রাজ্যলাভ করে এবং শত্রুহীন ও রোগহীন থেকে পৃথিবী-পালন করেছিলেন । ৭৬ ।

তাঁর প্রজাগণ সবাই সুস্থ ও ব্রতপরায়ণ, ধনবান ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন, শান্তশুদ্ধস্বভাব ও বৃদ্ধসেবী ছিলেন । ৭৭ ।

হে রাজন্, তিনি অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞের দ্বারা যাগকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন । তিনি দেব-, পিতৃ-ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিবিধান করেছিলেন । ৭৮ ।

রাজার গান্ধার নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ওষধিপতি দ্বিতীয় চন্দ্রের মতই পুরবাসীদের আনন্দিত করে (ক্রমশঃ) বড়ো হয়েছিলেন । ৭৯ ।

---

রাজ্ঞা প্রবয়সা তেন ভুঞ্জতা ভূরিসম্পদঃ ।
দ্যৌরাপাদি মহাভাগ দেবভোগমভীপ্সুনা ।। ক ।।
আরদ্বান্ কীর্ত্তিমান্ দান্তো ধীমান্ বীর্য্যবতাম্বরঃ ।
শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞো নীতিমান্ ধার্মিকঃ কৃতী ।। খ ।।
আদায় রাজ্যং তাতস্য প্রজানামতিবৎসলঃ ।
নিঃসপত্নামমেয়াত্মা ন্যায়েনাশাদ্বসুন্ধরাম্ ।। গ ।।

৭৭ । (ক) সুস্থাশ্চ — পাণ্ডুলিপিতে, শালীনাঃ ।
(খ) বৃদ্ধানুগাস্তথা — পাণ্ডুলিপিতে, বৃদ্ধানুযায়িনঃ ।

৭৮ । (ক) পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি পুরোটি এপ্রকার — অহং যাতি প্রবৃদ্ধাভ্যাং প্রোৎসাহিতো মহামতিঃ । (খ) এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি অধিক দেখা যায় —
বসূনি বসুধানাথো যানি সোঽধুগ্ধসুন্ধরাম্ ।
তেষাং প্রত্যব্দমর্দ্ধাংশ্চ ব্যতারীদ্ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে ।।

৭৯ । ততো রাজ্ঞঃ পুত্রো গান্ধারনামকঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সুতো রাজ্ঞো গান্ধারঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

তং বিদিত্বা প্রজানাথঃ প্রজানামবনক্ষমম্ ।
প্রদায় রাজ্যমস্মৈ স জগাম তপসে বনম্ ।। ৮০ ।।

ভার্য্যাং পুত্রেষু নিক্ষিপ্য গত্বা সিদ্ধাশ্রমং নৃপঃ ।
পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ ।। ৮১ ।।

উবাস পর্ণশালায়াং মুনিবৃত্তিং সমাশ্রিতঃ ।
অজিনত্বক্‌কুশৈঃ কৃত্বা পরিধানোত্তরীয়কে ।। ৮২ ।।

স্বারাজ্যোপমরাজ্যসম্পদমিমামাসাদ্য সেতোঃ সুত
আরদ্বান্ নৃপতির্যথোচিতসুখং সংভুজ্য বৈরাগ্যভাক্ ।
বৈধক্লেশসহিষ্ণুরেষ বয়সঃ শেষে সমস্তং ত্যজন্
গত্বা পুণ্যবনং সমাধিনিরতো যোগেন কায়ং জহৌ ।। ৮৩ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে বভ্রুসেত্বারদ্বতাং বৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ।

পুত্রকে প্রজারক্ষণকার্যে সমর্থ দেখে প্রজানাথ (আরদ্বান) তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যা করার জন্য বনগমন করেন । ৮০ ।

ভার্যাকে পুত্রদের কাছে রেখে রাজা সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন । পত্রফলমূলাদি তাঁর আহার ছিল । তিনি জটা, দাড়ি ও চুল ধারণ করেছিলেন । ৮১ ।

তিনি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে পর্ণকুটিরে বাস করতেন এবং মৃগচর্ম, অন্যবিধ চর্ম ও কুশের দ্বারা নির্মিত পরিধান ও গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করতেন । ৮২ ।

সেতুর পুত্র আরদ্বান রাজা হয়ে স্বর্গোপম এই রাজ্যসম্পদ লাভ করেন এবং রাজোচিত সুখভোগ করার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করেন । তিনি অনিন্দিত ক্লেশ সহন করতে পটু ছিলেন এবং জীবনের শেষদিকে সবকিছু ত্যাগ করে পুণ্যবনে গমন করেন । সেখানে তিনি সমাধিতে নিরত হয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করেন ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে বভ্রু, সেতু ও আরদ্বানের বৃত্তান্তবর্ণন নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

---

৮০ । (ক) অবনক্ষমম্ — পাণ্ডুলিপিতে, অবনে ক্ষমম্ ।
(খ) প্রদায় রাজ্যমস্মৈ — পাণ্ডুলিপিতে, ঐশ্বর্যমস্মিন্ সংন্যস্য ।

৮১ । সিদ্ধাশ্রমম্ — পাণ্ডুলিপিতে, সিদ্ধবনম্ ।

৮২ । (ক) অজিনত্বক্‌কুশৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, চর্ম্মকাশকুশৈঃ । (খ) এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে সপ্তম সর্গের অন্তিমশ্লোক এপ্রকার — চিরমেব তপস্তপ্ত্বা বানপ্রস্থং সমাচরন্ ।
মানবীমজহান্মূর্ত্তিং প্রতস্থে চ সুরালয়ম্ ।।

## অষ্টমঃ সর্গঃ

পিতুঃ সিংহাসনং লব্ধ্বা মহর্ষীণাং নিদেশতঃ ।
অগ্নেরুপাসনাঞ্চক্রে ত্রিবেগনগরে নৃপঃ ।। ১ ।।

আবির্ব্বভূব ভগবান্ হবির্ভুক বিশ্বপাবনঃ ।
প্রসন্নবদনো দেবো দিৎসুর্ব্বরমনুত্তমম্ ।। ২ ।।

গান্ধারস্তং প্রণম্যাহ ভক্ত্যা গদ্‌গদয়া গিরা ।
ধনুর্ব্বিদ্যামহং যাচে নান্যবরং প্রভো ।। ৩ ।।

সমর্পিতা বশিষ্ঠায় ভবতা পূর্ব্বমেব যা ।
দেহি তাং করুণাসিন্ধো কৃপয়া ক্ষত্রবন্ধবে ।। ৪ ।।

বৈশ্বানরস্ততঃ প্রাহ শ্রূয়তাং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
কথয়ামি ধনুর্ব্বেদং ভবজ্জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্ ।। ৫ ।।

পিতার সিংহাসন লাভ করে রাজা গান্ধার মহর্ষিগণের নির্দেশ অনুসারে ত্রিবেগনগরে অগ্নির উপাসনায় রত হলেন ।১ ।

ভগবান বিশ্বপাবন হবির্ভুক (অগ্নিদেব) উত্তম বরদান করার জন্য অভিলাষী হয়ে প্রসন্নবদনে সেখানে আবির্ভূত হলেন ।২ ।

গান্ধার তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে গদ্‌গদ স্বরে বললেন— প্রভো, আমি ধনুর্বিদ্যা (বরহিসেবে) প্রার্থনা করি, অন্য কোনো বর আমি চাই না । হে করুণাসাগর, যে বিদ্যা আপনি পূর্বকালে বশিষ্ঠকে সমর্পণ করেছিলেন, সেই বিদ্যাই আমাকে, এই অধম ক্ষত্রিয়কে কৃপাপূর্বক দান করুন ।৩ - ৪ ।

অতঃপর অগ্নিদেব বললেন*— ভক্তিভরে তাহলে আমার কথা শোন ।তোমার জ্ঞান যাতে প্রসারিত হয় সেজন্য তোমাকে ধনুর্বেদ উপদেশ করছি ।৫ ।

---

* *অগ্নিপুরাণের* ২৪৮-২৫১ সংখ্যাক অধ্যায়গুলোতে অগ্নিদেবতা বশিষ্ঠমুনিকে ধনুর্বেদবিষয়ে যেসব উপদেশ করেছিলেন, তার সবটা বক্ষ্যমাণ ৬-১০৬ সংখ্যাক শ্লোকসমূহে একটি পাঠান্তরসহিষ্ণু আদলে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে ।

চতুষ্পাদং ধনুর্ব্বেদং বক্ষ্যে পঞ্চবিধং দ্বিজ ।
রথনাগাশ্বপত্তীনাং যোধাংশ্চাশ্রিত্য কীর্ত্তিতম্ ।। ৬ ।।

যন্ত্রমুক্তং পাণিমুক্তং মুক্তসন্ধারিতং তথা ।
অমুক্তং বাহুযুদ্ধঞ্চ পঞ্চধা তৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ।। ৭ ।।

তত্র শস্ত্রাস্ত্র-সম্পত্ত্যা দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
ঋজু-মায়াবিভেদেন ভূয়ো দ্বিবিধমুচ্যতে ।। ৮ ।।

ক্ষেপণী-চাপযন্ত্রাদ্যৈর্যন্ত্রমুক্তং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
শিলা-তোমরযন্ত্রাদ্যং পাণিমুক্তং প্রকীর্ত্তিতম্ ।। ৯ ।।

মুক্ত-সন্ধারিতং জ্ঞেয়ং প্রাসাদ্যমপি যদ্ভবেৎ ।
খড়্গাদিকমমুক্তঞ্চ নিযুদ্ধং বিগতায়ুধম্ ।। ১০ ।।

কুর্য্যাদ্ যোগ্যানি পাত্রাণি যোদ্ধুমিচ্ছুর্জিতশ্রমঃ ।
ধনুঃশ্রেষ্ঠানি যুদ্ধানি প্রাস-মধ্যানি তানি চ ।। ১১ ।।

হে দ্বিজ*, যে ধনুর্বেদ রথারোহী, হস্তিস্থিত, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদের অবলম্বন করে চার পাদে বিভক্ত বলে প্রকীর্তিত, সে বিদ্যা (পুনরায়) পাঁচভাগে বিভক্ত হয়েছে। আমি তা বলছি । ৬ ।

যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তসন্ধারিত, অমুক্ত ও বাহুযুদ্ধ — এ পাঁচভাবে তা বিভক্ত বলে প্রকীর্তিত রয়েছে । ৭ ।

আবার, এ বিদ্যা শস্ত্র (কর্তনকারী) ও অস্ত্র (নিক্ষেপকারী) – এ দুই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দ্বিবিধ বলে নির্ণীত হয় । পুনরায়, ঋজু ও মায়াবী — এ দুই ভেদ অনুসারেও তা দু'প্রকার বলে কথিত । ৮ ।

ক্ষেপণী ও চাপযন্ত্রপ্রভৃতির দ্বারা 'যন্ত্রমুক্ত' প্রকারটি আত্মলাভ করে । আর, শিলা ও তোমরযন্ত্রপ্রভৃতি 'পাণিমুক্ত' প্রকারের অন্তর্গত । ৯ ।

প্রাসপ্রভৃতি ও এমন আরো আরো যা রয়েছে, সেসব 'মুক্তসন্ধারিত' বলে খ্যাত । খড়্গপ্রভৃতি 'অমুক্ত' প্রকারের এবং বিগতায়ুধ ব্যক্তির যুদ্ধ 'নিযুদ্ধ' (বাহুযুদ্ধ) প্রকারের অন্তর্গত । ১০ ।

---

৬। বক্ষ্যে— *অগ্নিপুরাণে*, বদে ।

* *অগ্নিপুরাণে* বশিষ্ঠ বহুবার অগ্নিকর্তৃক দ্বিজ বলে সম্বোধিত হয়েছিলেন বটে; কিন্তু, রাজা গান্ধার এখানে নৃপ, রাজন্, দ্বিজ ইত্যাদি নানা সম্বোধনের দ্বারা অগ্নিকর্তৃক অভিহিত হয়েছেন ।

তানি খড়্গজঘন্যানি বাহুপ্রত্যবরাণি চ ।
ধনুর্বেদে গুরুর্বিপ্রঃ প্রোক্তো বর্ণদ্বয়স্য চ ।। ১২ ।।

যুদ্ধাধিকারঃ শূদ্রস্য স্বয়ং ব্যাপদি শিক্ষয়া ।
দেশস্থৈঃ সঙ্করৈ রাজ্ঞঃ কার্য্যা যুদ্ধে সহায়তা ।। ১৩ ।।

অঙ্গুষ্ঠ-গুল্ফ-পাণ্যঙ্ঘ্র্যঃ শ্লিষ্টা স্যুঃ সহিতা যদি ।
দৃষ্টং সমপদং স্থানমেতল্লক্ষণতস্তথা ।। ১৪ ।।

বাহ্যাঙ্গুলিস্থিতৌ পাদৌ স্তব্ধজানুবলাবুভৌ ।
ত্রিবিতস্ত্যন্তরাস্থানমেতদ্বৈশাখমুচ্যতে ।। ১৫ ।।

হংসপঙ্ক্ত্যাকৃতিসমে দৃশ্যেতে যত্র জানুনী ।
চতুর্ব্বিতস্তিবিচ্ছিন্নে তদেতন্মণ্ডলং স্মৃতম্ ।। ১৬ ।।

হলাকৃতিময়ং যচ্চ স্তব্ধ জানূরুদক্ষিণম্ ।
বিতস্ত্যঃ পঞ্চ বিস্তারে তদালীঢ়ং প্রকীর্ত্তিতম্ ।। ১৭ ।।

যুদ্ধাভিলাষী কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি যোগ্য ও রক্ষণসমর্থ যোদ্ধৃগণকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্যুদ্ধ, মধ্যম প্রাসযুদ্ধ, অধম খড়্গযুদ্ধ ও সর্বাধম বাহুযুদ্ধের ব্যবস্থা পাকা করবেন । ধনুর্বেদে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় – এই দুই বর্ণের জন্য ব্রাহ্মণগুরুর কথা বলা হয়েছে । ১১-১২ ।

বিপৎকালে স্বয়ংশিক্ষিত (যুদ্ধপটু) শূদ্রের যুদ্ধাধিকার স্বীকৃত রয়েছে । আর, দেশস্থিত সঙ্করবর্ণের লোকেদের উচিত রাজাকে যুদ্ধে সহায়তা করা । ১৩ ।

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ (পায়ের ঘণ্টা), হাত ও পা -- এগুলো যদি একে অপরের সঙ্গে (শরীরের দুদিক থেকে এসে যথাযথ স্থানে) ঘনসংবদ্ধ অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী এই ভঙ্গীকে 'সমপদ' বলা হয় । ১৪ ।

যদি পায়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগে পদদ্বয় হয় স্থিত ও সোজা দুটি হাঁটুর শক্তি হয় সংহত এবং দুপায়ের মাঝে যদি তিন বিঘত ফাঁক থাকে, তবে এই ভঙ্গীকে 'বৈশাখ' বলা হয় । ১৫ ।

সেই ভঙ্গীকে 'মণ্ডল' বলা হবে, যদি দাঁড়ানো অবস্থায় হাঁটুদুটিকে বাঁকিয়ে হাঁসের ডানার আকৃতিমত করা হয় এবং হাঁটু দুটির মধ্যে ফাঁক যদি চারবিঘতপ্রমাণ হয় । ১৬ ।

যখন ডান উরু ও হাঁটুকে সংহত করে হলদণ্ডের আকৃতিমত অবিচল করা হয় (বাম পা মেলানো অবস্থায় থাকবে) এবং দুই পায়ের মাঝে ফাঁক যদি পাঁচবিঘতপ্রমাণ হয়, তবে সেই ভঙ্গীকে 'আলীঢ়' বলা হয় । ১৭ ।

---

১৪ । সমপদম্ — *অগ্নিপুরাণে,* সমপাদম্ ।

এতদেব বিপর্য্যস্তং প্রত্যালীঢ়মিতি স্মৃতম্ ।
তির্য্যগ্‌ভূতো ভবেদ্বামো দক্ষিণোপি ভবেদৃজুঃ ।। ১৮ ।।

গুল্‌ফৌ পার্ষ্ণিগ্রহৌ চৈব স্থিতৌ পঞ্চাঙ্গুলান্তরৌ ।
স্থানং জাতং ভবেদেতদ্ দ্বাদশাঙ্গুলায়তম্ ।। ১৯ ।।

ঋজুজানুর্ভবেদ্বামো দক্ষিণঃ সুপ্রসারিতঃ ।
অথবা দক্ষিণং জানু কুব্জং ভবতি নিশ্চলম্ ।। ২০ ।।

দণ্ডায়তো ভবেদেষ চরণঃ সহ জানুনা ।
এবং বিকটমুদ্দিষ্টং দ্বিহস্তান্তরমায়তম্ ।। ২১ ।।

জানুনী দ্বিগুণে স্যাতামুত্তানৌ চরণাবুভৌ ।
অনেন বিধিযোগেন সম্পুটং পরিকীর্ত্তিতম্ ।। ২২ ।।

কিঞ্চিদ্বিবর্ত্তিতৌ পাদৌ সমদণ্ডায়তৌ স্থিরৌ ।
দৃষ্টমেব যথান্যায়ং ষোড়শাঙ্গুলমায়তম্ ।। ২৩ ।।

স্বস্তিকেনাত্র কুর্ব্বীত প্রণামং প্রথমং দ্বিজ ।
কার্ম্মুকং গৃহ্য বামেন বাণং দক্ষিণকেন তু ।। ২৪ ।।

এই ভঙ্গীরই বিপরীত গাত্রসংস্থানকে 'প্রত্যালীঢ়' বলা হয় । বাম উরু বাঁকানো ও ডান উরু সোজা অবস্থায় থাকবে । ১৮ ।

'স্থান' নামক ভঙ্গীতে দু'পায়ের গুল্‌ফও পার্ষ্ণিগ্রহ (গোড়ালি)-দ্বয় পরস্পরের থেকে পাঁচ আঙ্গুল দূরে অবস্থিত থাকে এবং সমগ্র অবস্থানটির প্রস্থ বারো-আঙ্গুলপরিমিত হয় । ১৯ ।

'নিশ্চল' নামক ভঙ্গীতে বাম হাঁটু সোজা অবস্থায় ও ডান হাঁটু সুপ্রসারিত থাকবে, অথবা ডান হাঁটু বাঁকানো অবস্থায়ও থাকতে পারে । ২০ ।

সেই ভঙ্গীকে 'বিকট' বলা হবে, যদি হাঁটুসহ ডান পা দণ্ডবৎ প্রসারিত এবং দুই পদপাতের মাঝে দু'হাতপরিমাণ ফাঁক থাকে । ২১ ।

যদি জানুদ্বয় দ্বিগুণ বাঁকানো ও চরণদ্বয় উপরে-উঠানো অবস্থায় থাকে, তবে এভাবে গৃহীত ভঙ্গীকে 'সম্পুট' বলা হয় । ২২ ।

যদি দু'টি পা পূর্ণপ্রসারিত ও স্থির থাকে ও দু'টি পায়ের পাতা থাকে (বাইরের দিকে) কিছুটা বিবর্তিত এবং দু'পায়ের মাঝে যদি বিধিমত ষোল-আঙ্গুল ফাঁক থাকে তবে এই ভঙ্গীকে 'স্বস্তিক' বলা হয় । ২৩ ।

হে দ্বিজ, এই 'স্বস্তিক' ভঙ্গী নিয়ে (শিষ্য) প্রথমে (গুরুকে) প্রণাম করবেন । অতঃপর, বাম হাতে কার্মুক ও ডানহাতে বাণ গ্রহণ করবেন । ২৪ ।

---

২৪ । **দ্বিজ** — পাণ্ডুলিপিতে, নৃপ ।

বৈশাখে যদি বা জাতে স্থিতৌ বাপ্যথবায়তৌ ।
গুণান্তস্তু ততঃ কৃত্বা কার্ম্মুকে প্রিয়কার্ম্মুকঃ ।। ২৫ ।।

অধঃকোটিস্তু ধনুষঃ ফলদেশস্তু পত্রিণঃ ।
ধরণ্যাং স্থাপয়িত্বা তু তোলয়িত্বা তথৈব চ ।। ২৬ ।।

ভুজাভ্যামত্র কুব্জাভ্যাং প্রকোষ্ঠাভ্যাং শুভব্রত ।
তস্য বাণং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং পুঙ্খদেশে চ পত্রিণঃ ।। ২৭ ।।

বিন্যাসো ধনুষশ্চৈব দ্বাদশাঙ্গুলমন্তরম্ ।
জ্যয়া বিশিষ্টঃ কর্ত্তব্যো নাতিহীনো ন চাধিকঃ ।। ২৮ ।।

নিবেশ্য কার্ম্মুকং নাভ্যাং নি ·.: শরসঙ্করম্ ।
উৎক্ষিপেদুত্থিতং হস্তমন্তরেণাক্ষিকর্ণয়োঃ ।। ২৯ ।।

পূর্ব্বেণ মুষ্টিনা গ্রাহ্যঃ স্তনাগ্রে দক্ষিণে শরঃ ।
হরণন্তু ততঃ কৃত্বা শীঘ্রং পূর্ব্বং প্রসারয়েৎ ।। ৩০ ।।

কার্মুকনিষ্ঠ (শিষ্য) বৈশাখ গাছের দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত কার্মুকের দুই প্রান্ত, সোজা বা বাঁকানো যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, (ও দুদিকে) গুণান্ত করবেন অর্থাৎ গুণ অর্পিত করবেন ।২৫ ।

তিনি ধনুর নিম্নাভিমুখী কোটি অর্থাৎ বাঁকানো প্রান্তকে ও বাণের অগ্রভাগকে মাটিতে স্থাপন করে এদের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হবেন ।২৬ ।

হে শুভব্রত, তিনি সংকুচিত ভুজদ্বয় ও প্রকোষ্ঠদুটির সাহায্যে উত্তম ধনু ও বাণের পুঙ্খদেশ সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত হবেন ।২৭ ।

অতঃপর, জ্যাযুক্ত ধনুর বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে, যাতে জ্যা ও চাপের মাঝে ফাঁক বারো-আঙ্গুল-সমান হয়; এর কম অথবা বেশীও নয় ।২৮ ।

তারপর, তিনি কার্মুককে নাভির সমান্তরালে ধরার পরে এবং নিতম্বদেশে তূণকে হেলিয়ে রেখে ধনুসহ বামহাত এমনভাবে উপরে তুলে ধরবেন যে, তা যেন আঁখিকোণ ও কর্ণবিবরের মাঝে সমস্তরে অবস্থান করে ।২৯ ।

অতঃপর, নীচের হস্তমুষ্টি দিয়ে ডান স্তনাগ্রের নিকট বাণগ্রহণ করবেন এবং দ্রুততার সাথে তা ছিলায় বসিয়ে পূর্ণসামর্থ্যমত আকর্ষণ করে প্রসারিত করবেন ।৩০ ।

নাভ্যন্তরা নৈব বাহ্যা নোর্দ্ধ্বকা নাধরা তথা ।
ন চ কুব্জা ন চোত্তানা ন চলা নাতিবেষ্টিতা ।। ৩১ ।।

সমা স্থৈর্য্যগুণোপেতা পূর্ব্বদণ্ডমিব স্থিতা ।
ছাদয়িত্বা ততো লক্ষ্যং পূর্ব্বেণাননেন মুষ্টিনা ।। ৩২ ।।

উরসা তূত্থিতো যন্তা ত্রিকোণ-বিনত-স্থিতঃ ।
স্রস্তাংসে নিশ্চলগ্রীবো ময়ূরাঞ্চিত-মস্তকঃ ।। ৩৩ ।।

ললাট-নাসা-বক্ত্রাংসাঃ কুর্য্যুরশ্বসমং ভবেৎ ।
অন্তরং ত্র্যঙ্গুলং জ্ঞেয়ং চিবুকস্যাংসকস্য চ ।। ৩৪ ।।

প্রথমং ত্র্যঙ্গুলং জ্ঞেয়ং দ্বিতীয়ে দ্ব্যঙ্গুলং স্মৃতম্ ।
তৃতীয়েঽঙ্গুলমুদ্দিষ্টমায়তঞ্চিবুকাংসয়োঃ ।। ৩৫ ।।

গৃহীত্বা সায়কং পুঙ্খাৎ তর্জন্যাঙ্গুষ্ঠকেন তু ।
অনাময়া পুনর্গৃহ্য তথা মধ্যময়াপি চ ।। ৩৬ ।।

তাবদাকর্ষয়েদ্বেগাদ্ যাবদ্বাণঃ সুপূরিতঃ ।
এবম্বিধমুপক্রম্য মোক্তব্যং বিধিবৎ খগম্ ।। ৩৭ ।।

(তিনি এমনভাবে আকর্ষণ করবেন না যাতে) আকৃষ্ট জ্যা বাণকে চাপের অভ্যন্তরে নিয়ে আসে, বা বাণের বেশী অংশ চাপের বাইরে থেকে যায়, বা বাণমুখ ধরা থাকে সোজা উপরের দিকে, নীচে, কুটিলপথে বা উত্তুঙ্গমার্গে; অথবা বাণ হয়ে যায় কম্পিত অথবা শিলীভূত ।৩১ ।

(তিনি এমন ভাবে জ্যা আকর্ষণ করবেন যাতে) বাণ হয় সোজা, স্থির ও পূর্বদণ্ডের (সম্ভবতঃ, যে অগ্রবর্তী দণ্ডান্তরে মন্থনদণ্ড বাঁধা থাকে, তার) মত ।তারপর, তিনি অগ্রস্থিত মুষ্টিদ্বারা লক্ষ্যস্থলকে (নিজদৃষ্টিপাতের সামনে) আবৃত করে দেবেন ।তখন, বুক ফুলিয়ে ত্রিকোণভঙ্গাকারে ধন্বী অবনত কাঁধের সাথে গ্রীবা নিশ্চল করে ময়ূরের ভঙ্গীতে মাথা বাঁকাবেন ।তাঁর ললাট, নাসিকা, মুখ ও কাঁধ এমন ভঙ্গী গ্রহণ করবে, যাতে তাকে ধনুরাশির মত দেখায় ।মনে রাখতে হবে, তার চিবুক ও কাঁধের কোনাচের দূরত্ব যেন তিন-আঙ্গুল-প্রমাণ হয় ।৩২ - ৩৪ ।

প্রথম অবস্থায় চিবুক ও কাঁধের ফাঁক হবে তিন-আঙ্গুল-প্রমাণ ।দ্বিতীয় অবস্থায় দুই-আঙ্গুল ও তৃতীয় দশায় হবে এক-আঙ্গুল ।৩৫ ।

তিনি বাণের পুঙ্খদেশ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণ করবেন ।পুনরায়, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা ধারণ করবেন ।৩৬ ।

অতঃপর, তিনি সবেগে ততটা আকর্ষণ করবেন, যাতে বাণ সুপ্রযুক্ত হতে পারে । এপ্রকারে উপক্রম নিয়ে যথাবিধি বাণমোচন করা উচিত ।৩৭ ।

দৃষ্টিমুষ্টিহতং লক্ষ্যং ভিন্দ্যাদ্বাণেন সুব্রত ।
মুক্ত্বা তু পশ্চিমং হস্তং ক্ষিপেদ্বেগেন পৃষ্ঠতঃ ।। ৩৮ ।।

এতদুচ্ছেদমিচ্ছন্তি জ্ঞাতব্যং হি ত্বয়া দ্বিজ ।
কূর্পরং তদধঃ কার্য্যমাকৃষ্য তু ধনুষ্মতা ।। ৩৯ ।।

উর্দ্ধ্বং বিমুক্তকে কার্য্যে লক্ষ্যশ্লিষ্টন্তু মধ্যমম্ ।
শ্রেষ্ঠং প্রকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং ধনুঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ ।। ৪০ ।।

জ্যেষ্ঠস্তু সায়কো জ্ঞেয়ো ভবেদ্ দ্বাদশমুষ্টয়ঃ ।
একাদশ তথা মধ্যঃ কনীয়ান্ দশমুষ্টয়ঃ ।। ৪১ ।।

চতুর্হস্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্দ্ধন্তু মধ্যমম্ ।
কনীয়স্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তং নিত্যমেব পদাতিনঃ ।
অশ্বে রথে গজে শ্রেষ্ঠে তদেব পরিকীর্ত্তিতম্ ।। ৪২ ।।

পূর্ণায়তং দ্বিজঃ কৃত্বা ততো মাংসৈর্গদায়ুধান্ ।
সুনির্ধৌতং ধনুঃ কৃত্বা যজ্ঞভূমৌ বিধাপয়েৎ ।। ৪৩ ।।

হে সুব্রত, (এভাবে) দৃষ্টি ও মুষ্টির দ্বারা তর্কিত লক্ষ্যকে বাণপ্রয়োগের দ্বারা তিনি ভেদ করবেন । বাণত্যাগ করে তিনি পেছনের হাতকে দ্রুত পিঠের দিকে নিয়ে যাবেন । ৩৮ ।

(ধনুর্বিদ্‌গণ) এভাবেই উপসংহার করেছেন । হে দ্বিজ, তোমারও একথা জেনে রাখা ভাল । (যা হোক) ধনু-আকর্ষণ করার পরে ধন্বী কনুইসম্পর্কিত কিছু কাজ করবেন । ৩৯ ।

অতঃপর, বাণমোচনের অভ্যাস বিষয়ে ধনুঃশাস্ত্রবিদ্‌গণ লক্ষ্যবেধসংশ্লিষ্ট কিছু মধ্যম, শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট বস্তু জেনে নেবেন । ৪০ ।

দ্বাদশ-মুষ্টিপ্রমাণ বাণকে 'জ্যেষ্ঠ' বলে জানতে হবে । একাদশ-মুষ্টিপ্রমাণ বাণ 'মধ্যম' এবং দশমুষ্টি-পরিমিত বাণ 'ছোট' বলে পরিগণিত । ৪১ ।

চারহাত লম্বা ধনু 'শ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকৃত । সাড়ে তিন-হাত ধনু 'মধ্যম' ও তিন-হাত ধনু 'ছোট' বলে কথিত । পদাতিদের জন্য সর্বদা এই ধনু-ই উপযুক্ত । আর, অশ্ব, রথ ও উত্তম হাতিতে এপ্রকার ধনু-ই প্রশস্ত । ৪২ ।

দ্বিজ ধনু-কে ছিলামুক্ত করার পর মাংস-ধোয়া জল দিয়ে গদাপ্রভৃতি অস্ত্র ও ধনু-কে ভালভাবে ধুয়ে যজ্ঞভূমিতে রেখে দেবেন । ৪৩ ।

তেতো বাণং সমাগৃহ্য দংশিতঃ সুসমাহিতঃ ।
তূণমাসাদ্য বধ্নীয়াদ্ দৃঢ়াং কক্ষাঞ্চ দক্ষিণাম্ ।। ৪৪ ।।

বিলক্ষ্যমপি তদ্বাণং তত্র চৈব সুসংস্থিতম্ ।
ততঃ সমুদ্ধরেদ্বাণং তূণাদ্দক্ষিণপাণিনা ।। ৪৫ ।।

তেনৈব সহিতং মধ্যে শরং সংগৃহ্য ধারয়েৎ ।
বামহস্তেন বৈ কক্ষাং ধনুস্তস্মাৎ সমুদ্ধরেৎ ।। ৪৬ ।।

অবিষণ্ণমতির্ভূত্বা গুণে পুঙ্খং নিবেশয়েৎ ।
সম্পীড্য সিংহকর্ণেন পুঙ্খেনাপি সমে দৃঢ়ম্ ।। ৪৭ ।।

বামকর্ণোপবিষ্টঞ্চ ফলং বামস্য ধারয়েৎ ।
বর্ণান্ মধ্যময়া তত্র বামাঙ্গুল্যা চ ধারয়েৎ ।। ৪৮ ।।

মনো লক্ষ্যগতং কৃত্বা মুষ্টিনা চ বিধানবিৎ ।
দক্ষিণে গাত্রভাগে তু কৃত্বা বর্ণং বিমোক্ষয়েৎ ।। ৪৯ ।।

ললাট-পুট-সংস্থানং দণ্ডং লক্ষ্যে নিবেশয়েৎ ।
আকৃষ্য তাড়য়েৎ তত্র চন্দ্রকং ষোড়শাঙ্গুলম্ ।। ৫০ ।।

অনন্তর, তিনি বদ্ধপরিকর ও নিবিষ্টচিত্ত হয়ে বাণগ্রহণ করবেন এবং তূণ সংগ্রহ করে এর সুগঠিত ও সুন্দর মধ্যভাগে বাঁধার ব্যবস্থা তৈরী করবেন ।৪৪ ।

চোখে সরাসরি দেখা না গেলেও বাণ সেখানে উত্তমরূপে অবস্থিত থাকবে । অতঃপর, তিনি ডান হাতদিয়ে তূণ থেকে বাণ উত্তোলন করবেন ।৪৫ ।

ফলাযুক্ত শরকে মধ্যভাগে হাত দিয়ে ধারণ করবেন এবং বামহাতে ধনুর মধ্যভাগ (কক্ষা) ধারণ করে তা উঠাবেন ।৪৬ ।

বিষাদগ্রস্ত না হয়ে তিনি ধনুর গুণে বাণপুঙ্খ স্থাপন করবেন । সিংহকর্ণ-ধরণের পুঙ্খের দ্বারা সমরেখ জ্যাতে পীড়ন করে দৃঢ়রূপে তা স্থাপিত করবেন ।৪৭ ।

তীরের অগ্রভাগ, যা বাম কানের নিকটে বিরাজমান, তাকে ধনুর বাঁকা চাপে স্থাপন করবেন । তীরের হাতলকে মধ্যভাগে বাম আঙ্গুলের সাহায্যে চেপে ধরবেন ।৪৮ ।

মনকে লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট করে ধনুর্বিধানবিৎ তীরকে মুষ্টির দ্বারা গাত্রের দক্ষিণভাগে আকর্ষণকরতঃ বিমোচন করবেন ।৪৯ ।

কপাল ও অক্ষিপল্লবঘেঁষা বাণদণ্ডকে লক্ষ্যদেশে নিবিষ্ট করার পর তাকে আকর্ষণ করে ষোল-আঙ্গুলের বেড়পরিমিত চন্দ্রাকৃতি নিশানাকে প্রহৃত করবেন ।৫০ ।

মুক্ত্বা বাণং ততঃ পশ্চাদুল্কশিক্ষস্তদা তয়া ।
নিগৃহ্নীয়ান্মধ্যময়া ততোঽঙ্গুল্যা পুনঃ পুনঃ ।। ৫১ ।।

অক্ষিলক্ষ্যং ক্ষিপেৎ তূণাচ্চতুরস্রঞ্চ দক্ষিণম্ ।
চতুরস্রগতং বেধ্যমভ্যাসেচ্চাদিতঃ স্থিতঃ ।। ৫২ ।।

তস্মাদনন্তরং তীক্ষ্ণং পরাবৃত্তং গতঞ্চ যৎ ।
নিম্নমুন্নতবেধ্যঞ্চ অভ্যসেৎ ক্ষিপ্রকং ততঃ ।। ৫৩ ।।

বেধ্যস্থানেষ্বথৈতেষু সত্ত্বস্য পুটকাদ্ধনুঃ ।
হস্তাবাপশতৈশ্চিত্রৈস্তর্জয়েদ্ দুস্তরৈরপি ।। ৫৪ ।।

তস্মিন্ বেধ্যগতে রাজন্ দ্বে বেধ্যে দৃঢ়সংজ্ঞকে ।
দ্বে বেধ্যে দুষ্করে বেধ্যে দ্বে তথা চিত্রদুষ্করে ।। ৫৫।।

ন তু নিম্নঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ দৃঢ়বেধ্যে প্রকীর্ত্তিতে ।
নিম্নং দুষ্করমুদ্দিষ্টং বেধ্যমূর্ধ্বগতঞ্চ যৎ ।। ৫৬ ।।

উল্কাশিক্ষাগ্রহণেচ্ছু (শিষ্য) তখন বাণকে টান-টান অবস্থায় রেখে সেই মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা পুনঃপুনঃ পিছনের দিকে ধরে রাখবেন ।৫১ ।

তূণ থেকে সুন্দর চার-ফলা-যুক্ত তীর নিয়ে চোখে তাক-করা চৌকোণা লক্ষ্যবস্তুকে, সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, বিদ্ধ করার অভ্যাস করবেন ।৫২ ।

তারপর ছুঁচালো, বাঁকানো, চলন্ত, নিম্ন-ও উপরিস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করার অভ্যাস করবেন । অতঃপর, দ্রুতধাবনশীল লক্ষ্যকেও বিদ্ধ করার অভ্যাস করবেন ।৫৩ ।

অনন্তর, এইসব বেধ্যস্থলে অনেকবার দৃঢ়মুষ্টিধৃত ধনুককে নানাভাবে দুর্বার হস্তচালনা দ্বারা তর্জিত অর্থাৎ শরাভ্যাস করবেন ।৫৪ ।

হে রাজন্, সেই বেধ্যগুলোর প্রকারবিচার এরূপ ।দুটি বেধ্য 'দৃঢ়' নামে অভিহিত ।অন্য দুটি 'দুষ্কর' এবং অপর দুটি 'চিত্রদুষ্কর' ।৫৫ ।

নিম্ন ও তীক্ষ্ণ বেধ্যকে 'দৃঢ়' প্রকারের বেধ্য বলে অভিহিত করা হয় না ।(প্রত্যুত) নিম্ন-ও উর্ধ্বগত বেধ্য 'দুষ্কর' ধরণের ।৫৬ ।

---

৫৩। উন্নতবেধ্যম্ — *অগ্নিপুরাণে ও পাণ্ডুলিপিতে, উন্নতবেধম্ ।*
৫৫। রাজন্ — *অগ্নিপুরাণে,* দ্বিজ।

মস্তকায়নমধ্যে তু চিত্রদুষ্করসংজ্ঞকে ।
এবং বেধ্যগণং কৃত্বা দক্ষিণেনেতরেণ চ ।। ৫৭ ।।

আরোহেৎ প্রথমং বীরো জিতলক্ষ্যস্ততো নরঃ ।
এষ এব বিধিঃ প্রোক্তস্তত্র দৃষ্টঃ প্রযোক্তৃভিঃ ।। ৫৮ ।।

অধিকং ভ্রমণং তস্য তস্মাদ্বেধ্যাৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
লক্ষ্যং স যোজয়েৎ তত্র পত্রি-পত্রগতং দৃঢ়ম্ ।। ৫৯ ।।

ভ্রান্তং প্রচলিতঞ্চৈব স্থিরং যচ্চ ভবেদিতি ।
সমন্তাত্তাড়য়েদ্ ভিন্দ্যাচ্ছেদয়েদ্ ব্যথয়েদপি ।। ৬০ ।।

কর্ম-যোগ-বিধানজ্ঞো জ্ঞাত্বৈবং বিধিমাচরেৎ ।
মনসা চক্ষুষা দৃষ্ট্যা যোগশিক্ষুর্যমং জয়েৎ ।। ৬১ ।।

জিত-হস্তো জিত-মতির্জিত-দৃগ্‌লক্ষ্য-সাধকঃ ।
নিয়তাং সিদ্ধিমাসাদ্য ততো বাহনমারুহেৎ ।। ৬২ ।।

দশহস্তো ভবেৎ পাশো বৃত্তঃ কর-মুখস্তথা ।
গুণকার্পাসমুঞ্জানাং ভঙ্গস্নায়র্কবর্ম্মিণাম্ ।। ৬৩ ।।

'চিত্রদুষ্কর' নামে পরিচিত দুটি বেধ্য যথা, মস্তক ও অয়নমধ্য । এভাবে উত্তম ও তদ্ভিন্ন প্রকারের বেধ্যসমূহ বিচার করার পর সর্বপ্রথমে ধন্বী জিতলক্ষ্য বীর হিসেবে উন্নীত হবেন । ধনুর্বিদ্গণের দ্বারা অনুসৃত এসকল বিধি (যথাযথ) এখানে কথিত হল। ৫৭ - ৫৮ ।

যথোক্ত বেধ্যস্থল থেকে অধিক দূরে তীরচালনার কৌশলও কথিত হয়েছে । (তখন) ধনুষ্মান ব্যক্তি পাখীর পালকযুক্ত তীরের লক্ষ্য উত্তমরূপে যোজনা করবেন । লক্ষ্যবস্তু ভ্রমণশীল, চলন্ত বা স্থির–যাই-ই হোক না কেন, তীরন্দাজ ব্যক্তি তাকে চারিদিক থেকে তাড়না করবেন, বিদ্ধ, ছিন্ন অথবা ব্যথিত করে দেবেন । ৫৯ - ৬০ ।

যিনি বাণসন্ধানকর্ম ও লক্ষ্যযোগের বিধান জানেন, তিনি এভাবে অবগত হয়ে বিধিপালন করবেন । মন, চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যোগশিক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যমকেও জয় করতে উদ্যোগ নেবেন । ৬১ ।

যাঁর হস্তচালনা ও মনঃসংযোগ আয়ত্ত হয়েছে এবং যিনি লক্ষ্যভেদসমর্থ, তিনি (অভ্যাসলব্ধ) সিদ্ধিলাভ করার পরে বাহনে আরোহণ করবেন । ৬২ ।

পাশ হবে দশহাত লম্বা, গোল ও হাতে-পাকানো । ছিলা, কার্পাস, মুঞ্জতৃণ, শণ, স্নায়ু ও অর্কবল্কল অথবা অন্য প্রকারের সুদৃঢ় বস্তুর উপকরণ দিয়ে উত্তমভাবে পাকিয়ে

৬৩। গুণকার্পাসমুঞ্জানাম্ — পাণ্ডুলিপিতে, গুণকার্পাসমুঞ্চানাম্ ।

অন্যেষাং সুদৃঢ়ানাঞ্চ সুকৃতং পরিবেষ্টিতম্ ।
তয়া ত্রিংশৎসমং পাশং বুধঃ কুর্য্যাৎ সুবর্ত্তিতম্ ।। ৬৪ ।।

কর্ত্তব্যং শিক্ষকৈস্তস্য স্থানং কক্ষাসু বৈ তদা ।
বামহস্তেন সংগৃহ্য দক্ষিণেনোদ্ধরেৎ ততঃ ।। ৬৫ ।।

কুণ্ডলস্যাকৃতিং কৃত্বা ভ্রাম্যৈকং মস্তকোপরি ।
ক্ষিপেৎ তৃণময়ে তূর্ণং পুরুষে চর্ম্মবেষ্টিতে ।। ৬৬ ।।

বল্গিতে চ প্লুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ ।
সমযোগবিধিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীত সুশিক্ষিতম্ ।। ৬৭ ।।

বিজিত্বা তু যথান্যায়ং ততো বন্ধং সমাচরেৎ ।
কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিতম্ ।। ৬৮ ।।

দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন তু ।
ষড়ঙ্গুলপরীণাহং সপ্তহস্তসমুচ্ছ্রিতম্ ।। ৬৯ ।।

অয়োময্যঃ শলাকাশ্চ বর্ম্মাণি বিবিধানি চ ।
অর্দ্ধ-হস্তে সমে চৈব তির্য্যগূর্ধ্বগতং তথা ।। ৭০ ।।

যোজয়েদ্ বিধিনা যেন তথা ত্বং গদতঃ শৃণু ।
তৃণচর্ম্মাবনদ্ধাঙ্গং স্থাপয়িত্বা নবং দৃঢ়ম্ ।। ৭১ ।।

তা তৈরী করা যায় । অভিজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিশহাত লম্বা সুগোল পাশও তৈরী করে নিতে পারেন । ৬৩ - ৬৪ ।

অভিজ্ঞশিক্ষকগণকর্তৃক পাশ রাখার স্থান দেখিয়ে দিতে হবে কাঁখের তলায় । যোদ্ধা বামহাত দিয়ে ধরার পর তা ডান হাত দিয়ে উত্তোলন করবেন । ৬৫ ।

তিনি পাশকে কুণ্ডলাকৃতি করে এবং মাথার উপরে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে তা দ্রুত পুরুষপ্রমাণ এক চর্মবেষ্টিত খাপে রেখে দেবেন । ৬৬ ।

কম্পনশীল, লম্ফনকারী ও চলন্ত বস্তুতে যাতে সুপ্রযুক্ত হয় সেভাবে এবং সুশিক্ষিত-নৈপুণ্যসহকারে তা প্রয়োগ করবেন । এভাবে নিয়মানুযায়ী বিজয়লাভ করে (লক্ষ্যবস্তুকে) বাঁধবার প্রয়াস করবেন । তারপর, বামপার্শ্বাবলম্বিত করে কোমরে-বাধা তথা ছয় আঙ্গুলের বেড়ওয়ালা খাপে রাখা খড়্গকে বামহাতে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে আকর্ষণ করে এমনভাবে নির্গত করবেন, যাতে তা সাতহাত উঁচুতে উঠে । ৬৭ - ৬৯ ।

যে নিয়ম অনুসারে লৌহশলাকাসমূহ ও বিবিধ বর্ম হাতের মধ্যভাগে ও সমস্ত

করেণাদায় লগুড়ং দক্ষিণাঙ্গুলকং নবম্ ।
উদ্যম্য ঘাতয়েদ্ যস্য নাশস্তেন শিশোর্দৃঢ়ম্ ।। ৭২ ।।

উভাভ্যামথ হস্তাভ্যাং কুর্য্যাত্তস্য নিপাতনম্ ।
অক্লেশেন ততঃ কুর্ব্বন্ বধে সিদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ।
বাহানাং শ্রমকরণং প্রচারার্থং পুরা তব ।। ৭৩ ।।

ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং সৃতম্ ।
সম্পাতং সমুদীশঞ্চ শ্যেনপাতমথাকুলম্ ।। ৭৪ ।।

উদ্ধূতমবধূতঞ্চ সব্যং দক্ষিণমেব চ ।
অনালক্ষিতবিস্ফোটৌ করালেন্দ্রমহাসখৌ ।। ৭৫ ।।

বিকরাল-নিপাতৌ চ বিভীষণ-ভয়ানকৌ ।
সমগ্রার্দ্ধ-তৃতীয়াংশপাদ-পাদার্দ্ধবারিজাঃ ।। ৭৬ ।।

প্রত্যালীঢ়মথালীঢ়ং বরাহং লুলিতং তথা ।
ইতি দ্বাত্রিংশতো জ্ঞেয়াঃ খড়্গ-চর্ম্ম-বিধৌ রণে ।। ৭৭ ।।

পরাবৃত্তমপাবৃত্তং গৃহীতং লঘুসংজ্ঞিতম্ ।
ঊর্ধ্বাৎ ক্ষিপ্রমধঃ ক্ষিপ্তং সন্ধারিতবিধারিতম্ ।। ৭৮ ।।

অঙ্গে হেলানো বা খাড়াভাবে স্থাপিত করবেন, তা আমি বলছি, শোন । তিনি তৃণ-ও চর্মদ্বারা অঙ্গকে নতুন-ও দৃঢ়ভাবে সজ্জিত করার পর হাত দিয়ে নবীন ও অধিকাধিক - আঙ্গুলপ্রমাণ লগুড় অর্থাৎ গদা উঠিয়ে সেভাবে প্রহার করবেন, যাতে শিশুসম সেই শত্রুর নাশ ভালভাবে সম্পন্ন হয়। ৭০ - ৭২ ।

দুই হাত দিয়ে লগুড়পাত করতে হবে । এভাবে, অক্লেশে যিনি লগুড়সম্পাত করেন, শত্রুবধে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়, একথা সুবিদিত । এখন, প্রচারার্থ তোমার উদ্দেশে সৈন্যদের সামরিক অনুশীলন সম্পর্কে বলা হচ্ছে । ৭৩ ।

ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সম্পাত, সমুদীশ, শ্যেনপাত, আকুল, উদ্ধূত, অবধূত, সব্য, দক্ষিণ, অনালক্ষিত, বিস্ফোট, করাল, ইন্দ্রমহাসখ, বিকরাল, নিপাত, বিভীষণ, ভয়ানক, সমগ্র, অর্ধ, তৃতীয়াংশ, পাদ, পাদার্ধ, বারিজ, প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, বরাহ ও লুলিত — এই বত্রিশ প্রকারের সৈন্যশ্রম খড়্গ-ও চর্মযুদ্ধে অবধারণ করতে হবে । ৭৪ - ৭৭ ।

পরাবৃত্ত, অপাবৃত্ত, গৃহীত, লঘু, ঊর্ধ্ব থেকে ক্ষিপ্রগতি, অধোদেশে প্রক্ষিপ্ত,

শ্যেনপাতং গজপাতং গ্রাহগ্রাহ্যং তথৈব চ ।
এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারণাঃ ।। ৭৯ ।।

ঋজ্বায়তং বিশালঞ্চ তির্য্যগ্‌ভ্রামিতমেব চ ।
পঞ্চ-কর্ম্ম বিনির্দ্দিষ্টং ব্যস্তে পাশে মহাত্মভিঃ ।। ৮০ ।।

ছেদনং ভেদনং পাতো ভ্রমণং শয়নং তথা ।
বিকর্ত্তনং কর্ত্তনঞ্চ চক্রকর্ম্মেদমেব চ ।। ৮১ ।।

আস্ফোটঃ ক্ষ্বেড়নং ভেদস্ত্রাসান্দোলতিকৌ তথা ।
শূলকর্ম্মানি জানীহি ষষ্ঠমাঘাতসংজ্ঞিতম্ ।। ৮২ ।।

দৃষ্টিঘাতং ভুজাঘাতং পার্শ্বঘাতং নৃপোত্তম ।
ঋজুপক্ষেষুণা পাতং তোমরস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ।। ৮৩ ।।

আহতং নৃপ গোমূত্রপ্রভূতং কমলাসনম্ ।
ততোর্ধ্বগাত্রং নমিতং বামদক্ষিণমেব চ ।। ৮৪ ।।

সন্ধারিত, বিধারিত, শ্যেনপাত, গজপাত ও গ্রাহগ্রাহ্য — এই এগারো প্রকারের পাশ-কৌশল জানতে হবে । ৭৮ - ৭৯ ।

মহাপ্রাণ বীরগণ পাশ-ছোঁড়ার বিষয়ে পাঁচটি পটুকর্ম নির্দেশ করেছেন, যথা, ঋজু, আয়ত, বিশাল, তির্যগ্‌ এবং ভ্রামিত । ৮০ ।

ছেদন, ভেদন, পাত, ভ্রমণ, শয়ন, বিকর্তন এবং কর্তন — এগুলো হল চক্রের কর্মভেদ । ৮১ ।

শূলের যেসব কর্ম রয়েছে, তা জেনে নাও । যেমন, আস্ফোট (বাহুঘর্ষণজন্য শব্দ,) ক্ষ্বেড়ন (প্রকাণ্ড শব্দ), ভেদ, ত্রাস এবং আন্দোলতিক (ইতস্ততঃ দৌড়ানো) । ষষ্ঠপ্রকারের যে কর্ম, তাকে 'আঘাত' বলা হয় । ৮২ ।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, তোমরের (লৌহগদা) এসব কার্য কথিত রয়েছে, যথা, দৃষ্টিঘাত, ভুজাঘাত, পার্শ্বঘাত এবং ঋজুপক্ষ তীরের দ্বারা নিক্ষেপ । ৮৩ ।

হে রাজন্, গোমূত্র যেমন করে ইতস্ততঃস্রবিত হয় তেমন ভাবে, (অথবা) পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে, (অথবা) উর্ধ্বাঙ্গকে টানটান রেখে, (অথবা) শরীরকে অবনত করে বামে ও দক্ষিণে (রণবাদ্যে) আঘাত করা যায় । ৮৪ ।

---

৮৩। নৃপোত্তম — *অগ্নিপুরাণে,* দ্বিজোত্তম ।
৮৪। নৃপ — *অগ্নিপুরাণে,* দ্বিজ ।

আবৃত্তঞ্চ পরাবৃত্তং পাদোদ্ধৃতমবপ্লুতম্ ।
হংসমর্দ্দং বিমর্দ্দঞ্চ গদাকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ।। ৮৫ ।।

করালমবঘাতঞ্চ দংশোপপ্লুতমেব চ ।
ক্ষিপ্রহস্তং স্থিতং শূন্যং পরশোস্ত্ত বিনির্দ্দিশেৎ ।। ৮৬ ।।

তাড়নং ছেদনং রাজন্ তথা চূর্ণনমেব চ ।
মুদ্গরস্য তু কর্ম্মাণি তথা প্লবনঘাতনম্ ।। ৮৭ ।।

সংশ্রান্তমথ বিশ্রান্তং গোবিসর্গং সুদুর্দ্ধরম্ ।
ভিন্দিপালস্য কর্ম্মাণি লগুড়স্য চ তান্যপি ।। ৮৮ ।।

অন্ত্যং মধ্যং পরাবৃত্তং নিদেশান্তং নৃপোত্তম ।
বজ্রস্যৈতানি কর্ম্মাণি পট্টিশস্য চ তান্যপি ।। ৮৯ ।।

হরণং ছেদনং ঘাতো বলোদ্ধরণমায়তম্ ।
কৃপাণকর্ম নির্দ্দিষ্টং পাতনং স্ফোটনং তথা ।। ৯০ ।।

গদাযুদ্ধে আবৃত্ত, পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত (পা দিয়ে লাফিয়ে উঠা), অবপ্লুত (লাফ দিয়ে পড়া ), হংসমর্দ (হিংসাপ্ররোচিত ধ্বংস) এব বিমর্দ—এই কর্মগুলো সুবিদিত । ৮৫ ।

পরশুর একর্মগুলো নির্দেশ করা উচিত । যেমন, করাল, অবঘাত (জোরে আঘাত), দংশোপপ্লুত (দাঁত কামড়ে আক্রমণ), ক্ষিপ্রহস্ত, স্থিত এবং শূন্য (কোনো নির্দিষ্টলক্ষ্যহীন) । ৮৬ ।

হে রাজন্, মুদ্গার দিয়ে যে কর্মগুলো করা হয়, তা এ প্রকার, যথা, তাড়ন, ছেদন, চূর্ণ করা এবং প্লবনঘাতন (লাফিয়ে এসে আঘাত করা) । ৮৭ ।

ভিন্দিপালের (ছোট বল্লম) দ্বারা সাধিত কর্মগুলো এরকম — সংশ্রান্ত, বিশ্রান্ত, গোবিসর্গ (গোসমূহ ছেড়ে-দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত) এবং সুদুর্ধর (উত্তমরূপে শাসনপ্রচার-সম্পর্কিত) । লগুড়েরও একর্মগুলো প্রসিদ্ধ । ৮৮ ।

হে রাজশ্রেষ্ঠ, বজ্রের দ্বারা করণীয় কর্মগুলো হল — অন্ত্য (কাছে থেকে অস্ত্রপ্রয়োগ - সম্পর্কিত), মধ্য (মাঝারি দূরত্বে অস্ত্রপ্রয়োগ-সম্পর্কিত), পরাবৃত্ত (পিছনে ঘুরে দাঁড়ানো-সম্পর্কিত) এবং নিদেশান্ত (আদেশ-প্রতিপালনান্তিক দশা-সংশ্লিষ্ট) । পট্টিশের (ক্ষুরাগ্র বর্শাবিশেষ) বেলায়ও একর্মগুলো বিহিত রয়েছে । ৮৯ ।

হরণ, ছেদন, ঘাত, যুদ্ধরত সৈন্যবলকে প্রসারিত হতে সাহায্য করা, পাতন ও স্ফোটন (ভাঙ্গা বা ভেদ করা) — এগুলো হল কৃপাণের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম । ৯০ ।

---

৮৭ । রাজন্ — *অগ্নিপুরাণে.* বিপ্র ।

৮৯ । নৃপোত্তম — *অগ্নিপুরাণে.* দ্বিজোত্তম ।

ত্রাসনং রক্ষণং ঘাতো বলোদ্ধারণমায়তম্ ।
ক্ষেপণীকর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং যন্ত্রকর্ম্মৈতদেব তু ।। ৯১ ।।

সন্ত্যাগমবদংশশ্চ বরাহোদ্ধৃতকং তথা ।
হস্তাবহস্তমালীনমেকহস্তাবহস্তকে ।। ৯২ ।।

দ্বিহস্তবাহুপাশে চ কটিরেচিতকোড়্গতে ।
উরোললাটঘাতে চ ভুজাবিধমনন্তথা ।। ৯৩ ।।

করোদ্ধৃতং বিমানঞ্চ পাদাহতিবিপাদিকম্ ।
গাত্রসংশ্লেষণং শান্তং তথা গাত্রবিপর্য্যয়ঃ ।। ৯৪ ।।

ঊর্ধ্বপ্রহারং ঘাতঞ্চ গোমূত্রং সব্যদক্ষিণে ।
পারকং তারকং দণ্ডং করবীরন্তমাকুলম্ ।। ৯৫ ।।

তির্য্যগ্‌বন্ধমপামার্গং ভীমবেগং সুদর্শনম্ ।
সিংহাক্রান্তং গজাক্রান্তং গর্দ্দভাক্রান্তমেব চ ।। ৯৬ ।।

গদাকর্ম্মাণি জানীয়ান্নিযুদ্ধস্যাথ কর্ম চ ।
আকর্ষণং বিকর্ষঞ্চ বাহূনাং মূলমেব চ ।। ৯৭ ।।

গ্রীবাবিপরিবর্ত্তঞ্চ পৃষ্ঠভঙ্গং সুদারুণম্ ।
পর্য্যাসনবিপর্য্যাসৌ পশুমারমজাবিকম্ ।। ৯৮ ।।

ত্রাসন, রক্ষণ, ঘাত ও যুদ্ধরত সৈন্যবলকে প্রসারিত হতে সাহায্য করা — এগুলো হচ্ছে ক্ষেপণীর জন্য নির্দিষ্ট কর্ম । যন্ত্রেরও এগুলোই কর্ম । ৯১ ।

যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে, (নীচের) এতগুলো প্রকারের সৈন্যদল রচিত হওয়া সম্ভব । যথা, অংশ, বরাহোদ্ধৃতক, হস্তাবহস্ত, আলীন, একহস্ত, অবহস্তক, দ্বিহস্ত, বাহুপাশ, কটিরেচিত, কোড়্গত (দুর্গে অবস্থিত), উরোঘাত, ললাটঘাত, ভুজাবিধমন, করোদ্ধৃত, বিমান, পাদাহতিবিপাদিক (পায়ের আঘাতে শত্রুর পায়ে ফোঁড়াসৃষ্টিকারী), গাত্রসংশ্লেষ, শান্ত, গাত্রবিপর্যয়, ঊর্ধ্বপ্রহার, ঘাত, গোমূত্র, সব্য, দক্ষিণ, পারক, তারক, দণ্ড, করবীর (অস্ত্রপ্রক্ষেপণের পরে যারা তা কুড়িয়ে নিয়ে আসে), তমাকুল (রাতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন), তির্যগ্‌বন্ধ, অপামার্গ, ভীমবেগ, সুদর্শন, সিংহাক্রান্ত, গজাক্রান্ত ও গর্দভাক্রান্ত । ৯২ - ৯৬ ।

বাহুযোদ্ধা গদাকর্মগুলো সম্বন্ধে অবগত হবেন । এছাড়া, তাঁর আরো কর্ম রয়েছে। যেমন, আকর্ষণ, বাহুসমূহের মূলদেশ উপড়ানো, গ্রীবার বিভিন্নদিকে পরিবর্তন,

পাদপ্রহারমাস্ফোটং কটিরেচিতকং তথা ।
গাত্রাশ্লেষং স্কন্ধগতং মহীব্যাজনমেব চ ।। ৯৯ ।।

উরোললাটঘাতঞ্চ বিস্পষ্টকরণং তথা ।
উদ্ধৃতমবধূতঞ্চ তির্য্যঙ্‌মার্গগতং তথা ।। ১০০ ।।

গজস্কন্ধমবক্ষেপমপরাঙ্মুখমেব চ ।
দেবমার্গমধোমার্গমমার্গ-গমনাকুলম্ ।। ১০১ ।।

যষ্টিঘাতমবক্ষেপো বসুধাদারণং তথা ।
জানুবন্ধং ভুজাবন্ধং গাত্রবন্ধং সুদারুণম্ ।। ১০২ ।।

বিপৃষ্টং সোদকং শুভ্রং ভুজাবেষ্টিতমেব চ ।
সন্নদ্ধৈঃ সংযুগে ভাব্যং সশস্ত্রৈস্তৈর্গজাদিভিঃ ।। ১০৩ ।।

বরাঙ্কুশধরৌ চোভৌ একো গ্রীবাগতোঽপরঃ ।
স্কন্ধগৌ দ্বৌ চ ধানুষ্কৌ দ্বৌ চ খড়্গধরৌ গজে ।। ১০৪ ।।

রথে রণে গজে চৈব তুরঙ্গাণাং ত্রয়ং ভবেৎ ।
ধনুষ্কাণাং ত্রয়ং প্রোক্তং রক্ষার্থে তুরগস্য চ ।। ১০৫ ।।

সুদারুণ পৃষ্ঠভঙ্গ, পর্যাসন (ঘূর্ণন), বিপর্যাস (বিপরীতভাব), অজাবিকপশুমার (ছাগল-ভেড়া-পশুদের যেভাবে মারা হয়, সেই পদ্ধতি), পাদপ্রহার, আস্ফোট (বাহুঘর্ষণ জন্য শব্দ), কটিরেচিতক (কোমর ভাঙ্গা বা কাছা খোলা ?), স্কন্ধগত গাত্রাশ্লেষ, মহীব্যাজন (ধূলা উড়ানো ?), উরোঘাত (বুকে আঘাত), ললাটাঘাত, বিস্পষ্টকরণ (আত্মপ্রকাশ), উদ্ধৃত (উপরের দিকে আক্রমণ), অবধূত (নীচের দিকে আক্রমণ), তির্যক্‌মার্গগমন, গজস্কন্ধবৎ পতিত হওয়া, অপরাঙ্মুখ হওয়া, দেবমার্গে (আকাশে), অধোমার্গে ও অমার্গে গমনের জন্য আকুলতা তৈরি করা, যষ্টিঘাত, অবক্ষেপ (গালি দেওয়া), বসুধাদারণ, জানুবন্ধ, বাহুবন্ধ, সুদারুণ গাত্রবন্ধ, বিপৃষ্ট (অর্থাৎ জিজ্ঞাসু হওয়া), সোদক (অর্থাৎ কাছে জল রাখা) এবং শুভ্র ভুজাবেষ্টিত (বাহুর ঢাকনা) পরিধান করা । এঁরা সশস্ত্র ও সন্নদ্ধ অর্থাৎ কবচপরিহিত হয়ে এবং গজপ্রভৃতি নিয়ে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হবেন । ৯৭ - ১০৩ ।

হাতিতে দু'জন উত্তম অঙ্কুশধারী থাকবেন, যাঁদের একজন গ্রীবায় ও অন্যজন তাঁর পিছনে বসবেন । স্কন্ধদেশে দু'জন ধনুষ্মান ও দু'জন খড়্গধারী বসবেন । রথযুদ্ধ ওগজের বেলায় তিনটি অশ্ব সঙ্গে রক্ষণার্থ থাকবে । অশ্বের রক্ষণার্থও তিন ধনুর্ধর থাকার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে । ১০৪ - ১০৫ ।

---

১০৫। ধনুষ্কাণাম্ — পাণ্ডুলিপিতে, ধানুষ্কাণাম্ ।

ধন্বিনো রক্ষণার্থায় চর্ম্মিণস্তু নিযোজয়েৎ ।
স্বমন্ত্রৈঃ শস্ত্রমভ্যর্চ্চ্য শাস্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
যো যুদ্ধে যাতি স জয়েদরীন্ সম্পালয়েদ্ ভুবম্ ।। ১০৬ ।।

দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।
এবমুক্ত্বা জাতবেদাস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
তৎকৃপাতোঽভবদ্রাজা ধনুর্ব্বেদবিদাম্বরঃ ।। ১০৭ ।।

রাজা বীর্য্যমদোদ্ধৃতো গান্ধারঃ পরবীরহা ।
যততে নিয়তং যোদ্ধুং পররাষ্ট্রজিগীষয়া ।। ১০৮ ।।

বিভ্যুঃ শত্রুগণাস্তস্য প্রসঙ্গাদেব ধন্বিনঃ ।
তস্যাক্রান্তবতঃ কোঽপি ন সসার পুরো ভয়াৎ ।। ১০৯ ।।

যাবদ্ভাগীরথীপদ্মাবিচ্ছেদং স নরাধিপঃ ।
তাবদ্বিস্তারয়ামাস রাষ্ট্রং ত্রিবেগসংজ্ঞিতম্ ।। ১১০ ।।

ধন্বীকে রক্ষা করার জন্য চর্ম (অর্থাৎ বর্ম)-ধারীকে নিযুক্ত করবেন । নিজ মন্ত্রের দ্বারা শস্ত্রপূজন ও ত্রৈলোক্যমোহন শাস্ত্রবন্দনা করে যিনি যুদ্ধে যাবেন, তিনি শত্রুদিগকে বিজিত করে পৃথিবীপালনে সমর্থ হবেন । ১০৬ ।

দুর্লভেন্দ্র বললেন— এভাবে (ধনুর্বেদ) বিবৃত করে জাতবেদা অগ্নি সেখানেই অন্তর্হিত হলেন । তাঁর কৃপাবলে রাজা ধনুর্বিদদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন । পরবীরহা রাজা গান্ধার বীর্যমদগর্বিত হয়ে পররাজ্য জয় করার অভিলাষে সর্বদা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন । তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্যহেতু ধনুর্ধর শত্রুগণ ভীতিগ্রস্ত ছিল । তিনি আক্রমণ করলে তাঁর সামনে কেউ-ই ভয়ে অগ্রসর হত না । ১০৭ - ১০৯ ।

যেখানে ভাগীরথী ও পদ্মা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেইস্থান পর্যন্ত ঐ রাজা

---

১০৭। (ক) তত্রৈবান্তরধীয়ত — পাণ্ডুলিপিতে, ততস্তিরো বভূব সঃ ।
(খ) তৎকৃপাতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, তৎকৃপয়া ।
১০৮। নিয়তম্ — পাণ্ডুলিপিতে, স্বানিশম্ ।
১১০। এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে, মুদ্রিতগ্রন্থের ১১১—১১২ সংখ্যাক শ্লোকদ্বয়ের পরিবর্তে, নিম্নলিখিত দু'টি শ্লোকের দ্বারা অষ্টমসর্গের সমাপ্তিবিধান করা হয়েছে —

গান্ধারস্য সুতো জাতো লাঞ্ছিতোঽষ্টৈমহীক্ষিতাম্ ।
অভিজাতাস্তমাচক্ষুর্ধর্ম্মং ধার্ম্মিকলক্ষণম্ ।। ক ।।
সময়ে স মহাবাহুর্গান্ধারো রণদুর্ম্মদঃ ।
জিগীষুরমরৈঃ সংখ্যে দৈবীমাপহতস্তনুম্ ।। খ ।।

গান্ধারস্য সুতো জাতো ধর্ম্মনামা সুধার্ম্মিকঃ ।
বংশোচিত-যশোধর্ম্ম-পালকঃ পৃথিবীপতিঃ ।। ১১১ ।।

ইতি দহনমুখাব্জান্নির্গতাং চাপবিদ্যাং
নৃপতিরলমধীত্য প্রাজ্যরাজ্যং শশাস ।
অনুগুণময়পুত্রং ধর্ম্মমুৎপাদ্য শেষে
বয়সি বিপিনবাসী যোগতোঽসূন্ মুমোচ ।। ১১২ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে গান্ধারচরিতবর্ণনং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ।

তাঁর ত্রিবেগরাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন ।(যাহোক) গান্ধারের ধর্মনামে সুধার্মিক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।তিনি বংশোচিত যশ ও ধর্মের পালনকর্তা রাজা হিসেবে আত্মলাভ করেছিলেন ।১১০ - ১১১ ।

এভাবে অগ্নির মুখপদ্ম থেকে নির্গত ধনুর্বিদ্যা রাজা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে নিজের সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করেছিলেন । তাঁর ঘরে অনুকূলগুণ এক পুত্র অর্থাৎ ধর্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন । শেষবয়সে তিনি বনবাসী হয়ে যোগাবলম্বনকরতঃ প্রাণত্যাগ করেছিলেন ।১১২ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে গান্ধারচরিতবর্ণন নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ।

## নবমঃ সর্গঃ

প্রাগ্রাজ্যপ্রাপণাদ্ধর্ম্মো ধনুর্বিদ্যামশেষতঃ ।
অগ্নিদত্তাং মহীপালঃ শিক্ষয়ামাস যত্নতঃ ।। ১ ।।

পিতর্য্যুপরতে ধর্ম্ম আরুরোহ নৃপাসনম্ ।
দময়ামাস দুর্ব্বৃত্তান্ শিষ্টাংশ্চ সমপালয়ৎ ।। ২ ।।

নিপুণাঃ সকলাস্ত্রেষু সবলা অপি পার্থিবাঃ ।
রাজ্ঞস্তস্য বলানাঞ্চ শ্রুতবন্তঃ পরাক্রমম্ ।। ৩ ।।

মৃগয়াং পানমক্ষাংশ্চ বাক্‌পারুষ্যং তথোগ্রতাম্ ।
কামং ক্রোধং মদং মানং লোভং দর্পং নৃশংসতাম্ ।। ৪ ।।

দিবাস্বপ্নং বৃথালাপং হাস্যং ভৃত্যগণৈঃ সহ ।
পরদ্রোহং তথা নিন্দাং বিলাসং দীর্ঘসূত্রতাম্ ।। ৫ ।।

রাজা ধর্ম রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বেই অগ্নিদত্ত ধনুর্বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে যত্নসহকারে শিখে নিয়েছিলেন । ১ ।

পিতার মৃত্যু হলে ধর্ম সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি দুর্বৃত্তদের দমন ও শিষ্টদিগকে পালন করেছিলেন । ২ ।

অন্য রাজারা সবধরণের অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং সৈন্যপরিবৃত হলেও ঐ বাজা ও তাঁর সৈন্যবলের পবাক্রম শুনতে পেয়েছিলেন । ৩ ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠদের পূজক ও ধর্মজ্ঞভূপতি ধর্ম — মৃগযা, সুরাপান, অক্ষক্রীড়াসমূহ, বাক্‌পারুষ্য, স্বভাবোগ্রতা, কাম, ক্রোধ, মত্ততা, মান (অত্যুচ্চ আত্মধারণা), লোভ, দর্প, নৃশংসতা, দিবাস্বপ্ন, বৃথা বাক্যালাপ, ভৃত্যদের সাথে হাস্যপরিহাস, পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নিন্দা, বিলাসিতা, দীর্ঘসূত্রিতা, মোহ, গর্বান্ধতা ও আলস্য, পরিণামহীন তর্ক, স্ত্রৈণধর্ম,

---

২। (ক) আরুবোহ — পাণ্ডুলিপিতে, চারুবোহ ।
(খ) শিষ্টাংশ্চ সমপালযৎ — পাণ্ডুলিপিতে, উদাবানপ্যতোষযৎ ।
৩। নিপুণাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পরিতঃ ।

মোহং গর্ব্বং তথালস্যং নিষ্ফলাং তর্কবিস্তৃতিম্ ।
স্ত্রৈণমস্থৈর্য্যকার্পণ্যে চাঞ্চল্যানৃতভাষণে ।। ৬ ।।

পরিত্যজ্য প্রযত্নেন ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্ম-ভূপতিঃ ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-শাস্ত্রাণি দণ্ডনীতিং পুরাতনীম্ ।। ৭ ।।

বিদ্যামান্বীক্ষিকীং চৈব সমালোচ্য স পার্ষদৈঃ ।
বুভুজে বিপুলং রাষ্ট্রমর্চ্চয়ন্ দ্বিজপুঙ্গবান্ ।। ৮ ।।

তস্মিন্ শাসিতরি স্বামিন্যমেয়বলবৈভবে ।
ন কশ্চিন্মানসেনাপি সম্পদামস্পৃশৎ কণম্ ।। ৯ ।।

সোঽবতস্থে মহারাজঃ পূর্ব্বেষাং মহতাং পথি ।
কুলপ্রথানুসারেণ ররক্ষ পৃথিবীমিমাম্ ।। ১০ ।।

বভূবাস্য ধৃতঃ পুত্রঃ পৌরাণাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ ।
রূপমস্য গুণো ধীশ্চ ববৃধে বয়সা সমম্ ।। ১১ ।।

সম্পন্নাশেষসৎকৃত্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ।
সংভুজ্য রাজ্যং নির্ব্বৈরং বৃদ্ধো বিষ্ণুপদং যযৌ ।। ১২ ।।

ততো ধৃতো মহাবাহুর্জগ্রাহ পিতুরাসনম্ ।
দত্ত্বা বহুতরানর্থান্ দ্বিজেভ্যো রাজকোষতঃ ।। ১৩ ।।

অস্থিরতা ও কার্পণ্য, চাঞ্চল্য ও মিথ্যাভাষণ — যত্নপূর্বক পরিহার করে এবং ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্র, পরম্পরাগত দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে পার্ষদদের সাথে আলোচনা করে বিশাল এই রাজ্যের পালনে রত ছিলেন । ৪ - ৮ ।

অমিতবল ও সমৃদ্ধিমান্ এই রাজা যতদিন রাজ্যপালন করেছিলেন, তখন কেউ মনের দ্বারাও তাঁর সম্পদের কণামাত্র স্পর্শ করতে সমর্থ হয় নি । ৯ ।

মহারাজ তাঁর পূর্বসূরি মহাত্মাদের পথে অবস্থিত ছিলেন । তিনি কুলপ্রথা অনুসরণ করে পৃথিবীপালন করেছিলেন । ১০ ।

তাঁর ধৃত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তিনি পুরবাসীদের আনন্দবৃদ্ধির কারণ হয়েছিলেন । বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর রূপ, গুণ ও বুদ্ধি বিকশিত হয়েছিল । ১১ ।

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভূপতি ধর্ম অনেক প্রশংসনীয়কর্ম সম্পাদন করেছিলেন । শত্রুহীন রাজ্য প্রতিপালন করার পর বৃদ্ধবয়সে তিনি বিষ্ণুপদে লীন হলেন । ১২ ।

অতঃপর মহাবাহু ধৃত পিতার সিংহাসন লাভ করেন । তিনি রাজকোষ থেকে বহুতর অর্থ ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন । ১৩ ।

---

১০। পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি পুরোটি এ প্রকার — তং ভ্রান্তিরপি নাশক্নোদনুস      হুং খলান্
১৩। রাজকোষতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পিতৃকোষতঃ ।

সামর্গ্যজুরথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চোপনিষদ্‌গণাঃ ।
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গতিঃ ।। ১৪ ।।

চ্ছন্দোঽভিধানং মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণকম্ ।
ন্যায়বৈদ্যকগান্ধর্ব্বং ধনুর্ব্বেদার্থশাস্ত্রকম্ ।। ১৫ ।।

অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রঞ্চ রসশাস্ত্রমতঃ পরম্ ।
এতানি চ্যবনাদিভ্যোঽধিজগে বাল্যকালতঃ ।। ১৬ ।।

বুভুজে স সুখং রাজ্যং কিঞ্চ নাচরদপ্রিয়ম্ ।
প্রাবর্ত্তয়ৎ প্রজাঃ সর্ব্বা ইহামুত্র সুখাবহে ।। ১৭ ।।

দুর্ম্মদং নাম তনয়ং জনয়ামাস পার্থিবঃ ।
অথ পুত্রমুখং বীক্ষ্য তীর্ণঃ পিতৃণসাগরাৎ ।। ১৮ ।।

রাজ্যৈশ্বর্য্যসুখং দিব্যমনুভূয় ততো নৃপঃ ।
তনয়ে রাজ্যমুৎসৃজ্য লেভে স্থানং দিবৌকসাম্ ।। ১৯ ।।

তিনি বাল্যকাল থেকে সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব নামক বেদগুলো, উপনিষৎসমূহ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ্কদের গতিবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, ছন্দঃ, অভিধান, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ন্যায়শাস্ত্র, বৈদ্যশাস্ত্র, গান্ধর্বশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র অষ্টাঙ্গযোগ এবং রসশাস্ত্র — এতগুলো বিদ্যা চ্যবনপ্রভৃতি শিক্ষকদের নিকট থেকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন । ১৪-১৬ ।

তিনি সুখের সঙ্গে রাজ্যপালন করেছিলেন; অপ্রিয় কিছুই আচরণ করতেন না । প্রজাদিগকে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখজনক কার্যে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন । ১৭ ।

রাজার দুর্মদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অতএব, তিনি পুত্রমুখ দেখে পিতৃপুরুষদের ঋণসাগর থেকে উত্তীর্ণ হন । ১৮ ।

অতঃপর, রাজা তাঁর রাজ্যের দেবজনোচিত ঐশ্বর্যসুখ অনুভব করে পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে দেবতাদের স্থানলাভ করেছিলেন অর্থাৎ স্বর্গগমন করেন । ১৯

---

১৬। এতানি — পাণ্ডুলিপিতে, শাস্ত্রাণি ।
১৭। বুভুজে স — পাণ্ডুলিপিতে, স বুভুজে ।
১৮। পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ এপ্রকার —

অথ পুত্রমুখং বীক্ষ্য তীর্ণঃ পিতৃণসাগরাৎ ।
আচষ্ট দুর্ম্মদং নাম সম্পাদ্যোৎসবমঙ্গলম্ ।।

১৯। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্‌ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — পরিতোষীসুখাকাঙ্ক্ষঃ কালে বৃদ্ধো ধরাধিপঃ।

নিত্যং মুনিসভাসীনমক্রোধং মিতভাষিণম্ ।
রাজ্যশ্রীরচলা ভেজে দুর্ম্মদং মদবর্জ্জিতম্ ।। ২০ ।।

তস্য শান্তস্বভাবস্য ধার্ম্মিকস্য চ ভূপতেঃ ।
পত্নীবানুদিনং পৃথ্বী বশেঽভূচ্ছাসনাদৃতে ।। ২১ ।।

গঙ্গাতীরে কদাচিৎ স সন্ধ্যায়াং সমুপাগতাৎ ।
চ্যবনাৎ শ্রুতবান্ রাজা গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।। ২২ ।।

চ্যবন উবাচ ।

পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গায়াং মগধেষু চ ।
স্নাত্বা তারয়তে জন্তুঃ সপ্ত সপ্তাবরাংস্তথা ।। ২৩ ।।

পুনাতি কীর্ত্তিতা পাপং দৃষ্টা ভদ্রং প্রযচ্ছতি ।
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ।। ২৪ ।।

যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গায়াঃ স্পৃশতে জলম্ ।
তাবৎ স পুরুষো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ।। ২৫ ।।

দুর্মদ সর্বদা মুনিজনবহুল সভায় বিরাজ করতেন; তিনি ক্রোধশূন্য ও মিতভাষী ছিলেন । অচলা রাজ্যলক্ষ্মী মদলেশহীন রাজাকে বরণ করেছিলেন । ২০ ।

সেই শান্তস্বভাব ও ধার্মিক রাজার পরিপালিত পৃথিবী দিনেদিনে পত্নীর মত শাসনপ্রচার বিনাই তাঁর বশীভূত হয়েছিল । ২১ ।

একদা রাজা গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাকালে সমাগত চ্যবনমুনির নিকট থেকে গঙ্গামাহাত্ম্যরূপ উত্তম আখ্যান শ্রবণ করেছিলেন । ২২ ।

চ্যবন বলেছিলেন— পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা ও মগধে যদি কোন প্রাণী স্নান করে, তবে তার পূর্বের ও পরের সাতসাত পুরুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হন । ২৩ ।

গঙ্গা কীর্তিতা হলে পাপকে পবিত্র করে দেন । তিনি দর্শনকারীকে উত্তম কল্যাণ দান করেন । তিনি গঙ্গাজলে স্নান-ওপানকারী ব্যক্তির সাত কুল পর্যন্ত পবিত্র করে দেন । ২৪ ।

হে রাজন্, কোনো মানুষ্যের অস্থি যেইমাত্র গঙ্গার জল স্পর্শ করে, সেই ক্ষণেই তিনি স্বর্গলোকে মহিমা লাভ করেন । ২৫ ।

---

২০ । মদবর্জ্জিতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, তমনুদ্ধতম্ ।

২১ । (ক) এ শ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ - তস্য সাধুনিসর্গস্য ঘৃণিনঃ পালিতা মহী ।
(খ) পৃথ্বী — পাণ্ডুলিপিতে, সাধ্বী ।

ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহ পিতামহঃ ।। ২৬ ।।

যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তত্তপোবনম্ ।
সিদ্ধিক্ষেত্রঞ্চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ।। ২৭ ।।

গঙ্গায়াস্ত্বপরং প্রাপ্য যঃ স্নাতি মানবঃ ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।। ২৮।।

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা ।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে ।। ২৯ ।।

গঙ্গায়াস্তত্র রাজেন্দ্র সাগরস্য চ সঙ্গমে ।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।। ৩০ ।।

গঙ্গাগঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি ।
স্থিতৈরুচ্চারিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্ ।। ৩১ ।।

পিতামহ (ব্রহ্মা) একথা বলেছেন যে, গঙ্গাতুল্য কোনো তীর্থ নেই; কেশবের চেয়ে বড় দেবতা নেই এবং ব্রাহ্মণদের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই । ২৬ ।

মহারাজ, যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত তাই-ই দেশ, তাই-ই তপোবন । গঙ্গাতীরস্থ সেই দেশকে সিদ্ধিক্ষেত্র বলে জানা উচিত । ২৭ ।

হে রাজন্, গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হয়ে যে মানব স্নান করেন ও সেখানে তিন রাত কাটান, তিনি সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হন । ২৮ ।

গঙ্গার কথা শ্রবণ করা হলে, তাঁর বিষয়ে অভিলাষ হলে, তিনি দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, পীত তথা তাঁর কথা দিনেদিনে কীর্তিত হলে এবং তার জলে অবগাহন করা হলে তিনি ঐ প্রাণিসমূহকে পবিত্র করে দেন । ২৯ ।

হে রাজেন্দ্র, গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে (গেলে) অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফললাভ হয় — একথা মনীষিগণ বলেন । ৩০ ।

যাঁরা (গঙ্গার) শতশত যোজনের মাঝে থেকেও 'গঙ্গা গঙ্গা' এভাবে নাম উচ্চারণ করেন, এই নামকীর্তন তাদের তিনজন্মের অর্জিত পাপকে ধ্বংস করে দেয় । ৩১ ।

---

২৯ । এ শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণে* (২.৮.১১৫) অবিকল দেখা যায় ।
৩১ । এ শ্লোকটিও *বিষ্ণুপুরাণে* (২.৮.১১৬) অবিকল দেখা যায় ।

সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সেব্যা সা ভক্তিমুক্তিদা ।
যেষাং মধ্যে তু সা জাতা তে দেশাঃ পাবনা বরাঃ ।। ৩২ ।।

গতির্গঙ্গা তু ভূতানাং গতিমন্বেষতাং সদা ।
গঙ্গা তারয়তে চোভৌ বংশৌ নিত্যং হি সেবিতা ।। ৩৩ ।।

চান্দ্রায়ণসহস্রাচ্চ গঙ্গাম্ভঃপানমুত্তমম্ ।
গঙ্গাং মাসন্তু সংসেব্য সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ।। ৩৪ ।।

সকলাঘহরী দেবী স্বর্গলোকপ্রদায়িনী ।
যাবদস্থি চ গঙ্গায়াং তাবৎ স্বর্গে স তিষ্ঠতি ।। ৩৫ ।।

অন্ধাদয়স্তাং সংসেব্য দৈবৈর্গচ্ছন্তি তুল্যতাম্ ।
গঙ্গাতীর্থসমুদ্ভূতমৃদ্ধারী সোঽঘহার্কবৎ ।। ৩৬ ।।

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ পানাৎ তথা গঙ্গেতিকীর্ত্তনাৎ ।
পুনাতি পূর্ব্বপুরুষান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।। ৩৭ ।।

গঙ্গাতে সমস্ত তীর্থফল রয়েছে । তিনি সবার সেব্য এবং তিনি ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন । যেসব দেশের মাঝে তিনি প্রবাহিত, সেগুলো পবিত্র ও উত্তম । ৩২ ।

যাঁরা সদ্গতি কামনা করেন, সে সব ব্যক্তির গঙ্গাই গতি । নিত্যসেবিত গঙ্গা (মাতৃ ও পিতৃ)— উভয় কুলকেই উদ্ধার করেন । ৩৩ ।

সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অপেক্ষা গঙ্গাজলপান উত্তম ফলদায়ক । মাসকাল গঙ্গাকে সেবা করে সমস্ত যজ্ঞফল লাভ করা যায় । ৩৪ ।

দেবী গঙ্গা সর্বপাপ হরণ করেন । তিনি স্বর্গবাসরূপ ফলপ্রদান করেন । গঙ্গাতে যেইমাত্র অস্থি বিসর্জন হয়, সেই ক্ষণে মৃতব্যক্তি স্বর্গে স্থান পেয়ে যান । ৩৫ ।

অন্ধপ্রভৃতি মুনিগণ গঙ্গাকে সেবা করে দেবতাদের সমরূপতা লাভ করেছিলেন । গঙ্গাতীর্থে সমুদ্ভূত মৃত্তিকাকে যিনি চিহ্নরূপে ধারণ করেন, তিনি পাপঘ্ন সূর্যের মত শোভমান হন । ৩৬ ।

গঙ্গার দর্শন, জলস্পর্শ, জলপান ও গঙ্গানামের কীর্তন — এসবের অনুষ্ঠান শয়ে শয়ে, এমন কি, হাজার হাজারে পূর্বপুরুষগণকে পবিত্র করে । ৩৭ ।

---

৩২ । জাতা — পাণ্ডুলিপিতে, যাতা ।
৩৪ । আত্মনেপদী √লভ্ ধাতুর পরস্মৈপদে ব্যবহার (লভেৎ) খুবই বিরল । এরূপ, অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রে ও প্রায়ই আত্মনেপদ-পরস্মৈপদের বিরলব্যবহার গ্রন্থের স্থানান্তরে দেখতে পাওয়া যায় ।
৩৬ । তাং সংসেব্য — পাণ্ডুলিপিতে, তু তাং সেব্য ।
৩৭ । পূর্ব্বপুরুষান্ — পাণ্ডুলিপিতে, পুণ্যপুরুষান্ ।

গঙ্গামাহাত্ম্যমাকর্ণ্য দুর্ম্মদো মুক্তকিল্বিষঃ ।
গঙ্গাস্নানব্রতং রাজন্ চচার দীর্ঘজীবিতঃ ।। ৩৮ ।।

ততঃ স ভুবি ধর্ম্মাত্মা ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমম্ ।
পুত্রে রাজ্যং সমুৎসৃজ্য জগাম ত্রিদশালয়ম্ ।। ৩৯ ।।

প্রচেতাস্তৎসুতো রাজন্ ধর্ম্মজ্ঞানসমন্বিতঃ ।
মহাবলপরাক্রান্তো লেভে সিংহাসনং ততঃ ।। ৪০ ।।

স রাজা বাল্যতো বেদানধীত্য কপিলাশ্রমে ।
বিষয়েষু বিরক্তোঽভূৎ পরমার্থবিদাং বরঃ ।। ৪১ ।।

যানগ্রহীৎ করান্ ভূপঃ প্রচেতা দীনবৎসলঃ ।
তদর্দ্ধং শ্রেয়সে প্রাদাৎ সর্ব্বেষাং রাষ্ট্রবাসিনাম্ ।। ৪২ ।।

ঋক্‌থস্য তুরীয়াংশেন স্বজনান্ ভৃতকানপি ।
পুপোষ পরিশিষ্টানি কোষে রক্ষন্ মহীপতিঃ ।। ৪৩ ।।

রাজ্ঞস্তস্য চ রাষ্ট্রস্য শুভার্থং কর্ম্মপৌষ্টিকম্ ।
চক্রুস্তপোধনাঃ সর্ব্বে লব্ধার্থাঃ প্রতিহায়নম্ ।। ৪৪ ।।

হে রাজন্, গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করে মহাত্মা দুর্মদ পাপহীন হয়েছিলেন । তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং গঙ্গাস্নানরূপ ব্রতও অবলম্বন করেছিলেন ।৩৮ ।

অনন্তর, ধর্মাত্মা (দুর্মদ) জাগতিক উৎকৃষ্ট ভোগ অনুভব করার পর পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গলোকে গমন করেন ।৩৯ ।

হে রাজন্, তাঁর পুত্র প্রচেতা ছিলেন ধর্মজ্ঞানযুক্ত, মহাবল ও পরাক্রমশালী । তিনি তাঁর পরে সিংহাসন লাভ করেন ।৪০ ।

রাজা প্রচেতা কপিলমুনির আশ্রমে আবাল্য বেদসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরমার্থ- অর্থাৎ মোক্ষবিদ্‌দের অগ্রগণ্য তিনি একসময়ে বিষয়ভোগে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন ।৪১ ।

দীনবৎসল রাজা যা কর হিসেবে আদায় করতেন, তার অর্ধভাগ সমস্ত রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য ব্যয় করতেন ।৪২ ।

সম্পত্তির এক-চতুর্থভাগ দিয়ে তিনি তাঁর আত্মীয়জন ও ভৃত্যদের প্রতিপালন করতেন এবং অবশিষ্ট ধন রাজকোষে রেখে সঞ্চয় করতেন ।৪৩ ।

তপস্বিগণ সবাই প্রতিদিন স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করে রাজা ও তাঁর রাজ্যের মঙ্গলার্থ (সবার) কর্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করতেন ।৪৪ ।

---

৪৩। (ক) ঋক্‌থস্য তুরীয়াংশেন — পাণ্ডুলিপিতে, তুরীয়াংশকেন ঋক্‌থস্য ।
(খ) কোষে রক্ষন্ মহীপতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, কোষেগুরক্ষন্মহীপতিঃ ।

কালে প্রচেতসো রাজ্ঞী পরাচিপ্রমুখান্ সুতান্ ।
শতং প্রাসোষ্ট কল্যাণী মহাবলপরাক্রমান্ ।। ৪৫ ।।

তেষাং জ্যেষ্ঠং ধনুর্বিদ্যালঙ্কৃতং নীতিকোবিদম্ ।
পরাচিমাসনে ন্যস্য রাজা স্বর্গমুপেয়িবান্ ।। ৪৬ ।।

কালেঽতীতে কিয়ত্যস্যাঽজনি সূনুঃ পরাবসুঃ ।
নৃপাঙ্কৈর্লাঞ্ছিতঃ শ্রীমান্ পৌরাণাং প্রীতিভাজনম্ ।। ৪৭ ।।

একদা চিন্তয়ামাস পরাচির্নৃপ ইত্যলম্ ।
প্রত্যাগমনসন্দেহো যাস্যতো দিগ্‌জয়ায় মে ।। ৪৮ ।।

এবং সংচিন্তয়ন্ রাজা পরাচির্নিজমাসনম্ ।
পরাবসুসমাখ্যায় তনয়ায় প্রদত্তবান্ ।। ৪৯ ।।

যথাকালে রাজা প্রচেতার রাজমহিষী পরাচিপ্রভৃতি একশত মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করেছিলেন । ৪৫ ।

রাজা তাঁদের মাঝে জ্যেষ্ঠপুত্র তথা ধনুর্বিদ্ ও নীতিমান্ পরাচিকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বর্গগমন করেন । ৪৬ ।

কিছুকাল অতীত হলে তাঁর (পরাচির) পুত্র পরাবসু জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ছিলেন রাজচিহ্নযুক্ত, সুন্দর ও প্রজাদের প্রীতিভাজন । ৪৭ ।

একসময়ে রাজা পরাচি এভাবে বহু চিন্তা করলেন যে, 'আমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলে হয়ত ফিরে আসব না' । ৪৮ ।

রাজা পরাচি এভাবে চিন্তা করে পরাবসুনামক নিজপুত্রকে সিংহাসন দান করেন । ৪৯ ।

---

৪৭। (ক) কালেঽতীতে কিয়ত্যস্য — পাণ্ডুলিপিতে, দিষ্টেঽতীতে কিয়ত্তস্য ।

(খ) প্রীতিভাজনম্ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রীতিমাবহন্ ।

৪৮-৪৯। এ শ্লোকদ্বয়ের পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে নীচের দু'টি শ্লোক দেখা যায় -

ন প্রত্যাগমনঞ্চেতি শঙ্কয়াচলমানসঃ ।
নৃপাসনে সুতং তত্র সংস্থাপ্যাসৌ পরাবসুম্ ।। ক ।।

ধীমন্তং দেশকালজ্ঞং নিপুণং রাষ্ট্ররক্ষণে ।
শস্ত্রাস্ত্রকুশলং দান্তং ক্ষমাশীলং প্রিয়ম্বদম্ ।। খ ।।

ততঃ পরাচিরনুজৈঃ সহোনশতসংখ্যকৈঃ ।
বিজয়ায় দিশাং বীর ঔদীচ্যাভিমুখো যযৌ ।। ৫০ ।।

অথ পরাবসুর্ধীরো গৃহীত্বা পিতুরাসনম্ ।
শশাস রাজ্যং পিতৃবৎ সচিবৈরন্বিতশ্চিরম্ ।। ৫১ ।।

পরাচির্ভূরিদানেন রিক্তং কোষং চকার যৎ ।
তং সমৃদ্ধপ্রজাভ্যঃ স আহৃতার্থৈরপূরয়ৎ ।। ৫২ ।।

অসাধয়দশেষং তৈর্হিতং স রাষ্ট্রবাসিনাম্ ।
সমৃদ্ধিমীয়ুস্তেনৈব প্রজাঃ সর্ব্বা নিরাময়াঃ ।। ৫৩ ।।

কালে পারিষদে পুত্রে রাজ্যমুৎসৃজ্য ভূপতিঃ ।
বাসনাগ্রাহমুক্তাত্মা তপসে বনমাযযৌ ।। ৫৪ ।।

তাতস্যাসনমারুহ্য পারিষদঃ প্রতাপবান্ ।
অচিরাদ্ বাহুবীর্য্যেণ জিগায় পরিপন্থিনঃ ।। ৫৫ ।।

তারপর, বীর পরাচি নিরানব্বই জন ভ্রাতার সঙ্গে দিগ্বিজয়ের জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন । ৫০ ।

এদিকে ধীরচিত্ত পরাবসু পিতার সিংহাসন গ্রহণ করার পর সচিবগণকর্তৃক পরিবৃত হয়ে বহুদিন পিতার মতই রাজ্যশাসন করেন । পরাচি বহুদানের দ্বারা যে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছিলেন, তা তিনি ধনী প্রজাদের কাছ থেকে আহৃত অর্থ দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন । ৫১ - ৫২ ।

ঐ সব অর্থ দিয়ে তিনি রাজ্যবাসী প্রজাদের অনেক মঙ্গলকর্মসম্পাদন করেছিলেন । নিরাপদ প্রজারা সবাই সেসব হিতকর্মের কারণে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । ৫৩ ।

এক সময়ে রাজা নিজপুত্র পারিষদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বাসনাগ্রাহ (বাসনারূপ জলজন্তু) থেকে মুক্তচিত্ত হয়ে তপস্যার্থ বনগমন করেন । ৫৪ ।

পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে প্রতাপশালী পারিষদ বাহুবলের দ্বারা অচিরেই পরিপন্থী অর্থাৎ রাস্তার ডাকাতদের বশীভূত করেছিলেন । ৫৫ ।

---

৫০। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রকার — পরাচির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমেকোনশতসংখ্যকৈঃ ।

৫১। এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার - নয়েন জ্ঞাতপূর্ব্বেণ সচিবৈরনুমোদিতঃ।

৫২। পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকটির ঈষৎপরিবর্তিত রূপ এপ্রকার —

সদর্থং ভূরিদত্তেন রিক্তং কোষং পরাচিনা ।
সুসমৃদ্ধপ্রজাভ্যঃ স আহৃতার্থৈরপূরয়ৎ ।।

৫৩। তেনৈব প্রজাঃ সর্ব্বা নিরাময়াঃ — পাণ্ডুলিপিতে, মনুজা নিঃশঙ্কা নিরুপদ্রবাঃ ।

৫৪। এশ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — নাম্না পারিষদে পুত্রে রাজ্যমুৎসৃজ্য ধর্ম্মবিৎ ।

লীলয়া সজ্যমকরোদ্ যৎ প্রকাণ্ডং স কার্ম্মুকম্ ।
তদ্গুণাকর্ষণে কোঽপি ন শক্তো বলগর্ব্বিতঃ ।। ৫৬ ।।

দোষাকরকুলোদ্ভূতোঽপ্যসৌ দোষবিবর্জ্জিতঃ ।
দোষদুষ্টা জনা যে চ তান্ সুশীলান্ করোত্যলম্ ।। ৫৭ ।।

ঈদৃশ্যবসিতং তস্ত জ্ঞাত্বা সর্ব্বে ভয়ার্দ্দিতাঃ ।
যদৃচ্ছাচাররহিতা আসন্ ধর্ম্মানুবর্ত্তিনঃ ।। ৫৮ ।।

অপক্ষপাতাদেতস্য হৃষ্টা আসংশ্চিরং প্রজাঃ ।
গুণানুরক্তা কান্তেব রাজলক্ষ্মীরমুং শ্রিতা ।। ৫৯ ।।

অরিজিন্নাম তনয়মনুরূপমজীজনৎ ।
তস্মৈ রাজ্যং প্রদায়াসৌ পরাচির্দিবমাযযৌ ।। ৬০ ।।

তিনি খেলাচ্ছলে প্রকাণ্ড যে ধনুতে জ্যারোপ করতেন, তার ছিলা আকর্ষণে বলদৃপ্ত কেউ-ই সমর্থ হত না । ৫৬ ।

তিনি দোষাকরবংশে জাত হলেও দোষবর্জিত ছিলেন । যারা নানা দোষের কারণে দুষ্ট প্রকৃতির ছিল, তাদের তিনি নিপুণভাবে সুশীল করে দিয়েছিলেন । ৫৭ ।

তাঁর এধরণের আত্মভাব জানার পর সবাই ভয়গ্রস্ত হয়ে যদৃচ্ছাচার থেকে বিরত ও ধর্মপরায়ণ হয়ে গিয়েছিল । তাঁর নিরপেক্ষস্বভাবহেতু প্রজাগণ বহুকাল খুশি ছিলেন । রাজলক্ষ্মী গুণমুগ্ধ প্রিয়ার মতই তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন । ৫৮ - ৫৯ ।

তাঁর (পারিষদের) অরিজিৎ নামক আত্মগুণানুরূপ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে পরাচি স্বর্গগমন করেন । (এখানে এমন সম্ভব যে, দ্বিগ্বিজয় থেকে ফিরে এসে পরাচি তাঁর প্রপৌত্র অরিজিৎ এর হাতে রাজ্য সঁপে দিয়ে স্বর্গগমন করেন ।) । ৬০ ।

---

৫৭ । পাণ্ডুলিপিতে এশ্লোকের পবিবর্তে নীচের শ্লোকটি দেখা যায় —

দোষস্য লেশং লোকানামুচ্চৈভর্ষিতমপ্যসৌ ।
অসহিষ্ণুঃ সদৈবাসীৎ ক্রুদ্ধঃ কাকোদরো যথা ।।

৫৮ । এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ - ন কোঽপ্যস্মাৎ ক্ষমামাপ যদি বা স্বকুলোদ্ভবঃ ।

৫৯ । (ক) হৃষ্টা আসংশ্চিরং প্রজাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, মুমুদে তত্র সজ্জনঃ ।

(খ) এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্ক্তি পুরোটি সেখানে এরূপ — খিন্নশ্চ ত্রিদিবং যাতে সংস্মৃত্য ন্যায়বর্ত্তিতাম্।

৬০ । এ শ্লোকের পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি দেখা যায় —

অরিজিন্নাম ভূপাল আরোহৎ পিতুরাসনম্ ।
শাস্তা নৃণাং যথান্যায়ং শস্ত্রশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ।।

পিতেব পালয়ামাস প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রযত্নতঃ ।
অরিজিদ্দানমানাভ্যাং ব্রাহ্মণাদীনতোষয়ৎ ।। ৬১ ।।

কিন্তু পুত্রার্থিনস্তস্য পুত্রো জাতো ন যৌবনে ।
দৌর্মনস্যাত্ততোঽগচ্ছদসৌ কাপিলমাশ্রমম্ ।। ৬২ ।।

প্রণম্য কপিলং রাজা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ।
প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সর্ব্বমেব মনোগতম্ ।। ৬৩ ।।

নমঃ কপিলরূপায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।
যোগিনাং যোগশিক্ষার্থমবতীর্ণোঽসি ভূতলে ।। ৬৪ ।।

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ ।
স্বর্গাদ্যনীহো বিতথাভিসন্ধিরাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ।। ৬৫ ।।

অরিজিৎ পিতার মতই যত্নসহকারে সমস্তপ্রজাকে প্রতিপালন করেছিলেন । (এছাড়া) দান ও সম্মানের দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করেছিলেন । ৬১ ।

কিন্তু পুত্রার্থী রাজার যৌবনকালে কোনো পুত্র জাত হল না । তাই, এ দুঃখ মনে নিয়ে তিনি একদিন কপিল মুনির আশ্রমে গেলেন । ৬২ ।

রাজা কপিলকে প্রণাম এবং বিনীতভাবে হাত জোড় করে বাষ্পগদ্গদস্বরে মনোগত বাঞ্ছা সবই বললেন । ৬৩ ।

'কপিলরূপী পরব্রহ্মকে প্রণাম । আপনি যোগিদিগকে যোগশিক্ষা দেবার জন্য ভূতলে আবির্ভূত হয়েছেন । ৬৪ ।

আপনি নিজশক্তিকে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপী) গুণপ্রবাহে বিভক্ত করে বিশ্বের যা কিছু সব ধারণ করে রয়েছেন । আপনার স্বর্গপ্রভৃতির জন্য কোনো কামনা নেই । মিথ্যাপ্রপঞ্চের অভিসন্ধি অর্থাৎ তত্ত্ব আপনার জানা; আপনি আত্মজ্ঞানবান, আপনার সহস্রশক্তি তর্কের অগোচর । ৬৫ ।

---

৬২ । এ শ্লোকের প্রথম পঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — সুতঃ সুতার্থিনো রাজ্ঞো নোদপদ্যত যৌবনে ।

৬৪ । (ক) অবতীর্ণোঽসি ভূতলে — পাণ্ডুলিপিতে, অবতারস্বরূপিণে ।

(খ) এ শ্লোকের পরে মুদ্রিতগ্রন্থের ৬৫—৬৭ এই তিনটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের* তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের ৩,৬ এবং ৮ সংখ্যাক শ্লোকত্রয়ের হুবহু অনুরূপ । পাণ্ডুলিপির বিশেষত্ব এই যে, উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের অধিক তথা এগুলোর পূর্বস্থ একটি শ্লোক (*ভাগবত পুরাণ* ৩.৩৩.২) যথানুক্রমে সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে । শ্লোকটি এরূপ —

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুঃ ।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতম্ ।।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ।। ৬৬ ।।

তং ত্বামহং ব্রহ্মপরং পুমাংসং প্রত্যকস্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ।। ৬৭ ।।

ইত্যেবং কপিলং স্তুত্বা ভক্ত্যা তং প্রণিপত্য চ ।
অরিজিন্নৃপতিঃ শেষে মনোঽভীষ্টং ন্যবেদয়ৎ ।। ৬৮ ।।

দ্রুহ্যোশ্চ বংশরক্ষার্থং ভবৎপাদাম্বুজাশ্রিতে ।
করুণাং কুরু দেবেন্দ্র প্রজাহীনে ময়ি প্রভো ।। ৬৯ ।।

শ্রীকপিল উবাচ ।
ভূয়াদ্বংশধরো যাহি শাধি রাজ্যমকল্মষ ।
অনাথান্ ভর ভূপাল শরণ্যঃ কাতরে ভব ।। ৭০ ।।

হে ভগবন্, কোনো স্থানে যাঁর নামমাত্র শ্রবণ ও কীর্তন করলে, যাঁকে নমস্কার করলে এবং যাঁকে স্মরণ করলে শ্বপাকও (অর্থাৎ চণ্ডালও) যজ্ঞের উপযুক্ত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় আপনার দর্শন হলে ত আর কথাই নেই ! যিনি ব্রহ্মলীন, যিনি পরমপুরুষ, যাঁকে প্রত্যগভিন্ন আত্মবস্তুরূপে ধ্যান করতে হয় এবং যিনি নিজপ্রভাবে গুণপ্রবাহকে ধ্বংস করেন, সেই বেদ-কারণ বিষ্ণুরূপী কপিল হচ্ছেন স্বয়ং আপনি । আপনাকে আমি বন্দনা করছি '। ৬৬ - ৬৭ ।

এভাবে কপিলের স্তুতি করে ও তাঁকে ভক্তিভবে প্রণাম করে নৃপতি অরিজিৎ শেষ পর্যন্ত মনের প্রিয় অভিলাষটি নিবেদন করলেন— হে দেবেন্দ্র, হে প্রভো, দ্রুহ্যুবংশ রক্ষার জন্য অজাতপুত্র আমি আপনার চরণকমলে আশ্রয় নিয়েছি । আপনি আমার প্রতি দয়া করুন । ৬৮ - ৬৯ ।

শ্রীকপিল বললেন— হে নিষ্পাপ, হে রাজন্, তোমার বংশরক্ষাকারী পুত্র জন্মগ্রহণ করবে । (এখন) তুমি যাও এবং রাজ্যশাসন কর । অনাথজনদের পালন কর । যারা নিরুপায় তাদের আশ্রয়স্বরূপ হও । ৭০ ।

---

৬৯ । (ক) দ্রুহ্যোশ্চ বংশরক্ষার্থম্ — পাণ্ডুলিপিতে, দ্রৌহ্যবংশরক্ষার্থম্ ।
(খ) এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি অধিক দেখা যায় —
অশুশ্রূষত পুত্রার্থী ভক্ত্যা তং মনুজেশ্বরঃ ।
প্রসাদিতোঽবিলম্বেন ভগবানব্রবীদ্বচঃ ।।

দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।

অচিরেণৈব কালেন কপিলস্য বরেণ হি ।
নৃপস্যাজনি বার্দ্ধক্যে কামদেব ইবাত্মজঃ ।। ৭১ ।।

ভূপতিঃ সুজিদিত্যস্য নাম চক্রে কৃতোৎসবম্ ।
বিদ্যামশিক্ষয়দ্ বাল্যে নিযুদ্ধং সায়কানপি ।। ৭২ ।।

প্রজানুরক্তং শক্তঞ্চ জ্ঞাত্বা তং রাজ্যরক্ষণে ।
উপবেশ্যাসনে প্রায়াদ্রাজা মুনিজনাশ্রমম্ ।। ৭৩ ।।

চিরমেষ তপস্তপ্ত্বা পরিত্যক্ত-পরিগ্রহঃ ।
অরিজিন্নৃপতিঃ কালে ব্রহ্মভূয়মবাপ্তবান্ ।। ৭৪ ।।

অভিষিক্তঃ সুজিদ্রাজা সম্পাদিতমহামহঃ ।
রাজ্যং শাসিতুমারভ্য সমৃদ্ধ্যাঃযোজয়ৎ প্রজাঃ ।। ৭৫ ।।

প্রজাভিস্তোষিতো রাজা তেনাপি তোষিতাঃ প্রজাঃ ।
পরস্পরং পরা প্রীতিঃ কস্য নাজীজনৎ সুখম্ ।। ৭৬ ।।

দুর্লভেন্দ্র বললেন— কপিলের বরপ্রভাবে অনতিকালের মাঝেই রাজার বার্দ্ধক্যকালে কামদেবের মত (সুন্দর) এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ভূপতি উৎসবপালন করে পুত্রের নাম সুজিৎ রাখলেন । বাল্যকালে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা, বাহুযুদ্ধ ও অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী করে তুললেন । ৭১ - ৭২ ।

পুত্রকে প্রজানুরক্ত ও রাজ্যরক্ষায় সমর্থ দেখে রাজা তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে মুনিদের আশ্রমে প্রস্থান করলেন । ৭৩ ।

রাজা অরিজিৎ সম্পত্তি ও পরিবার ত্যাগ করে বহুদিন তপঃসাধন করেন । যথাকালে তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন । ৭৪ ।

রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে সুজিৎ বিরাট শোভযাত্রাসম্পাদন করলেন ও রাজ্যশাসন শুরু করে প্রজাদিগকে সমৃদ্ধিযুক্ত করে তুললেন । ৭৫ ।

প্রজারা রাজাকে এবং রাজাও প্রজাদিগকে তুষ্ট রাখতেন । এরূপ পারস্পরিক উত্তম প্রীতিবিনিময় কার না সুখবিধান করে ! ৭৬ ।

---

৭১ । এ শ্লোকের পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি দেখা যায় —

রাজ্ঞ্যামজনি বার্দ্ধক্যে সুরসূনুরিবাত্মজঃ ।
অবগ্রহ ইবাসার ঋষের্বাগমৃতস্রবঃ ।।

৭৩ । রাজ্যরক্ষণে — পাণ্ডুলিপিতে, দেশশাসনে ।

৭৪ । এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রকার — কালে দিবমলঞ্চক্রে পুণ্যালঙ্কৃতবিগ্রহঃ ।

ভূপে প্রমীতে সুজিতি লব্ধরাজ্যঃ পুরূরবাঃ ।
ত্রিকালবিদ্ভির্মুনিভী রাজকার্য্যাণ্যমন্ত্রয়ৎ ।। ৭৭ ।।

তেনেষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈর্বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
প্রাদাৎ ধনানি বিপ্রেভ্যো মুক্তহস্তঃ স ভূপতিঃ ।। ৭৮ ।।

পুত্রং বিবর্ণং সংস্থাপ্য শাসনার্হং নৃপাসনে ।
তপসে নৈমিষারণ্যং প্রতস্থে প্রবয়া নৃপঃ ।। ৭৯ ।।

তপঃপ্রভাবসম্পন্নে তাতেঽরণ্যং সমাশ্রিতে ।
বিবর্ণো রাজনীতিজ্ঞঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ।। ৮০ ।।

প্রজাশ্চ তাতানুগতাঃ পরিচেরুস্তমন্বহম্ ।
ররক্ষ সোঽপি তাঃ সর্ব্বাঃ তনয়ানিব ভূপতিঃ ।। ৮১ ।।

বিদ্যা বাহুবলং বীর্য্যং তথা বিপুলবৈভবম্ ।
সর্ব্বং প্রজার্থমেবাস্য স্বার্থে কিঞ্চ ন কাঙ্ক্ষিতম্ ।। ৮২ ।।

কালে বিবর্ণে ভূপালে পরলোকমুপাগতে ।
পুরুসেনস্তস্য পুত্রো বভূব ধরণীশ্বরঃ ।। ৮৩ ।।

রাজা সুজিৎ প্রয়াত হলে পুরূরবা রাজ্যলাভ করেন । তিনি ত্রিকালজ্ঞ মুনিদের সাথে রাজকার্যসমূহ মন্ত্রণা করতেন । ৭৭ ।

ঐ রাজা যথাবিধি অনেক যজ্ঞ বহুদক্ষিণাসহ্ সম্পাদন করেন । তিনি বিপ্রদিগকে উদারহাতে প্রচুর ধনদান করেছিলেন । ৭৮ ।

প্রবৃদ্ধ রাজা পুত্র বিবর্ণকে শাসনক্ষম দেখে তাঁকে রাজাসনে বসানোর পর তপস্যার জন্য নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করলেন । ৭৯ ।

পিতা তপশ্চরণাভিলাষী হয়ে অরণ্যে গমন করার পরে রাজনীতিনিপুণ বিবর্ণ পৃথিবীশাসন করেছিলেন । ৮০ ।

(তাঁর) পিতার অনুগত প্রজারা তাঁকে প্রতিদিন পরিচর্যা করতেন । আর, রাজাও তাদের সবাইকে পুত্রবৎ রক্ষা করতেন । ৮১ ।

তাঁর বিদ্যা, বাহুবল, তেজোবীর্য ও বিপুল ঐশ্বর্য — সবই প্রজাদের জন্য (উৎসর্গিত) ছিল । তিনি নিজস্বার্থের জন্য কিছুই কামনা করতেন না । ৮২ ।

যথাকালে রাজা বিবর্ণ পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্র পুরুসেন রাজা

৭৮। বহুভির্যজ্ঞৈর্বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, বহুযজ্ঞেন বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণম্ ।

৮০। এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার — বিবর্ণঃ পৈতৃকীং কীর্ত্তিং ভেজে মাতৃরিবাত্মজঃ।

৮১। তনয়ানিব ভূপতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, তনূর্মত্বা মহীপতিঃ ।

৮২। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্‌ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার — ধনুর্বিদ্যা তথা বাহূ মিত্রাণি ধনজীবনে ।

৮৩। (ক) কালে বিবর্ণে ভূপালে — পাণ্ডুলিপিতে, তাতে বিবর্ণে ভূপাগ্র্যে ।

(খ) তস্য পুত্রঃ — পাণ্ডুলিপিতে, মহাবীর্য্যঃ ।

বিনীতঃ স সদামংস্ত গুরূন্ বৃদ্ধান্ মনীষিণঃ ।
মিত্রাগ্রজন্মাভিজনান্ সামন্তান্ সচিবানপি ।। ৮৪ ।।

সমপূরয়দত্যর্থমর্থিনাং যদভীপ্সিতম্ ।
পিতৄনপ্রীণয়ৎ শ্রাদ্ধৈঃ ক্রতুভিস্ত্রিদশানপি ।। ৮৫ ।।

অযোধ্যামগমদ্ধীমান্ স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
ঋষিভির্যোগিভিঃ সার্দ্ধং যজ্ঞে দশরথস্য সঃ ।। ৮৬ ।।

রাজ্ঞা দশরথেনায়ং পুরুসেনঃ প্রপূজিতঃ ।
দৃষ্ট্বা বহূনি তীর্থানি প্রত্যায়াতঃ স্বকং পুরম্ ।। ৮৭ ।।

বহুসুকৃতবিপাকৈরিন্দুবংশেঽবতীর্য্য
ধন-জন-শুভ-রাজ্যৈশ্বর্য্য-সম্পৎসুখানি ।
অনুদিনমনুভূয় শ্রীধরধ্যানযোগাৎ
নরপতিপুরুসেনো মর্ত্ত্যলোকং মুমোচ ।। ৮৮ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে ধর্ম্ম-ধৃত-দুর্ম্মদ-প্রচেতঃপরাচি-পরাবসু-পারিষদারিজিৎ-সুজিৎ-পুরূরবোবিবর্ণ-পুরুসেনানাং চরিতবর্ণনং নাম নবমঃ সর্গঃ ।

হয়েছিলেন । তিনি সর্বদা বিনীতভাবে গুরুজন, বৃদ্ধগণ, মনীষিগণ, মিত্রভূত জ্যেষ্ঠ ও অভিজাতব্যক্তিদিগকে, সামন্ত ও সচিবদিগকে মান্য করে চলতেন । ৮৩ - ৮৪ ।

যাঁরা প্রার্থী, তাঁদের অভিলাষ তিনি বহুতরভাবে পূর্ণ করে দিতেন । পরলোকগত পিতৃগণকে শ্রাদ্ধদ্বারা ও দেবতাদিগকে যজ্ঞদ্বারা তিনি প্রীত করেছিলেন । ৮৫ ।

নিজসৈন্যপরিবেষ্টিত হয়ে মনস্বী রাজা ঋষি-ওযোগিগণের সাথে অযোধ্যায় রাজা দশরথের যজ্ঞে গিয়েছিলেন । ৮৬ ।

রাজা দশরথের দ্বারা পুরুসেন সম্মানিত হয়েছিলেন । অতঃপর, বহু তীর্থস্থান দেখার পরে তিনি নিজপুরীতে ফিরে আসেন । ৮৭ ।

বহু পুণ্যপরিপাকের কারণে নরপতি পুরুসেন চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করে ধন, জন, উত্তম রাজৈশ্বর্য, সম্পদ ও সুখ নিত্যদিন অনুভব করার পর নারায়ণের ধ্যানযুক্ত অবস্থায় মর্ত্যলোক ত্যাগ করেন । ৮৮ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরগ্রন্থে* ধর্ম, ধৃত, দুর্মদ, প্রচেতা, পরাচি, পরাবসু, পারিষদ, অরিজিৎ, সুজিৎ, পুরূরবা, বিবর্ণ ও পুরুসেন রাজাদের চরিতবর্ণন নামক নবম সর্গ সমাপ্ত ।

---

৮৬। (ক) পরিবেষ্টিতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পরিবারিতঃ ।
(খ) ঋষিভির্যোগিভিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, যোগিমহর্ষিভিঃ ।
৮৮। এ শ্লোকের পরিবর্তে, পাণ্ডুলিপিতে নবমসর্গের অন্তিমশ্লোকটি এপ্রকার —
এবং স রাজা ধর্মাত্মা ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্ ।
ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমারাধ্য প্রাপ লোকমকল্মষম্ ।।

# দশমঃ সর্গঃ

অথ রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পুরুসেনাত্মজন্মনঃ ।
মেঘবর্ণস্য বৃত্তান্তং শ্রোতৄণাং বিস্ময়াবহম্ ।। ১ ।।

যা প্রোক্তা রাজধানী তে ত্রিবেগাখ্যা পুরাতনী ।
অসিঞ্চত তলং যস্যাঃ কপিলা সুরনিম্নগা ।। ২ ।।

যত্র সন্ন্যাসিনঃ শান্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
দ্বিজাতয়শ্চ যত্রাসন্ ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণাঃ ।। ৩ ।।

অন্যে চ মানবা যত্র স্বধর্ম্মেষ্বনুরাগিণঃ ।
পতিভক্তিপরা নার্য্যঃ পতিপ্রাণাস্তথা নৃপ ।। ৪ ।।

সর্ব্বদাতিথয়ো যত্র দিব্যশয্যাসনাদিভিঃ ।
সেব্যন্তে চ যথাকালং স্বাদুভোজ্যৈর্যথেপ্সিতৈঃ ।। ৫ ।।

হে রাজন্, অতঃপর আমি পুরুসেনপুত্র মেঘবর্ণের বৃত্তান্ত বলব, যা শ্রোতৃজনের বিস্ময় উদ্রেক করে। ১ ।

আপনাদের ত্রিবেগনামক যে পুরাতন রাজধানীর কথা (পূর্বে) বলা হয়েছে, তার তলদেশ দিয়ে সুরনদী কপিলা বয়ে যেত; শান্তচিত্ত সন্ন্যাসিগণ সেখানে সত্যব্রতসমূহ পালন করতেন এবং ব্রাহ্মণেরাও ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন । ২ - ৩ ।

হে রাজন্, সেখানে সাধারণজন নিজনিজ ধর্মপালনে অনুরাগী ছিলেন এবং নারীরা ছিলেন যেমন পতিভক্তিপরায়ণা, তেমনি পতিপ্রাণা । ৪ ।

সেখানে অতিথিরা সর্বদা দিব্যশয্যা ও আসনাদি এবং কালোচিত তথা স্বাদু ও ইচ্ছানুরূপ খাদ্যদ্রব্যের সহযোগে সেবালাভ করতেন । ৫ ।

---

২। এ শ্লোক থেকে ২৬ সংখ্যাক শ্লোক পর্যন্ত ত্রিবেগনগরীর বর্ণনা, তদনন্তর ২৭-৭৯ শ্লোক অবধি মেঘবর্ণের নিকটে চেদিরাজ বীরবাহুর কন্যা সুলক্ষণার বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে যাবালিমুনির আগমন ও কথোপকথন পাওয়া যায় । পাণ্ডুলিপিতে দশমসর্গের সর্বসাকল্যে আশিটি শ্লোকে, একদিকে যেমন যাবালিমুনির বার্তালাপকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে সর্গটিকে অসমাপ্ত রাখা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে ঐ সহসাগত সর্গাবসানপর্যন্ত ঘটনার বিবরণ মুদ্রিতগ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি এক হলেও উভয়ক্ষেত্রে প্রায়ই শ্লোকক্রমের সামঞ্জস্য দেখা যায় না । তাই, এ সর্গে উত্তরত্র, মুদ্রিতগ্রন্থের বর্ণিত বিষয় অনুযায়ীই পাণ্ডুলিপির তৎসংশ্লিষ্ট শ্লোকের তুলনা, প্রতিতুলনা, সন্নিবেশ ইত্যাদি দেখানো হয়েছে ।

৩। ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, স্বং স্বং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ ।

৪। সেব্যন্তে চ যথাকালম্ — পাণ্ডুলিপিতে, জোষ্যন্তে স্বর্যথা কালম্ ।

সরঃ প্রসন্নসলিলং সরোজাদিসুশোভিতম্ ।
সুরম্যারামসংঘশ্চ শুশুভে শুভদর্শনঃ ।। ৬ ।।

সরঃসু কলহংসাদ্যাঃ কোকিলাদ্যাশ্চ কাননে ।
যত্র কুঞ্জেষু মধুপাঃ কুর্ব্বন্তি মধুরধ্বনিম্ ।। ৭ ।।

যোগিনো যোগনিরতা ব্রাহ্মণা বেদপাঠিনঃ ।
যত্র ষট্কর্ম্মকুশলা যতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।। ৮ ।।

যত্রৈকদেশে বিততজলদুর্গদুরাসদা ।
গিরিশৃঙ্গনিভোত্তুঙ্গসৌধরাজিবিরাজিতা ।। ৯ ।।

বিবুধৈঃ কবিভিঃ সৌম্যৈঃ সিদ্ধৈর্ব্বিদ্যাধরৈর্বৃতা ।
আখণ্ডলপুরীতুল্যা রাজবাটী বিরাজতে ।। ১০ ।।

গোপুরস্য পুরোভাগে বিশালাট্টালিকোপরি ।
সন্ধ্যামুহূর্ত্তবিজ্ঞপ্ত্যৈ রৌতি দুন্দুভিরন্বহম্ ।। ১১ ।।

সেখানে সরোবর ছিল নির্মলজলপূর্ণ ও পদ্মপ্রভৃতি পুষ্পে শোভিত; সুরমণীয় উদ্যানসমূহ সেখানে দৃষ্টিমনোহর হয়ে শোভা পেত; সরোবরসমূহে কলহংসেরা, কাননে কোকিলকুল ও কুঞ্জসমূহে মৌমাছিরা মধুরধ্বনি করত । ৬ - ৭ ।

সেখানে যোগিগণ যোগে মগ্ন থাকতেন ও ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠে নিরত থেকে সংযতচিত্তে ইন্দ্রিয়দমনপূর্বক (অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ — এই) ছয়টি কর্মে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতেন । ৮ ।

তথায় একস্থানে বিস্তৃত জলদুর্গের কারণে দুরাধর্ষ ও পর্বতশৃঙ্গের মত উত্তুঙ্গ সৌধরাজিদ্বারা অলঙ্কৃত এবং জ্ঞানিব্যক্তি, কবিকুল, সৌম্যদর্শন সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের দ্বারা পরিবৃত রাজবাড়ি ইন্দ্রপুরীর ন্যায় বিরাজ করত । ৯ - ১০ ।

গোপুর অর্থাৎ রাজগৃহের বহির্দ্বারের সামনে বিশাল অট্টালিকার উপরে সন্ধ্যাসময় বিজ্ঞাপিত করার জন্য প্রতিদিন দুন্দুভি বাজানো হত । ১১ ।

---

৭ । এ শ্লোকবিষয়ের অংশবিশেষের বর্ণনা পাণ্ডুলিপিধৃত নীচের শ্লোকটিতে দেখা যায় —
পাদপেষু সুখাসীনা যত্র পুংস্কোকিলাদয়ঃ ।
কলেনাপ্লুত্য চেতাংসি জগুস্তত্রগরৌকসাম্ ।।

৮ । এ শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে পাণ্ডুলিপিতে এভাবে রয়েছে —
সমাযৌ যোগিনস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ বেদপারগাঃ ।
ষট্কর্ম্মসু রতাশ্চাসন্ যতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।।

সমন্তান্নৃপদুর্গস্য ভূরিশস্ত্রাস্ত্রশোভিনঃ ।
গর্জ্জন্তি গজবৃন্দানি বাজিবর্গাশ্চ ভূরিশঃ ।। ১২ ।।

রাজন্যা বহুশো যত্র ধর্ম্মজ্ঞা নীতিকোবিদাঃ ।
শস্ত্রাস্ত্রকুশলাঃ শূরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।। ১৩ ।।

তেষাং কেচিদিষু-প্রাস-কৃপাণ-যষ্টি-পাণয়ঃ ।
রাজদ্বারাণি রক্ষন্তি প্রভূতবলবিক্রমাঃ ।। ১৪ ।।

বাজি-বারণ-শিক্ষায়াং ব্যূহানাং রচনাসু চ ।
সৈনাপত্যেঽথ সারথ্যে মন্ত্রণে দূতকর্ম্মণি ।। ১৫ ।।

শত্রূণাং ভেদনে সন্ধৌ বিগ্রহে নিগ্রহেঽপি চ ।
ব্যবহারে চ কোষাণাং ভর্ত্তুশ্চ পরিরক্ষণে ।। ১৬ ।।

রক্ষণে চাপি শস্ত্রাণাং ধর্ম্মাধিকরণাবনে ।
পুস্তকালয়রক্ষায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি কেচন ।। ১৭ ।।

সেখানে ছিল রাজদুর্গ, যা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত এবং এরই কাছে নানাপ্রকার রব করত হাতি ও ঘোড়ারা । ১২ ।

সেখানে ছিলেন বহু ধর্মজ্ঞ ও নীতিনিপুণ রাজপুরুষ; তাঁরা সবাই শস্ত্র-ওঅস্ত্র-ব্যবহারে পটু, শূর ও যুদ্ধবিশারদ । তাঁদের একটি অংশ বাণ, প্রাস, কৃপাণ ও লাঠি হাতে নিয়ে প্রভূত বলবিক্রমের সাথে রাজদ্বারগুলোকে রক্ষা করতেন । তাঁদের কেউ কেউ হাতি ও ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করার কাজে, ব্যূহনির্মাণে, সৈনাপত্যগ্রহণে, সারথির কাজে, মন্ত্রণা- ও দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হতেন । ১৩ - ১৫ ।

কেহ বা শত্রুদের মাঝে ভেদ তৈরি করার কাজে, সন্ধি ও বিগ্রহ শুরু করার জন্য, (কখনো বা) কোষপরিচালনা করার জন্য, রাজার রক্ষায়, শস্ত্র ও বিচারসভার রক্ষাকার্যে এবং গ্রন্থাগারের রক্ষণকর্মে নিযুক্ত হতেন । ১৬ - ১৭ ।

---

১২। (ক) ভূরিশস্ত্রাস্ত্রশোভিনঃ — পাণ্ডুলিপিতে, ভূরিশস্ত্রাস্ত্রসম্পদঃ ।

(খ) গর্জ্জন্তি এবং বাজিবর্গাশ্চ ভূরিশঃ— পাণ্ডুলিপিতে, যথাক্রমে, প্রণেদুঃ এবং বাজিবর্গাঃ সহস্রশঃ ।

১৩-১৭। এ পাঁচটি শ্লোকের বর্ণনাবিষয় পাণ্ডুলিপিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে নীচের তিনটি শ্লোকে সন্নিবেশিত হয়েছে —

তেষাং কেচিদিষুপ্রাসগদাখড়্গর্ষ্টিকার্ম্মুকাঃ ।
বাজিবারণশিক্ষায়াং ব্যূহানাং রচনে তথা ।। ক ।।
সৈনাপত্যেঽথ সারথ্যে মন্ত্রণে দূতকর্ম্মণি ।
শত্রূণাং ভেদনে সন্ধৌ বিগ্রহে নিগ্রহেঽপি চ ।। খ ।।
ব্যবহারে চ কোষাণাং ভর্ত্তুশ্চ পরিরক্ষণে ।
রক্ষণে চাপি শস্ত্রাণাং দ্বারাণাং পর্য্যবেক্ষণে ।। গ ।।

তে চান্তর্বংশিকা যে তু বৃদ্ধা ধীরাশ্চ বাহুজাঃ ।
রাজাবরোধান্ রক্ষন্তি বিশুদ্ধচরিতা ইব ।। ১৮ ।।

সত্যানৃতেন বর্ত্তন্তে বৈশ্যাশ্চ বসুশালিনঃ ।
কেচিদ্ বৃদ্ধিগ্রহেঽপ্যতিষ্ঠন্ কেচিচ্চ কৃষিকর্ম্মণি ।। ১৯ ।।

আয়ুর্ব্বেদবিদো বৈদ্যা শান্তা মধুরভাষিণঃ ।
আরোগ্যশালাসু রতাশ্চিকিৎসন্তি চ রোগিণঃ ।। ২০ ।।

শুশ্রূষন্তে দ্বিজান্ শূদ্রা ন্যায়োপার্জ্জিতসম্পদঃ ।
স্বস্বজাত্যুক্তকর্ম্মাণি যত্র কুর্ব্বন্তি চেতরে ।। ২১ ।।

শকুন্তশ্বাপদানাঞ্চ পোষণে ক্রীড়নে তথা ।
মার্জ্জনে চাস্ত্রশস্ত্রাণামন্যত্রাপ্যর্থগৃধ্নবঃ ।। ২২ ।।

এঁদের মাঝে যাঁরা বৃদ্ধ ও ধীরস্বভাব ক্ষত্রিয়পুরুষ, তাঁরা লাঠি-হাতে অন্তঃপুরচারী হয়ে পবিত্রচরিত্র ব্যক্তির মত রাজার অন্তঃপুর রক্ষা করতেন । ১৮ ।

ধনশালী বৈশ্যগণ সত্য ও মিথ্যা—দু'য়ের সাথেই জীবননির্বাহ্ করতেন ।(যেমন) কেউ কেউ সুদগ্রহণ করার কাজে, কেউ বা কৃষিকর্মে রত ছিলেন । ১৯।

আয়ুর্বেদবিদ্ বৈদ্যগণ ছিলেন শান্তস্বভাব ও মধুরভাষী ।তাঁরা আরোগ্যশালাসমূহে নিযুক্ত হয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতেন । ২০ ।

সেখানে শূদ্রেরা ন্যায়পথে সম্পদ উপার্জন করতেন ও ব্রাহ্মণদের শুশ্রূষায় নিরত ছিলেন । অন্যান্য (বর্ণের) লোকগণও নিজনিজ জাতিনির্দিষ্ট কর্মসমূহ সম্পাদন করতেন । পাখী ও জন্তুদের পালন ও খেলা-দেখানোর বৃত্তি, অস্ত্রশস্ত্রের ঘষামাজার বৃত্তি — এমনতরো আরো অনেক জীবিকায় অর্থোপার্জনকারীরা রত ছিলেন। খাঁটি সোনার

---

১৮। এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রকার —
চরিতং পর্য্যবেক্ষন্ত প্রযত্নেন পুরস্ত্রিয়াঃ ।

১৯। (ক) এ শ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার —
সত্যানৃতে বিশঃ কেচিৎ পণ্যানাং বীথিকাসু চ ।

(খ) এ শ্লোকবিষয়ের সঙ্গে সমার্থক আরেকটি শ্লোক পাণ্ডুলিপিতে অধিক দেখা যায় —
তেষাং শ্রেষ্ঠতরাঃ কেচিৎ নৈষ্কিকাঃ কেঽপি ভৌরিকাঃ ।
কে বাশ্মনাং পরীক্ষায়ৈ ক্ষৌমরাঙ্কবয়োরপি ।।

২০। এ শ্লোকের পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে তদনুরূপবিষয়াবগাহী শ্লোকান্তর —
অভ্যাসত গদঙ্কারা মন্ত্রং পথ্যঞ্চ ভেষজম্ ।
অতীতানাগতাংশ্চাপি সমূলা নিখিলা রুজঃ ।।

২১। এ শ্লোকের প্রায় অনুরূপ অর্থে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি দেখা যায় —
গণাম্ববরবর্ণানাং অগ্রজন্মবিরাড়্বিশাম্ ।
বরীবস্যাসু শিল্পেষু লেখনীমসিসংগ্রহে ।।

রুক্মাশ্মরীত্যয়স্কারাস্তক্ষকাশ্চর্ম্মকারকাঃ ।
বহবঃ কারবোঽপ্যন্যে বর্ত্তন্তে যত্র নীবৃতি ।। ২৩ ।।

নৃত্যৈর্গীতৈস্তথা বাদ্যৈর্লয়তানযুতৈঃ সদা ।
সমজ্যা শোভতে যত্র সুধর্ম্মেব সুরালয়ে ।। ২৪ ।।

শুদ্ধান্তস্থা অমাত্যাশ্চ ভৃত্যা নগরবাসিনঃ ।
বীতরোগভয়ক্লেশাঃ সসুখং নিবসন্তি চ ।। ২৫ ।।

দেবালয়েষু বহুষু দেবতাপ্রতিমূর্ত্তয়ঃ ।
পূজিতা নিয়তং যত্র কুর্ব্বন্তি রাজ্যমঙ্গলম্ ।। ২৬ ।।

তত্রাভূদ্ ভূপতিঃ শ্রীমান্ পুরুসেনসুতো মহান্ ।
মেঘবর্ণো নাম সুধীঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ।। ২৭ ।।

ঔর্ধ্বদেহিককার্য্যাণি সমাপ্য বিধিবৎ পিতুঃ ।
অকৃতোদ্বাহ এবায়মারুরোহ নৃপাসনম্ ।। ২৮ ।।

জিনিস তৈরিতে দক্ষ অনেক ধাতুশিল্পী, ছুতোর, চর্মকার ও এমন আরো অনেক কারুশিল্পী সেই জনসমৃদ্ধদেশে বর্তমান ছিলেন । ২১ - ২৩ ।

সেখানে রাজসভা সর্বদা নৃত্য-গীত ও লয়-তানযুক্ত বাদ্যের দ্বারা স্বর্গের দেবসভার মত শোভিত হত । রাজান্তঃপুরবাসিগণ, অমাত্যবৃন্দ, ভৃত্যসমূহ ও নগরবাসিজনেরা রোগ, ভয় ও কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে পরমসুখে বাস করতেন । দেবালয় সমূহে দেবতাদের নানা মূর্তি নিত্যপূজিত হত এবং এঁরা রাজ্যের মঙ্গলবিধান সুনিশ্চিত করতেন । ২৪ - ২৬ ।

সেই দেশে রাজপদে বৃত হয়েছিলেন পুরুসেনের পুত্র মহাত্মা তথা শ্রীমান ও ধীমান মেঘবর্ণ । তিনি প্রজানুরঞ্জনে বড়ই তৎপর ছিলেন । ২৭ ।

তিনি যথাবিধি পিতার ঔর্ধ্বদেহিককার্যাদি সমাপ্ত করে অকৃতদার অবস্থাতেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন । ২৮ ।

---

২৩। অন্যে বর্ত্তন্তে যত্র নীবৃতি — পাণ্ডুলিপিতে, অন্যেঽপ্যবর্ত্তন্ত সুখবৃত্তয়ঃ ।

২৪। এ শ্লোকের রূপান্তরবিশিষ্ট তথা পাণ্ডুলিপিধৃত শ্লোকের আগে-পরে অনুরূপ বিষয়ে আরো দু'টি অর্থাৎ সর্বমোট তিনটি শ্লোক ক্রমান্বয়ে নীচে দেওয়া হল —

গৃহে গৃহে চ সংগীতৌ লাস্যতাণ্ডবয়োরপি ।
যাময়োঽপি ততা নদ্ধশুষিরে চ পেশলাঃ ।। ক ।।
সংগীতৈঃ কলকণ্ঠানাং লয়তানসমীকৃতৈঃ ।
সমজ্যা মুমুদে যত্র সুধর্ম্মেব দিবৌকসাম্ ।। খ ।।
ননর্ত্ত নর্ত্তকী যত্র জগৌ চোৎসবসন্তবে ।
যতয়োঽপি হতৌর্ত্থ্যাঃ কিমন্যে রসকাঙ্ক্ষিণঃ ।। গ ।।

২৫। নিবসন্তি চ — পাণ্ডুলিপিতে, ন্যবসন্ গৃহে ।

এতস্মিন্ সময়ে নাম্না বীরবাহুর্মহাবলঃ ।
চেদিদেশে সমভবদ্ ভূপতির্ভূরিশাসনঃ ।। ২৯ ।।

তস্য কন্যা সমজনি কালে কল্যাণকারিণী ।
নাম্না সুলক্ষণেত্যাসীৎ সর্ব্বলক্ষণভূষিতা ।। ৩০ ।।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানা দীর্ঘকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা ।
প্রসন্নবদনাম্ভোজা লক্ষ্মীরিব সুলক্ষণা ।। ৩১ ।।

ততঃ কতিসমান্তে তাং রূপলাবণ্যশালিনীম্ ।
তনুমধ্যামুন্নতস্ফিঙ্নিতম্বাংসপয়োধরাম্ ।। ৩২ ।।

বলিত্রয়লসন্মধ্যাং প্রব্যক্তনবযৌবনাম্ ।
সমীক্ষ্য বসুধাধীশশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ।। ৩৩ ।।

কস্মৈ প্রদেয়া কন্যেয়ং মম সর্ব্বগুণাশ্রয়া ।
অনুরূপো বরঃ কুত্র কো বাস্তে পৃথিবীতলে ।। ৩৪ ।।

চেদিদেশে এই সময়ে বর্তমান ছিলেন বীরবাহু নামক মহাবল ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক রাজা। যথাসময়ে তাঁর এক কল্যাণকারিণী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম সুলক্ষণা। তিনি ছিলেন সর্বলক্ষণসম্পন্না। ২৯ - ৩০।

(সুলক্ষণা) দিনে দিনে বাড়তে লাগলেন। তাঁর মাথায় দীর্ঘকুঞ্চিত কেশদাম; মুখকমল তাঁর প্রসন্ন। তিনি ছিলেন লক্ষ্মীর মত সুলক্ষণা। ৩১।

অনন্তর, কিছু বৎসর অতীত হলে ধর্মবিৎ রাজা রূপলাবণ্যসমন্বিতা কন্যার মধ্যদেশের তনুতা, তাঁর উন্নতনিতম্বশালী জঘনদেশ, উন্নত স্কন্ধ ও পয়োধর, মধ্যদেহে বলিরেখাত্রয় (অর্থাৎ এককথায়) নবযৌবনশালিনী কন্যাকে দেখে চিন্তা করলেন — আমার এই সর্বগুণান্বিতা কন্যাকে কার হাতে প্রদান করব ? তাঁর অনুরূপ বরই বা পৃথিবীতে কোথায় ! ৩২ - ৩৪।

---

২৭-৩০। এ চারটি শ্লোকের বক্তব্য পাণ্ডুলিপিতে নীচের তিনটি শ্লোকে (যথাপ্রাপ্ত) বর্ণিত হয়েছে —

তত্রাভূদ্ভূপতিঃ শ্রীমান্ মেঘবর্ণো মহামতিঃ ।
অবার্য্যবীর্য্যস্তাতস্য সুসমাপ্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ।
ক্ষিতাবতুল্যো বীর্য্যেণ গুণগ্রামৈঃ শ্রিয়াপি চ ।। ক ।।
চেদীনামীশ্বরস্তর্হি বীরবাহুর্মহাবলঃ ।
স সমৃদ্ধ্যা রুচা শক্ত্যা যশসা চ প্রতিষ্ঠিতঃ ।। খ ।।
তস্যাত্মজাজনি শ্যামানবদ্যা শুভদর্শনা ।
মাতাপিত্রোর্বিশালাক্ষী হৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনী ।। গ ।।

৩১। লক্ষ্মীরিব — পাণ্ডুলিপিতে, সৈব নাম্না।

৩৩। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তিটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার —

বলিত্রয়বিভক্তাঙ্গীং প্রব্যক্তযৌবনশ্রিয়ম্ ।

৩৪। কন্যেয়ম্ — পাণ্ডুলিপিতে, কন্যৈবা।

এবং চিন্তয়তস্তস্য চেদীশস্য মহীপতেঃ ।
পুরতোঽভ্যাযযৌ বিন্ধ্যাদ্ যাবালির্মুনিসত্তমঃ ।। ৩৫ ।।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ-জটা-শ্মশ্রু-বিরাজিতঃ ।
তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভো বৈশ্বানর ইবাপরঃ ।। ৩৬ ।।

অর্চ্চ্যো দিবৌকসাঞ্চাপি ত্রিকালজ্ঞো মহাতপাঃ ।
বেদোপনিষদাং বেত্তা ধৃতিমান্ নয়কোবিদঃ ।। ৩৭ ।।

শান্তঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ।
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভী রাজানমভ্যনন্দয়ৎ ।। ৩৮ ।।

রাজাপি সহসোত্থায় তমৃষিং শংসিতব্রতম্ ।
পাদ্যার্ঘ্যেণ যথান্যায়ং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ।। ৩৯ ।।

কুশাসনসমাসীনং ত্রিকালজ্ঞং তপোধনম্ ।
পপ্রচ্ছ চ স ধর্ম্মাত্মা বিনয়াবনতস্ততঃ ।। ৪০ ।।

চেদিপতি মহারাজ যখন এপ্রকার চিন্তামগ্ন, তখন বিন্ধ্য থেকে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন মুনিবর যাবালি । মুনির জটা-দাঁড়ি ছিল বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত (সাদা) । তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ; তাই, তাঁকে দ্বিতীয় বৈশ্বানরের মত দেখাচ্ছিল ।৩৫ - ৩৬ ।

(তিনি) ত্রিকালজ্ঞ মহাতপস্বী; দেবগণেরও তিনি পূজ্য । বেদ ও উপনিষদের তিনি প্রজ্ঞাতা । তিনি ধৈর্যশীল, নয়বেত্তা, শান্তস্বভাব, সর্বগুণসমন্বিত ও সবার মঙ্গলাভিলাষী । তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে রাজাকে জয়ধ্বনি ও আশীর্বাদের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন ।৩৭ - ৩৮ ।

রাজাও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে ধৃতব্রত ঋষিকে পাদ্যরূপ অর্ঘ্য নিবেদনের দ্বারা যথাবিধি ভক্তিভরে পূজা করলেন । অনন্তর, কুশাসনে আসীন সেই ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীকে ধর্মাত্মা রাজা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন ।৩৯ - ৪০ ।

---

৩৬। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ-জটা-শ্মশ্রু -বিরাজিতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশজটানিবহমণ্ডিতঃ ।
৩৭। (ক) ধৃতিমান্ — পাণ্ডুলিপিতে, স্মৃতিমান্ । (খ) এ শ্লোকের পরে নিম্নলিখিত শ্লোকদু'টি সেখানে অধিক দেখা যায় —

বর্ণাশ্রমবিভাগেন লোকানাং পারদর্শিনাম্ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু যথাবৎ পরিদর্শকঃ ।। ক।।
স্বঃপাতালমহীস্থস্য লোকস্য চ মহামতিঃ ।
প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য তপোজ্ঞানবলেন যঃ ।। খ।।

৩৯। পূজয়ামাস ভক্তিতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পূজয়িত্বা বরাসনে ।
৪০। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্‌ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এপ্রকার — সংস্থাপ্য মুনিনাদিষ্টঃ শাসনে সমুপাবিশৎ ।

রাজোবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম চাদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
অদ্য মে পিতরস্তৃপ্তা অদ্য মে পাবিতং কুলম্ ।। ৪১ ।।

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি জীবিতং সফলং মম ।
ত্বৎপাদস্পৃষ্টরজসা নগরী মে বিকল্মষা ।। ৪২ ।।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ।। ৪৩ ।।

এবং রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা যাবালির্মুনিপুঙ্গবঃ ।
প্রাহ প্রসন্নবদনঃ চেদিদেশাধিপং নৃপম্ ।। ৪৪ ।।

অহং যদৃচ্ছয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতাত্তাপসাশ্রমাৎ ।
ভবদাশংসনার্থায় রাজধানীমুপাগতঃ ।। ৪৫ ।।

রাজা বললেন — আজ আমার জন্ম ও সকল কর্ম সফল । আজ আমার পিতৃপুরুষেরা তৃপ্ত; আমার বংশ আজ পবিত্র হল । ৪১ ।

আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ ও আমার (আজ) জীবন সফল । (কারণ) আমার এ নগরী আপনার পায়ের ধূলিতে পাপরহিত হয়েছে । ভগবন্, অতিপ্রকট পরিলক্ষিত হয় দীনচেতা গৃহস্থমানুষের মার্গান্তরগামিতা ! (কিন্তু) আপনি মোক্ষের প্রাপ্তিদ্বারস্বরূপ । অন্যভাবে আপনাকে কখনো ভাবা যায় না । ৪২ - ৪৩ ।

রাজার এসব কথা শুনে প্রসন্নচ্ছবি মুনিশ্রেষ্ঠ যাবালি চেদিপতিকে বললেন — আমি যদৃচ্ছাবশতঃ বিন্ধ্যপর্বতের তপোবন থেকে বেরিয়ে আপনার সাথে কথাবার্তা বলার জন্য রাজধানীতে এসেছি । ৪৪ - ৪৫ ।

---

৪১-৫১ । এই এগারোটি শ্লোকের বক্তব্য পাণ্ডুলিপিতে যথাপ্রাপ্ত তথা নিম্নলিখিত সাতটি শ্লোকের সাহায্যে রাজা ও মুনির সংলাপচ্ছলে তুলে ধরা হয়েছে —

রাজোবাচ ।
ভগবন্ তাপসশ্রেষ্ঠ পুণ্যপুঞ্জপরিগ্রহ ।
তপসা পুণ্যীকুরুষে ক তমম্বা তপোবনম্ ।। ক ।।

ঋষিরুবাচ ।
গিরিমধ্যাসিতং বিন্ধ্যং ত্রয়ীং পাঠয়তা যতীন্ ।
ভবদাশংসনার্থায় রাজধানীমুপাগতম্ ।। খ ।।

রাজোবাচ ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি জীবিতং সফলং মম ।
ত্বৎপাদস্পৃষ্টরজসা নগরী মে বিকল্মষা ।। গ ।।

(পরপৃষ্ঠায় সন্তত .....)

কিন্তু রাজন্ ময়াকার-বৈলক্ষণ্যাদ্বিলক্ষণঃ ।
তিষ্ঠন্নপি সুখাবাসে দুর্ম্মনা ইব দৃশ্যসে ।। ৪৬ ।।

দৌর্ম্মনস্যং তবৈবেদৃঙ্ মম সন্তাপকারণম্ ।
প্রকাশয় ততস্তাবদকুতোভয়মত্র তৎ ।। ৪৭ ।।

রাজোবাচ ।
মুনে তব প্রসাদেন কষ্টং কিঞ্চিন্ময়া ক্বচিৎ ।
নানুভূতমিদানীন্তু চিন্তা মে সমজায়ত ।। ৪৮ ।।

শ্রূয়তাং ভগবংস্তাবৎ কন্যা মে প্রাপ্তযৌবনা ।
অনুরূপং বরং কুত্র ন প্রাপ্নোমীতি দুঃখিতঃ ।। ৪৯ ।।

ঋষিরুবাচ ।
কা চিন্তা তব রাজেন্দ্র ক্ষেমকারে ময়ি স্থিতে ।
অচিরং যোজয়িষ্যামি ত্বদিষ্টং বরমুত্তমম্ ।। ৫০ ।।

কিন্তু, হে রাজন্, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার দেহচ্ছবিতে বিপরীতভাব স্পষ্ট । সুখপরিপূর্ণ গৃহে বাস করলেও আপনাকে বিলক্ষণ বিমনার মত দেখাচ্ছে । আপনার এ মনোদুঃখ আমাকে সন্তাপ দিচ্ছে । আপনার কোনো ভয় নাই, এখন আমাকে সব খুলে বলুন । ৪৬ - ৪৭ ।

রাজা বললেন — হে মুনিবর, আপনার কৃপায় আমি কোথাও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করি না । কিন্তু, এখন আমার একটি চিন্তা উপজাত হয়েছে । হে ভগবন্, দয়া করে শুনুন, আমার কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করেছে । অথচ, তাঁর অনুরূপ বর কোথাও পাচ্ছি না । তাই, আমার দুঃখ । ৪৮ - ৪৯ ।

ঋষি বললেন — হে রাজেন্দ্র, আমি আপনার কল্যাণকারী বর্তমান রয়েছি, সুতরাং আর কী চিন্তা ? আমি শীঘ্রই আপনার অভিলষিত বর খোঁজ করে নিয়ে আসব।

---

ঋষিরুবাচ।
রাজংস্ত্বং বপুষঃ কান্ত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ ।
তিষ্ঠন্নপি সুখাবাসে দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ।। ঘ ।।
রাজোবাচ ।
ত্বৎপ্রসাদেন কস্তাপো নানুভূতঃ ক্বচিৎ প্রভো ।
কিন্ত্বিদানীং মহাভাগ সন্তাপো জায়তে মহান্ ।। ঙ ।।
শ্রূযতাং মুনিশার্দ্দূল কন্যা মে প্রাপ্তযৌবনা ।
অনুরূপবরঃ ক্বাস্তে তন্ন জানে তপোধন । চ ।।

(পরপৃষ্ঠায় সং

ত্রিবেগনগরে রম্যে পুরুসেননৃপাত্মজঃ ।
মেঘবর্ণাখ্যনৃপতিরাস্তে দ্রুহ্যুকুলোদ্ভবঃ ।। ৫১ ।।

শান্তো দান্তো বদান্যশ্চ ক্ষমাশীলঃ পরন্তপঃ ।
ধৃতিমান্ পরমোদারো দয়ালুর্ব্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।। ৫২ ।।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিভাজনম্ ।
রাজধর্ম্মাবিরাধেন প্রজাপালনতৎপরঃ ।। ৫৩ ।।

গুরুদেবদ্বিজাতীনামতিথীনাঞ্চ সেবকঃ ।
প্রীত্যা প্রীণয়িতা শ্রাদ্ধৈঃ কালে পিতৃগণস্য চ ।। ৫৪ ।।

অনাথ-মূক-বধির-কুব্জ-বামন-কুষ্ঠিনাম্ ।
পঙ্গূনামন্ধখঞ্জানাং দরিদ্রাণাং তথৈব চ ।। ৫৫ ।।

রক্ষিতা সাধুবৃত্তানামবীরাণাঞ্চ যোষিতাম্ ।
তথা পুত্রকলত্রাদিহীনানাং জরতামপি ।। ৫৬ ।।

আজানুলম্বিতভুজো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ ।
বিস্তীর্ণ-ভ্রূ-ললাটশ্চ শ্রবণায়তলোচনঃ ।। ৫৭ ।।

(আচ্ছা বলি,) রমণীয় ত্রিবেগনগরে রাজা পুরুসেনের পুত্র মেঘবর্ণ নামে এক নৃপতি আছেন । তিনি দ্রুহ্যুকুলোৎপন্ন । ৫০ - ৫১ ।।

তিনি শান্ত ও মৃদুস্বভাব, ক্ষমাশীল ও শত্রুতাপক । তিনি ধৈর্যশীল, পরমোদার, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় । সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ব তাঁর জানা ও সবার প্রীতিভাজন তিনি । রাজধর্মের প্রতিকূলে না গিয়ে তিনি প্রজাপালনে রত । তিনি গুরু, দেবতা, দ্বিজ ও অতিথিদের পূজক । তিনি যথাসময়ে প্রীতিভরে শ্রাদ্ধপ্রভৃতি অনুষ্ঠিত করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। অনাথ, মূক, বধির, কুব্জ, খর্বাকৃতি, কুষ্ঠরোগী, পঙ্গু, অন্ধ, খোঁড়া ও দরিদ্রগণের তিনি রক্ষাকর্তা । সাধুব্যক্তি, পতিহীন নারী ও পুত্রকলত্রাদিহীন বৃদ্ধদেরও তিনি রক্ষা করেন । ৫২ - ৫৬ ।

তাঁর বাহু জানুপর্যন্ত লম্বা, তাঁর কণ্ঠার হাড় (কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী) দেখা যায়

---

ঋষিরুবাচ ।
আস্তে বীরাগ্রণীঃ শ্রীমান্ মেঘবর্ণো মহাদ্যুতিঃ ।
পুরুসেনাত্মজো ধীমান্ দ্রুহ্যুবংশাবতংসকঃ ।। ছ।।

৫৩। প্রীতিভাজনম্ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রীতিভাজনঃ ।

৫৪। (ক) অতিথীনাঞ্চ সেবকঃ — পাণ্ডুলিপিতে, অতিথীনাং বিশেষতঃ ।
(খ) প্রীত্যা — পাণ্ডুলিপিতে, যষ্টা ।

৫৬। জরতামপি — পাণ্ডুলিপিতে, জরসামপি ।

৫৭। শ্রবণায়তলোচনঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পৃথুলায়তলোচনঃ ।

কম্বুগ্রীবো হ্রস্বজঙ্ঘঃ প্রশস্তপাদপাণিকঃ ।
বিশালবক্ষা বিম্বৌষ্ঠঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।। ৫৮ ।।

গাম্ভীর্য্যাদিগুণৈর্যুক্তঃ সত্যনিষ্ঠঃ সতাং মতঃ ।
স্থিরপ্রতিজ্ঞো বিক্রান্তঃ সংগ্রামেম্বপরাঙ্মুখঃ ।। ৫৯ ।।

অপি দানবগন্ধর্ব্বদেবতাযক্ষরক্ষসাম্ ।
দ্বিষদ্ভাবপ্রপন্নানাং সমরেষু সুদুঃসহঃ ।। ৬০ ।।

ধন্বী শস্ত্রভৃতামগ্র্যঃ ক্ষিপ্রহস্তো দুরাসদঃ ।
দৃঢ়ঘাতী রণোৎসাহো দূরঘাতী মহাবলঃ ।। ৬১ ।।

এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্গুণৈর্যুক্তো মহারথঃ ।
স যোগ্যস্তব কন্যায়াস্ত্রিবেগাধিপতিঃ পতিঃ ।। ৬২ ।।

চিন্তামুৎসৃজ রাজেন্দ্র সদোৎসাহপরো ভব ।
স্বয়ম্বরবিধানেন তস্মৈ কন্যাং সমর্পয় ।। ৬৩ ।।

না । তিনি শত্রুদের দমন করেছেন । তাঁর ভুরু ও ললাট বিস্তৃত এবং চোখ কানপর্যন্ত টানা - টানা । তাঁর গ্রীবা শঙ্খের মত, জঙ্ঘা হ্রস্ব, হাত-পা প্রশস্ত, বক্ষোদেশ বিশাল, ঠোঁট বিম্বফলের মত রক্তিম এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত (সুন্দর) । ৫৭ - ৫৮ ।

গাম্ভীর্যপ্রভৃতি গুণ তাঁর রয়েছে । তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং সজ্জনেরা তাঁকে মান্য করেন । তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, তিনি বিক্রমশালী ও যুদ্ধে (কখনো) পরাঙ্মুখ হন না । এমন কি, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা শত্রুভূত হলেও তিনি সংগ্রামে দুর্ধর্ষ থাকেন । ৫৯ - ৬০ ।

তিনি ধনুর্ধর, শস্ত্রযোদ্ধাদের তিনি অগ্রগণ্য, ক্ষিপ্রভাবে তাঁর হাত চালিত হয় ও তিনি দুরতিক্রম্য । তিনি দৃঢ় আঘাতে দক্ষ, রণব্যাপারে উৎসাহযুক্ত, দূরে শস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতে পটু এবং প্রচণ্ড বলের অধিকারী । ৬১ ।

এমন আরো আরো গুণের আধার তিনি । তিনি মহারথও বটেন । অতএব, ত্রিবেগদেশের এই রাজা আপনার কন্যার যোগ্য পতি হবেন । হে রাজেন্দ্র, আপনি চিন্তাত্যাগ করুন এবং নিত্য উৎসাহশীল হোন । আর, স্বয়ম্বরসভার অনুষ্ঠান করে তাঁর হাতে কন্যাসম্প্রদান করুন । ৬২ - ৬৩ ।

---

৫৮ । বিম্বৌষ্ঠঃ — পাণ্ডুলিপিতে, পীনৌষ্ঠঃ ।
৫৯ । গাম্ভীর্য্যাদিগুণৈর্যুক্তঃ — পাণ্ডুলিপিতে, স্নিগ্ধগম্ভীরভাষী চ ।
৬২ । ত্রিবেগাধিপতিঃ পতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, ত্রিবেগনগরীপতিঃ ।

এতদ্বচনমাকর্ণ্য মুনিবক্ত্রাম্বুজোত্থিতম্ ।
রাজা প্রোবাচ কৃপয়া ঘটয়ৈতৎ তপোধন ।। ৬৪ ।।

শ্রুত্বৈতৎ সহসোত্থায় যাবালির্মুনিপুঙ্গবঃ ।
স্তুতঃ প্রাঞ্জলিনা রাজ্ঞা ত্রিবেগনগরীং যযৌ ।। ৬৫ ।।

তত্র গত্বা জয়াশীর্ভী রাজানং সমবর্দ্ধয়ৎ ।
তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা মেঘবর্ণো মহাযশাঃ ।। ৬৬ ।।

তদর্হমাসনং তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যং মধুপর্কঞ্চ প্রাদাৎ প্রীতমনা নৃপঃ ।। ৬৭ ।।

তং প্রণম্য চ সাষ্টাঙ্গং বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ।
মুনেরনুজ্ঞয়াথাসৌ স্বাসনং সমপদ্যত ।। ৬৮ ।।

পুরুসেনসুতেনৈবং পূজিতো মুনিসত্তমঃ ।
ধর্ম্ম্যং হিতং শ্রুতিসুখং সমুবাচ শুভং বচঃ ।। ৬৯ ।।

মুনির মুখপদ্ম থেকে উদ্গাত এই বাক্য শুনে রাজা বললেন — হে তপোধন, দয়া করে এব্যাপারটি অনুষ্ঠিত করুন । ৬৪ ।

রাজার একথা শুনে মুনিসত্তম যাবালি তড়িঘড়ি গাত্রোত্থান করলেন ও রাজার দ্বারা করজোড়ে স্তুত হয়ে তিনি ত্রিবেগনগরীর পথে যাত্রা করলেন । ৬৫ ।

(অতঃপর) সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি রাজাকে জয়বাক্য ও আশীর্বাদ দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন । মহাযশস্বী রাজা মেঘবর্ণ ঋষিকে সমাগত দেখে ভক্তিভরে ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর যোগ্য আসন, পাদ্যরূপ অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রীতিভরে প্রদান করলেন । ৬৭ ।

রাজা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন । তারপর, মুনির আজ্ঞালাভ করে তিনি নিজের আসনে গিয়ে বসলেন । ৬৮ ।

পুরুসেনপুত্র মেঘবর্ণের দ্বারা এভাবে সম্মানিত হয়ে মুনিবর ধর্মযুক্ত, হিতকর ও শ্রবণরঞ্জন শুভবাক্য বলতে শুরু করলেন । ৬৯ ।

---

৬৫ । শ্রুত্বৈতৎ — পাণ্ডুলিপিতে, ইত্যুক্ত্বা । (পাণ্ডুলিপিতে মুদ্রিত গ্রন্থের ৬৪ সংখ্যাক শ্লোকটি নেই । তাই এখানে, 'ইত্যুক্ত্বা' এই পদবন্ধটি তথাকার ৬৩ সংখ্যাক শ্লোকের মুনিবাক্যকে নির্দেশ করছে ।)

৬৭ । (ক) ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সংপ্রাদান্নরকুঞ্জরঃ ।

(খ) প্রাদাৎ প্রীতমনা নৃপঃ — পাণ্ডুলিপিতে, রত্নানি বিবিধানি চ ।

৬৮ । মুনেরনুজ্ঞয়াথাসৌ — পাণ্ডুলিপিতে, ততোহসৌ তদনুজ্ঞাতঃ ।

৬৯ । ধর্ম্ম্যং হিতং শ্রুতিসুখম্ — পাণ্ডুলিপিতে, ধর্মার্থকামসংযুক্তম্ ।

ঋষিরুবাচ ।

কচ্চিদনাময়ং রাজন্ ধনধান্যসমৃদ্ধিমৎ ।
রাজ্যং প্রজাশ্চ পশবো বর্দ্ধন্তেঽনুদিনং তব ।। ৭০ ।।

দ্রুহ্যুবংশাবতংসোঽসি পুরুসেনসুতো ভবন্ ।
অতো বয়ং সর্ব্বথা বঃ কল্যাণং কাময়ামহে ।। ৭১ ।।

রাজন্ সর্ব্বগুণোপেত তবৈব হিতকাম্যয়া ।
আগতোঽহং চেদিদেশাৎ সাম্প্রতং শৃণু মদ্বচঃ ।। ৭২ ।।

চেদিরাজ্যেশ্বরো ধীরো বীরবাহুর্মহামতিঃ ।
তস্যাস্তি দুহিতা ধীরা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ।। ৭৩ ।।

নাম্না সুলক্ষণা সুভ্রূর্দ্বিতীয়া শ্রীরিব শ্রিয়া ।
ভবিষ্যত্যচিরেণৈব সা তু কন্যা স্বয়ম্বরা ।। ৭৪ ।।

ঋষি বললেন— হে রাজন্, তোমার এই ধনধান্যভরা রাজ্য কুশলে রয়েছে ত ? প্রজা ও পশুগণ নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে ত ? তুমি দ্রুহ্যুবংশের কর্ণভূষণতুল্য । (সর্বোপরি) তুমি পুরুসেনের পুত্র । তাই আমরা সর্বতোভাবে তোমাদের কল্যাণ কামনা করি । ৭০ - ৭১ ।

হে সর্বগুণোপেত রাজন্, তোমার হিতকামনায় আমি চেদিদেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছি । এখন, আমার কথা শোন । ৭২ ।

চেদিদেশের রাজা ধীরস্বভাব মহাপতি বীরবাহুর ধীরস্থির ও সর্বলক্ষণসম্পন্না এক কন্যা রয়েছে । তাঁর নাম সুলক্ষণা । ভুরু তাঁর খুবই সুন্দর ও সৌন্দর্যে সে দ্বিতীয়া লক্ষ্মী । অচিরেই এই কন্যার স্বয়ম্বর হবে । ৭৩ - ৭৪ ।

---

৭০। এ শ্লোকের মুনিকৃত সদাচার অর্থাৎ রাজার প্রতি রাজ্যকুশলপ্রশ্নটি পাণ্ডুলিপিতে বহুগুণ বিতত হয়ে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আত্মলাভ করেছে । নীচে তা দেওয়া হল —

ঋষিরুবাচ ।

কিন্নু ভো তব ভূপাল মনো ধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্ ।
অর্থাশ্চ ধর্ম্মে কল্প্যন্তে ন বা তে পুরুষর্ষভ ।। ক ।।
পূর্ব্বৈরাচরিতে ধর্ম্মে সদা ত্বং বর্ত্তসে ন বা ।
সুখানি চানুভূয়ন্তে মনস্তু ন বিহন্যতে ।। খ ।।
বৎস রাজগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বোপায়ানকল্মষ ।
বলাবলঞ্চ সম্যক্ ত্বং বিচার্য্য কিং পরীক্ষসে ।। গ ।।
রাজন্ ধর্ম্মার্থকামাংশ্চ ত্রিবর্গান্ স্বমনীষয়া ।
বিভজ্য দেশং কালঞ্চ পর্য্যাপ্তং কিং ন সেবসে ।। ঘ ।।
সর্ব্বদাত্মানমন্বিষ্য পরংশ্চ নৃপসত্তম ।
সঙ্কল্পিতানি কার্য্যাণি কৃৎস্নানি কুরুষে ন বা ।। ঙ ।।

(পরপৃষ্ঠায় সম্ভত .....)

যাদৃশী রাজকন্যা সা তাদৃশস্ত্বং নৃপাত্মজঃ ।
গুণরূপসুশীলৈস্ত্ত যোগ্যস্তস্যা বরো ভবান্ ।। ৭৫ ।।

রাজন্ মৈত্রী বিবাহশ্চ তুল্যয়োশ্চেৎ সুশোভতে ।
অতশ্চেদিং সমাগত্য তাং গৃহাণ সুলক্ষণাম্ ।। ৭৬ ।।

রাজানো বহবস্তত্র মহাবলপরাক্রমাঃ ।
ইন্দ্রাদয়োপি তত্রৈব গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।। ৭৭ ।।

মুনিবাক্যং সমাকর্ণ্য মেঘবর্ণো নৃপস্তদা ।
প্রাহেদং বচনং স্মিত্বা মুনে যাস্যামি তদ্‌গৃহম্ ।। ৭৮ ।।

এতদ্বচনমাকর্ণ্য হৃষ্টচিত্তস্ততো মুনিঃ ।
ধ্যায়ন্ হরিপদদ্বন্দ্বমগমৎ ত্রিদশালয়ম্ ।। ৭৯ ।।

সে যেমন রাজকন্যা, তেমনি তুমিও রাজপুত্র । গুণ, রূপ ও সুচরিত্র বিবেচনায় তুমি তাঁর যোগ্য বর হবে । হে রাজন্, বন্ধুত্ব ও বিবাহ যদি তুল্য দু'জনার মাঝে হয়, তবেই তা অধিক শোভন হয় । অতএব, তুমি চেদিরাজ্যে গমন করে সুলক্ষণাকে গ্রহণ কর । (আর) সেখানে অনেক মহাপ্রতাপশালী রাজা, এমন কি, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণও যাবেন, এতে সন্দেহ নাই । ৭৫ - ৭৭ ।

মুনির কথা শুনে রাজা মেঘবর্ণ স্মিত হেসে বললেন — মুনিবর, আমি তাঁদের গৃহে যাব । ৭৮ ।

রাজার একথা শুনে মুনি আনন্দিতমনে শ্রীহরির পাদদ্বয় ধ্যান করতে করতে স্বর্গভূমিতে গমন করলেন । ৭৯ ।

---

শত্রুদাসীনমিত্রাণাং তথান্যেষাং পরন্তপ ।
আশ্রিতানাশ্রিতানাঞ্চ কিং ন বেৎসি পরন্তপ ।। চ ।।
সমরস্থা জনাঃ সর্ব্বে অপ্রলুব্ধা নরর্ষভ ।
আঢ্যাস্তথা দরিদ্রাশ্চ কিং প্রীত্যা নানুরাগিণঃ ।। ছ ।।
দক্ষোঽনুরক্তঃ শূরশ্চ ধৃতিমান্ কুশলী শুচিঃ ।
নির্ভীকো মতিমান্ ধৃষ্টঃ কিং ন সেনাপতিস্তব ।। জ ।।
বলস্য বেতনং ভক্তং প্রাপ্তকালে যথোচিতম্ ।
কিং ন দত্ত্ব মহাভাগ দাস্যামীতি বিকল্পসে ।। ঝ ।।
কালাতিক্রমণোৎক্লিষ্টা ভক্তবেতনজীবিনঃ ।
কুর্ব্বন্তি ভর্ত্তুর্বৈগুণ্যং তদনর্থায় কল্প্যতে ।। ঞ ।।
কিং নু দারান্ মনুষ্যাণাং তবার্থে ত্যক্তজীবিনাম্ ।
বসনং বাভ্যুপেতানাং ন বিভর্ষি বিকল্পষ ।। ট

(পরপৃষ্ঠায় সমাপ্ত .....)

অথ ভূপো বীরবাহুঃ স্মৃত্বা মুনিবচোঽচিরম্ ।
স্বয়ম্বরসভাং কর্ত্তুমাদিশন্মন্ত্রিণং নিজম্ ।। ৮০ ।।

শৃণু মন্ত্রিন্ মহাবুদ্ধে মদ্বাক্যং সাবধানতঃ ।
স্বয়ম্বরে বিধেয়ং যদ্ভবতা তদ্বিধীয়তাম্ ।। ৮১ ।।

সুলক্ষণা মে কন্যেয়ং শ্বঃপরেঽহ্নি মঙ্গলে ।
যথোপযুক্তসময়ে বরিষ্যতি বরং স্বয়ম্ ।। ৮২ ।।

নিমন্ত্রয়তু বেদজ্ঞান্ মুনীন্ বিপ্রানশেষতঃ ।
আসমুদ্রান্নৃপান্ সর্ব্বানন্যাংশ্চ বিধিবদ্ভবান্ ।। ৮৩ ।।

নিশম্য নৃপতের্বাক্যং মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।
বিনয়াবনতো হৃষ্ট উবাচ নৃপতিং মৃদু ।। ৮৪ ।।

অনন্তর, রাজা বীরবাহু মুনির বাক্য স্মরণ করে নিজের মন্ত্রীকে স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করার জন্য শীঘ্র আদেশ দিলেন — হে মন্ত্রিন্, হে বুদ্ধিমত্তম, আমার কথা সাবধানে শ্রবণ করুন । স্বয়ম্বরসভার জন্য যা করণীয় তা আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে। আমার মেয়ে সুলক্ষণা আগামী পরশুর শুভদিনে যথোপযুক্তসময়ে নিজে তাঁর বর নির্বাচন করবে । (অতএব,) আপনি বেদজ্ঞব্যক্তি, মুনি, ব্রাহ্মণ ও আসমুদ্র যাঁরা রাজা তাঁদের এবং অন্যান্য জন — সবাইকে যথাবিধি নিমন্ত্রণ করুন । ৮০ - ৮৩ ।

বুদ্ধিমত্তম মন্ত্রী রাজার কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে অথচ বিনীত-ও মৃদুভাবে রাজাকে বললেন ।

---

সপত্নান্ ব্যসনাসক্তান্ বিদিত্বা পুরুষর্ষভ ।
বলৌঘং সংবিভজ্যাশু কিং ন যাসি জিগীষয়া ।। ঠ ।।
শত্রোরপ্যাশ্রিতং সত্ত্বং ক্ষীণং বা শরণাগতম্ ।
কৃত্বা বীতভয়ং বীর পুত্রবৎ কিং ন রক্ষসি ।। ড।।
রাজেন্দ্র বলমুখ্যেভ্যোঽনুরক্তেভ্যো বিশেষতঃ ।
পররাষ্ট্রোপপন্নানি রত্নানি কিং ন যচ্ছসি ।। ঢ ।।
আত্মেন্দ্রিয়ং সংযম্য সর্ব্বথা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পরান্ জিগীষসে কিং ত্বং সমস্তানজিতেন্দ্রিয়ান্ ।। ণ।।
কার্য্যমুদ্দিশ্য যত্নেন মানং বৃদ্ধঞ্চ বেতনম্ ।
কিং নাপ্নুবন্তি মনুজাস্ত্বৎসকাশান্নরাধিপ ।। ত।।
সদা শূরা মহাত্মানো জ্ঞাতয়ো রাষ্ট্ররাস্তথা ।
তবার্থে ভক্তিতঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুমিচ্ছন্তি কিং ন বা ।। থ।।

মন্ত্র্যুবাচ ।

রাজন্ সম্পাদয়িষ্যামি যদাদিষ্টং ত্বয়া প্রভো ।
কিঞ্চিন্ন চিন্ত্যতামত্র ভবদাজ্ঞানুগো হ্যহম্ ।। ৮৫ ।।

এতস্মিন্নেব সময়ে নারদঃ কলহপ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা বীরবাহোঃ সদনং সমুপাগতঃ ।। ৮৬ ।।

গৃহাগতং মুনিং বীক্ষ্য হর্ষযুক্তো মহামতিঃ ।
পদ্যার্ঘ্যৈঃ পূজয়িত্বা স বীরবাহুস্তদা মুনিম্ ।। ৮৭ ।।

বিনয়াবনতঃ সম্যক্ কৃতাঞ্জলিপুটো নৃপঃ ।
কন্যাস্বয়ম্বরকথাং শ্রাবয়ামাস নারদম্ ।। ৮৮ ।।

তেনার্চ্চিতো মুনিবরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বমশেষতঃ ।
উবাচ তং নৃপবরং হর্ষয়ন্ হর্ষসংযুতঃ ।। ৮৯ ।।

নারদ উবাচ ।

রাজংস্তবাভিলষিতং পূর্ণতাং যাস্যতি ধ্রুবম্ ।
সৎকর্ম্মণাং হি কার্য্যেষু সর্ব্বে যান্তি সহায়তাম্ ।। ৯০ ।।

কুলোচিতং কুলমণে কুরু কার্য্যং প্রযত্নতঃ ।
লৌকিকং দৈবিকঞ্চাপি ভবান্যাঃ পূজনাদিকম্ ।। ৯১ ।।

মন্ত্রী বললেন — হে রাজন্, হে প্রভো, আপনি যা আদেশ করলেন, তা আমি সম্পাদন করব । আমি আপনার আজ্ঞার অনুগত । অতএব, এবিষয়ে কিছুই চিন্তা করবেন না । ৮৫ ।

এমনই এক সময়ে নারদমুনি, যিনি কলহপ্রিয় বলে খ্যাত, সবকিছু অবগত হয়ে বীরবাহুর আবাসে এসে উপস্থিত হলেন । ৮৬ ।

মহামতি রাজা বীরবাহু নারদমুনিকে নিজগৃহে উপস্থিত দেখে তাঁকে পাদ্যরূপ অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করার পরে বিনীতভাবে ও যথাযথরূপে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিজকন্যার স্বয়ম্বরের সংবাদ তাঁকে শোনালেন । ৮৭ - ৮৮ ।

মুনিবর নারদ রাজার অর্চনা গ্রহণ করলেন ও সবকথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করলেন । অতঃপর, স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হয়ে রাজাকে উল্লাসিত করে একথা বললেন । ৮৯ ।

নারদ বললেন — হে রাজন্, তোমার অভিলাষ নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হবে । কেননা, যাঁরা সৎকর্মানুষ্ঠায়ী তাঁদের কাজে সবাই সহায়তা করেন । ৯০ ।

হে কুলরত্ন, যা যা তোমার কুলোচিত কার্য, তা যত্নপূর্বক সম্পন্ন কর । এছাড়া, অন্যান্য লোকোচিত আচার ও ভবানীপূজনপ্রভৃতি দৈবকার্যও সম্পাদন কর । আজ

অদ্য গচ্ছামি রাজেন্দ্র প্রীতোহং তব দর্শনাৎ ।
পুনরেষ্যামি কন্যায়াঃ স্বয়ম্বরণবাসরে ।। ৯২ ।।

এবমুক্ত্বা বীরবাহুং ব্রহ্মপুত্রো মহামুনিঃ ।
দেবেন্দ্রভবনং গচ্ছন্ পথি বিপ্রানুবাচ হ ।। ৯৩ ।।

দ্বিজাঃ কার্য্যান্তরং ত্যক্ত্বা যূয়ং গচ্ছত সত্বরম্ ।
বীরবাহোর্নরপতেঃ স্বয়ম্বরসভামিতঃ ।। ৯৪ ।।

তস্য ভূমিপতেঃ কন্যা সুরূপা শুভলক্ষণা ।
ভবিষ্যতি পরশ্বো বৈ যথাকালং স্বয়ম্বরা ।। ৯৫ ।।

ভবন্তস্তত্র গত্বা হি ভুক্ত্বা ভোজ্যং চতুর্ব্বিধম্ ।
প্রাপ্স্যন্তি বহুবিত্তানি যতধ্বং গমনে ততঃ ।। ৯৬ ।।

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রলুব্ধা হৃষ্টমানসাঃ ।
বয়মদ্যৈব গচ্ছাম ইত্যূচুঃ কেচন দ্বিজাঃ ।। ৯৭ ।।

নিমন্ত্রণং বিনা কস্মাদ্ গমিষ্যামো নৃপালয়ম্ ।
এবমন্যে প্রোক্তবন্তস্তৎ শ্রুত্বা মুনিরব্রবীৎ ।। ৯৮ ।।

নিমন্ত্রণমপেক্ষন্তে মানবন্তো মনস্বিনঃ ।
ভিক্ষোপজীবিনো বিপ্রা নাপেক্ষন্তে নিমন্ত্রণম্ ।। ৯৯ ।।

তোমাকে দর্শন করে প্রীত হয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি । তবে, তোমার কন্যার স্বয়ম্বরদিনে আবার আসব । ৯১ - ৯২ ।

বীরবাহুকে এরূপ বলে ব্রহ্মার পুত্র মহামুনি নারদ ইন্দ্রভবনে যাবার পথে বিপ্রদের পেয়ে একথা বললেন — হে দ্বিজগণ, তোমরা অন্যসব কাজ ছেড়ে সোজা এজায়গা থেকে রাজা বীরবাহুর আয়োজিত স্বয়ম্বরসভায় গমন কর । ঐ নরপতির অতিরূপবতী ও শুভলক্ষণা কন্যা পরশু উপযুক্ত ক্ষণে নিজে পতিনির্বাচন করবে । তোমরা সেখানে গিয়ে (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়--) এই চারপ্রকার ভোজ্য খাবার পর অনেক ধনলাভ করবে । অতএব, সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও । ৯৩ - ৯৬ ।

নারদমুনির একথা শুনে দ্বিজগণ প্রলুব্ধ ও হৃষ্টচিত্ত হলেন এবং তাদের কেউ কেউ বলে ফেললেন — আজই আমরা সেখানে যাব । অন্যরা আবার বলতে শুরু করলেন — নিমন্ত্রণ ছাড়াই বা কীভাবে আমরা রাজার বাড়ীতে যাই ! নারদমুনি এদের কথা শুনে বললেন — যাঁরা মানী ও মনস্বী তাঁরাই নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করেন । কিন্তু ভিক্ষোপজীবী বিপ্ররা নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করেন না । তবুও, যদি তোমরা নিমন্ত্রণ একান্তই দরকার

তথাপি যদি যুষ্মাভির্নিমন্ত্রণমপেক্ষ্যতে ।
ময়া নিমন্ত্রিতা যূয়ং গচ্ছত ক্ষৌণিপালয়ম্ ।। ১০০ ।।

ইত্যাকর্ণ্য মুনের্বাক্যং সর্ব্বে তে হৃষ্টমানসাঃ ।
তস্মিন্ গন্তুং মনশ্চক্রু রাজবেশ্মনি সম্মতাঃ ।। ১০১ ।।

বিপ্রানুক্ত্বা মুনিবরো দেবেন্দ্রভবনং গতঃ ।
দৃষ্ট্বোবাচ মুনিং স্বারাট্ কুত আগমনং মুনে ।। ১০২ ।।

বচনং দেবরাজস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মসুতো মুনিঃ ।
প্রোবাচ তং দেবপতিং কলহপ্রিয়নারদঃ ।। ১০৩ ।।

নারদ উবাচ ।

হে দেবরাজ পরমাং কথয়ামি বার্ত্তাং দৃষ্টা ময়াতুলগুণাতিবিচিত্ররূপা ।
শ্রীবীরবাহুনৃপতেস্তনয়াতিসৌম্যা রম্যা রমেব পরমামরবাঞ্ছনীয়া ।। ১০৪ ।।

সা চেদিরাজদুহিতা রমণীকুলশ্রী রম্যং বরিষ্যতি পতিং স্বয়মেব সুভ্রূঃ ।
শ্রীমন্নিমন্ত্রণকৃতে সমুপাগতোহং তত্রেত্য বাসব লভস্ব নিতম্বিনীং তাম্ ।। ১০৫ ।।

বোধ কর, তাহলে আমিই তোমাদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমরা রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হও। ৯৭ - ১০০।

মুনির কথা শুনে সব ব্রাহ্মণ পুলকিত হয়ে সম্মতি জানালেন এবং ঐ রাজবাড়ীতে যাবার জন্য মনঃস্থির করে ফেললেন। ১০১।

বিপ্রদের একথা বলে মুনিবর নারদ দেবেন্দ্রভবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে স্বর্গেশ্বর ইন্দ্র বললেন — মুনিবর, আপনার কী এমন প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে যে আপনি সমাগত হয়েছেন ? ১০২।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্ন শুনে ব্রহ্মার পুত্র কলহপ্রিয় নারদমুনি তাঁকে একথা বললেন। ১০৩।

নারদ বললেন — হে দেবরাজ, আমার নিজে-দেখা শ্রেষ্ঠ খবরটি হল এই যে, রাজা শ্রীবীরবাহুর অতুলগুণযুক্তা, অলোকসামান্যা, অতীবসুন্দরী ও রমার মত রমণীয়া এবং উৎকৃষ্ট দেবতার পক্ষে বাঞ্ছনীয়া এক কন্যা রয়েছেন। ১০৪।

চেদিপতির ঐ কন্যা, যিনি তাবৎ রমণীকুলের সৌন্দর্যস্বরূপিণী ও সুন্দর ভুরুর অধিকারিণী, নিজেই তাঁর উপযুক্ত সুন্দর পতি নির্বাচিত করবেন। অতএব, হে বাসব, (উত্তম) সৌন্দর্যের অধিকারী আপনাকে নিমন্ত্রিত করার জন্য আমি এসেছি। আপনি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিতম্বিনী কন্যাকে জয় করুন। ১০৫।

ইত্থন্নিশম্য নিখিলং মুনিপুঙ্গবেন প্রোক্তং ক্ষিতীশ্বরসুতাকুলশীলরূপম্ ।
গন্তুন্ধরাতলমিতঃ পরমপ্রমোদাৎ স্বর্গাধিপোপি চপলঃ স্বয়মুদ্যুযোজ ।। ১০৬ ।।

অথ মন্ত্রী বীরবাহোঃ সুকার্য্যাখ্যো মহামতিঃ ।
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস নানা জনপদেষু চ ।। ১০৭ ।।

নিমন্ত্রণকৃতে রাজ্ঞামন্যেষাঞ্চ যথাবিধি ।
পত্রং গৃহীত্বা হে দূতাঃ প্রতিদেশং ব্রজন্ত্বলম্ ।। ১০৮ ।।

শাল্বং বিদর্ভং ত্রিপুরং ত্রিবেগং হস্তিনাপুরম্ ।
নন্দিগ্রামং নন্দপুরমযোধ্যামম্বিকাপুরম্ ।। ১০৯ ।।

সুরাষ্ট্রং কোশলং কাঞ্চীং কাশীং কাম্পিল্যমেব ।
বিদেহমঙ্গকং বঙ্গং কলিঙ্গঞ্চোৎকলং তথা ।। ১১০ ।।

এতানন্যাংশ্চ বিষয়ান্ গত্বা যুষ্মাভিরাদরাৎ ।
দেয়া পত্রী ভূপতিভ্যো ভূদেবেভ্যোপি যত্নতঃ ।। ১১১ ।।

ইত্যাদিশ্য বিসৃজ্যৈতান্ স্বয়ম্বরসভামথ ।
নির্ম্মমৌ সচিবো যত্নাদ্রম্যাং দেবসভামিব ।। ১১২ ।।

নানাদ্রব্যাণি সঞ্চিত্য ভোগ্যানি বিবিধানি চ ।
বিচিত্রোত্তুঙ্গনিলয়ান্ কারয়ামাস ভূরিশঃ ।। ১১৩ ।।

এভাবে, মুনিপুঙ্গবের মুখ থেকে রাজসুতার কুল, শীল ও রূপ সম্বন্ধে সবকিছু শুনে স্বর্গাধিপতিও চঞ্চল হলেন এবং পরমপুলকসহকারে স্বর্গ থেকে ধরাতলে যাবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হলেন । ১০৬ ।

এদিকে, বীরবাহুর মহামতি মন্ত্রী, যাঁর নাম সুকার্য, (তিনি) নানাদেশে দূতসকল প্রেরণ করতে শুরু করলেন । ১০৭ ।

'হে দূতগণ, রাজাদের ও অন্যদের নিমন্ত্রণ দেবার জন্য আপনারা পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিতে যান । শাল্ব, বিদর্ভ, ত্রিপুর, ত্রিবেগ, হস্তিনাপুর, নন্দিগ্রাম, নন্দপুর, অযোধ্যা, অম্বিকাপুর, সুরাষ্ট্র, কোশল, কাঞ্চী, কাশী, কাম্পিল্য, বিদেহ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল এবং অন্য আরো সব দেশে গিয়ে আপনারা তথাকার রাজগণ ও ব্রাহ্মণদের এই পত্র যথোচিত আদর ও যত্নের সঙ্গে প্রদান করুন' । ১০৮ - ১১১ ।

এভাবে আদেশ দিয়ে দূতসমূহকে পাঠিয়ে মন্ত্রিবর যত্নপূর্বক স্বয়ম্বরসভাটিকেও দেবসভার মত করে প্রস্তুত করালেন । ১১২ ।

তিনি নানা দ্রব্য ও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করে এনে বিচিত্রধরণের অনেক উত্তুঙ্গ আবাসগৃহ তৈরী করিয়েছিলেন । ১১৩ ।

মঞ্চান্ বহুবিধান্ রম্যান্ বাদিত্রনিলয়ান্ বহূন্ ।
তথা নর্ত্তনশালাশ্চ পাকশালাঃ সহস্রশঃ ।। ১১৪ ।।

আজ্ঞপ্তাস্তু ততো দূতাস্তত্তদ্দেশনিবাসিষু ।
গত্বা পত্রীং দদুঃ প্রীত্যা মুনিরাজদ্বিজেষু চ ।। ১১৫ ।।

নানাদেশনিবাসিনো নৃপতয়ঃ সংপ্রাপ্য তাং পত্রিকাং
তাং শুদ্ধাং চরিতৈঃ সুলক্ষণযুতাং নানাগুণালঙ্কৃতাম্ ।
সর্ব্বস্বান্তবিমোহিনীং নৃপসুতাং সংলব্ধুকামা মুদা
দীপ্তা হারকিরীটকুণ্ডলযুতা চেদিং যযুর্লোলুপাঃ ।। ১১৬ ।।

দেবেন্দ্রোঽমরবৃন্দবন্দিত ইতো নাগেন্দ্রমৈরাবত-
মারুহ্য প্রযযৌ নৃপেন্দ্রভবনং কৃত্বা বপুর্ভূষিতম্ ।
চন্দ্রশ্চারুকরঃ সহস্রকিরণো দিব্যাম্বরঃ সুন্দরো
যানৈস্তৌ ত্রিদিবাদ্গতৌ সুরবরৌ চেদীশ্বরস্যালয়ম্ ।। ১১৭ ।।

ধনপতিরপি তত্রাহূত ইন্দ্রেণ তাব-
ন্মরকতশতযুক্তং যানমারুহ্য রম্যম্ ।
জলপতিরপি যাতঃ কানকং যানকং স্বং
সুরনিকরসমেতো ভূষণৈর্ভূষিতাঙ্গঃ ।। ১১৮ ।।

নানা সুন্দর মঞ্চ, গান-বাজনার জন্য অনেক ঘর, হাজার হাজার নৃত্যশালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করার জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । ১১৪ ।

এদিকে, আজ্ঞাকারী দূতেরা গিয়ে তত্তৎ দেশের নিবাসিজন যথা, মুনি, রাজা ও ব্রাহ্মণদের প্রীতিভরে রাজপত্রী প্রদান করলেন । ১১৫ ।

নানাদেশনিবাসী রাজগণ সেই রাজপত্রী পেয়ে শুদ্ধচরিত্রা, সুলক্ষণা, নানাগুণবতী ও সর্বজনহৃদয়বিমোহিনী রাজকন্যাকে পাবার আশায় আনন্দসহকারে হার-, মুকুট-ও কুণ্ডলপরিধানপূর্বক দীপ্ততেজা হয়ে লোলুপচিত্তে চেদিরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন । ১১৬ ।

দেববৃন্দপূজিত ইন্দ্র, হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করে ও নিজদেহকে অলঙ্কৃত করে রাজা বীরবাহুর ভবনে যাত্রা করলেন । মনোহরকিরণশালী চন্দ্র এবং সুন্দরাকৃতি ও দিব্যাম্বরধারী সহস্রাংশু সূর্য — এই দুই সুরশ্রেষ্ঠও যানসমূহ নিয়ে স্বর্গ থেকে চেদিপতির ভবনের দিকে প্রস্থান করলেন । ১১৭ ।

ধনপতি কুবেরও, ইন্দ্রকর্তৃক আহূত হয়ে শতমরকতমণিযুক্ত রথে আরোহণ করে সেখানে গেলেন । জলপতি বরুণও সুরবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ও নানাভূষণে ভূষিতদেহে নিজের স্বর্ণময় রথে চড়ে যাত্রা করলেন । ১১৮ ।

বিদ্যাধরগণাঃ সর্ব্বে দেবরাজনিমন্ত্রিতাঃ ।
যযুশ্চ দিতিজাস্তত্র সময়োচিতভূষণাঃ ।। ১১৯ ।।

দেবেন্দ্রস্য সুরৈঃ প্রয়াণসময়েপ্যুৎপাত আসীন্মহান্
শ্যেনোলূকগণাশ্চ গৃধ্রনিবহা যানোপরি প্রাপতন্ ।
চক্রন্দুর্বহুশঃ শিবা জলধরো রক্তান্যবর্ষত্তদা
দৃষ্ট্বা তান্যশিবানি তত্র বহুশঃ ক্ষুব্ধা বভূবুঃ সুরাঃ ।। ১২০ ।।

শ্রীযুতো মেঘবর্ণস্তু পত্রীং প্রাপ্য প্রমোদবান্ ।
স্মৃত্বা তদা মুনের্বাক্যং গমনায়োপচক্রমে ।। ১২১ ।।

পশ্যান্ মাঙ্গলিকং প্রয়াণসময়ে দন্তাবলং বাজিনং
ধেনুং বৎসযুতাং মৃগাংশ্চ সধবা দক্ষেঽনলং ব্রাহ্মণম্ ।
তোয়ৈঃ পূর্ণঘটং হিরণ্যরজতং বামে শবং জম্বুকং
সংহৃষ্টঃ প্রযযৌ স্বয়ম্বরসভাং ভূপালচূড়ামণিঃ ।। ১২২ ।।

অন্যে ভূষণভূষিতান্ করিবরানারুহ্য ভূপাঙ্গজাঃ
পাদাতৈর্বহুলৈর্বিচিত্রবসনৈঃ ক্ষত্রৈশ্চ বীরৈর্যুতাঃ ।
নেত্রপ্রীতিকরৈস্তুরঙ্গনিচয়ৈঃ শ্বেতৈরসংখ্যৈরথ
জগ্মুঃ সায়ুধপাত্রমিত্রমিলিতাশ্চেদীশ্বরস্যালয়ম্ ।। ১২৩ ।।

দেবরাজকর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে বিদ্যাধরগণ সবাই এবং সেইসঙ্গে দিতিপুত্রগণও কালোচিত ভূষণাদি পরিধান করে সেখানে উপস্থিত হলেন । ১১৯ ।

দেবগণের সাথে সুরেন্দ্রের যাত্রাকালে অনেক উৎপাত আবির্ভূত হল । শ্যেন-ও উলূকগণ এবং গৃধ্রের দল বাহনের উপরে পতিত হতে শুরু করল । শিয়ালরা নানাস্বরে চিৎকার শুরু করল । মেঘও রক্তবর্ষণ আরম্ভ করল । এসব অমঙ্গল লক্ষণ দেখে দেবতারা সেখানেই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন । ১২০ ।

(এদিকে,) সৌম্যদর্শন মেঘবর্ণ রাজার পত্র পেয়ে আনন্দিত হলেন ও যাবালি মুনির বাক্য স্মরণ করে যাত্রার জন্য উপক্রম করলেন । যাত্রাকালে মাঙ্গলিক দ্রব্য যথা, হাতি, ঘোড়া, সবৎসা ধেনু, মৃগসমূহ, সধবা রমণীগণ, ডানদিকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ, জলপূর্ণ ঘট, সোনা ও রূপা এবং বামভাগে শব ও শিয়াল দেখতে দেখতে ভূপালশ্রেষ্ঠ হৃষ্টচিত্তে স্বয়ম্বরসভায় গেলেন । ১২১ - ১২২ ।

(এছাড়া) অন্য আরো রাজপুত্রনিচয়, নানাভূষণভূষিত করিশ্রেষ্ঠদের পিঠে আরোহণ করে ও বিচিত্রভূষণধারী বহু ক্ষত্রিয় বীরপদাতির সাথে অসংখ্য নয়নমনোহর

নানাদেশনিবাসিনঃ কতিজনাস্তদ্‌দ্রষ্টুকামাস্তথা
নানাভূষণভূষিতা বহুবিধা ভূপালগেহং গতাঃ ।
বিপ্রা বেদবিদো বিহীনবিভবা বিত্তাশয়া প্রাগমন্
বিদ্বাংসো মুনয়ঃ কমণ্ডলুকরাঃ কালত্রয়জ্ঞাশ্চ যে ।। ১২৪ ।।

শ্রুত্বা স্বয়ম্বরকথাং নৃপকন্যকায়াঃ
কুব্জান্ধমূকবধিরা জড়খঞ্জদীনাঃ ।
অন্যেপ্যুপায়রহিতা নৃপ রাজধান্যাং
বিত্তাশয়া প্রবিবিশুঃ ক্রমশঃ প্রমোদাৎ ।। ১২৫ ।।

ক্ষপণকনিবহা যে ছিন্নবস্ত্রাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ
স্বতনয়রমণীভির্দুঃখসিন্ধৌ নিমগ্নাঃ ।
অশনবসনবিত্তপ্রাপ্তয়ে রাজগেহং
স্বজনগণসমেতা হৃষ্টচিত্তা যযুস্তে ।। ১২৬ ।।

গায়কা বাদকাশ্চৈব নর্ত্তকা বহবস্তথা ।
প্রযযুর্নিলয়ং তস্য ভূপালস্য মহাত্মনঃ ।। ১২৭ ।।

সাদা ঘোড়া নিয়ে এবং অস্ত্রধারী অনেক পাত্রমিত্রের সমভিব্যাহারে চেদিপতির বাসভবনে গমন করলেন । নানাদেশনিবাসী আরো কিছু বহুধরণের লোক স্বয়ম্বর দেখার বাসনায় নানাবিধ্ভূষণে সজ্জিত হয়ে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন । অর্থপ্রাপ্তির কামনায় বেদবিৎ তথা বিত্তহীন বিপ্রগণ, আর, যাঁরা জ্ঞানবান্, ত্রিকালজ্ঞ ও কমণ্ডলুধারী মুনি তাঁরাও সেখানে গমন করলেন । ১২৩ - ১২৪ ।

হে রাজন্, রাজকন্যার স্বয়ম্বরসংবাদ শুনে যত কুব্জ, মূক , বধির , জড়বুদ্ধি, খঞ্জ ও দরিদ্র, আর, যারা কার্যোপায়হীন বেকার তারাও বিত্তলাভের আশায় আনন্দিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে এসে রাজধানীতে প্রবেশ করল । ১২৫ ।

ছিন্নবস্ত্র ক্ষুধার্ত ক্ষপণকগণ (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুরা), যারা নিজপুত্রপত্নী নিয়ে দুঃখসাগরে নিমগ্ন ছিল, তারা খাওয়া-পরা ও বিত্তপ্রাপ্তির আশায় নিজনিজ দলবদ্ধ হয়ে হৃষ্টচিত্তে রাজগৃহে এসে উপস্থিত হল । ১২৬ ।

(এছাড়া,) বহুতর গায়ক, বাদক ও নর্তক, মহাত্মা নৃপতির বাসভবনে এসে সমাগত হয়েছিলেন । ১২৭ ।

দৃষ্ট্বা তন্নিলয়াগতান্ নৃপবরো ভূপান্ বরান্ নির্জ্জরান্
দেবেন্দ্রপ্রমুখাংস্তথা দিতিসুতান্ শস্ত্রাদিভিঃ সংযুতান্ ।
বহ্নিং রাত্রিপতিং যমং দিনপতিং বিত্তেশ্বরং কেশ্বরং
নত্বা তানমরান্ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূপাল ইত্যব্রবীৎ ।। ১২৮ ।।

অদ্যাভূৎ সফলং মদীয়জননং কৃত্যঞ্চ মে সার্থকং
গীর্ব্বাণা যদভূন্মদীয়ভবনে শ্রীমৎপদাব্জোদয়ঃ ।
কৃত্বা জন্মশতং সদক্ষিণমখং ন প্রাপ্যতে যন্নরৈ-
স্তৎপাদাব্জরজো বিনা শ্রমমহং সংলব্ধবানত্র হি ।। ১২৯ ।।

ইত্থং স রাজা বিবুধান্ প্রতোষ্য নিবেশয়ামাস নিকেতনে তান্ ।
বিপ্রান্ সমাগত্য ততঃ স ভূপঃ প্রণম্য তান্ বাক্যমিদং বভাষে ।। ১৩০ ।।

যেষাং গৃহে স্যাচ্চরণার্পণং বস্তে তৎপদস্পর্শনতঃ পবিত্রাঃ ।
অতো হি যুষ্মচ্চরণার্পণেন পূতোঽভবং পূতমিদং গৃহঞ্চ ।। ১৩১ ।।

নিবেশ্য তাংস্তত্র গৃহেষু বিপ্রান্ জগাম যত্র ক্ষিতিপাঃ সমস্তাঃ ।
বয়োধিকাংস্তান্ নৃপতিঃ প্রণম্য সম্ভাষয়ামাস নৃপান্ কনিষ্ঠান্ ।। ১৩২ ।।

মহারাজ তাঁর গৃহে আগত শ্রেষ্ঠ রাজবৃন্দ, দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, শস্ত্রধারী দৈত্যসমূহ, অগ্নি, চন্দ্র, যম, সূর্য, কুবের ও বরুণকে দেখে করজোড়ে দেবতাদের নমস্কার করে একথা বললেন — হে দেবগণ, আজ আমার জন্ম সফল ও সমস্ত কৃত্যকর্ম সার্থক হয়েছে । কারণ, (আজ) আমার ঘরে কান্তিমান দেবতাদের পাদপদ্ম প্রস্ফুটিত । নরগণ শতজন্ম ধরে দক্ষিণাবহুল যজ্ঞ করেও যা পায় না, সেই পাদপদ্মরেণু আমি আজ বিনাশ্রমে এখানেই লাভ করেছি । ১২৮ - ১২৯ ।

এভাবে রাজা দেবগণকে তুষ্ট করে তাঁদের নিজনিকেতনে গ্রহণ করলেন । তারপর, তিনি বিপ্রগণের কাছে গিয়ে তাঁদের পুনরায় প্রণাম করে একথা বললেন । ১৩০ ।

'যাঁদের ঘরে আপনাদের চরণ পতিত হয়, তাঁরা সেই পদস্পর্শে পবিত্র হয়ে যান । অতএব, আপনাদের চরণস্পর্শে আমিও আমার গৃহ — দুই-ই পবিত্র হল' । ১৩১ ।

নানা গৃহে সেই বিপ্রগণকে সংস্থাপিত করে রাজা, যেখানে সমাগত রাজগণ রয়েছেন, সেখানে গেলেন । যাঁরা বয়সে বড়, তাঁদের তিনি প্রণাম ও যাঁরা কনিষ্ঠ, তাঁদের তিনি সম্ভাষণ করলেন । ১৩২ ।

ততশ্চ রাজা বিনয়াবনম্রো নিবেশয়ামাস নৃপাসনে তান্ ।
দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য যথোপচারৈর্ভক্ত্যা দ্বিজান্ পূজিতবাংশ্চ তত্র ।। ১৩৩ ।।

অথাগতান্ সর্ব্বজনান্ মহীপতিরভোজয়ৎ স্বাভিমতং চতুর্ব্বিধম্ ।
তে মোদমানা হি তদা তদালয়ে তস্থুঃ সুরেশাদিসুরাসুরা নরাঃ ।। ১৩৪ ।।

অথ প্রহৃষ্টেন হৃদা ধরাধিপঃ সমাগতো যত্র সুলক্ষণা সুতা ।
স্বয়ম্বরার্হাভরণেন ভূষিতা ভবেতি তামাহ নমস্ক্রিয়ানতাম্ ।। ১৩৫ ।।

আহূতা বহবো দ্বিজা নৃপতয়ো বিখ্যাতসংজ্ঞাশ্চ যে
তে সর্ব্বে সুভগে মদীয়ভবনে প্রাণাধিকেঽত্রাগতাঃ ।
আশু ত্বং কুরু মঙ্গলং কুলগতং পূর্ব্বাহ্নকৃত্যং মুদা
পৌরৈঃ সৎকুলধর্ম্মবিত্তিরনঘে যুক্তা পুরস্ত্রীজনৈঃ ।। ১৩৬ ।।

ইত্যুক্ত্বা নৃপনন্দিনীং নৃপবরোঽথাহূয় পৌরস্ত্রিয়-
স্তা মাঙ্গল্যবিধায়িকর্ম্মকরণে চাদিষ্টবান্ সাদরম্ ।
দুর্ব্বা-কাঞ্চন-গন্ধ-তৈল-রজতৈর্গোরোচনা-শর্ষপৈ-
র্মাঙ্গল্যং বিদধুর্যথাবিধি ধরাধীশাত্মজায়াস্ততঃ ।। ১৩৭ ।।

অতঃপর, রাজা বিনয়নম্র হয়ে সেই রাজাদের রাজাসনে বসালেন । যথাবিহিত উপচারের দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করার পর দ্বিজদেরও ভক্তিভরে পূজা করলেন । ১৩২ ।

তারপর, মহীপতি বীরবাহু সবাইকে নিজের অভিলাষমত চতুর্বিধ ভোজ্য দিয়ে খাওয়ালেন । ইন্দ্রাদিদেবগণ, অসুরসমূহ এবং সেইসাথে নরগণও আনন্দিতমনে রাজগৃহে অবস্থান করলেন । ১৩৩ ।

অনন্তর, রাজা প্রহৃষ্টচিত্তে, যেখানে কন্যা সুলক্ষণা অবস্থান করছিলেন, সেখানে গেলেন ও তারপর, নমস্কারাবনতা কন্যাকে বললেন — তুমি স্বয়ম্বরোচিত আভরণে ভূষিত হয়ে নাও । হে সুভগে, হে প্রাণাধিকে, আমাদের বাড়িতে বহু ব্রাহ্মণ ও খ্যাতনামা অনেক রাজা — সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন । অতএব, তুমি শীঘ্র খুশিমনে আমাদের কুলোচিত মঙ্গল যেমন, প্রভাতী অনুষ্ঠানগুলো সেরে নাও । হে কল্যাণি, সৎকুলোচিত ধর্মের জ্ঞাতা পৌরজন ও পুরস্ত্রীগণ তোমার সাথে থাকবেন । ১৩৬ ।

রাজকন্যাকে একথা বলে নৃপবর পুরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করে মঙ্গলজনক কর্মসমূহ সম্পাদন করার জন্য তাঁদের সাদরে নির্দেশ দিলেন । তাঁরাও দুর্বা,কাঞ্চন, গন্ধদ্রব্য, তেল, রৌপ্য, গোরোচনা ও সরিষা যোগাড় করে যথাবিধি রাজদুহিতার মাঙ্গল্যকর্ম সমাধা করলেন । ১৩৭ ।

ব্যুষ্টায়াং রজনৌ রবাবনুদিতে কল্যাণকৃন্নারদঃ
স্নাত্বা জহ্নুসুতাশুভাম্ভসি কৃতপ্রাতঃক্রিয়স্তন্মৃদা ।
কৃত্বা স্বীয়কলেবরং সুললিতং শ্রীকৃষ্ণনামাঙ্কিতং
ধ্যায়ন্ কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং প্রাগান্নৃপস্যালয়ম্ ।। ১৩৮ ।।

দৃষ্ট্বা তং মুনিমাগতং নৃপবরো ভক্ত্যা প্রণম্যানতঃ
প্রাহেদং বচনং মুনীশ্বরবর ত্বৎপাদপদ্মার্পণাৎ ।
সম্পন্নং সকলং মমাদ্য সফলং জন্মক্রিয়াদি প্রভো
মন্যে মে বহুঁপুণ্যজং ফলমিদং সাক্ষাৎকৃতো যত্ত্ববান্ ।। ১৩৯ ।।

অথ নরপতিকন্যা স্নানপূতা পবিত্রং
রুচিরকনকগৌরং পট্টবস্ত্রং দধানা ।
উপকরণসমূহৈঃ সেবিতুং কৃষ্ণকালী-
মগমদুষসি চণ্ডীমণ্ডপং সা সুকেশী ।। ১৪০ ।।

নিজকৃতকুসুমস্রক্‌পত্রপুষ্পোপহারৈ-
র্মৃগমদযুতগন্ধালেপনৈবেদ্যজাতৈঃ ।
নিখিলদুরিতহন্ত্রীং চণ্ডিকাং পূজয়িত্বা
হৃদয়গতবরাপ্ত্যৈ তুষ্টুবে তাং শরণ্যাম্ ।। ১৪১ ।।

(এদিকে,) রজনি-প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে কল্যাণকারী নারদ জাহ্নবীর পুণ্যজলে স্নান ও নদীমৃত্তিকাদ্বারা প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এবং নিজের সুন্দরদেহে শ্রীকৃষ্ণনাম অঙ্কিত করে কৃষ্ণপাদপদ্মযুগল ধ্যান করতে করতে রাজপুরীর দিকে যাত্রা করলেন । ১৩৮ ।

মহারাজ মুনিকে সমাগত দেখে ভক্তিভরে আনত হয়ে প্রণাম করে একথা বললেন —হে মুনিরাজশ্রেষ্ঠ, হে প্রভো, আপনার পাদপদ্ম (আমার গৃহে) পতিত হয়েছে; ফলে এমন অনুভব হচ্ছে যে, আমার সবকিছুই যেন সম্পন্ন হয়ে গেছে । আমার জন্ম ও কার্যসমূহ সফল হল । মনে হয়, আমার বহুপুণ্যের ফলে আপনার দর্শনলাভ সম্ভব হয়েছে । ১৩৯ ।

অনন্তর, প্রভাতে সুকেশী রাজকন্যা স্নানপূত হয়ে পবিত্র, সুন্দর ও সোনার মত গৌরবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানকরতঃ পূজোপকরণসহ কৃষ্ণ-কালীকে অর্চনা করার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে গমন করলেন । নিজহাতে তৈরি মালা, ফুল ওপাতার উপহার এবং মৃগনাভির গন্ধযুক্ত অনুলেপপ্রভৃতি নৈবেদ্যসমূহ দিয়ে সর্বপাপপ্রণাশিনী চণ্ডিকাকে পূজা করলেন ও হৃদয়াভিলষিত পতি পাওয়ার জন্য সর্বলোকশরণ্যাকে তুষ্ট করলেন । ১৪০ - ১৪১ ।

আকারাধিকপূতনামরণকৃন্মূর্ত্তির্জগন্মোহিনী
নির্ব্বীজা নিজলীলয়া চ জগৃহে বীজং তদেকং পরম্ ।
সেব্যা যা সততং সুধীভিরমলা যস্যাবতারা দশ
কৃষ্ণা নন্দসুতস্য মূর্ত্তিরথবা স্বেষ্টং বরং যচ্ছতু ।। ১৪২ ।।

আনন্দব্রজধামভক্তজনহৃৎপদ্মালয়োল্লাসিনী
নিত্যানন্দহৃদাশ্রয়া নবঘনশ্যামা জগন্মোহিনী ।
সারা কাননমালিনী পদলসদ্‌গঙ্গাধরোদ্ধারিণী
কৃষ্ণা নন্দসুতস্য মূর্ত্তিরথবা স্বেষ্টং বরং যচ্ছতু ।। ১৪৩ ।।

'কৃষ্ণবর্ণা ভগবতী শ্যামা অথবা নন্দসুত কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণা মূর্তি আমাকে নিজের অভিলষিত বর (অর্থাৎ পতি) প্রদান করুন । যে শ্যামানামে (শ্যামা ও শ্যাম একই, কিন্তু) আকারমাত্র অধিক হওয়ায় তিনি পবিত্র নামের অধিকারিণী । তিনি রণকৃন্মূর্তি অর্থাৎ রণং দেহি মূর্তিধারিণী ও তিনি জগন্মোহিনী । তিনি বীজহীন অর্থাৎ কারণহীন, তবুও নিজলীলাবশে একটি পরম বীজ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছিলেন (অর্থাৎ যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) । তিনি সুধীগণের নিত্য পূজনীয়, তিনি নির্মলস্বভাব ও তাঁর কালী, তারাপ্রভৃতি দশটি অবতার প্রসিদ্ধ । (শ্যাম-পক্ষে) যে মূর্তি আকারাধিক অর্থাৎ বিকটাকারধারিণী পূতনার বিনাশিকা, যে মূর্তি জগন্মোহিনী ও কারণহীন, অথচ নিজলীলায় একটি পরম উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ নন্দগোপগৃহকে আশ্রয় করেছিল, যে মূর্তি নির্মল ও সুধীগণের সততপূজনীয় এবং তাঁর দশ অবতার সুপ্রসিদ্ধ । ১৪২ ।

'কৃষ্ণবর্ণা ভগবতী শ্যামা অথবা নন্দসুত কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণা মূর্তি আমাকে নিজের অভিলষিত বর (অর্থাৎ পতি) প্রদান করুন । (শ্যামা-পক্ষে,) যে দেবী আনন্দব্রজের অর্থাৎ আনন্দসমূহের আলয়স্বরূপ ভক্তহৃদয়পদ্মসরোবরের উল্লাসিনী । তিনি নিত্যানন্দ মহাদেবের হৃদয়াশ্রিতা (অথবা শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ের উপরে সংস্থিতা), তিনি নবীনমেঘের মত শ্যামবর্ণা, তিনি জগন্মোহিনী ও সারভূতা । তিনি কাননমালিনী অর্থাৎ কুৎসিত আননযুক্ত শবমুণ্ডের মালাধারিণী ও পদতলে বিসারিত গঙ্গাধর শিবের উদ্ধারকারিণী । (শ্যাম- পক্ষে,) যে মূর্তি নন্দ থেকে আরম্ভ করে (আ নন্দাৎ) ব্রজধামের ভক্তজনের হৃৎপদ্মসরোবরের উল্লাসিনী অথবা আনন্দময় ব্রজধামের ভক্তজনের হৃদয়পদ্মরূপ-আলয়বিহারিণী, যে মূর্তি নিত্য ও যে মূর্তি নন্দনামক গোপের হৃদয়াশ্রিতা, যে মূর্তি নবীনমেঘের মত শ্যামচ্ছবি, যে মূর্তি জগন্মোহিনী ও সারভূতা, যে মূর্তি বনমালাধারিণী, যাঁর পায়ে গঙ্গা খেলা করেন ও যিনি ধরোদ্ধারিণী অর্থাৎ গোবর্ধন পর্বতের উদ্ধারকর্ত্রী' । ১৪৩ ।

এবং স্তুত্বা নরপতিসুতা কৃষ্ণকালীমভেদাৎ
ভক্ত্যা জপ্ত্বা কৃতিনতিরগাদালিভিঃ সার্দ্ধমেব ।
আগত্যান্তঃপুরমথ সভামণ্ডপে গন্তুকামা
মুক্তারত্নপ্রভৃতিভিরলং সৎকৃতা সা বভূব ।। ১৪৪ ।।

ততোঽতিহৃষ্টঃ সুরবৃন্দবন্দিতঃ প্রাগাৎ সুরেন্দ্রোঽমরবৃন্দসঙ্গতঃ ।
স্বয়ম্বরস্থানমতীবশোভনং দ্বিজা নৃপাশ্চ স্বজনৈঃ সমং যযুঃ ।। ১৪৫ ।।

অন্যেঽপি জগ্মুস্ত্বতিহৃষ্টচেতসঃ সংদ্রষ্টুকামা নৃপবালিকাং শুভাম্ ।
পৌরাণিকা মাগধবন্দিনস্তথা বাদিত্রদক্ষাশ্চ সুগীতপণ্ডিতাঃ ।। ১৪৬ ।।

শুদ্ধান্তাৎ শুভবাসরেঽথ সুতিথৌ লগ্নে শুভে সুক্ষণে
নেত্রপ্রীতিবহাং স্বয়ম্বরসভামিন্দ্রাদিভিঃ শোভিতাম্ ।
ভৃত্যা নীত-পতিস্বরোচিত-লসন্মালামিমাং নিন্যিরে
তাং সাক্ষাৎশিবিকান্তরস্থিরলসদ্বিদ্যুল্লতাং কন্যকাম্ ।। ১৪৭ ।।

আয়াতাং সমিতিং সমীক্ষ্য সহসা তাং রাজকন্যাং শুভাং
রাজন্যপ্রমুখা ধরামরগণা দেবেন্দ্রবর্গাস্তথা ।
সাশ্চর্য্যা বচনৈর্বিহীনবদনা সম্মোহিতাস্তৎক্ষণং
তে তস্যাং যুগপন্নিমেষরহিতাং নেত্রাবলিং ন্যক্ষিপন্ ।। ১৪৮ ।।

রাজকন্যা কৃষ্ণ ও কালীকে এভাবে অভেদোপচারে স্তুতি করে এবং ভক্তিভরে জপ ও প্রণাম সেরে সখীদের সাথে চলে গেলেন । তারপর, অন্তঃপুরে এসে স্বয়ম্বরসভামণ্ডপে যাবার জন্য অভিলাষিণী হয়ে মুক্তাপ্রভৃতি রত্নরাজি দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিতা হলেন । ১৪৪ ।

অতঃপর, সুরগণপূজিত সুরেন্দ্র, দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে অতিপ্রসন্নমনে অতিশোভন স্বয়ম্বরস্থানে গমন করলেন । (এছাড়া,) অন্যান্য ব্রাহ্মণ-ও নৃপগণ নিজনিজ সঙ্গীদের সাথে সেখানে উপস্থিত হলেন । ১৪৫ ।

অন্য লোকেরাও, যেমন, পৌরাণিকবার্তাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, মাগধবৃন্দ ও বন্দনাকারীরা, বাদ্যনিপুণ-ও গায়কশ্রেষ্ঠগণ অতিহৃষ্টচিত্তে কল্যাণী রাজকন্যাকে দেখার মানসে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন । ১৪৬ ।

অনন্তর, শুভদিন তথা শুভতিথি এবং শুভলগ্ন ও শুভক্ষণ যখন সমাগত, তখন ভৃত্যগণ রাজান্তঃপুর থেকে স্বয়ম্বররার মানানসই উজ্জ্বলমালার ধারয়িত্রী তথা শিবিকামধ্যস্থিত স্থির অথচ বিচ্ছুরিত বিদ্যুল্লেখার মত দৃশ্যমানা রাজকন্যাকে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণবিরাজিত নয়নবিমোহন স্বয়ম্বরসভায় নিয়ে গেল । ১৪৭ ।

সুন্দরী রাজকন্যাকে সভায় সমাগত দেখে রাজন্যকুল, ব্রাহ্মণসমূহ ও দেবেন্দ্রপ্রমুখ

দৃষ্ট্বা সুরর্ষিরখিলান্ কলহপ্রিয়ঃ স স্মিত্বা সুরাসুরনরানপি মুগ্ধচিত্তান্ ।
প্রোবাচ যং নৃপসুতা বৃণুয়াৎ স এব ধন্যোঽমরাসুরনরেষু চ পুণ্যকীর্ত্তিঃ ।। ১৪৯।।

ততঃ সুলক্ষণা সা তু সুরান্ সর্ব্বান্ সুলক্ষণান্ ।
পশ্যন্তী মনসা নত্বা জগাম নৃপসংসদি ।। ১৫০ ।।

নানালঙ্কৃতিবেশমণ্ডিততনুং মামেব যোগ্যং বরং
কন্যেয়ং নিয়তং বরিষ্যতি শুভা মত্বেতি রাজব্রজঃ
আকাঙ্ক্ষন্ ভুবনৈকসুন্দরবপুর্ভূপাত্মজাং ভূষিতাং
জগ্রাহ প্রথমাসনানি চপলং শেষাসনানি ত্যজন্ ।। ১৫১ ।।

দেবভূপাধিষ্ঠিতায়াং সভায়ামথ নারদঃ ।
রাজবালাং বচোভঙ্গ্যা যোগ্যং বরমদর্শয়ৎ ।। ১৫২ ।।

নারদ উবাচ ।
আয়াতো লঘুবাহনং পরিজহদ্‌যো লব্ধবর্ণো মহান্
যো জিষ্ণুঃ শতকোটিনায়কতয়া লোকৈরলং গীয়তে ।
বিখ্যাতো বিবুধেশ্বরস্তবকৃতে যশৈচকতানোঽভবৎ
ভক্ত্যা ভাবিনি মেঘবাহনমমুং মাল্যেন তং মানয় ।। ১৫৩ ।।

সবাই সহসা সেই ক্ষণেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন । তাঁদের মুখে কথা ছিল না ও তাঁরা সম্মোহিতের মত একসাথে তাঁর দিকে নির্নিমেষনয়নে চেয়ে রইলেন । ১৪৮ ।

কলহপ্রিয় দেবর্ষি নারদ সমস্ত সুর, অসুর ও মানুষের বিহ্বল মনোভাব দেখতে পেয়ে মৃদু হেসে বললেন — যাঁকে এই রাজকন্যা বরণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য এবং দেবতা-,অসুর-ও নরকুলে পুণ্যকীর্তি বলে প্রখ্যাত হবেন । ১৪৯ ।

অতঃপর সুলক্ষণা সুন্দরলক্ষণযুক্ত সব দেবতাকে দেখতে দেখতে ও মনে মনে তাঁদের প্রণাম করে রাজসভায় অগ্রসর হতে শুরু করলেন । ১৫০ ।

'অনেক অলঙ্কার-ও বেশভূষিতদেহ আমাকেই অমোঘভাবে এই কল্যাণী রাজকন্যা যোগ্যবর হিসেবে বরণ করে নেবেন'— এরূপ ভেবে রাজসমূহ সালঙ্কারা ও বিশ্বমধ্যে একতমা শোভনাঙ্গী রাজকন্যাকে পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে শেষদিকের আসনগুলো ছেড়ে দিয়ে প্রথমদিকের আসনগুলো গ্রহণ করলেন । ১৫১ ।

অতঃপর, নারদ সেই দেব-ও রাজাধিষ্ঠিত সভার মাঝে কথাচ্ছলের মুন্সিয়ানায় রাজকন্যাকে যোগ্যবর দেখাতে শুরু করলেন । ১৫২ ।

নারদ বললেন — হে ভাবিনি (সুন্দরি), যে মহাপ্রাণ মেঘবাহন অলঘুবাহনকে অর্থাৎ জলভারযুক্ত মেঘ অথবা দেহভারযুক্ত ঐরাবতরূপ বাহনকে পরিত্যাগ করে (তোমাকে পাবার লালসায়) লব্ধবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তস্তুতি হয়ে (শীঘ্র) উপস্থিত হয়েছেন, যিনি জিষ্ণুনামা,

দেবর্ষের্বচনং বুদ্ধা বিদুষী বীক্ষ্য সা নৃপান্ ।
মেঘবর্ণং ববারাথ বরং ভূমিভুজাং বরম্ ।। ১৫৪ ।।

লক্ষ্মীবন্তং মহান্তং তং নিজাভিলষিতং পুরা ।
যোগ্যঞ্চ রাজকন্যায়া রূপৌদার্য্যগুণৈঃ শুভৈঃ ।। ১৫৫ ।।

তন্বঙ্গী তন্নৃপতিসমিতৌ রাজবালা তদাসৌ
যং যং ভূপং গজগতিরতিক্রম্য যাতা ক্রমেণ ।
স ক্ষৌণীশো রুচিরমপি তদ্বেশভূষাদিকং স্বং
রূপং তুচ্ছং মম তু ধিগিতি স্পষ্টমাচষ্ট কষ্টাৎ ।। ১৫৬ ।।

সভাস্থাঃ সাধবঃ সর্ব্বে হর্ষং প্রাপুর্নিরীক্ষ্য তৎ ।
যোগ্যেন মেলনং চারু নাভিনন্দতি কঃ কদা ।। ১৫৭ ।।

ভূপতেরাত্মজাং কেচিৎ ভূপালা লব্ধুমিচ্ছবঃ ।
অধোমুখা দুঃখিতাশ্চ তুষ্ণীমাসংস্তদা হ্রিয়া ।। ১৫৮ ।।

যিনি শতকোটি অর্থাৎ বজ্রের অধিকারী হওয়ার দরুন লোকগণদ্বারা প্রভূতভাবে বন্দিত হন, যিনি খ্যাতনামা ও সুরেশ্বর, সেই ইন্দ্র, তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়েছেন; তাঁকে তুমি ভক্তিভরে মাল্যার্পণ করে সম্মানিত কর ।

(মেঘবর্ণ-পক্ষে অর্থান্তর,) হে ভাবিনি, এই মেঘবাহন ইন্দ্রকে নিও না (মা নয়), কিন্তু ভক্তিভরে মাল্যার্পণ করে গ্রহণ কর (মানয়) তাঁকে, যিনি নিজনামের লঘু অর্থাৎ তুচ্ছ অংশ 'বাহন' পদ পরিত্যাগকরতঃ ঐস্থানে 'বর্ণ' পদ গ্রহণ করে সমাগত হয়েছেন, যিনি মহানুভব ও জয়শীল, যিনি শতকোটি ধনের মালিক, যিনি খ্যাতকীর্তি, যিনি পণ্ডিতদের রক্ষাকর্তা ও যিনি তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়েছেন । ১৫৩ ।

দেবর্ষি নারদের বাক্যতাৎপর্য অনুধাবন করে বিদুষী রাজকন্যা অন্যান্য রাজগণকে দেখার পরে সেই লক্ষ্মীবান্, মহানুভব, নিজের জন্য পূর্বাভিলষিত, রূপ ও ঔদার্য প্রভৃতি শুভগুণের নিরীখে রাজকন্যার যোগ্য তথা রাজশ্রেষ্ঠ মেঘবর্ণকে পতি হিসেবে বরণ করলেন । ১৫৪ - ১৫৫ ।

ঐ সময়ে রাজসভায় ক্ষীণাঙ্গী গজগামিনী এই রাজকন্যা যে যে রাজাকে ক্রমানুযায়ী অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই রাজা কষ্ট পেয়ে স্পষ্টতঃ বলতে শুরু করলেন — 'আমার সুন্দর সব বেশভূষা ও তুচ্ছ রূপকে ধিক্ ' । ১৫৬ ।

সভাস্থিত সজ্জনগণ রাজকন্যার পতিনির্বাচন দেখে আনন্দ অনুভব করলেন । কোথাও কী এমন কেউ আছেন, যিনি যোগ্যের সঙ্গে (যোগ্যের) সুন্দর মিলনকে অভিনন্দন জানান না ! (কিন্তু), কিছু নৃপতি যাঁরা রাজকন্যাকে পাবার জন্য প্রত্যাশী ছিলেন, তাঁরা তখন লজ্জায় অধোমুখ, দুঃখিত ও নীরব হয়ে গেলেন । ১৫৭ - ১৫৮ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

রাজর্ষির্মেঘবর্ণঃ সকলগুণযুতঃ শ্রীযুতো বীর্য্যযুক্তঃ
রূপাতুল্যঃ সভায়াং পরমনরবরো হেমবচ্চারুবর্ণঃ ।
হিত্বা দেবেন্দ্রমেতান্ সুরনরদিতিজানাগতান্ বীর্য্যযুক্তান্
তস্মান্মান্যঃ স এব ক্ষিতিতল ইহ যৎ প্রাবৃণোদ্রাজকন্যা ।। ১৫৯ ।।

শ্রুত্বা বচস্তন্মুনিপুঙ্গবস্য সুরেশ ঈর্ষাধিগতো বভূব ।
কোপান্বিতঃ প্রাহ পরং প্রহৃষ্টং তং মেঘবর্ণং মঘবা মদেন ।। ১৬০ ।।

হিতাহিতং নো নৃপবালিকেয়ং জানাতি তেনৈব তয়া বৃতস্ত্বম্ ।
অতো ন গর্ব্বং প্রকুরু প্রমত্তো মুনেঃ প্রলাপাদপি নারদস্য ।। ১৬১ ।।

একেন বাণেন তবাতিগর্ব্বপ্রণাশ এবাস্তি বলং মমালম্ ।
কিন্ত্বেষ চন্দ্রো ভবিতাতিদুঃখী তদ্বংশজাতস্য তবাপমানৈঃ ।। ১৬২ ।।

ইত্যাদিগর্ব্বিতা বাচো বহুলাস্তমুবাচ সঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মেঘবর্ণঃ প্রাহ তং মেঘবাহনম্ ।। ১৬৩ ।।

হে শক্র ত্বং বৃথৈবাত্র কুরুষে কিং বিকত্থনম্ ।
বলিনো ন বিকত্থন্তে দর্শয়ন্তি স্বপৌরুষম্ ।। ১৬৪ ।।

শ্রীনারদ বললেন — রাজর্ষি মেঘবর্ণ, তিনি সর্বগুণান্বিত, সৌন্দর্য-ও বীর্যযুক্ত, এ সভায় তাঁর রূপ অতুলনীয়, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ ও তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণাভ । যেহেতু রাজকন্যা এখানে সমাগত দেবেন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা, মানব ও দিতিপুত্রদের পরিত্যাগ করে তাঁকে বরণ করেছেন, সেজন্য পৃথিবীতলে তিনিই (একমাত্র) সম্মান্য । ১৫৯ ।

মুনিপুঙ্গব নারদের একথা শুনে সুরেশ্বর ঈর্ষান্বিত হলেন । মঘবা ইন্দ্র ক্রোধগ্রস্ত হয়ে দম্ভভরে সেই পরমশ্রেষ্ঠ রাজা মেঘবর্ণকে বললেন — এই নৃপবালিকার হিতাহিত জ্ঞান নিশ্চয়ই নাই, যে কারণে তোমাকে সে বরণ করেছে । অতএব, নারদমুনির প্রলাপ শুনে প্রমত্ত হয়ে গর্ববোধ করো না । একটিমাত্র বাণের আঘাতেই তোমার সর্বগর্ব নষ্ট করে দেবার সামর্থ্য আমার যথেষ্ট রয়েছে । কিন্তু, এই চন্দ্রদেবের বংশোদ্ভূত তুমি । অতএব, তোমার অপমান হলে তিনি নিতান্তই খুব দুঃখ পাবেন । ১৬০ - ১৬২ ।

এভাবে তিনি (ইন্দ্র) বহু গর্বপূর্ণ বাগাড়ম্বর তাঁকে (মেঘবর্ণকে) শোনালেন । তখন, মেঘবর্ণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মেঘবাহনকে বললেন — হে শক্র, কেন এখানে বৃথা গালাগাল করছ ? (সত্যিকার) বলবান্ ব্যক্তিরা কী কখনো গাল পাড়েন ? তাঁরা ত নিজপৌরুষই প্রদর্শন করেন । ১৬৩ - ১৬৪ ।

শক্তিশ্চেত্তব দেবেন্দ্র যুদ্ধং কুরু ময়া সহ ।
নোচেদ্‌গচ্ছ নিজাবাসং মানং সংরক্ষ্য সংসদি ।। ১৬৫ ।।

ইত্যুক্তো মেঘবর্ণেন মঘবাঽমরনায়কঃ ।
অমর্ষপূরিতো ভূত্বা ভূপং যোদ্ধুং প্রচক্রমে ।। ১৬৬ ।।

আকৃষ্য ভীষণং চাপং শরসংঘস্তু সঙ্গরে ।
মেঘবর্ণে ববর্ষাশু মেঘবন্মেঘবাহনঃ ।। ১৬৭ ।।

ততস্তচ্ছরজালানি নিবার্য্য নিজসায়কৈঃ ।
জাতমন্যুর্মেঘবর্ণো ঘনগম্ভীরয়া গিরা ।। ১৬৮ ।।

সমাভাষ্য সুরাধীশমিদং বচনমব্রবীৎ ।
বৃথা ব্যথয়সে শক্র শরবর্ষৈরনাগসম্‌ ।। ১৬৯ ।।

অতুল্যরূপাঃ কতি সন্তি কান্তাস্ত্বৎস্বান্তসন্তোষকরাঃ পরাস্তাঃ ।
দেব্যস্তথাপীহ নরেন্দ্রবালা সমিষ্যতে তে ন কিমস্তি লজ্জা ।। ১৭০।।

গুর্ব্বঙ্গনাধর্ষণ-পাপতস্তে ভগাঙ্গতা খ্যাতিরভূৎত্রিলোক্যাম্‌ ।
তথাপি নির্লজ্জ বধূং পরস্য দৃষ্ট্বা কথং কামবশোঽস্যধীর ।। ১৭১।।

হে দেবেন্দ্র, যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে আমার সাথে যুদ্ধ কর । নতুবা এ সভামাঝে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে বাড়ী চলে যাও । ১৬৫ ।

মেঘবর্ণের মুখ থেকে এপ্রকার প্রত্যুত্তর শুনে মঘবা দেবরাজ ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে পড়লেন ও রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন । ১৬৬ ।

মেঘবাহন ইন্দ্র ভীষণদর্শন চাপ ও তূণীর থেকে শরসমূহ আকর্ষণ করে মেঘবর্ণের উপরে মেঘের মত অবিরলভাবে শরবর্ষণ করতে শুরু করলেন । ১৬৭ ।

ক্রুদ্ধ মেঘবর্ণ তখন নিজবাণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রের শরজাল নিবারিত করে ঘনগম্ভীর বাক্যে দেবরাজকে সম্বোধন করে একথা বললেন — হে শক্র , বৃথাই আমার মত নিষ্পাপকে শরবর্ষণদ্বারা ব্যথিত করছ । ১৬৮-১৬৯ ।

অতুলনীয় রূপযুক্তা ও তোমার হৃদয়তোষিণী কত না উত্তম দেবীকে তুমি কান্তারূপে পেয়েছ ! তবুও, তুমি এখানে রাজকন্যাকে কামনা কর । আচ্ছা, তোমার কী লজ্জা নেই ? ১৭০।

হে নির্লজ্জ, গুরুপত্নীর ধর্ষণজনিত পাপে তোমার সর্বাঙ্গ ভগময় হয়ে গিয়েছিল। তোমার এই কীর্তি ত্রিভুবনবিদিত । তথাপি, হে চঞ্চলচিত্ত, পরের বধূ দেখে (এখনও) কী করে কামপরায়ণ হয়ে পড় ? ১৭১।

ইত্যুক্তো মেঘবর্ণেন নৃপেণ মেঘবাহনঃ ।
পুনশ্চ শরজালানি ববর্ষামর্ষপূরিতঃ ।। ১৭২।।

ততঃ শ্রীমান্ মেঘবর্ণঃ কোপিতো রণপণ্ডিতঃ ।
গৃহীত্বা চণ্ডকোদণ্ডং বভাষে বাসবং বলী ।।১৭৩।।

বৃথা যথা মামকৃতাপরাধমারাধকং হন্তুমুপাগতস্ত্বম্ ।
তথাচিরেণৈব তবাতিগর্ব্বং খর্ব্বং করিষ্যে নিজধর্ম্মতোঽহম্ ।। ১৭৪।।

ইত্যুক্ত্বা তচ্ছরান্ সর্ব্বাংশ্ছিত্ত্বা নিজশরৈর্নৃপঃ ।
ববর্ষ শরজালানি মেঘবন্মেঘবাহনে ।। ১৭৫।।

তথাপি ধৈর্য্যমালম্ব্য কিয়ৎকালং সুরাধিপঃ ।
যুদ্ধং কৃত্বা মূর্চ্ছিতোঽভূদ্ ভূপালশরতাড়িতঃ ।। ১৭৬।।

সংজ্ঞামবাপ্য দেবেশো লজ্জিতোপি প্রকোপিতঃ ।
অমোঘমশনিং শীঘ্রং জগৃহে ভূপমৃত্যবে ।। ১৭৭।।

ততশ্চন্দ্রোঽমরগণৈর্মেঘবর্ণহিতেচ্ছয়া ।
আগত্য কথয়ামাস সান্ত্বয়ংস্তং সুরাধিপম্ ।।১৭৮।।

ত্যজ ক্রোধং সুরস্বামিন্ ধর্ম্মনাশকরং পরম্ ।
ধৈর্যং ধর নাকনাথ শাশ্বতীং শান্তিমাশ্রয় ।। ১৭৯।।

রাজা মেঘবর্ণের দ্বারা এভাবে তিরস্কৃত হয়ে মেঘবাহন ইন্দ্র পুনরায় ক্রোধভরে শরজালবর্ষণ করতে শুরু করলেন । ১৭২ ।

তখন, রণনিপুণ, বলবান ও শ্রীসম্পন্ন মেঘবর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক বাসবকে বললেন — যেহেতু তুমি বৃথাই নিরপরাধ তথা তোমার পূজক যে আমি, এতাদৃশ আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছ, এজন্য আমি নিজধর্ম অনুসারে তোমার এই অতিগর্বকে খর্ব করে দেব । ১৭৩-১৭৪।

একথা বলে রাজা নিজবাণের দ্বারা তাঁর (ইন্দ্রের) সব বাণ ছিন্ন করে মেঘবাহনের উপর মেঘের মত শরজাল বর্ষণ করলেন । ১৭৫।

সুরেশ্বর তবুও কিছুকাল ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজার শরের দ্বারা প্রহৃত হয়ে মূর্ছিত হলেন । (তারপর) সংজ্ঞালাভ করে লজ্জিত ও ভীষণক্রুদ্ধ দেবরাজ রাজার মৃত্যুর জন্য অমোঘ বজ্র ধারণ করলেন । ১৭৬-১৭৭।

তখন অন্যান্য অমরগণ সহ চন্দ্রদেব মেঘবর্ণের হিতকামনায় অগ্রসর হয়ে দেবরাজকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — হে সুরপতে, আপনি এই ধর্মনাশক ক্রোধ ত্যাগ করুন। হে স্বর্গাধিপতে, ধৈর্য্যধারণ করুন ও চিরন্তন শান্তি অবলম্বন করুন । ১৭৮-১৭৯।

ইত্যেবং দ্বিজরাজেন দেবরাজঃ প্রবোধিতঃ ।
যুদ্ধং হিত্বাপি প্রাগ্‌জাতং কোপং নৈব জহৌ তদা ।।১৮০।।

উচ্চৈরুবাচ তনয়াং বীরবাহোর্মহীপতেঃ ।
হিত্বা ত্বমদ্য দেবৌঘং মেঘবর্ণং ববার যৎ ।। ১৮১।।

অতস্ত্বাং বিধবাং শীঘ্রং করিষ্যাম্যেব গর্ব্বিতে ।
ইত্যুক্ত্বা তাং দেবরাজো যযৌ স্বর্গং সুরৈঃ সহ ।। ১৮২।।

ততঃ শ্রীমান্ মেঘবর্ণঃ শ্রীমতীং তাং সুলক্ষণাম্ ।
উপযেমে রাজপুত্রীং ন্যায়েন বিধিনা নৃপঃ ।। ১৮৩।।

ততো দুহিত্রে প্রদদৌ স ভূপো হস্ত্যশ্বযানান্যপি চ যৌতুকানি ।
বিচিত্রবস্ত্রাভরণাঃ সুরূপা দাসীস্তথা দাসগণান্ পদাতীন্ ।।১৮৪।।

আজ্ঞাপ্য জামাতরমাদরেণ গন্তুং সুতাঞ্চাপি তয়োর্নিমিত্তম্ ।
রাজ্ঞীসমেতো গতয়োঃ স্বদেশং বভূব ভূপালবরোঽতিদুঃখী ।।১৮৫।।

ততোঽতিহর্ষেণ স মেঘবর্ণো লব্ধ্বা প্রিয়ামাত্মগুণানুরূপাম্ ।
স্বরাজধানীমগমৎ ক্ষিতীশো বাদিত্রগীতাদিমহোৎসবেন ।।১৮৬।।

দ্বিজরাজ চন্দ্রকর্তৃক এভাবে প্রবোধিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর পূর্বজাত ক্রোধ শান্ত হল না। (তখন) তিনি উচ্চস্বরে রাজা বীরবাহুর কন্যাকে বললেন — হে গর্বিতে, আজ তুমি দেবসমূহকে অবহেলা করে মেঘবর্ণকে বরণ করেছ, তাই তোমাকে আমি শীঘ্রই বিধবা করব। একথা বলে সুরগণসহ দেবরাজ স্বর্গে চলে গেলেন। ১৮০-১৮২।

অতঃপর, শ্রীসম্পন্ন রাজা মেঘবর্ণ সুন্দরী সুলক্ষণাকে যথানিয়মে বিধিপূর্বক বিয়ে করলেন। ১৮৩।

তদনন্তর, রাজা বীরবাহু দুহিতাকে হস্তী, অশ্ব, যান ও আরো অনেক যৌতুক এবং নানা রঙের বস্ত্র-ও আভরণপরিহিতা অনেক সুন্দরী দাসী ও পদাতিক বহু দাস দান করলেন। ১৮৪।

আদরপূর্বক জামাতা ও কন্যাকে যাবার জন্য অনুমতি দিয়ে রাজ্ঞীসমেত রাজশ্রেষ্ঠ বীরবাহু, নিজদেশে প্রস্থিত তাঁদের দুজনের জন্য বড়ো কষ্ট অনুভব করলেন। ১৮৫।

অতঃপর, রাজা মেঘবর্ণ নিজের গুণানুরূপ প্রিয়াকে লাভ করে অতি হৃষ্টচিত্তে বাদ্যগীতপ্রভৃতি মহোৎসবের সাথে নিজ রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ১৮৬।

স্বপুরন্তু সমাগত্য মহিষ্যাতিমনোজ্ঞয়া ।
চক্রে স সুখসম্ভোগং ধর্ম্মতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।।১৮৭।।

ততো বভূব ভূপালভামিনী গর্ভধারিণী ।
দশমে মাসি সা রাজ্ঞী সুষুবে সুতমুত্তমম্ ।। ১৮৮ ।।

সুলক্ষণায়াং সম্ভূতং সুতং বী‌ক্ষ্য সুলক্ষণম্ ।
বভূব ভূপতিঃ সোঽপি পরমানন্দসংযুতঃ ।। ১৮৯।।

জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং চকার বিধিনা নৃপঃ ।
বিকর্ণনামধেয়ঞ্চ চক্রে তস্য মহামতিঃ ।। ১৯০।।

ক্রমশঃ পুষ্টিমাপন্নো বভূব ভূমিপাত্মজঃ ।
সুন্দরঃ প্রিয়বাদী চ সত্যভাষণতৎপরঃ ।। ১৯১।।

বিনয়ী সচ্চরিত্রশ্চ জনকাজ্ঞাবশংবদঃ ।
ঈদৃক্ সর্ব্বগুণোপেতং শৈশবে প্রিয়মাত্মজম্ ।। ১৯২।।

পশ্যন্ ভূপো মেঘবর্ণো মহানন্দমনা ভবন্ ।
বিদ্যাভ্যাসায় তঞ্চাথ বিকর্ণং সংন্যযোজয়ৎ ।। ১৯৩।।

নিজপুরীতে উপস্থিত হয়ে তিনি ধর্মানুযায়ী প্রজাপালনের সাথেসাথে অতিমনোরমা মহিষীকে নিয়ে সুখসম্ভোগে রত হলেন । ১৮৭।

অনন্তর, এক সময়ে ভূপালপত্নী গর্ভবতী হন ও দশম মাসে রানী এক উত্তম পুত্র প্রসব করেন । ১৮৮।

সুলক্ষণার গর্ভসম্ভূত শুভলক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করে রাজাও পরমানন্দ অনুভব করেছিলেন । ১৮৯।

মহামতি রাজা বিধি অনুসারে সমস্ত জাতকর্ম সম্পাদন করলেন ও পুত্রের নাম দিলেন বিকর্ণ । ১৯০।

ক্রমেক্রমে রাজপুত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন । তিনি দেখতে সুন্দর, প্রিয়ভাষী ও সত্যভাষণপরায়ণ ছিলেন । ১৯১।

তিনি বিনয়যুক্ত, সচ্চরিত্র ও পিতার আজ্ঞাকারী ছিলেন । প্রিয়পুত্রকে শৈশবে এরূপ সর্বগুণযুক্ত দেখে রাজা মেঘবর্ণ মহানন্দিত হলেন এবং বিকর্ণকে বিদ্যাভ্যাসে সম্যগ্‌ভাবে নিয়োজিত করলেন । ১৯২-১৯৩ ।

দৃষ্ট্বা চ সূনুং গুণরূপশৌর্য্যৈর্বিদ্যাদয়াভ্যামতুলং নরেন্দ্রঃ ।
মেনে স্বকীয়ার্জ্জিতপূর্ব্বপুণ্যং ধন্যং স্বমাত্মানমদীনচেতাঃ ।। ১৯৪।।

ঈদৃশং সুখসম্পন্নং মেঘবর্ণং ধরাপতিম্ ।
জ্ঞাত্বা শক্রঃ স্বীয়বাক্যং সত্যং কর্ত্তুং মনো দধে ।। ১৯৫।।

নিরন্তরন্তস্য ধরাধিপস্য স নাকনাথোঽনঘমানসস্য ।
ছিদ্রং সমন্বেষিতবান্ মরুত্বান্ হন্তুং সদা পূর্ব্বরুষা নৃপং তম্ ।।১৯৬।।

তজ্জ্ঞাত্বা মেঘবর্ণস্য ভূমিপালস্য সদ্মনি ।
সমাগতোঽভবদ্রাজন্ নারদো দিব্যদর্শনঃ ।। ১৯৭।।

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভূপো মুনিবরন্তদা ।
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়ামাস প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।। ১৯৮।।

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ প্রাহ তং ভূপতিং মুনিঃ ।
আগতোঽহং মহারাজ তদ্‌গেহং তে হিতেচ্ছয়া ।। ১৯৯।।

শৃণু সাবহিতো রাজন্ মদুক্তং বচনং হিতম্ ।
সচেষ্টোঽভূদ্দেবরাজো হন্তুং ত্বাং পূর্ব্বকোপতঃ ।। ২০০।।

দৃঢ়চেতা রাজা মেঘবর্ণ পুত্রকে গুণ, রূপ, বীরত্ব, বিদ্যা ও দয়া — এই বিষয়গুলোতে অতুলনীয় দেখে নিজেকে পূর্বার্জিতপুণ্যভাক্ ও ধন্য মনে করেছিলেন । ১৯৪।

রাজা মেঘবর্ণকে এরূপ সুখসম্পন্ন দেখে দেবরাজ ইন্দ্র নিজের বাক্যকে সত্যে পরিণত করার জন্য মনোনিবেশ করলেন । ১৯৫।

স্বর্গাধিপতি মরুত্বান্ ইন্দ্র, রাজা মেঘবর্ণকে পূর্বশত্রুতাবশতঃ হত্যা করার জন্য অকলুষিতমনা সেই রাজার ছিদ্রান্বেষণে সর্বদা তৎপর ছিলেন । ১৯৬।

হে রাজন্ (ধর্মদেব), দিব্যদ্যুতি নারদমুনি একথা জানতে পেয়ে রাজা মেঘবর্ণের ভবনে এসে উপস্থিত হলেন । ১৯৭।

নারদ মুনিবরকে দেখে রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করলেন ও প্রণামপূর্বক পাদ্যপ্রভৃতি দিয়ে তাঁর পূজা করলেন । ১৯৮।

নারদমুনি পূজা গ্রহণ করে সুখাসীন হলেন ও তারপর, রাজাকে বললেন — মহারাজ, আপনার মঙ্গলবাসনায় আমি এভবনে এসে উপস্থিত হয়েছি । হে রাজন্, সাবধান হয়ে আমার মঙ্গলজনক বাক্য শ্রবণ করুন । দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বকোপবশতঃ আপনাকে হত্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন । ১৯৯-২০০।

অসহায়ং সমাসাদ্য বজ্রেণ ত্বাং হনিষ্যতি ।
সাবধানস্ততস্ত্বং হি ভব বুদ্ধিমতাং বর ।। ২০১।।

একাকী ভ্রমণাদীনি ন কুরু ত্বং মহামতে ।
ইত্যাদিশ্যাবনীপালং তত্রৈবান্তর্দ্দধে মুনিঃ ।। ২০২।।

ভূপালো মুনিবাক্যতোঽতিসুমতির্জ্ঞাত্বেন্দ্রসংচেষ্টিতং
ভূত্বা ভীতিযুতঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সৎকর্ম্মকর্ত্তা সদা ।
রাজ্ঞ্যা স্বীয়মনোজ্ঞয়ানবরতং স্বাভীষ্টদং মাধবং
স্বেষ্টং দেবমথার্চ্চয়দ্ দ্বিজগণৈর্ভক্ত্যা স্বগেহে বসন্ ।। ২০৩।।

দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো গোভূমিকাঞ্চনাদিকম্ ।
শুশ্রাব চ পুরাণানি মুনিভ্যঃ সহ ভার্য্যয়া ।।২০৪।।

ইন্দ্রস্তু নিজবাক্যং তৎ সত্যং কর্ত্তুং সমুৎসকঃ ।
সন্ত্যজ্য ত্রিদিবং প্রাগাৎ তং ত্রিবেগমলক্ষিতঃ ।। ২০৫।।

একদা দৈবতো রাজা মেঘবর্ণো মুনের্বচঃ ।
বিস্মৃত্য সানুগঃ প্রাগান্মৃগয়ায়ৈ মহাবনে ।।২০৬।।

হে বুদ্ধিমত্তম, দেবরাজ আপনাকে একা পেয়ে বজ্রপ্রহারে বধ করবেন । অতএব আপনি সাবধান হোন । ২০১।

হে মহামতে, আপনি আর একাকী ভ্রমণপ্রভৃতি করবেন না । এভাবে রাজাকে উপদেশ দিয়ে মুনি সেখানেই অন্তর্হিত হলেন । ২০২।

অতিমনস্বী নৃপতি মুনিবাক্যের মাধ্যমে ইন্দ্রের জিঘাংসাপ্রয়াস জেনে ভয় পেলেন ও সর্বদা স্বধর্মপরায়ণ ও সৎকার্যসমূহের অনুষ্ঠাতা হয়ে নিজের মনোরমা রাজ্ঞীকে দিয়ে নিরন্তর নিজের অভীষ্টপ্রদাতা ও ইষ্টদেবতা মাধবকে দ্বিজগণের সাহায্যে নিজগৃহে বাস করেই পূজা করতে শুরু করলেন ।২০৩।

তিনি ব্রাহ্মণদের অর্থ, গোসমূহ, ভূমি, স্বর্ণপ্রভৃতি প্রদান করেছিলেন ও ভার্যার সাথে মুনিদের নিকটে পুরাণসমূহ শ্রবণ করতেন । ২০৪।

এদিকে ইন্দ্র নিজের বাক্যকে সত্যে পরিণত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন ও স্বর্গলোক ছেড়ে সকলের অলক্ষ্যে ত্রিবেগনগরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন । ২০৫।

দৈববশে, একদিন রাজা মেঘবর্ণ মুনির সাবধানবাক্য ভুলে গিয়ে মৃগয়ার্থ এক মহাবনে প্রবেশ করলেন । ঘোড়ায় চড়ে রাজা যখন বনে বিচরণ করছিলেন, এমন সময় সেই ঘোর বনপ্রদেশে তাঁকে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে ঘনবাহন ইন্দ্র মেঘ দিয়ে সেই বনকে

বিচচার বনং তত্র হয়ারূঢ়ঃ স ভূপতিঃ ।
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিং শক্রো ভ্রমন্তং ঘোরকাননে ।। ২০৭।।

ঘনৈরাচ্ছাদয়ামাস বনং তদ্ ঘনবাহনঃ ।
ক্ষণেনৈবাভবত্তচ্চ কাননং তিমিরাবৃতম্ ।। ২০৮।।

ঝঞ্ঝাবাতো বভূবাথ ববর্ষুর্গর্জ্জিতা ঘনাঃ ।
ভূপালানুচরাঃ সর্ব্বে বর্ষবাতপ্রপীড়িতাঃ ।। ২০৯।।

ইতস্ততঃ সমাজগ্মুঃ সন্ত্যজ্য ভূপতিং বনে ।
একাকী মেঘবর্ণস্তু মেঘবর্ষণপীড়িতঃ ।। ২১০।।

সস্মার পূর্ব্ববৃত্তান্তং তদা নারদভাষিতম্ ।
জ্ঞাত্বা চান্তিমকালং স তুষ্টাব কমলাপতিম্ ।। ২১১।।

ভয়ভঞ্জন খঞ্জনলোচন হে ঘনগঞ্জনরূপ সুরঞ্জন হে ।
করুণাকর কেশব মাধব হে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।।২১২।।

রণ-দুর্জ্জয়-দানব-শাসক হে চতুরানন-শঙ্কর-পূজিত হে ।
চরণাশ্রিত-কাতর-বৎসল হে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।।২১৩।।

ভব-ভীষণ-সাগর-পারতরী-মধুসূদননাম পরং মধুরম্ ।
কৃপয়া নয়নং ময়ি পাতয় হে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।। ২১৪।।

আবৃত করে দিলেন । ক্ষণমধ্যে ঐ বনভূমি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল । ২০৬-২০৮।

(সেখানে) ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হল ও সঙ্গে সঙ্গে মেঘও গর্জনসহ বর্ষণ শুরু করল । রাজার অনুচরসব বর্ষণ ও বাত্যায় আকুল হয়ে রাজাকে বনদেশে পরিত্যাগ করে ইতস্ততঃ চলে গেলেন । মেঘবর্ষণে অভিভূত রাজা মেঘবর্ণের তখন মনে পড়ল পুরানো সব কথা ও (সাথে) নারদের সতর্কবাণী । তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত । তিনি কমলাপতি নারায়ণের স্তুতি করতে শুরু করলেন । ২০৯-২১১।

হে ভয়নাশন, হে খঞ্জনলোচন, হে মেঘনিন্দিতকান্তি, হে আনন্দময়, হে করুণাকর, হে কেশব, হে মাধব, হে হরে, তোমার এই দাসজনকে রক্ষা কর । ২১২ ।

হে রণদুরন্ত দানবদের দণ্ডদাতা, হে ব্রহ্মাও শঙ্করের আরাধ্য দেব, হে চরণাশ্রিত- ও কাতরব্যক্তিদের অনুরক্ত, হে হরে, তোমার এই দাসকে পরিত্রাণ কর । ২১৩ ।

ভবের ভীষণসাগর পাড়ি দেবার তরণীস্বরূপ (তোমার) মধুসূদন নামটি বড়ই মধুর । হে হরে, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও এবং তোমার এ দাসকে রক্ষা কর । ২১৪ ।

কমলাসন-রূপধরো রজসা ভুবনত্রিতয়ং ব্যসৃজস্তগবন্ ।
করুণাং কুরু মামধমং প্রতি হে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।। ২১৫।।

কমলাপতি-রূপধরশ্চ ভবানপি সত্ত্বগুণেন যুতঃ সততম্ ।
পরিপালয়তি ত্রিতয়ং জগতাং তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।।২১৬।।

শশিশেখর-রূপধরো ভুবনে তমসা চ গুণেন যুতো ভুবনম্ ।
হরসি ত্বমিদং জগদীশ্বর হে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।।২১৭।।

ঘনগর্জ্জন-বর্ষণভীতিবহে পতিতস্তমসাবৃত-ঘোর-বনে ।
অধুনা শরণঞ্চ ভবানিহ মে তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।। ২১৮।।

সততং তব রক্ষসি ভক্তজনং বিপদাপতিতং পুরুষোত্তম হে ।
অয়ি ভক্ত-জনার্থিত-কল্পতরো তব দাসমিমং পরিপাহি হরে ।।২১৯।।

নারায়ণ জগদ্বন্ধো বিপদ্ভঞ্জন মাধব ।
বিপৎসিন্ধৌ নিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন ।। ২২০ ।।

মৃতে ময়ি মহারণ্যে রাজ্যে চাস্মিন্নরাজকে ।
কা গতির্ভবিতা মে তু স্ত্রিয়াঃ শিশুসুতস্য চ ।। ২২১ ।।

হে ভগবন্, তুমি কমলাসনরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মার রূপধারণ করে রজোগুণের দ্বারা তিনভুবন সৃষ্টি করেছ। হে হরে, আমি অধম, আমাকে কৃপা কর। তোমার এ দাসকে রক্ষা কর। ২১৫।

তুমি কমলাপতিরূপ ধারণ করে ও নিত্য সত্ত্বগুণযুক্ত হয়ে তিন জগৎ পরিপালন কর। হে হরে, তোমার এ দাসকে রক্ষা কর। ২১৬।

হে জগদীশ্বর, তুমি ভুবনে শশিশেখর অর্থাৎ শিবরূপ ধারণ করে ও তমোগুণযুক্ত হয়ে ভুবনসংহার কর। হে হরে, তোমার এ দাসকে পরিত্রাণ কর। ২১৭।

মেঘের গর্জন ও বর্ষণের কারণে এ বন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। আমি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর বনপ্রদেশে এসে পড়েছি। এখন তুমিই আমার শরণ। হে হরে, তোমার এ দাসকে রক্ষা কর। ২১৮।

হে পুরুষোত্তম, তুমি তোমার বিপদ্গ্রস্ত ভক্তজনকে সর্বদা রক্ষা কর। হে ভক্তজনবাঞ্ছার কল্পতরু, তোমার এ দাসকে বাঁচাও। ২১৯।

হে নারায়ণ, হে জগদ্বন্ধো, হে বিপদ্ভঞ্জন, হে মাধব, হে মধুসূদন, আমি বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয়েছি, আমাকে উদ্ধার কর। এই গভীর অরণ্যে আমি মারা গেলে এরাজ্য অরাজক হবে। তখন, আমার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কী গতি হবে। ২২০ - ২২১।

এতস্মিন্ সময়ে রাজন্ মঘবা পূর্ব্বকোপতঃ ।
চিক্ষেপামোঘমশনিং মেঘবর্ণস্য মৃত্যবে ।। ২২২ ।।

পূর্ব্বজন্মব্রহ্মশাপাদিন্দ্রক্ষিপ্তো মহাশনিঃ ।
প্রাণান্ জহার তস্যাশু বনে মানববর্জ্জিতে ।। ২২৩ ।।

ভূমৌ পপাত ভূপালশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ।
ততো নিবর্ত্তয়ামাস ঘনান্ স ঘনবাহনঃ ।। ২২৪ ।।

অথ পৌরা মৃতং ভূপং দৃষ্ট্বা তে নির্জ্জনে বনে ।
হাহাকারং সমাচক্রুঃ শিরস্তাড়নপূর্ব্বকম্ ।। ২২৫ ।।

বজ্রপাতান্মৃতিং তস্য নিশ্চিত্য ভূপতেস্তদা ।
রুরুদুর্নৃপতের্দেহং দৃষ্ট্বা ভূমিবিলুণ্ঠিতম্ ।। ২২৬ ।।

ততো যানং সমারোপ্য ক্ষৌণিপালকলেবরম্ ।
রাজধানীং প্রজগ্মুস্তে দুঃখিতা ভূমিপানুগাঃ ।। ২২৭ ।।

মজ্জা-মাংস-বসাযুতাঃ শবতনুর্মুণ্ডানদন্তিস্তদা
কাকৈঃ কুক্কুরকৈঃ শিবা-শকুনিভিঃ গৃধ্রৈঃ পিশাচৈর্বৃতম্।
নীত্বা পৌরজনা মহীভুজমমুং ঘোরং শ্মশানং মৃতং
সংদগ্ধুং বিততাং চিতাং সুরচিতামারোপয়ন্ সত্বরম্ ।। ২২৮ ।।

হে রাজন্, (অর্থাৎ ধর্মদেব,) এই সময়ে মঘবা ইন্দ্র পূর্বশত্রুতাবশতঃ মেঘবর্ণের মৃত্যু ঘটাতে অমোঘবজ্র নিক্ষেপ করলেন । পূর্বজন্মের ব্রহ্মশাপের দরুন ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত এই মহাবজ্র জনমনুষ্যহীন বনদেশে অতিশীঘ্র তাঁর প্রাণহরণ করল । ২২২- ২২৩ ।

ভূপতি ছিন্নমূল বৃক্ষের মত মাটিতে পড়ে গেলেন । অতঃপর ঘনবাহন ইন্দ্র মেঘসমূহকে প্রত্যাহৃত করে নিলেন । ২২৪ ।

অতঃপর পুরবাসিগণ নির্জনবনে রাজাকে মৃত দেখতে পেয়ে মাথায় করাঘাত করে হাহাকার শুরু করলেন । বজ্রপাতে রাজার মৃত্যু হয়েছে — এরূপ নিশ্চয় করে এবং রাজার দেহকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত দেখে তাঁরা কাঁদতে শুরু করলেন । পরে, রাজার দেহ যানে স্থাপিত করে দুঃখিতমনে রাজার পেছনে পেছনে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন । ২২৫ - ২২৭ ।

মজ্জা-মাংস-বসাময় শবদেহসমূহের পরিষ্কারকসব কাক, কুকুর, শিয়াল, শকুন, গৃধ্র ও পিশাচের দ্বারা পরিবৃত মৃতরাজাকে পৌরজন ভয়ঙ্কর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বিস্তৃত ও সুরচিত চিতায় দগ্ধ করার জন্য (সেখানে) শীঘ্র আরোপিত করলেন । ২২৮ ।

হা নাথ ক নু যাসি মাং পরিজহদ্দাসীমিমাং দুর্ভগাং
নির্ব্ব্যাজং সমভূচ্চ মাং প্রতি মহৎ যৎ প্রেম তৎ ক্বাধুনা ।
দত্ত্বা মহ্যমিমং পতিং গুণযুতং হা দৈব কিং সংহৃতঃ
নাথাহং খলু যামি যামি চপলং ত্বং তিষ্ঠ কঞ্চিৎ ক্ষণম্ ।। ২২৯ ।।

ইত্যুচ্চৈর্বিলপন্তী সা মূর্চ্ছিতাভূৎ সুলক্ষণা ।
লব্ধসংজ্ঞাথ সা পশ্চাৎ চিতাং গন্তুং প্রচক্রমে ।। ২৩০ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে মেঘবর্ণচরিত্রবর্ণনং নাম দশমঃ সর্গঃ ।

হা নাথ, মন্দভাগ্যা আমাকে ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ ? আমার প্রতি তোমার যে নিষ্কপট প্রেম ছিল, তা এখন কোথায় ! হে দৈব, আমাকে গুণবান পতি দিয়ে পরে কেন-ই বা তাঁকে সংহার করলে ! হে নাথ, কিছু সময় অপেক্ষা কর । আমি শীঘ্রই যাব । যাব নিশ্চয় — এভাবে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে করতে সুলক্ষণা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন । পরে সংজ্ঞালাভ করে চিতায় আরোহণ করার জন্য স্থির করলেন । ২৩০ ।

*শ্রীরাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে মেঘবর্ণচরিত্রবর্ণন নামক দশম সর্গ সমাপ্ত ।

## একাদশঃ সর্গঃ

চিতাং জিগমিষুর্ভর্তুর্বিকর্ণজননী সতী ।
গুরোর্নির্দেশতোঽবারি বালাপত্যা সুহৃজ্জনৈঃ ।। ১ ।।

মন্ত্রিভিঃ শাসিতং রাজ্যং বিকর্ণো রক্ষিতোঽর্ভকঃ ।
পূরিতো বলিভিঃ কোষো বৈরিবৃন্দঞ্চ বারিতম্ ।। ২ ।।

আ ষোড়শাৎ স বিজ্ঞায় ধনুর্বেদমুদারধীঃ ।
নীতীশ্চ বহুলাস্তত্র খ্যাতিমাপ নৃপাত্মজঃ ।। ৩ ।।

স শুভে সময়ে গৃহ্ন্ আত্মবানাসনং পিতুঃ ।
মহোৎসবেন সকলং রাষ্ট্রমানন্দয়ৎ পরম্ ।। ৪ ।।

বিকর্ণে বসুধাধীশে সুরলোকমুপেয়ুষি ।
নীতিজ্ঞো বসুমান্নাম পিতুর্বিষয়মগ্রহীৎ ।। ৫ ।।

সাধ্বী বিকর্ণজননী (স্বামীর) চিতায় আরোহণ করতে উদ্যত হলে সুহৃজ্জনেরা গুরুর নির্দেশমত ঐ বালক-পুত্রবতীকে নিবৃত্ত করেছিলেন । ১ ।

মন্ত্রিগণ রাজ্যশাসনে রত হলেন; বালক বিকর্ণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন নেওয়া হল; রাজকোষ বৃদ্ধরাজকর্মচারীদের দ্বারা পূর্ণ হল এবং শত্রুগণও পর্যুদস্ত হয়েছিল । ২ ।

উদারচেতা বাজপুত্র বিকর্ণ ষোল বছর পর্যন্ত ধনুর্বেদ ও বহু নীতিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করে খ্যাতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । ৩ ।

তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে (একদিন) শুভক্ষণে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন ও বড় ধরণের উৎসব করে সমগ্র রাজ্যকে প্রভূত আনন্দদান করেছিলেন । ৪ ।

বসুধাপতি বিকর্ণ স্বর্গগমন করার পর নীতিজ্ঞ বসুমান্ পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করেন । ৫ ।

---

২। বৈরিবৃন্দঞ্চ বারিতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, দ্বেষণা অপি বারিতাঃ ।

৫। নীতিজ্ঞঃ এবং পিতুর্বিষয়মগ্রহীৎ — পাণ্ডুলিপিতে, যথাক্রমে সুনীতঃ এবং বিষয়ং পিতুরগ্রহীৎ ।

শ্লাঘয়া রাজলক্ষ্মীস্তং ভেজে সৌম্যমরিন্দমম্ ।
সর্ব্বরত্নসমৃদ্ধা চ সানুরাগা বসুন্ধরা ।। ৬ ।।

নানৃতং ন চ দারিদ্র্যং ন স্তেয়ং নাপি দস্যুতা ।
নেতিভয়ঞ্চ তদ্রাষ্ট্রে নাসীৎ কৃত্যবিমূঢ়তা ।। ৭ ।।

তং যুবানমকালেঽপি কালো জগ্রাহ দুর্জ্জয়ঃ ।
কীর্ত্তির্নাম সুতশ্চক্রে খিন্নস্তস্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ।। ৮ ।।

আসসাদ পিতুঃ সর্ব্বং স কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিমন্তরা ।
পর্য্যাপ্তব্যসনামোদমুবাস নিয়তং রহঃ ।। ৯ ।।

উপাযচ্ছত নারীণাং শতমিন্দ্রিয়তর্পণম্ ।
নিত্যং তথাপ্যতৃপ্তাত্মা জহার পরযোষিতঃ ।। ১০ ।।

দেয়ং নাচিন্তয়দ্দাতুং প্রাপ্যমাপ্তুঞ্চ কামুকঃ ।
ন শুশ্রাব প্রজাখেদং দোষৈরেষ বশীকৃতঃ ।। ১১ ।।

সৌম্যদর্শন ও শত্রুজয়ী রাজাকে রাজলক্ষ্মী গর্বিতভাবে আশ্রয় করেছিলেন । বসুন্ধরাও অনুরাগবতী হয়ে প্রচুররত্নশালিনী হয়েছিলেন । ৬ ।

তাঁর রাজ্যে অসত্য কিছুই ছিল না, না ছিল দারিদ্র্য, চৌর্য-ও দস্যুবৃত্তি । ইতিভয় (অর্থাৎ মরণভয়) ও কর্তব্যকর্মবিষয়ে অজ্ঞতা কিছুই ছিল না । ৭ ।

কিন্তু দুষ্প্রতিরোধ্য কাল যুবকবয়সেই তাঁকে গ্রাস করেছিল । খেদগ্রস্ত পুত্র, যাঁর নাম কীর্ত্তি, তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন । ৮ ।

রাজা কীর্তি পিতার কীর্তি ছাড়া অন্য সবকিছুই গ্রহণ করেছিলেন । গোপনে তিনি সর্বদা নানা ব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকতেন । ৯ ।

ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত তিনি এক শত নারীকে বিয়ে করেছিলেন । কিন্তু, তাতেও নিত্য অতৃপ্ত হয়ে পরনারীদের হরণ করতেন । ১০ ।

দেয়দ্রব্য দেবার জন্য ও প্রাপ্যবস্তু অধিগত করার জন্য কামপরায়ণ এই রাজা কিছুই চিন্তা করতেন না । প্রজাদের দুঃখ কিছুই শুনতেন না । এভাবে নানা দোষ তাঁকে বশীভূত করে ফেলেছিল । ১১ ।

---

৬ । (ক) রাজলক্ষ্মীস্তং ভেজে সৌম্যমরিন্দমম্ — পাণ্ডুলিপিতে, সাপি তং ভেজে রাজলক্ষ্মীররিন্দমম্ ।
(খ) সানুরাগা বসুন্ধরা — পাণ্ডুলিপিতে, মহী পশুমতী তথা ।
৮ । কীর্ত্তির্নাম সুতশ্চক্রে খিন্নঃ — পাণ্ডুলিপিতে, খিন্নঃ কীর্ত্তিঃ সুতস্তস্যাশ্চক্রে ।

নৃপানাদৃতরাষ্ট্রস্য সচিবো ধুরমাবহৎ ।
ক্ষীণায়ুরভবদ্ভোগী বিলাসবিষসেবনাৎ ।। ১২ ।।

পিতর্য্যুপরতে ধীরঃ কনীয়ান্ নাম তৎসুতঃ ।
ত্রিবেগরাজ্যমাদত্ত নাদত্ত চরিতং পিতুঃ ।। ১৩ ।।

স বেদ বিষবদ্দোষং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ।
মহতোঽপি তিরশ্চক্রে দোষলেশপরীক্ষণাৎ ।। ১৪ ।।

ন বর্ণসঙ্করকরো ন দেবনিন্দকঃ ক্বচিৎ ।
ন কশ্চিৎ পাপকৃত্তত্র তস্মিন্ রাজনি শাসতি ।। ১৫ ।।

নাসীচ্চৌরভয়ং রাজন্ ন ক্ষুধাভয়মণ্বপি ।
নাসীদ্ ব্যাধিভয়ং চাপি তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ।। ১৬ ।।

স্বকর্ম্মনিরতা বিপ্রা নানৃতং তেষু কিঞ্চন ।
কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ শস্যানি রসবন্তি চ ।। ১৭ ।।

দধৌ প্রতিশ্রবা দণ্ডং মৃতে তাতে কনীয়সি ।
ররক্ষ দেশান্ শান্তাত্মা পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ।। ১৮ ।।

রাজার দ্বারা অবহেলিত রাজ্যের শাসনভার মহামন্ত্রী বহন করতেন । ভোগমগ্ন রাজা অমিতবিলাসবিষপান করার ফলে অল্পায়ু হলেন । ১২ ।

পিতার মৃত্যুর পর ধীরচরিত্র রাজপুত্র কনীয়ান্ ত্রিবেগ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পিতার চরিত্রের কিছুই গ্রহণ করলেন না । ১৩ ।

সর্বদোষবর্জিত রাজা দোষসাধনকে বিষবৎ জ্ঞান করতেন । অল্পমাত্রায় দোষ দেখলেও তিনি অভিজাতব্যক্তিদের তিরস্কার করতেন । ১৪ ।

ঐ রাজার শাসনকালে বর্ণসঙ্করকারী কেউ ছিল না । (এমন কি) দেবনিন্দক ও পাপকর্মা কেউ-ই, কোথাও ছিল না । ১৫ ।

হে রাজন্, সেই মহাসমৃদ্ধ জনপদে চৌরভয়, ক্ষুধাজন্য অল্পমাত্রও ভয় ও ব্যাধিভয় কিছুই ছিল না । বিপ্রগণ নিজ নিজকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন । তাঁদের মাঝে অসত্য কিছুই ছিল না । পর্জন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করতেন ও শস্যসমূহ ছিল রসপূর্ণ । ১৬ - ১৭ ।

পিতা কনীয়ান্-এর মৃত্যুর পরে প্রতিশ্রবা রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন । তিনি শান্তস্বভাব এবং পুর-ওরাজ্যবাসীদের প্রিয় ছিলেন । তিনি রাজ্যপালনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । ১৮ ।

---

১৩ । (ক) নাম তৎসুতঃ — পাণ্ডুলিপিতে, কীর্ত্তিনন্দনঃ ।
(খ) ত্রিবেগরাজ্যম্ — পাণ্ডুলিপিতে, ত্রিবেগে দণ্ডম্ ।

স্বধর্ম্মে রেমিরে বর্ণা নিষ্কামা দৈবকর্ম্মণি ।
প্রজাশ্চেরুঃ সতাং ধর্ম্মং প্রাপুশ্চানুত্তমং যশঃ ।। ১৯ ।।

পুত্রে নীতিমতামগ্রে প্রাতিষ্ঠেঽমিততেজসি ।
বীতভোগস্পৃহো বৃদ্ধো রাজা রাজ্যমযোজয়ৎ ।। ২০ ।।

নৃপাসনসমাসীনং প্রাতিষ্ঠং তং মহৌজসম্ ।
দদৃশুর্নরশার্দ্দূলং সর্ব্বে ধর্ম্মমিবাপরম্ ।। ২১ ।।

স রাজা মণ্ডলাধীশঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান্ ।
অপারীদ্ বহুভির্যজ্ঞৈরীশ্বরং জগতাং পতিম্ ।। ২২ ।।

পুণ্যৈর্জনপদে রাজ্ঞো ন চ মারী ন বেতয়ঃ ।
ন নাস্তিক্যং ন চ দ্রোহো ন দারিদ্র্যং ন বিগ্রহঃ ।। ২৩ ।।

ধ্যানাবস্থিতচিত্তেন তাতেনাসাদিতে হরৌ ।
প্রাতিষ্ঠতনয়ঃ প্রাপ শক্রজিৎ পৈতৃকাসনম্ ।। ২৪ ।।

স সিন্ধুসদৃশোঽক্ষোভ্যঃ সহিষ্ণুত্বে ধরাসমঃ ।
বলে বায়ুসমশ্চাসীৎ তেজসা ভাস্করোপমঃ ।। ২৫ ।।

(তাঁর) প্রজাগণ নিজনিজ ধর্মরত হয়ে ও নিষ্কামভাবে দেবপূজা সম্পন্ন করে সজ্জনদের ধর্মপালন করতেন এবং ফলতঃ উত্তম যশের অধিকারী হয়েছিলেন । ১৯ ।

অনন্তর, বৃদ্ধ রাজা প্রতিশ্রবা ভোগে বীতস্পৃহ হয়ে তাঁর নীতিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ও অমিততেজা পুত্র প্রাতিষ্ঠের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করেন । ২০ ।

রাজাসনে উপবিষ্ট মহাবল সেই নরব্যাঘ্র প্রাতিষ্ঠকে সবাই ধর্মের প্রতিমূর্তি হিসেবে গণ্য করতেন । ২১ ।

সার্বভৌম, মণ্ডলেশ্বর ও মহাপ্রতাপ ঐ রাজা বহু যজ্ঞ সম্পাদন করে জগৎপতি ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে তুষ্ট করেছিলেন । ২২ ।

রাজার পুণ্যের কারণে দেশে কোনো মহামারী ও মৃত্যু ছিল না । না ছিল সেখানে নাস্তিক্যধর্ম, বিদ্রোহ, দারিদ্র্য অথবা সঙ্ঘর্ষ । ২৩ ।

ধ্যানরত অবস্থায় পিতার হরিসাযুজ্য সঙ্ঘটিত হলে পরে প্রাতিষ্ঠপুত্র

---

১৯। (ক) নিষ্কামা দৈবকর্ম্মণি — পাণ্ডুলিপিতে, দৈবকর্ম্মণি নিস্পৃহাঃ ।
(খ) প্রজাশ্চেরুঃ এবং প্রাপুঃ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, চচার চ এবং প্রাপ ।
২২। অপারীৎ — পাণ্ডুলিপিতে, ঈজে চ ।
২৪। প্রাপ শক্রজিৎ — পাণ্ডুলিপিতে, অবিন্দচ্ছক্রজিৎ ।
২৫। (ক) স সিন্ধুসদৃশঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সোঽর্ণবসদৃশঃ ।
(খ) বায়ুসমঃ — পাণ্ডুলিপিতে, মরুৎসমঃ ।

নাগপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ বভূব পরিনিষ্ঠিতঃ ।
সুশিক্ষিতো গদাযুদ্ধে সর্ব্বপ্রহরণেষু চ ।। ২৬ ।।

রত্নাকরাবধীনন্যাংশ্চতুর্বর্ণজনাবৃতান্ ।
স বিজিত্য মহীপালাংশ্চকার বশবর্ত্তিনঃ ।। ২৭ ।।

বিমৃষ্য চরতঃ কার্য্যং সুনীতেস্তস্য শাসনৈঃ ।
দাসীব শান্তিরাসন্না পুরে জনপদেঽনিশম্ ।। ২৮ ।।

কালেঽজনি সুতস্তস্য রূপবান্ ধার্ম্মিকঃ কৃতী ।
ক্ষিতাবতুল্যবীর্য্যেণ বিখ্যাতঃ স প্রতর্দনঃ ।। ২৯ ।।

তং তাতঃ শৈশবে প্রৈষীৎ কৌশিকস্য তপোবনম্ ।
পিতুর্নির্দেশতঃ সোঽগাৎ ব্রহ্মচারিব্রতে রতঃ ।। ৩০ ।।

লৌহিত্য-করতোয়াদিতীর্থানি বিবিধানি চ ।
দৃষ্ট্বা স্নাত্বা কুমারোঽয়ং কৌশিকস্য বনং যযৌ ।। ৩১ ।।

শত্রুজিৎ পৈতৃক সিংহাসন লাভ করলেন । তিনি ছিলেন সাগরের মত ক্ষোভহীন, ধরণির মত সহিষ্ণু, বায়ুর সমান বেগশালী ও তেজোবলে ভাস্করতুল্য । ২৪- ২৫ ।

তিনি হাতির ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে সুনিপুণ ছিলেন । গদাযুদ্ধ ও অন্যসব প্রহরণচালনায়ও সুশিক্ষা লাভ করেছিলেন । ২৬ ।

তিনি সমুদ্রপর্যন্ত, চারবর্ণের লোকের দ্বারা পরিবৃত অন্যযত রাজবৃ`া ছিলেন, তাঁদের পরাভূত করে নিজের বশবর্তী করেছিলেন । ২৭ ।

তিনি চিন্তা করে কাজ করতেন । তাই, সুনীতিপরায়ণ এই রাজার শাসনে রাজপুরী ও জনপদে শান্তি দাসীর মত সর্বদা অনুগত থাকত । ২৮ ।

যথাকালে তাঁর এক রূপবান্, ধার্মিক ও কর্মনিপুণ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি প্রতর্দন । অতুলনীয়বীরত্বের জন্য তিনি পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছিলেন। ২৯ ।

পিতা শৈশবে তাঁকে তপোবনে পাঠিয়েছিলেন । পিতার নির্দেশ মান্য করে তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত স্বীকারকরতঃ সেখানে যাত্রা করেন । ৩০ ।

পথে লৌহিত্য, করতোয়প্রভৃতি তীর্থস্থল দর্শন করে ও সেখানে স্নান সেরে রাজকুমার কৌশিকের তপোবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন । ৩১ ।

---

২৭। রত্নাকরাবধীনন্যান্ — পাণ্ডুলিপিতে, রত্নাকরসমুদ্রান্তান্ ।

২৯। বিখ্যাতঃ সঃ — পাণ্ডুলিপিতে, খ্যাতো ভুবি ।

প্রদেশাংশ্চ বহূন্ পশ্যন্ কুসুমোৎকরমণ্ডিতান্ ।
লতাগৃহসমাযুক্তান্ মনসঃ সুখবর্দ্ধনান্ ।। ৩২ ।।

মারুতাকলিতাস্তত্র দ্রুমাঃ কুসুমশালিনঃ ।
পুষ্পবৃষ্টিং বিচিত্রান্তু ব্যসৃজংস্তে পুনঃপুনঃ ।। ৩৩ ।।

বিরেজুঃ পাদপাস্তত্র বিচিত্রকুসুমান্বিতাঃ ।
নভস্পৃশশ্চ সংজুষ্টাঃ পক্ষিভির্মধুরস্বনৈঃ ।। ৩৪ ।।

নাপুষ্পো বিটপী কশ্চিন্নাফলঃ পাদপস্তথা ।
ভ্রমরৈর্নাপ্যসংযুক্তস্তস্মিন্ সুন্দরকাননে ।। ৩৫ ।।

তেষাং তত্র প্রবালেষু পুষ্পভারার্দ্দিতেষু চ ।
গায়ন্তি মধুরং সর্ব্বে ষট্পদা মধুলিপ্সবঃ ।। ৩৬ ।।

শীত মারুতসংযুক্তং মনঃ প্রসন্নতাকরম্ ।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ।। ৩৭ ।।

সেবিতং কাননং পুণ্যং মত্তবানরকিন্নরম্ ।
পুংস্কোকিলসুরাবৈশ্চ ঝিল্লীকগণশব্দিতম্ ।। ৩৮ ।।

তিনি পুষ্পভারশোভিত, লতাগৃহযুক্ত ও মনোরঞ্জন-বিবর্ধক বহু স্থানভাগ দেখতে দেখতে গেলেন । সেখানে পুষ্পময় বৃক্ষরাজি পবনান্দোলিত হয়ে পুনঃপুনঃ বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি রচনা করছিল । সেখানে গগনস্পর্শী পাদপসমূহ নানাবর্ণের কুসুমযুক্ত ও মধুরকূজন পক্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে শোভিত হচ্ছিল । সেই সুন্দর কাননে এমন কোনো লতাবৃক্ষ ছিল না, যা পুষ্পিত নয়; এমন কোনো বৃক্ষ ছিল না, যাতে ফল নেই বা ভ্রমরও নেই । সেই বৃক্ষগুলোর পুষ্পভারাবনত নবীনশাখায় মধুলোভী ষট্পদগণ মধুর গুঞ্জরণ করছিল । মনের প্রসন্নতাবিধায়ী শীতলবায়ুযুক্ত এই পবিত্র কানন, যা চঞ্চলবানর-ও কিন্নরবহুল, যা পুরুষকোকিলের সুমধুর রব ও ঝিল্লীঝঙ্কারের দ্বারা শব্দিত এবং সিদ্ধ-,চারণ-ও অপ্সরোগণের দ্বারা সুখসেবিত । নবপল্লবযুক্ত ও সুখচ্ছায়াবহুল বৃক্ষসমূহের দ্বারা তা ছিল পরিবৃত ও সেইসাথে পুষ্পিতবৃক্ষের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় এটি অতীবসুখদায়ক ছিল । (এভাবে) শত্রুজিৎপুত্র শ্রীমান প্রতর্দন রামচন্দ্রের পদাঙ্কিত বকতীর্থ দেখতে দেখতে

---

৩৩। কুসুমশালিনঃ — পাণ্ডুলিপিতে, কুসুমশাখিনঃ ।
৩৪। (ক) বিচিত্রকুসুমান্বিতাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, বিচিত্রকুসুমাম্বরাঃ ।
(খ) নভস্পৃশশ্চ সংজুষ্টাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, নভস্পৃশোঽথ সংঘুষ্টাঃ ।
৩৫। এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তি পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — ভ্রমরৈর্নাপ্যপাকীর্ণস্তস্মিন্ বৈ কাননে শুভে ।
৩৬। সর্ব্বে — পাণ্ডুলিপিতে, রাবান্ ।

নবীনপল্লবৈর্বৃক্ষৈঃ সুখচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্ ।
পুষ্পিতৈস্তরুভিঃ কীর্ণমতীবসুখবর্দ্ধনম্ ।। ৩৯ ।।

সম্পশ্যন্ বকতীর্থং তৎ সীতাপতিপদাঙ্কিতম্ ।
শক্রজিন্নন্দনঃ শ্রীমান্ প্রাপ্তবান্ কৌশিকাশ্রমম্ ।। ৪০ ।।

গঙ্গাতীরে সমাসীনং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।
সমাধিযোগমাস্থায় মণ্ডলোপরিসংস্থিতম্ ।। ৪১ ।।

ধ্যায়ন্তং পরমারাধ্যং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
দদর্শ সেবিতং শিষ্যৈঃ রাজপুত্রঃ প্রতর্দ্দনঃ ।। ৪২ ।।

ভগ্নে ধ্যানে স পূতাত্মা পপাত দণ্ডবদ্ভুবি ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া স্বস্য প্রার্থনাং সংন্যবেদয়ৎ ।। ৪৩ ।।

সোমবংশধরং জ্ঞাত্বা দ্রৌহ্যবং তং প্রতর্দ্দনম্ ।
বাৎসল্যেন স্বশিষ্যত্বে বরয়ামাস কৌশিকঃ ।। ৪৪ ।।

উষিত্বা কতিচিন্মাসান্ তদাশ্রমপদে শুভে ।
স ঋষেরস্ত্রমাদত্ত ক্রমমন্ত্রাদিভিঃ সহ ।। ৪৫ ।।

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা গৃহীত্বাভিমতং প্রভোঃ ।
প্রত্যাগমৎ ত্রিবেগাখ্যং তীর্থং সাগরসঙ্গমে ।। ৪৬ ।।

কৌশিকের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন ।৩২ - ৪০ ।

রাজপুত্র প্রতর্দন দেখতে পেলেন — তপস্বিবর বিশ্বামিত্র গঙ্গাতীরে সমাসীন, সমাধিযোগ অবলম্বনপূর্বক যোগশাস্ত্রোক্ত চক্রের উপরে অবস্থিত হয়ে পরমারাধ্য ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ধ্যানরত ও শিষ্যগণ তাঁর (মুনির) সেবায় নিরত । (যাহোক,) তাঁর ধ্যান সমাপ্ত হলে পূতচরিত্র রাজকুমার ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হলেন ও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিজের প্রার্থনা তাঁকে নিবেদন করলেন ।৪১ - ৪৩ ।

প্রতর্দনকে সোমবংশজাত ও দ্রুহ্যুর কুলোৎপন্ন – এরূপে জানার পর কৌশিক আদরপূর্বক তাঁকে নিজশিষ্য হিসেবে বরণ করে নিলেন ।৪৪ ।

তাঁর পবিত্র আশ্রমে কয়েক মাস বাস করে তিনি ঋষির নিকট থেকে অস্ত্রসমূহ ও (তৎসঙ্গে) ক্রমানুসারে মন্ত্রগুলোও শিক্ষা করেছিলেন ।৪৫ ।

(অতঃপর) গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে ও তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে তিনি সাগরসঙ্গমে ত্রিবেগনামক তীর্থে ফিরে এলেন । অস্ত্রশাস্ত্রসমূহে তাঁর নৈপুণ্য অবলোকন করে রাজা

৩৯। নবীনপল্লবৈর্বৃক্ষৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, প্রবৃদ্ধপল্লবৈর্দ্রুমৈঃ ।
৪২। পরমারাধ্যম্ — পাণ্ডুলিপিতে, পরমেশানম্ ।

অস্ত্রশাস্ত্রেষু নৈপুণ্যং পরীক্ষ্য বসুধাধিপঃ ।
দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং তস্মৈ যযৌ বদরিকাশ্রমম্ ।। ৪৭ ।।

বল্কং বসানঃ ফলভুক্ তৃতীয়াশ্রমমাশ্রিতঃ ।
বৃদ্ধো রাজা তপস্তপ্ত্বা স্থানমিষ্টমুপাগমৎ ।। ৪৮ ।।

রাজোবাচ ।
ব্রূহি তত্তীর্থমাহাত্ম্যং ক্ব বা বদরিকাশ্রমঃ ।
শক্রজিৎ স মহারাজো যত্র প্রাপ পরাঙ্গতিম্ ।। ৪৯ ।।

দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।
হিমাদ্রেঃ পৃষ্ঠভাগে তত্তীর্থং নারায়ণস্য চ ।
ঋষীণামাশ্রমাস্তত্র সর্ব্বলোকনমস্কৃতাঃ ।। ৫০ ।।

নারায়ণো জগৎপাতা শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ।
তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু ।। ৫১ ।।

আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।
উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা ।। ৫২ ।।

সুবর্ণসিকতা রাজন্ যত্র নিত্যং বিরাজতে ।
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ ।। ৫৩ ।।

শক্রজিৎ তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলেন ।(তারপর,) বল্কলবাসা, ফলভোজী ও বার্ণপ্রস্থী বৃদ্ধ রাজা তপশ্চরণ করে অভিলষিত লোকে গমন করেছিলেন । ৪৬ - ৪৮ ।

রাজা (ধর্মদেব) বললেন — (হে বিপ্র,) আমাকে বদরিকাতীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বলুন ।আর, কোথায়ই বা সেই বদরিকাশ্রম, যেখানে মহারাজ শক্রজিৎ পরমগতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ? ৪৯ ।

দুর্লভেন্দ্র বললেন — হিমালয়ের উন্নতভাগে নারায়ণাধিষ্ঠিত সেই তীর্থ অবস্থিত। সেখানে ঋষিদের অনেক আশ্রম রয়েছে, এগুলো সর্বলোকের দ্বারা পূজিত ।৫০ ।

জগৎপালক নারায়ণ; তিনি নিত্য ও পুরুষোত্তম ।পবিত্র ও বিশাল বদরীকুঞ্জের কাছে এই অতিযশস্বী দেবতার পুণ্য আশ্রমখানি ত্রিভুবনবিখ্যাত । গঙ্গা এস্থানের পূর্বে শীতজলবহা, কিন্তু এখানে নদীর জল উষ্ণ । ৫১ - ৫২ ।

হে রাজন্, সেখানে স্বর্ণাভ বালুকা নিত্য বিরাজমান । ঋষিগণ এবং মহৈশ্বর্যশালী

---

৫০। চ — পাণ্ডুলিপিতে, বৈ ।
৫১। জগৎপাতা — পাণ্ডুলিপিতে, বিভুর্বিষ্ণুঃ ।
৫৩। যত্র নিত্যং বিরাজতে — পাণ্ডুলিপিতে, বিশালাং বদরীমনু ।

প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি নারায়ণমজং বিভুম্ ।
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।। ৫৪ ।।

তত্র কৃৎস্নং জগদ্রাজন্ তীর্থান্যায়তনানি চ ।
তৎপুণ্যং তৎপরং ব্রহ্ম তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ।। ৫৫ ।।

যদ্বিদিত্বা ন শোচন্তি বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ।
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বে চৈব তপোধনাঃ ।। ৫৬ ।।

আদিদেবো মহাযোগী যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ।
পুণ্যানামপি তৎ পুণ্যং তত্র তে সংশয়োঽস্তু মা ।। ৫৭ ।।

পূতমেতন্মহারাজ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ।
সঙ্কীর্ত্তিতং নরশ্রেষ্ঠ তীর্থমায়তনং শুভম্ ।। ৫৮ ।।

এতদ্ধি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ ।
ঋষিভির্ব্রহ্মকল্পৈশ্চ সেবিতং সুমহাত্মভিঃ ।। ৫৯ ।।

তথা মহাবল দেবতারা এস্থানে উপস্থিত হয়ে জন্মরহিত ও বিভু নারায়ণকে নমস্কার করেন । হে রাজন্, যেখানে সনাতন পরমাত্মা দেবনারায়ণ রয়েছেন সেখানে সমগ্র জগৎ, সব তীর্থ ও দেবায়তন মিলিত হয়েছে । ঐ পুণ্যভূমি, ঐ পরম ব্রহ্ম, ঐ তীর্থ ও তপোবনকে জেনে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কখনোই শোকগ্রস্ত হন না । সেখানে বিরাজিত রয়েছেন দেবর্ষি-, সিদ্ধ-ও তপস্বিগণ । ৫৩ - ৫৬ ।

আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন যেস্থানে বিরাজমান, সেই স্থল পবিত্র স্থানসমূহের মাঝে পবিত্রতম । এব্যাপারে, আপনার কোনো সন্দেহ যেন না হয় । হে মহারাজ, হে নরশ্রেষ্ঠ, এই পবিত্র ও কল্যাণময় তীর্থস্থল পৃথিবীতে অতিবিখ্যাত । হে রাজন্, এই স্থান সুমহানুভব বসু-,সাধ্য-,আদিত্য-ও মরুদ্গণ, অশ্বিদ্বয় ও ব্রহ্মকল্প ঋষিদের দ্বারা সেবিত । এই তীর্থভূমিতে বাস করে যিনি চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করেন, তাঁর চিত্ত

---

৫৫। এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নীচের শ্লোকটি অধিক দেখা যায় —
তং পরং পরমং দৈবং ভূতানাং পরমীশ্বরম্ ।
শাশ্বতং পরমঞ্চৈব ধাতারং পরমং পদম্ ।।

৫৬। যদ্বিদিত্বা — পাণ্ডুলিপিতে, যং বিদিত্বা ।

৫৮। (ক) পূতমেতন্মহারাজ —পাণ্ডুলিপিতে, এতানি রাজন্ পুণ্যানি ।
(খ) সঙ্কীর্ত্তিতম্ এবং তীর্থমায়তনং শুভম্ —পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, কীর্ত্তিতানি এবং তীর্থান্যায়তনানি চ ।

৫৯। (ক) এতদ্ধি—পাণ্ডুলিপিতে, এতানি ।
(খ) সেবিতং সুমহাত্মভিঃ —পাণ্ডুলিপিতে, সেবিতানি মহাত্মভিঃ ।

তত্তীর্থে বসতো রাজন্ ধ্যায়তস্তং চতুর্ভুজম্ ।
চিত্তং প্রসীদতি ক্ষিপ্রং বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি ।। ৬০ ।।

যঃ খ্যাতো ভুবি শক্রজিন্নরপতিঃ কীর্ত্ত্যা বিকর্ণো মহান্
প্রাতিষ্ঠো বসুমান্ প্রতিশ্রুতিরভূৎ কীর্ত্তিঃ কনীয়াংস্তথা ।
তেষাং স্বস্বচরিত্রবর্ণনযুতে শ্রীরাজরত্নাকরে
গ্রন্থেঽস্মিন্ রুচিরে সমাপ্তিমগমৎ সর্গোঽয়মেকাদশঃ ।। ৬১ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে বিকর্ণ-বসুমৎ-কীর্ত্তি - কনীয়ঃ-প্রতিশ্রবঃ-প্রাতিষ্ঠ- শক্রজিতাং চরিত্রবর্ণনং নাম একাদশঃ সর্গঃ ।

বৈকুণ্ঠগমনের জন্য শীঘ্রই নির্মল হয়ে যায় । ৫৭ - ৬০ ।

রাজা শক্রজিৎ, মহাত্মা বিকর্ণ, প্রাতিষ্ঠ, বসুমান, প্রতিশ্রুতি, কীর্তি ও কনীয়ান্ — এঁরা প্রত্যেকেই কীর্তিবলে পৃথিবীতে বিখ্যাত । তাঁদের নিজনিজ চরিত্রের বর্ণনাসমন্বিত এই শোভনগ্রন্থ *শ্রীরাজরত্নাকরের* একাদশ সর্গ সমাপ্ত হল ।

*শ্রী রাজরত্নাকরের* পূর্ববিভাগে বিকর্ণ-বসুমান্-কীর্তি-কনীয়ান্- প্রতিশ্রবা - প্রাতিষ্ঠ ও শক্রজিৎ - এর চরিত্রবর্ণন নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত ।

---

৬০। তত্তীর্থে —পাণ্ডুলিপিতে, তত্তীর্থম্ ।

## দ্বাদশঃ সর্গঃ

যদা প্রতর্দ্দনঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মপুত্রং সমাগতঃ ।
যোঽসৌ ত্রিপুররাজ্যস্য প্রান্তে বহতি পশ্চিমে ।। ১ ।।

তদা লৌহিত্যমাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং ত্রৈপুরস্য চ ।
শুশ্রাব ব্রাহ্মণাত্তত্র তীর্থতত্ত্ববিশারদাৎ ।। ২ ।।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।
পারেঽস্য ত্রৈপুরং রাজ্যং সর্ব্বকল্যাণদং নৃপ ।
দেবানামালয়স্তত্র গিরিশৃঙ্গে মহাবনে ।। ৩ ।।

কৈলাসশিখরং হিত্বা দেবী শৈলেন্দ্রনন্দিনী ।
বসন্তী শম্ভুনা সার্দ্ধং বিহারং কুরুতেঽনঘ ।। ৪ ।।

পবিত্রা ভারতে বর্ষে ত্রিপুরা সুখবর্দ্ধিনী ।
ভূরিশস্যপ্রদা ভূমির্নদনদ্যাদিশোভিতা ।। ৫ ।।

ত্রিপুরারাজ্যের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ । পূর্বে প্রতর্দন যখন ঐ নদের তীরে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার এক তীর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকটে লৌহিত্যনদী ও ত্রিপুরদেশের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন । ১-২ ।

ব্রাহ্মণ বলেছিলেন — হে রাজন্, লৌহিত্যের পারে রয়েছে সর্বকল্যাণপ্রদ ত্রিপুররাজ্য । তথাকার গিরিশৃঙ্গস্থিত মহাবনে নানা দেবতার বাসভূমি । হে নিষ্পাপ রাজন্, দেবী শৈলেন্দ্রতনয়া কৈলাসপর্বতের শিখর ছেড়ে এসে (ঐ রাজ্যে) মহাদেবের সাথে বাসকালে বিহারসুখ অনুভব করেন । ৩ - ৪ ।

ভারতবর্ষে ত্রিপুরা বড়ই পবিত্র ও সুখপ্রদ স্থান । সেখানকার ভূমি নানা নদনদীশোভিত ও জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় । ৫ ।

---

৩। আলয়স্তত্র — পাণ্ডুলিপিতে, নিলয়ং তত্র ।
৪। (ক) শৈলেন্দ্রনন্দিনী — পাণ্ডুলিপিতে, নগেন্দ্রনন্দিনী ।
(খ) বসন্তী — পাণ্ডুলিপিতে, বসন্তে ।

হিমবদ্গিরিমাশ্লিষ্য সাগরান্তপ্রদেশগঃ ।
সুবর্ণরজতাদীনামাকরশ্চারুদর্শনঃ ।। ৬ ।।

দিব্যৈর্মহৌষধিগণৈঃ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতৈঃ ।
পুন্নাগাগুরুশালাদিতরুভিশ্চ বিরাজিতঃ ।। ৭ ।।

সদা সর্জ্জরসামোদী ভূরিবারণসঙ্কুলঃ ।
অন্যৈরপি মৃগৈর্জুষ্টঃ শোভতে যত্র ভূধরঃ ।। ৮ ।।

কিরাতভেদৈর্বহুভিরার্য্যাচারবহিষ্কৃতৈঃ ।
নীচৈরধিকৃতঃ স্বস্তি-স্বধা-স্বাহাদিবর্জ্জিতৈঃ ।। ৯ ।।

যত্র মেঘাবৃতদ্বারে রমণীয়ে দরীগৃহে ।
বিহরন্তি সুরৈঃ সার্দ্ধং সততং দিব্যযোষিতঃ ।। ১০ ।।

যত্রাস্তে সা মহাশক্তির্দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ ।। ১১ ।।

শ্রীধর্ম্মদেব উবাচ ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি লৌহিত্যস্য কথাং শুভাম্ ।
যা শ্রুতা ব্রাহ্মণাৎ পূর্ব্বং প্রতর্দ্দনমহীভুজা ।। ১২ ।।

হিমালয়কে স্পর্শকরে সাগরপারের প্রদেশপর্যন্ত বিস্তৃত এক নয়নাভিরাম পর্বত সেখানে রয়েছে; ঐ পর্বতে রয়েছে সোনা ও রূপার খনি এবং এর আশেপাশের জায়গা জুড়ে রয়েছে নানা দিব্য মহৌষধি । ঐ স্থানে নাগকেশর, অগুরু, শাল প্রভৃতি বৃক্ষ বিরাজিত । এ পর্বত সর্জ (সাল)-গাছের নির্যাসে সর্বদা আমোদিত এবং প্রচুর হাতী ও অন্যান্য বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ । নানাপ্রকারের কিরাতজাতি, যারা আর্যদের আচারবলয়ের বহিঃস্থিত, যারা নীচশীল এবং স্বস্তিবচন (যা সামাজিককল্যাণসম্পর্কিত), স্বধাকার (যা শ্রাদ্ধাদিতে দ্রব্যদানসম্পর্কিত) ও স্বাহাকার (যা যজ্ঞের আহুতিদানসম্পর্কিত) — এসব জানে না, এবম্বিধ মনুষ্যদের অধিকারে রয়েছে এই পর্বত । এখানে পর্বতের রমণীয় কন্দরগৃহের দ্বার মেঘে ঢাকা থাকে ও তার ভেতরে দিব্যাঙ্গনাগণ সর্বদা দেবতাদের সাথে বিহার করেন । ৬ - ১০ ।

সেখানে দেবী মহাশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী ও ত্রিপুরেশ্বর তথা লিঙ্গরূপী মহাদেব ভৈরব বিরাজিত রয়েছেন । ১১ ।

শ্রী ধর্মদেব বললেন — আমি এখন লৌহিত্যের পবিত্র কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি, যেকথা মহারাজ প্রতর্দন ব্রাহ্মণের মুখ থেকে পূর্বে শুনেছিলেন । ১২ ।

---

১২। প্রতর্দ্দনমহীভুজা — পাণ্ডুলিপিতে, প্রতর্দ্দনেন ধীমতা ।

শ্রী দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।

ব্রহ্মপুত্রস্য মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু প্রভো ।
যচ্ছ্রুত্বা মানবঃ ক্ষিপ্রং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ।। ১৩ ।।

হরিবর্ষে মহৌজস্বী শান্তনুর্নাম ধার্ম্মিকঃ ।
মুনিরাসীন্মহাভাগো জ্ঞানবান্ সুতপোধনঃ ।। ১৪ ।।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্বাগ্ভির্দর্শনৈরপি দেহিনঃ ।
আশ্বাসয়ন্নিব স্নেহাৎ মূর্ত্তো ধর্ম্ম ইব স্থিতঃ ।।১৫ ।।

তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী ।
হিরণ্যগর্ভস্য মুনেস্তৃণবৃন্দাশ্রমোদ্ভবা ।। ১৬ ।।

তয়া সার্দ্ধং স কৈলাসসীমান্তে পর্ব্বতেঽবসৎ ।
লোহিতাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে ।। ১৭ ।।

সংক্রামিতৈঃ শান্তনুনা তেজোভির্ব্রহ্মণঃ সতী ।
গর্ভং দধানাঽমোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ ।। ১৮ ।।

শ্রী দুর্লভেন্দ্র বললেন — হে রাজন্, ব্রহ্মপুত্রনদের মাহাত্ম্যবর্ণনা করছি, শুনুন; যা শ্রবণ করে মানব শীঘ্র সমস্তপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় । ১৩ ।

হরিবর্ষে শান্তনু নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি মহাপ্রভাব, ধার্মিক, মহৈশ্বর্যশালী, জ্ঞানী ও শোভনতপা । তিনি (নিজের) মুখচ্ছবি, ইঙ্গিত, বাক্য ও দর্শন প্রভৃতির দ্বারা যেন পরমস্নেহে দেহধারী জীবগণকে আশ্বস্ত করে রাখতেন । তিনি মূর্তিমান ধর্মের মত বিরাজ করতেন । তাঁর ভার্যার নাম ছিল অমোঘা । তিনি মহৈশ্বর্যশালিনী ও পরমসাধ্বী ছিলেন । হিরণ্যগর্ভমুনির তৃণবৃন্দাশ্রমে এঁর জন্ম হয়েছিল । (যাহোক,) ভার্যার সঙ্গে মুনি কৈলাসসীমায় অবস্থিত গন্ধমাদনপর্বতে লোহিতনামক সরোবরের তীরে বাস করতেন । ১৪ - ১৭ ।

অনন্তর, শান্তনুর মাধ্যমে ব্রহ্মার যে তেজ সংক্রামিত হয়েছিল, তার দ্বারা সাধ্বী

---

১৩। এ শ্লোকের প্রথমপঙ্ক্তিটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রকার — শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং লোহিতস্য বৈ ।

১৪। (ক) এ শ্লোক থেকে ৩৯ সংখ্যাক শ্লোকাবধিক স্থানে *কালিকা পুরাণের* ৮২.৫—৭,৩২—৪৬ এবং ৮৩.২৯—৩৭ এই শ্লোকগুলো পাঠান্তরসহিষ্ণু আদলে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে । তবে এখানে, *কালিকাপুরাণ*-ও পাণ্ডুলিপিধৃত পাঠের মাঝে অতিতরসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ।

(খ) মহৌজস্বী এবং ধার্ম্মিকঃ — *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, মহাবর্ষে এবং নামতঃ ।

(গ) সুতপোধনঃ — *কালিকাপুরাণে,* স তপোরতঃ ।

১৫। এ শ্লোকটি *কালিকাপুরাণে* ও পাণ্ডুলিপিতে নেই ।

১৬। তৃণবৃন্দাশ্রমোদ্ভবা — *কালিকাপুরাণে,* তৃণবৃন্দাশ্রমোদ্ভবা ।

১৭। কৈলাসসীমান্তে পর্ব্বতেঽবসৎ — *কালিকাপুরাণে.* কৈলাসং মর্য্যাদাপর্ব্বতে বসন্ । কিন্তু, পাণ্ডুলিপিতে শুধুই, কৈলাসমর্য্যাদাপর্ব্বতে ।

১৮। দধানা — *কালিকাপুরাণে,* দধার ।

তস্যাং কালে তু সংপ্রাপ্তে সঞ্জাতো জলসঞ্চয়ঃ ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্ ।। ১৯ ।।

রত্নমালাসমাযুক্তো রক্তবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবৎ ।
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধরঃ শক্তিধরস্তথা।। ২০ ।।

শিশুমারশিরঃস্থশ্চ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ ।
তং জাতঞ্চ তথাভূতং শান্তনুঃ শান্তমানসঃ ।। ২১ ।।

চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবেশয়ৎ ।
কৈলাসশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।। ২২ ।।

জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাহ্বয়ঃ ।
তেষাং শিখরিণাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং মহীপতে ।। ২৩ ।।

কৃত্বাতিববৃধে নিত্যং স্বকীয়েন মহৌজসা ।
মহানদো ব্রহ্মপুত্রঃ শুক্লপক্ষে সুধাংশুবৎ ।। ২৪ ।।

অমোঘা জগতের কল্যাণার্থ গর্ভধারণ করেছিলেন* । ১৮ ।

যথোচিত কালে তাঁর গর্ভের মাঝে জলরাশি সঞ্জাত হল ও এর মাঝে স্বয়ম্ভুর মত জন্মগ্রহণ করলেন নীলবসন-, মুকুট- ও রত্নমালাধারী, রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ এক পুত্র, যিনি পদ্ম-, বিদ্যা- ও শক্তিধারণ করে রয়েছেন, যাঁর অবস্থান শিশুমারের মস্তকে ও যাঁর আকৃতি জলরাশিতুল্য । এপ্রকার অবস্থাপ্রাপ্ত জাতপুত্রকে শান্তমনা শান্তনু চারটি পর্বত, যথা, উত্তর পার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্বে সম্বর্তক — এদের মাঝে স্থাপন করলেন । হে রাজন্, এই চার পর্বতের মাঝে নিজেই কুণ্ড সৃষ্টি করে মহানদ ব্রহ্মপুত্র স্বীয় প্রবলশক্তিতে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলেন । ১৯ -২৪ ।

---

* *কালিকাপুরাণে* (৮২.৮—৩১) কথিত রয়েছে যে পিতামহ ব্রহ্মা একবার শান্তনুর অনুপস্থিতিতে তপোবনে এসে অমোঘার আসঙ্গলিপ্সু হলে ক্রুদ্ধা মুনিপত্নী তাঁকে শাপভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করেন এবং তাতে, ব্রহ্মতেজ আশ্রমে প্রচ্যুত হয়ে যায় । যাহোক, শান্তনু ফিরে এসে সব জেনেশুনে ব্রহ্মতেজ নিজে পান করেন এবং তারপর, অমোঘা গর্ভবতী হন ।

১৯ । তস্যাম্ — *কালিকাপুরাণে,* তস্যাঃ ।

২০ । (ক) রক্তবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবৎ — *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ ।
(খ) পদ্মবিদ্যাধরঃ শক্তিধরঃ — *কালিকাপুরাণে,* পদ্মবিদ্যাধবজ্র শক্তিধরঃ ।

২১ । তং জাতঞ্চ এবং শান্তনুঃ শান্তমানসঃ — *কালিকাপুরাণে* যথাক্রমে, তজ্জাতঞ্চ এবং যুগপৎ *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ ।

২৩ । (ক) সম্বর্ত্তকাহ্বয়ঃ — *কালিকাপুরাণে,* সংবর্ত্তকাদয়ঃ ।
(খ) শিখরিণাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং মহীপতে — *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ ।

২৪ । এ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে নেই । যাহোক, সমগ্রশ্লোকবিন্যাসের জন্য পরের শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ স্বয়ম্ ।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারানকরোদ্দেহশুদ্ধয়ে ।। ২৫ ।।

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
তোয়রাশিস্বরূপেণ ববৃধে পঞ্চযোজনান্ ।। ২৬ ।।

তস্মিন্ দেবাঃ পপুঃ সস্নুর্দ্বিতীয় ইব সাগরে ।
শীতামলজলে হ্রদে দেব্যশ্চাপ্সরসাং গণৈঃ ।। ২৭ ।।

তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
জননীবধমত্যুগ্রং চকার পিতুরাজ্ঞয়া ।। ২৮ ।।

তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতুমিচ্ছয়া ।। ২৯ ।।

স্নাত্বা মাতৃবধোদ্ভূতং পাপং তত্র ব্যপানয়ৎ ।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা তঞ্চ ক্ষ্মামবতারয়ৎ ।। ৩০ ।।

সেই জলমধ্যস্থিত পুত্রের সাথে মিলিত হবার পর ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর দেহশুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কারকর্মগুলো একেএকে সম্পাদন করেছিলেন । ২৫ ।

অনন্তর বহুকাল অতীত হলে ব্রহ্মার পুত্র জলরাশিরূপে পাঁচযোজন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন । সেই দ্বিতীয়সাগরকল্প মনোরম শীতল ও নির্মল জলে দেবদেবীরা অপ্সরোগণের সাথে এসে পান ও স্নান করতেন । ২৬ - ২৭ ।

এমনই এক সময়ে প্রতাপশালী পরশুরাম জামদগ্ন্য পিতার আদেশে জননীবধরূপ ঘোরকর্ম করেছিলেন । ওই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি নিজপিতার উপদেশ মেনে ব্রহ্মনামক মহাকুণ্ডে স্নান করার অভিলাষে গমন করেন । ২৮ - ২৯ ।

সেখানে স্নান করে তিনি মাতৃবধজনিত পাপ দূর করলেন ও পরশুদ্বারা প্রণালী রচনা করে সেই কুণ্ডকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করালেন । ৩০ ।

---

২৫ । এ শ্লোকের ও তৎপূর্ববর্তী ২৪ সংখ্যাক শ্লোকের বক্তব্য পাণ্ডুলিপিতে একটিমাত্র শ্লোকে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

কৃত্বাতিববৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ ।
তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ স্বয়ম্ ।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারানকরোদ্দেহশুদ্ধয়ে ।।

২৭ । দেব্যঃ — *কালিকাপুরাণে*, দিব্যৈঃ ।

২৮ । জননীবধমত্যুগ্রং চকার — *কালিকাপুরাণে*, চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তম্ । কিন্তু, পাণ্ডুলিপিতে, চক্রে মাতৃবধং ঘোরমত্যুগ্রম্ ।

৩০ । এ শ্লোকের প্রথমপঙ্‌ক্তিটি *কালিকাপুরাণে* এপ্রকার — তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যামপানয়ন্ । কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে, তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যাং ব্যপানয়ৎ ।

জাতসম্প্রত্যয়ঃ সোঽথ তীর্থমাসাদ্য তদ্বরম্ ।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা ব্রহ্মপুত্রমবাহয়ৎ ।। ৩১ ।।

অনন্তরং ব্রহ্মকুণ্ডাৎ কাসারে লোহিতাহ্বয়ে ।
কৈলাসোপত্যকায়ান্তু ন্যপতদ্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।। ৩২ ।।

তস্যাপি সরসস্তীরং সমাগত্য মহাবলঃ ।
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়দ্ ব্রহ্মণঃ সুতম্ ।। ৩৩ ।।

ততোঽপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভিদ্য চ ।
কামরূপ-মধ্যপীঠমবাহয়দমুং হরিঃ ।। ৩৪ ।।

তস্য নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ং লোহিতগঙ্গকম্ ।
লোহিতাৎ সরসো জাতো লৌহিত্যাখ্যস্ততোঽভবৎ ।। ৩৫ ।।

স কামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্য বারিণা ।
গোপয়ন্ সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরম্ ।। ৩৬ ।।

অতঃপর, তিনি আত্মবিশ্বাস লাভ করে সেই উত্তম তীর্থের নিকটে যান ও কুঠার দিয়ে জলপ্রণালী নির্মাণ করে ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করেন ।৩১ ।

তারপর, ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ব্রহ্মার পুত্র কৈলাসোপত্যকায় অবস্থিত লোহিতনামক জলাশয়ে পতিত হন ।৩২ ।

মহাবল পরশুরাম সেই সরোবরেরও তীরে গিয়ে কুঠারের দ্বারা খনন করে ব্রহ্মার পুত্রকে পূর্বদিকে নিয়ে গেলেন ।তারপর, হরির অবতার (পরশুরাম) অন্যত্রও, যথা, হেমশৃঙ্গপর্বতকে ভেদ করে কামরূপ দেবপীঠের মধ্য দিয়ে এঁকে প্রবাহিত করালেন ।৩৩ - ৩৪ ।

বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বয়ং এঁর নাম দিলেন লোহিতগঙ্গক । (অন্যদিকে) লোহিত সরোবর থেকে উদ্ভূত হওয়ায় তাঁর নাম লৌহিত্যও হয়েছিল ।৩৫ ।

ব্রহ্মপুত্রনদ সমগ্র কামরূপপীঠ জল দিয়ে বিধৌত করে ও অন্যান্য সব তীর্থকে পরিরক্ষিত করে দক্ষিণ দিকে সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করেছে ।৩৬ ।

---

৩১ । তদ্বরম্ — *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, তং বরম্ ।
৩২ । অনন্তরং ব্রহ্মকুণ্ডাৎ — *কালিকাপুরাণ* ও পাণ্ডুলিপিতে, ব্রহ্মকুণ্ডাৎ সুতঃ সোঽথ ।
৩৩ । সমাগত্য — *কালিকাপুরাণে,* সমুত্থায় ।
৩৪ । (ক) অপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গম্ — *কালিকাপুবাণে,* পরত্রাপি গিরিং ক্ষেমশৃঙ্গম্ ।
(খ) কামরূপ-মধ্যপীঠমবাহয়ৎ — *কালিকাপুরাণে,* কামরূপান্তরং পীঠমাবহদ্যৎ ।কিন্তু, পাণ্ডুলিপিতে, কামরূপান্তরপীঠমবাহয়ৎ ।
৩৫ । তস্য নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ম্ — *কালিকাপুরাণে,* তস্য নাম স্বয়ঞ্চক্রে বিধিঃ ।

প্রাগেব দিব্যযমুনাং সন্ত্যজ্য ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশযোজনম্ ।। ৩৭ ।।

চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ।। ৩৮ ।।

চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ।। ৩৯ ।।

ত্রৈপুরং জেতুমাশংসুস্তরুণঃ স প্রতর্দ্দনঃ ।
শূরঃ পরন্তপো ধীমান্ সর্ব্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ।। ৪০ ।।

জ্ঞাত্বা মনোগতং ভাবং স রাজা পুত্রবৎসলঃ ।
তদানীং বারয়ামাস পুত্রং মধুরয়া গিরা ।। ৪১ ।।

বীর্য্যবানপি ধর্ম্মাত্মা স কুমারো নিশম্য তৎ ।
অনুভূয় মহৎ কষ্টং নিবৃত্তঃ পিতুরাজ্ঞয়া ।। ৪২ ।।

অনন্তরং মহাবাহুরাসাদ্য পৈতৃকাসনম্ ।
স্বতন্ত্রস্ত্রৈপুরং রাজ্যমাক্রান্তুমুপচক্রমে ।। ৪৩ ।।

সর্বাগ্রে ব্রহ্মার পুত্র দিব্যনদী যমুনা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে বারো-যোজন প্রবাহিত হয়ে পুনরায় লৌহিত্যে এসে মিশেছিলেন ।৩৭ ।

চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতিথিতে যে মানব সংযতচিত্ত হয়ে লৌহিত্যের জলে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মার সাযুজ্য লাভ করেন ।আর, সমগ্র চৈত্রমাস ধরে যে মানব পবিত্র ও একাগ্রমনা হয়ে লৌহিত্যের জলে স্নান করেন, তিনি কৈবল্য অর্থাৎ পরমমুক্তি লাভ করেন ।৩৮ - ৩৯ ।

বুদ্ধিমান তরুণবীর শত্রুজয়ী প্রতর্দন (পূর্বে একবার) ত্রৈপুররাজ্য জয় করতে কৃতমনা হয়ে সবকথা পিতাকে নিবেদন করেছিলেন ।কিন্তু, পুত্রবৎসল রাজা পুত্রের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করে তাঁকে মধুরবাক্যে নিবৃত্ত করেছিলেন ।৪০ - ৪১ ।

বীর্যবান হলেও রাজকুমার ধর্ম জানতেন ।রাজবাক্য শুনে বড়ো কষ্ট অনুভব করলেও পিত্রাদেশ মেনে নিবৃত্ত হয়েছিলেন ।৪২ ।

অনন্তর, একদিন যখন মহাবাহু রাজকুমার পিতার সিংহাসন লাভ করলেন, তখন স্বতন্ত্র হয়ে ত্রৈপুররাজ্য আক্রমণ করার জন্য উপক্রম গ্রহণ করেন ।৪৩ ।

---

৩৭।সন্ত্যজ্য — *কালিকাপুরাণ*ও পাণ্ডুলিপিতে, স ত্যক্ত্বা ।
৩৮।লৌহিত্যতোয়েষু — *কালিকাপুরাণে,* লৌহিত্যতোয়ে তু ।
৪১।মনোগতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, মনোনুগম্ ।
৪২।নিবৃত্তঃ পিতুরাজ্ঞয়া — পাণ্ডুলিপিতে, নিবৃত্তস্তন্নিবন্ধনাৎ ।
৪৩।পাণ্ডুলিপিতে এশ্লোকটির পরিবর্তিত রূপ এপ্রকার —

(পরপৃষ্ঠায় সন্তত .......)

হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈঃ সংবৃতঃ স মহীপতিঃ ।
প্রাচীমুখমথাগচ্ছৎ দুর্জ্জয়ঃ স মহাবলঃ ।। ৪৪ ।।

উপস্থায় পুনস্তত্র লৌহিত্যস্য তটে নৃপঃ ।
পরিশ্রান্তঃ পটাবাসে প্রত্যুবাস দিনত্রয়ম্ ।। ৪৫ ।।

অনেকাস্তরণীস্তত্র সংগৃহ্য স নরর্ষভঃ ।
চতুর্থেঽহ্নি পরং পারমুত্ততার বলৈঃ সহ ।। ৪৬ ।।

মহতা সিংহনাদেন ভেরীণাং নিঃস্বনেন চ ।
গজানাং বৃংহিতৈর্ভীমৈরশ্বানামপি হ্রেষিতৈঃ ।। ৪৭ ।।

মহতা রথঘোষেণ কান্তারামর্দ্দনেন চ ।
ব্যদারয়ৎ স চেতাংসি ত্রিপুরে বসতাং নৃণাম্ ।। ৪৮ ।।

কিরাতাধিপতিস্তত্র জ্ঞাত্বা শত্রুবলং মহৎ ।
কুপিতঃ সর্ব্বসামন্তানাজুহাব রহস্তদা ।। ৪৯ ।।

অতঃপর, দুর্দমনীয় ও মহাবল ওই রাজা হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পূর্বমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন । ৪৪ ।

রাজা পুনরায় লৌহিত্যের তটভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন । পরিশ্রান্ত নৃপতি দিন তিনেক তাঁবুতে কাটালেন । সেখানে অনেকগুলো নৌকা সংগ্রহ করে নরপতি চতুর্থদিনে সসৈন্যে লৌহিত্যের পরপারে উত্তীর্ণ হলেন । ৪৫ - ৪৬ ।

প্রচণ্ড সিংহনাদ, ভেরীসমূহের বাদ্যধ্বনি, হাতিদের বৃংহিত, ঘোড়ার হ্রেষা, বিপুল রণঝঙ্কার ও বনধ্বংসের দ্বারা তিনি ত্রিপুরারাজ্যের অধিবাসীদের চিত্ত বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন । ৪৭ - ৪৮ ।

অন্যদিকে কিরাতরাজ পরাক্রান্ত শত্রুবলসম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ হলেন ও গোপনে সমস্ত সামন্তদের ডেকে পাঠালেন । ৪৯ ।

---

স্বতন্ত্রঃ স মহাবাহুরধুনাসাদিতাসনঃ ।
ত্রিপুরং তং সুদুর্গম্যমাক্রান্তমুপচক্রমে ।।

৪৪ । (ক) মহীপতিঃ — পাণ্ডুলিপিতে, নরর্ষভঃ ।
(খ) দুর্জ্জয়ঃ সঃ — পাণ্ডুলিপিতে, সসামন্তঃ ।

৪৫ । প্রত্যুবাস দিনত্রয়ম — পাণ্ডুলিপিতে, উবাস দিবসত্রয়ম্ ।

৪৬ । এ শ্লোকের প্রথমপঙ্‌ক্তিটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — সংগৃহ্য বহুশো নাবশ্চিত্রধ্বজপতাকিনীঃ ।

৪৭ । গজানাং বৃংহিতৈর্ভীমৈঃ — পাণ্ডুলিপিতে, তুমুলৈর্গর্জ্জতাগর্জ্জৈঃ ।

৪৮ । ব্যদারয়ৎ স চেতাংসি — পাণ্ডুলিপিতে, ব্যদারয়ত চেতাংসি ।

স প্রৈষীচ্ছিবিরাদ্ দূতং ত্রিবেগেশঃ প্রতর্দ্দনঃ ।
সর্ব্বং বৃত্তান্তমাখ্যাতুং কিরাতপতয়ে নৃপ ।। ৫০ ।।

দূত উবাচ ।

ব্যাধাধিপ ত্বমধুনা শৃণু সাবধানমস্মন্নৃপেণ কথিতং বচনং প্রতি ত্বাম্ ।
ত্বং ত্রৈপুরং দ্রুতমিদং প্রবিহায় গচ্ছ নোচেন্মম প্রখরমস্ত্রমিদং সহস্ব।।৫১ ।।

ত্রিবেগরাজ্যপতিনা ধার্ম্মিকেণ মহাত্মনা ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ।। ৫২ ।।

পুনশ্চ যৎ সমাদিষ্টং শ্রূয়তাং তচ্চ কথ্যতে ।
কিরাতাধিপতে মূঢ় সদাচারপরাঙ্মুখ ।। ৫৩ ।।

অনার্য্যৈর্বহুলৈর্জুষ্টং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতম্ ।
দেবান্ দ্বিজানজানন্তং হতশ্রাদ্ধাদিতর্পণম্ ।। ৫৪ ।।

হে রাজন্, কিরাতপতির কাছে সব সমাচার পূর্ণভাবে বলার জন্য ত্রিবেগরাজ প্রতর্দন নিজশিবির থেকে দূত পাঠালেন । ৫০ ।

দূত বললেন — হে ব্যাধরাজ, তুমি এখন সাবধান হয়ে শোন, তোমার কাছে পাঠানো আমাদের নৃপতির এই বাণী — তুমি শীঘ্র এই ত্রিপুররাজ্য ছেড়ে চলে যাও; নতুবা প্রখর এ অস্ত্র আমার সহন কর । ৫১ ।

মহাত্মা ও ধার্মিক ত্রিবেগরাজ্যাধিপতির দূত আমি । তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি এখানে তোমার কাছে এসেছি । ৫২ ।

হে মূঢ় সদাচারবর্জিত কিরাতরাজ, (আমার প্রভুর) যা আদেশ, আমি তা বলছি, পুনরায় তা শোন । বহু অনার্য আচারে তুমি পরিপূর্ণ, বর্ণাশ্রমধর্মহীন তুমি না জান দেবদ্বিজদের

---

৫০ । (ক) স প্রৈষীচ্ছিবিরাদ্ দূতম্ — পাণ্ডুলিপিতে, শিবিরাৎ দূতং স প্রৈষীৎ ।
(খ) বৃত্তান্তম্ এবং কিরাতপতয়ে নৃপ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, যথোক্তম্ এবং কিরাতপতিসংসদি ।
৫৩ । এশ্লোক থেকে ৫৭ সংখ্যাক শ্লোকাবধিক স্থান অর্থাৎ সর্বমোট পাঁচটি শ্লোকের বক্তব্য পাণ্ডুলিপিতে নীচের চারটি শ্লোকে বিবৃত হয়েছে —
কিরাতিপতে মূঢ় সদাচারপরাঙ্মুখ ।
অনার্য্যবহুলৈর্জুষ্টং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতম্ ।। ক।।
দেবদ্বিজমজানন্তং হতশ্রাদ্ধাদিতর্পণম ।
হস্ত্যশ্বাদ্যঞ্চ ভুঞ্জানমুদ্বহন্তং স্ববংশজাতম্ ।। খ।।
সদাপকৃষ্টকর্ম্মাণং শিশ্নোদরপরায়ণম্ ।
ত্রিবেগাধিপতির্বীরঃ স ধর্ম্মাত্মা মম প্রভুঃ ।। গ।।
ত্বামিদানীং বশীকৃত্য শস্ত্রাস্ত্রকুশলো রণে ।
জুগুপ্সিতেঽপি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ ধর্ম্মং সংস্থাপয়িষ্যতি ।। ঘ।।

ভুঞ্জানমশ্বমাতঙ্গান্ বন্যাংশ্চ প্রাণিনস্তথা ।
সদাপকৃষ্টকর্ম্মাণং শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জিতম্ ।। ৫৫ ।।

ত্বামিদানীং বশীকৃত্য স ধর্ম্মাত্মা মম প্রভুঃ ।
ত্রিবেগাধিপতির্বীরঃ শস্ত্রাস্ত্রকুশলো রণে ।। ৫৬ ।।

চতুরঙ্গৈর্বৃতঃ সৈন্যৈর্যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদৈঃ ।
জুগুপ্সিতেঽপি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ ধর্মং সংস্থাপয়িষ্যতি ।। ৫৭ ।।

তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাতীবদুঃসহম্ ।
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ কিরাতপতিরব্রবীৎ ।। ৫৮ ।।

যাহি তূর্ণং বলৈর্যুক্তং ত্রিবেগপতিসন্নিধিম্ ।
অপনেষ্যামি বঃ শীঘ্রং পররাষ্ট্রগ্রহস্পৃহাম্ ।। ৫৯ ।।

ইত্যুক্ত্বা স কিরাতেশো যুদ্ধায় চ দুরাসদঃ ।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানামাদিদেশ মহাবলঃ ।। ৬০ ।।

ততোঽনতিচিরাদেব পীত্বা পানং মুহুর্মুহুঃ ।
সন্নদ্ধচর্ম্মবর্ম্মাণঃ খড়্গভল্লাদিপাণয়ঃ ।। ৬১ ।।

(মাহাত্ম্য) । শ্রাদ্ধদিতর্পণও তোমার এখানে প্রতিহত । ঘোড়া, হাতি ও অন্যান্য বন্য প্রাণী তোমরা ভক্ষণ কর । তোমরা সর্বদা নীচকর্ম কর ও শাস্ত্রজ্ঞান তোমাদের নেই । এখন, এহেন আচরণকারী তোমাকে বশীভূত করে আমার প্রভু তথা ধর্মাত্মা, বীরকর্মা, যুদ্ধে শস্ত্রাস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ, চতুরঙ্গসৈন্যের দ্বারা পরিবৃত ও যুদ্ধবিশারদ ত্রিবেগাধিপতি (তোমার) রাজ্য ঘৃণিত হলেও (এখানে) ধর্মসংস্থাপন করবেন । ৫৩ - ৫৭ ।

দূতের এসকল অতীবদুঃসহ বাক্য শুনে কিরাতপতির নয়ন ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল ও তিনি (তাঁকে) একথা বললেন । ৫৮ ।

(হে দূত), তুমি অবিলম্বে সৈন্যপরিবৃত ত্রিবেগপতির কাছে চলে যাও । (আর,) আমি শীঘ্রই তোমাদের পররাজ্য আক্রমণের সাধ ঘোচাব — (দূতকে) এই বলে দুর্ধর্ষ ও মহাবল কিরাতরাজ যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করতে সমস্ত সৈন্যদের আদেশ দিলেন । ৫৯ - ৬০ ।

অতঃপর, অচিরেই হাজারে হাজারে যোদ্ধা মুহুর্মুহুঃ পানরত হয়ে কিরাতরাজ্যের দুর্গে নিনাদ করে উঠলেন । তাঁদের শরীরে ছিল সন্নদ্ধ চর্ম ও বর্ম এবং হাতে ছিল খড়্গ ও ভল্ল প্রভৃতি । তাঁরা ছিলেন কাঁচামাংস-ভক্ষণকারী, বীরযোদ্ধা ও দেশের জন্য প্রাণদাতা ।

---

৫৯ । (ক) যুক্তং ত্রিবেগপতিসন্নিধিম্ — পাণ্ডুলিপিতে, স্ফীতত্রিবেগপতিসন্নিধিম্ ।
(খ) দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — পররাষ্ট্রগ্রহাশংসামপনেষ্যামি বোঽচিরাৎ ।
৬০ । যুদ্ধায় চ — পাণ্ডুলিপিতে, সসামন্তঃ ।

আমমাংসাশিনঃ শূরা দেশায় প্রাণদায়িনঃ ।
দৃঢ়বিগ্রহসংকল্পাঃ প্রচ্ছন্নরণকোবিদাঃ ।। ৬২ ।।

নাতিদীর্ঘা ন খর্ব্বাঙ্গা ভীষণা ভীমবিক্রমাঃ ।
নেদুঃ কিরাতরাজ্যস্য দুর্গে যোধাঃ সহস্রশঃ ।। ৬৩ ।।

অন্যায্যাচরণং দৃষ্ট্বা কিরাতেশোঽখিলাঃ প্রজাঃ ।
সমাদিদেশ সংক্রুদ্ধঃ শত্রোরাক্রমণায় চ ।। ৬৪ ।।

ভীমদেহা বলীয়াংসস্তে সশস্ত্রাঃ পদাতয়ঃ ।
আচক্রমুস্ত্রিভাগেন ত্রিবেগেশং তরস্বিনম্ ।। ৬৫ ।।

কিরাতাধিপতেঃ সৈন্যৈরাক্রান্তঃ স মহাবলঃ ।
ইত্যুবাচ মহাসৈন্যং স্বকীয়ং স প্রতর্দ্দনঃ ।। ৬৬ ।।

শ্রূয়তাং মদ্বচঃ সর্ব্বৈঃ সৈনিকাশ্চণ্ডবিক্রমাঃ ।
জয়ায় স্থিরসঙ্কল্পৈর্যুষ্মাভির্যুধ্যতামিতি ।। ৬৭ ।।

অথ ত্রিবেগাধিপতেরাজ্ঞয়া সর্ব্বসৈনিকাঃ ।
সশস্ত্রাঃ প্রাণপর্য্যন্তং সঙ্কল্প্য দাতুমাহবে ।। ৬৮ ।।

তাঁরা যুদ্ধের জন্য সঙ্কল্প করেছিলেন ও এঁরা ছিলেন গুপ্তযুদ্ধে পারদর্শী । তাঁদের শরীর না ছিল অতিদীর্ঘ অথবা খর্ব । তাঁরা ছিলেন ভয়ঙ্কর ও প্রবলবিক্রান্ত । (যাহোক, ত্রিবেগপতির) অন্যায় আচরণ দেখে অতিক্রুদ্ধ কিরাতরাজ শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য সমস্ত প্রজাকে আদেশ দিলেন । ৬১ - ৬৪ ।

(তারপর) ভীমদেহ, বলবান্ ও সশস্ত্র পদাতিগণ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তেজস্বী ত্রিবেগরাজকে আক্রমণ করলেন । ৬৫ ।

কিরাতাধিপতির সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মহাবল প্রতর্দন নিজের বিশাল সেনাকে এ আদেশ দিলেন — হে প্রবলপরাক্রান্ত সৈনিকগণ, সবাই আমার কথা অবধান কর । জয়লাভের জন্য তোমরা সবাই কৃতনিশ্চয় হয়ে যুদ্ধ কর । ৬৬ - ৬৭ ।

অনন্তর, ত্রিবেগাধিপতির আজ্ঞা পেয়ে সৈনিকেরা সবাই সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধে প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিতে সঙ্কল্প করলেন । ৬৮ ।

---

৬২। দেশায় প্রাণদায়িনঃ — পাণ্ডুলিপিতে, দেশায়োৎসৃষ্টজীবিতাঃ ।
৬৩। ভীষণাঃ — পাণ্ডুলিপিতে, বীভৎসাঃ ।
৬৪ (ক) অন্যায্যাচরণং দৃষ্ট্বা — পাণ্ডুলিপিতে, আনায্য প্রতিগেহাচ্চ ।
(খ) দ্বিতীয়পঙ্ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ — অসোঢ়া মর্ষণেশ্বরাতিমিয়ায়ামিতসৈনিকঃ ।
৬৫। (ক) ভীমদেহাঃ— পাণ্ডুলিপিতে, কৃতহস্তাঃ ।
(খ) তরস্বিনম্ — পাণ্ডুলিপিতে, তরস্বিনঃ ।

বীরাঃ সন্নদ্ধবর্ম্মাণঃ ক্রোধলোহিতলোচনাঃ ।
জিগীষবো যথান্যায়ং যুযুধুর্যুদ্ধকোবিদাঃ ।। ৬৯ ।।

সাদী চ সাদিনং তত্র নিষাদী চ নিষাদিনম্ ।
রথারূঢ়ো রথারূঢ়মাচক্রাম যথাক্রমম্ ।। ৭০ ।।

আহতাস্তুমুলং ভের্য্যো নিনদুস্তত্র সঙ্গরে ।
ঘনগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শঙ্খাশ্চ বায়ুপূরিতাঃ ।। ৭১ ।।

অন্যে চ মিলিতাস্তত্র বাদ্যযন্ত্রবিশারদাঃ ।
রণোৎসাহকরং বাদ্যং বাদয়ামাসুরাশু চ ।। ৭২ ।।

অথ মধ্যে মহানাসীদুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তয়োঃ ।
মহাভীমঃ সিংহনাদো গম্ভীরঃ প্রলয়াভ্রবৎ ।। ৭৩ ।।

যোদ্ধারো মিলিতা বীরাঃ প্রতর্দ্দনমহীপতেঃ ।
বাণৈরাচ্ছাদয়ামাসুর্দিশশ্চ বিদিশস্তথা ।। ৭৪ ।।

অত্যন্তমাহতাঃ কেচিদভূমিগাঃ কাতরস্বরাঃ ।
জলং দেহি জলং দেহি শব্দং চক্রুর্নিরন্তরম্ ।। ৭৫ ।।

কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ।। ৭৬ ।।

তারপর বর্মসমূহকে সন্নদ্ধ করে ক্রোধে আরক্তনয়ন, বিজয়াভিলাষী ও যুদ্ধনিপুণ বীরসৈনিকগণ ন্যায়-অনুসারে যুদ্ধ শুরু করলেন ।৬৯ ।

অশ্বারোহী অশ্বারোহীকে, গজারোহী গজারোহীকে ও রথারূঢ় রথারূঢ়কে, যথান্যায়ে আক্রমণ করলেন ।৭০ ।

ভেরীসমূহ তুমুলভাবে আহত হয়ে রণক্ষেত্রে নিনাদ তৈরি করেছিল ও শঙ্খসমূহ মুখবায়ুপূরিত হয়ে মেঘের মত গম্ভীর নির্ঘোষ সৃষ্টি করেছিল । অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রবিশারদ একসঙ্গে মিলিত হয়ে ঘনঘন রণোৎসাহবর্ধক বাদ্য বাজিয়েছিলেন । ৭১ - ৭২ ।

অনন্তর, ওই দুই সৈন্যদলের মাঝে প্রলয়কালীন মেঘগর্জনবৎ প্রচণ্ড, গম্ভীর ও মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদ সমুত্থিত হয়েছিল । ৭৩ ।

রাজা প্রতর্দনের বীরযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে বাণসম্পাতের দ্বারা দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছাদিত করে ফেলেছিলেন । ৭৪ ।

(যুদ্ধক্ষেত্রে) কেউ কেউ অত্যন্ত আহত, অথচ ভূমিতে পতিত না হয়েই কাতরস্বরে 'জল দাও, জল দাও' বলে অবিরত চীৎকার শুরু করল । কারো বাহু ছিন্ন হয়েছিল, অন্য

কবন্ধা আহবে কেচিন্ননৃতুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ঊর্ধ্বং গতাশ্চ কেচিচ্চ কেচিদ্ ভূপতিতাঃ স্থিতাঃ ।। ৭৭ ।।

হতানাঞ্চ তুরঙ্গানাং মাতঙ্গানাং নৃণান্তথা ।
রক্তৈর্মহানদী সংখ্যে তত্রাভূৎ সম্প্রবাহিতা ।। ৭৮ ।।

রক্তাক্তানাং সূর্য্যকরৈঃ সম্পৃক্তানাং প্রদীপ্যতাম্ ।
বিদ্যুতামিব যুদ্ধেঽস্মিন্নসীনাং স্ফুরণেন চ ।। ৭৯ ।।

মেঘবৎ সৈন্যঘোষেণ বাণানাং বর্ষণেন চ ।
রক্তপিচ্ছিলমার্গেণ জাতং দুর্দ্দিনবদ্দিনম্ ।। ৮০ ।।

শকুনারিষ্টগোমায়ুভৈরবারাবসঙ্কুলম্ ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্রাজংস্তুমুলং দেশবিদ্রবম্ ।। ৮১ ।।

চতুর্দ্দশদিনান্তে তু ঘোরে সংখ্যে প্রতর্দ্দনঃ ।
বিজিগ্যে বহুকষ্টেন কিরাতাধিপতিং নৃপ ।। ৮২ ।।

কারো গ্রীবা ছিন্ন । অন্য কারো বা ছিন্নশির পতিত হল । আবার, অন্যদের কারো মধ্যভাগ বিদারিত হয়ে গিয়েছিল । ৭৫-৭৬ ।

কিছু শস্ত্রপাণি কবন্ধ রণভূমিতে নাচতে শুরু করল, কিছু ঊর্ধ্বস্থানাভিমুখে ধাবিত হয়েছিল, আবার, কিছু বা ভূপতিত হয়ে নিষ্পন্দ হয়ে গেল । ৭৭ ।

যুদ্ধে নিহত ঘোড়া, হাতি ও মানুষের রক্তে সেখানে মহানদী প্রবাহিত হল । এই যুদ্ধে, সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসায় দীপ্যমান রক্তাক্ত অসিসমূহের স্ফুরণ বিদ্যুৎ-চমকানোর মত বোধ হচ্ছিল । সৈন্যদের রণধ্বনি, বাণসমূহের বর্ষণ ও রক্তপিচ্ছিল পথ — এসব মিলে মেঘসমাগমের মত হওয়ায় দিনকে দুর্দিনের মত মনে হল । ৭৮ - ৮০ ।

হে রাজন্, শকুন, কাক ও শৃগালের ভয়ঙ্কররবসঙ্কুল এই তুমুল যুদ্ধ সৃষ্টি করেছিল — দেশ ছেড়ে (সম্ভাব্য) পলায়নের মত এক অবস্থা । ৮১ ।

হে নৃপবর, চতুর্দশ দিনের এই ঘোরযুদ্ধে প্রতর্দন বহুকষ্টে কিরাতাধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন । ৮২ ।

---

৮০। উপরের ৬৬-৮০ সংখ্যাক শ্লোকসমূহে বিধৃত যুদ্ধবর্ণনার পরিবর্তে পাণ্ডুলিপিতে নীচের দু'টি শ্লোকমাত্র দেখা যায়, যা বাক্যার্থগতভাবে মুদ্রিতগ্রন্থের তথা উপরের ৮১ সংখ্যাক শ্লোকের সাথে তুলনীয় ।

পরিতো বাণসম্পাতাচ্ছাদিতবিভাবসু ।
স্রবল্লোহিতধারাভিঃ লোহিতানন্তসৈনিকম্ ।। ক।।
হতাশ্বনাগপাদাতং বেগবাহিতশোণিতম্ ।
অসোঢ়বেদনান্নষ্টবহুনাগাশ্বপত্তিকম্ ।। খ।।

৮২। বহুকষ্টেন কিরাতাধিপতিং নৃপ — পাণ্ডুলিপিতে, বহুলায়াসমসম্মেশনভোজনঃ ।

স দুদ্রাব কিরাতেশঃ ক্ষতাঙ্গো হৃতবাহনঃ ।
নিঃশেষিতমহাসেনঃ প্রাণমাত্রাবশেষকঃ ।। ৮৩ ।।

ত্রিবেগে জয়মাখ্যাতুং দূতানাজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ।
ত্রিপুরেষ্বপি ভয়োদ্বিগ্নানাশ্বাসয়িতুমাশু চ ।। ৮৪ ।।

ত্যক্ত-প্রজা-বসু-কলত্র-নিকেতনা যে
নানাদিশো বিচলিতা ভয়শোকশীর্ণাঃ ।
শান্তিং বিধায় বহুধা হিতবাচিকেন
তানানিনায় নিজধাম গণশ্চরাণাম্ ।। ৮৫ ।।

যাস্তং পরং শরণমীয়ুররাতিসেনা-
স্তাসামদত্ত হৃদয়ালুরভীতিমীশঃ ।
যৎ প্রার্থিতং কিমপি নাস্য নিষিদ্ধমাসীৎ
ভাবা ভবন্তি সততং মহতামুদারাঃ ।। ৮৬।।

সোঽপুরয়ৎ সকল-নষ্ট-বসু প্রজানাং
নৈবাজহার বলিমেকসমাং দয়ার্দ্রঃ ।
চিত্তেষু তত্র বসতাং প্রবিবেশ রাজা
প্রীতিং ব্যধাদ্ধনিনি দীনজনে চ তুল্যাম্ ।। ৮৭ ।।

কিরাতপতির অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত; বাহন নষ্ট ও বিপুলসৈন্য তাঁর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । অবশিষ্ট প্রাণমাত্র নিয়ে তিনি পলায়ন করেছিলেন । ৮৩ ।

রাজা প্রতর্দন ত্রিবেগে জয়বার্তা প্রেরণ করার নিমিত্ত এবং (একই সঙ্গে) ত্রিপুরে ভয়োদ্বিগ্নদের আশ্বাসিত করার জন্য দূতদের শীঘ্র আদেশ দিলেন । ৮৪ ।

যারা স্ত্রী-পুত্র-ধন-গৃহ পরিত্যাগ করে ভয়-ও দুঃখপীড়িত হয়ে নানা দিকে চলে গিয়েছিল, (রাজার) চরগণ বহুভাবে মঙ্গলবাক্যের দ্বারা শান্তির আশ্বাস দিয়ে তাদের নিজের নিজের ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন । ৮৫ ।

শত্রুসেনার মাঝে যারা তাঁকে পরমশরণ্য ভেবে ফিরে এল, দয়ালু রাজা তাদের অভয়দান করলেন । যা কিছু তাদের প্রার্থিত, তাতে তাঁর কোনো নিষেধ ছিল না । মহানুভবদের চিত্তবৃত্তি সততই উদার হয় । ৮৬ ।

তিনি প্রজাদের নষ্টসব ধন পূর্ণ করে দিয়েছিলেন । দয়ালু রাজা এক বছর যাবৎ

---

৮৩। প্রাণমাত্রাবশেষকঃ —পাণ্ডুলিপিতে, প্রাণমাত্রাবশেষিতঃ ।
৮৪। আশু চ —পাণ্ডুলিপিতে, অঞ্জসা ।

লোকেষু সাধুনিয়মাৎ প্রতিপালিতেষু
নাশোচি তৈর্জনপদস্য পতিঃ কিরাতঃ ।
যে চানুগা নিয়তমস্য প্রসাদজীবা-
স্তে চাপি বৈরিধরণীশ্বরমন্বগচ্ছন্ ।। ৮৮ ।।

তত্রানিনায় পুরতো বিধুবংশমৌলিঃ
ছত্রং সিতং শশিনিভং পৃথুচামরঞ্চ।
মন্ত্রিপ্রধানমুরুবিক্রম-কৌল-মৌলান্
সর্ব্বার্থ-তত্ত্ব-বিদুরানপি প্রাড়্বিবাকান্ ।। ৮৯ ।।

সৈন্যাশ্চ তত্র গিরিদুর্গমভিপ্রবিশ্য
নিত্যং শরাসনধরা বিদধুঃ প্রয়াসম্ ।
রাজা প্রজাভিরনুরুদ্ধ উদগ্রধন্বা
চক্রে পুরং সুরপতেরিব তৎ সুশোভম্ ।। ৯০ ।।

অস্মাদজায়ত সুতঃ প্রমথাভিধানো
নীতিং ন চাধিজগ এষ সুশাসিতোঽপি ।
ধৃষ্টো বিলাস-রসিকশ্চপলঃ প্রমাথী
বাহে রথে ধনুষি চাপি পটুর্নিযুদ্ধে ।। ৯১ ।।

করসংগ্রহ করলেন না । তিনি তত্রত্য অধিবাসীদের মনোদেশে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের প্রতি সমান অনুরাগ দেখাতেন । ৮৭ ।

এভাবে সজ্জনসুলভ নিয়ম অনুসারে যখন প্রজাগণ প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, সেজন্য তাঁরা আর রাজ্যের পূর্বতন অধিপতি কিরাতের জন্য শোকপ্রকাশ করলেন না । এমন কি, যেসব অনুচর তাঁর নিয়ত প্রসাদজীবী ছিল, তারাও শত্রুভূত রাজার অনুগামী হয়ে গেল । ৮৮ ।

ঐ রাজ্যে চন্দ্রবংশমৌলি প্রতর্দন নিজপুরী থেকে চন্দ্রপ্রভ শ্বেতচ্ছত্র, বিশালাকার চামর, প্রধান-মন্ত্রী, প্রবলবিক্রান্ত ও মহাকুলজাত রাজকর্মচারিসমূহ এবং সর্ববিষয়াভিজ্ঞ বিচারকদের আনয়ন করেছিলেন । ৮৯ ।

(রাজার) সৈন্যরা সেখানকার গিরিদুর্গে স্থায়িভাবে প্রবেশ করে ধনুর্বাণধারণপূর্বক নিত্য অস্ত্রাভ্যাস শুরু করেছিল । উন্নতধন্বা রাজা প্রজাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে দেবরাজের পুরীর মত ঐ নগরীকে সুশোভিত করেছিলেন । ৯০ ।

প্রতর্দনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর নাম প্রমথ । সুশিক্ষা পেলেও

---

৮৮। বৈরিধরণীশ্বরম্ — পাণ্ডুলিপিতে, বৈরিচরণাবরম্ ।

৯০। সৈন্যাশ্চ, গিরিদুর্গমভিপ্রবিশ্য ও তৎসুশোভম্ — পাণ্ডুলিপিতে যথাক্রমে, সৈন্যানি, গিরিদুর্গতরং প্রবিশ্য ও বৈজয়ন্তম্ ।

৯১। এ শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায় —

(পরপৃষ্ঠায় সন্তত ......)

শ্রীধর্ম্মদেব উবাচ ।

কস্মিন্ কালে মহাভাগ রাজ্যং ত্রৈপুরসংজ্ঞিতম্ ।
সংস্থাপিতং কেন বাত্র তদ্ ব্রূহি তত্ত্বতোঽধুনা ।। ৯২ ।।

অপি চাত্র মহারাজো ধর্ম্মপ্রাণঃ প্রতর্দ্দনঃ ।
অন্তে চকার যৎ কর্ম্ম তচ্চ ব্রূহি যথাক্রমম্ ।। ৯৩ ।।

দুর্লভেন্দ্র উবাচ ।

অতিপ্রাচীনমেবেদং রাজ্যং ত্রিপুরসংজ্ঞিতম্ ।
মহাদেববিহারার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা ।। ৯৪ ।।

ত্রিপুরেশবনং পুণ্যং প্রসিদ্ধং সত্যকালতঃ ।
কিরাতনিচয়াস্তত্র নিবাসং চক্রিরে পুরা ।। ৯৫ ।।

তে কালে বিপুলং রাষ্ট্রং কৃতবন্তো ধনুর্দ্ধরাঃ ।
ভবানীকৃপয়া রাজন্ ত্রেতায়ামিতি শুশ্রুমঃ ।। ৯৬ ।।

তিনি নীতিপালনে বিমুখ ছিলেন । উদ্ধত, বিলাস-রসাভিলাষী, চপলমতি ও বিদলনকারী হলেও তিনি ছিলেন বাহন-,রথ-,ধনু-ও বাহুযুদ্ধে নিপুণ । ৯১ ।

শ্রীধর্মদেব বললেন — হে মহাশয়, আমাকে এবার সত্যিসত্যি বলুন ত, ত্রৈপুরনামক রাজ্য কবে বা কার দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল ? এছাড়া, ধর্মাত্মা মহারাজ প্রতর্দন শেষজীবনে যেসব কার্য করেছিলেন, তাও আমাকে যথাক্রমে বলুন । ৯২ - ৯৩ ।

দুর্লভেন্দ্র বললেন — ত্রিপুরনামক রাজ্যটি অতিপ্রাচীন । পুরাকালে ব্রহ্মা মহাদেবের বিহারার্থ এরাজ্য নির্মাণ করেছিলেন । ৯৪ ।

সত্যযুগ থেকেই ত্রিপুরেশের পবিত্রবন হিসেবে এরাজ্য প্রসিদ্ধ । (অবশ্য) পুরাকালে কিরাতগণ এখানে নিবাস স্থাপন করেছিল । ৯৫ ।

হে রাজন্, ধনুর্ধর কিরাতেরা কালক্রমে এক বিপুল রাজ্য নির্মাণ করেন । শোনা যায়, ভবানীর কৃপায় ত্রেতাকালে এব্যাপারটি সম্ভবপর হয়েছিল । ৯৬ ।

---

রাজা স্বকর্ম্মণি যুবা বয়সাপি বৃদ্ধ-
শ্চক্ষুর্যুগেন যুগলং বিষয়ং দদর্শ ।
বীতস্পৃহঃ সকলভোগসুখানি হিত্বা
বৈকুণ্ঠনাথচরণৌ শরণং প্রপেদে ।।

৯৪ । মহাদেববিহারার্থম্ — পাণ্ডুলিপিতে, হরস্যেদং বিহারার্থম্ ।

ব্রহ্ম-কিরাত-ভূভাগঃ পূর্ব্বসীমা প্রকীর্ত্তিতা ।
দেশস্তু কচ্ছলিঙ্গাখ্যঃ সীমাগ্নেয়ী প্রকীর্ত্তিতা ।। ৯৭ ।।

ফেনবতী নদী তস্য স্থিতা দক্ষিণসীমনি ।
নৈর্ঋত্যাং কচ্ছরঙ্গো হি তস্য সীমোচ্যতে জনৈঃ ।। ৯৮ ।।

প্রতীচ্যামস্য সীমা তু ব্রহ্মপুত্রো নদঃ স্মৃতঃ ।
নদী চ নাম তৈরঙ্গী স্থিতা বায়ব্যসীমনি ।। ৯৯ ।।

তস্যোত্তরসীমায়াং বরবক্রনদী বরা ।
সীমা মণিপুরো রাজন্নৈশান্যাং তস্য কীর্ত্তিতা ।। ১০০ ।।

দেবীক্ষেত্রমিদং প্রোক্তং তন্ত্রেষু ধরণীপতে ।
জনোঽত্র মরণাদ্রাজন্ দেবীধামনি রাজতে ।। ১০১ ।।

প্রতর্দ্দনস্য রাজেন্দ্র চরিতং পাপনাশনম্ ।
শ্রদ্ধয়া শ্রবণাদ্ যাতি দেবলোকমনাময়ম্ ।। ১০২ ।।

পৌরবাণাং যথা পার্থাঃ শুভানামাস্পদং কিল ।
দ্রৌহ্যবাণাং তথা রাজন্ পুণ্যশ্লোকঃ প্রতর্দ্দনঃ ।। ১০৩ ।।

ব্রহ্ম-ও কিরাতদেশ এর পূর্বসীমা বলে প্রকীর্তিত । কচ্ছলিঙ্গ নামক দেশ এরাজ্যের শুভ আগ্নেয়ী (পূর্ব-দক্ষিণ) সীমা বলে সুবিদিত । ৯৭ ।

এর দক্ষিণসীমায় ফেনবতী নদী প্রবাহিত । কচ্ছরঙ্গ দেশ এর নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) দিকে অবস্থিত বলে লোকতঃ প্রসিদ্ধ । ৯৮ ।

পশ্চিমদিকে এর সীমারূপে ব্রহ্মপুত্র নদকে ধরা হয় । বায়ুকোণের সীমায় তৈরঙ্গীনাম্নী নদী প্রবাহিত । ৯৯ ।

হে রাজন্, এ রাজ্যের উত্তরসীমায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে শুভ বরবক্রনদী । এর ঈশান কোণের সীমায় মণিপুর রাজ্যের অবস্থানটি সবার জানা । ১০০ ।

হে ধরণীশ্বর, তন্ত্রগ্রন্থসমূহে এই রাজ্যকে দেবীক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে । হে রাজন্, লোকেরা এখানে মৃত্যুর পরে দেবীধামে বিরাজ করেন । ১০১ ।

হে রাজেন্দ্র, প্রতর্দনের চরিতকথা পাপনাশক । শ্রদ্ধাভরে তা শ্রবণ করলে (শ্রোতা) সুখপূর্ণ দেবলোকে গমন করেন । ১০২ ।

হে রাজন্, পৌরবদের মাঝে যেমন পার্থ সমস্তমঙ্গলের আধার, তেমনই দ্রুহ্যুবংশীয়দের মাঝে তদনুরূপ হচ্ছেন পুণ্যশ্লোক প্রতর্দন । ১০৩ ।

---

৯৯ । নদী চ নাম তৈরঙ্গী — পাণ্ডুলিপিতে, নদী তৈরঙ্গীনাম্নী চ ।

১০০ । এ শ্লোকের দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তির পুরোটি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ - ঐশান্যাং তৎসীমা রাজন্ মণিপুরঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।

জিত্বা কিরাতনৃপতিং সবলং মহাত্মা
লব্ধ্বা শুভামতিচিরঞ্চ স রাজলক্ষ্মীম্ ।
সন্তানবৎ সকলরাজ্যমবন্ মহীন্দ্রো
গোবিন্দপাদকমলং সমবাপ শেষে ।। ১০৪ ।।

ইতি শ্রীরাজরত্নাকরে পূর্ব্ববিভাগে প্রতর্দ্দনস্য বৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

সমাপ্তোহ্য়ং পূর্ব্ববিভাগঃ ।

মহাত্মা প্রতর্দন কিরাতপতিকে সসৈন্যে পরাভূত করে, হিতকারিণী রাজলক্ষ্মীকে সুদীর্ঘকালের জন্য লাভ করে ও সমগ্ররাজ্যকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করে জীবনশেষে গোবিন্দের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন ।

*শ্রীরাজরত্নাকর* গ্রন্থের পূর্ববিভাগে প্রতর্দনের বৃত্তান্তবর্ণন নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

পূর্ববিভাগ সমাপ্ত ।

*****

# গ্রন্থনির্ঘণ্ট

## প্রধান গ্রন্থ


অগ্নিপুরাণ — *অগ্নিপুরাণম্*, প্রকাশক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত ।

কালিকাপুরাণ — *কালিকাপুরাণম্*, সম্পাদক পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, নবভারত পাবলিশার্স ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ — *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্*, প্রকাশক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত ।

মৎস্যপুরাণ — *মৎস্যপুরাণম্*, প্রকাশক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত ।

মহাভারত — *মহাভারতম্*, সম্পাদক হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ।

রঘুবংশ— *The Raghuvaṃśa of Kālidāsa* (with commentary of Mallinātha). Ed. Gopal Raghunath Nandargikar, First pub. Poona, 1897. Fourth edn. Delhi, 1971, Motilal Banarsidass.

বিষ্ণুপুরাণ — বিষ্ণুপুরাণম্ (শ্রীধরস্বামিকৃতাত্মপ্রকাশাভিধটীকোপেতম্), শ্রীকালীপদতর্কাচার্যকৃতপাদটীকা সমলঙ্কৃতঞ্চ), *সনাতনশাস্ত্রম*, শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্তিত, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ (ভাগবতপুরাণ) — *শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্*, প্রকাশক - ঘনশ্যামদাস জালান, গোরখপুর, ২০০৮ বৈক্রমাব্দ, গীতাপ্রেস ।


## সহায়কগ্রন্থ


পুরকায়স্থ, মোহিত — *ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৫৮ খ্রীঃ, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় ।

রায়, পান্নালাল — 'গুপ্তহত্যা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আলোকে অতীত ত্রিপুরা', *দৈনিক সংবাদ* (সংবাদ সাহিত্য) ১৭ই নভেম্বর, ২০০২ খ্রীঃ, আগরতলা ।

সেন/সেনগুপ্ত, কালীপ্রসন্ন — *শ্রীরাজমালা* (প্রথম ও দ্বিতীয় লহর) (সম্পাদনা), আগরতলা, ১৩৩৬-৩৭ ত্রিপুরাব্দ, *রাজমালা* কার্য্যালয় ।

— 'ত্রিপুরার কুলদেবতা', *রবি* (পত্রিকা), দ্বিতীয় সংখ্যা, আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।

— *পঞ্চমাণিক্য*, আগরতলা, ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, রাজমালা কার্য্যালয় ।

# শব্দসূচী